Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

দুর্বৃত্ত

আসাদুজ্জামান

বাজি

বজলুর রহমান

সবপ্রকাশনী
ওজম





ওজম

Boighar.com

ওয়েস্টার্ন

[দুটি বই একত্রে]

আসাদুজ্জামান

দুর্বৃত্তঃ রেইনবো শহরের এক সঙ্কট-মুহূর্তে তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। ব্রায়ান জোনস–অসাধারণ বুদ্ধিধর, স্থিরমস্তিষ্ক এক দুর্ধর্ষ পুরুষ। শহরের নতুন মার্শাল হিসাবে সে পেল কিছু অন্তরঙ্গ মিত্র, কিছু ভয়াল শত্রু। স্নিগ্ধশ্রী তরুণী ইভলিন রয়েসের অতীত বঞ্চনার আশ্চর্য কাহিনী যখন মার্শালের মনে অদম্য কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে, তখন তার দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে করাল মৃত্যু। সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় ম্যাট লোগান–বিষধর গিরগিটির চেয়েও ভয়াবহ সে।

বজলুর রহমান

বাজিঃ ভবঘুরে মাইকেল রীজ, অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা ঘোড়া ধার করতে গিয়ে পড়ল বিপদে। বেধড়ক চাবুকপেটা করা হলো ওকে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল ওর মাঝে, মাইকেল হাত মেলাল অ্যারোর শত্রু নিক ভিক্টরের সঙ্গে কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল ভিক্টর দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে ওকে–কাজ শেষ হয়ে গেলে ছোবড়ার মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। জীবন-বাজি সংগ্রামে নামল রীজ

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন
[দুটি বই একত্রে]

দুর্বৃত্ত

আসাদুজ্জামান

বাজি

বজলুর রহমান



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8254-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮-১৯০২০৩

সাতান্ন টাকা

DURBRITTA
BAJI
Two Western Novels
By: Asaduzzaman
Bazlur Rahman

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

কই SCAN EDIT ঘর



Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

দুর্বৃত্ত : ৫–১৮৫
বাজি ১৮৬–৩৩৬

BOIGHAR.COM

ওয়েস্টার্ন

দুর্বৃত্ত ও বাজি

আসাদুজ্জামান ও বজলুর রহমান

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে+আর কতদূর, পাতকী+জ্বলন্ত পাহাড়, রক্তাক্ত খামার+সেই এরফান, মানুষ শিকার+বাঁধন, ভাগ্যচক্র-১+২, রাইডার+অপমৃত্যু, এপিঠ-ওপিঠ+লুটতরাজ, আবার এরফান+ডেথ সিটি, রূপান্তর, ল্যাসোর ফাঁস+বুনো পশ্চিম, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল-১+২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান+অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল+ভয়াল শটগান, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা+রক্তবসনা, প্রতারক, সুবিচার+খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও+নীল নকশা, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত+ উত্তপ্ত জনপদ, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, বৈরী বলয়, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক, ভূমিদস্যু। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান, সীমানা, দোষী, বিবান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১ **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

দুর্বৃত্ত

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৭

এক

'তা হলে একজন মার্শাল চাই এই রেইনবো শহরে?' তামাকের মোড়কগুলো তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে চিন্তামগ্নভাবে বলল দীর্ঘদেহী আগন্তুক।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটা ওপর-নীচ মাথা নাড়ল। 'তবে এই মিটিংয়ের কী দরকার ছিল জানি না। এবার চাকরিটা চাইতে এসেছে এ-পর্যন্ত মাত্র একজনই।'

'কাজটা লোকের কাছে তেমন লোভনীয় নয় মনে হচ্ছে?' আগন্তুক একখানা নোট বের করে মেয়েটার সামনে রাখল।

'তা ঠিক,' বলল মেয়েটা। 'আমাদের মার্শালদের কপাল মন্দ বলতে হবে—এক বছরেরও কম সময়ের ভেতর দু'দু'জন মারা পড়েছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল আগন্তুকের। 'জঞ্জালভর্তি শহর নিশ্চয়,' মন্তব্য করল সে। 'জোচ্চোর, বাটপাড়, বদমাশ গিজগিজ করছে—তাই না?'

'শহরের লোকজন খুব খারাপ নয়—দু'চারজন ছাড়া,' মেয়েটা প্রতিবাদ করল। 'বাইরের ভবঘুরের দল এসেই যত গণ্ডগোল পাকায়।' চশমার পেছনে অচেনা লোকটার চোখে কৌতুকের ঝিলিক লক্ষ্য করে লাল হয়ে উঠল তরুণী, তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'তাই বলে ভাববেন না, আমি আপনাকে—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মুচকি হেসে হাত তুলে মেয়েটাকে থামিয়ে দিল আগন্তুক। 'মিটিং কোথায় হচ্ছে বললে?'

'সানশাইন সেলুনে। সেলুনের মালিক পিটার প্রেসকটই বলতে গেলে চালায় এ-শহর—বেশির ভাগ লোকই তার কথা মেনে চলে।' একটু থেমে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে তরুণী ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি কি···মার্শাল পদের জন্যে···'

'ক্ষতি কী,' অম্লান মুখে জবাব দিল আগন্তুক, 'কাজকর্ম নেই হাতে, উপার্জন নেই; আমাকে তো খেতে-পরতে হয়।'

মেয়েটা চুপ করে রইল।

ফেরত পাওয়া খুচরো পয়সাগুলো তার দিকে ঠেলে দিল আগন্তুক, 'তোমার।' মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

খোলা দরজা দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তরুণী। কোন কাউপাঞ্চার হবে হয়তো—ভাবল মনে মনে—কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে।

'চাকরিটা না হয় যেন,' অস্ফুট স্বরে বলল সে, 'হলে রাখতে পারবে না।'

সেলুনের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আগন্তুক। বেশ বড়সড় মজবুত কাঠামো সানশাইন সেলুনের। সামনে উঁচু ঢাকা বারান্দা। সেখানে একটা গোল টেবিল ঘিরে পাঁচজন লোক বসে আছে। টেবিলের ওপর বোতল আর কয়েকটা

বইঘর.কম

গ্লাস। ধীর পায়ে লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে।

'গরহ্যাম নামের এক ভদ্রলোককে খুঁজছি আমি।'

গাট্টাগোট্টা টাকমাথা একজন উঠে দাঁড়াল। 'পেয়ে গেছ তাকে। বলো, কী চাই?'

'তোমার দোকানে তামাক কিনতে গিয়েছিলাম,' বলল আগন্তুক, 'তোমার মেয়ে তোমাকে বলতে বলেছে, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে।'

'ধুত্তোর, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে!' গরহ্যাম সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল, 'পিটার, কাজটা সেরে ফেললে হয় না এখন ঝটপট?'

দশাসই চেহারা লালমুখো পিটার প্রেসকট প্রকাণ্ড কাঁধ ঝাঁকাল। 'আর যখন কেউ চাইছে না, ম্যাট লোগানকেই দায়িত্বটা দিতে হয়,' তার গলায় স্পষ্ট অনিচ্ছা আর অসন্তোষ।

বাকি চারজনের তিনজনের মনোভাবও একই, মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়। তারা কেউ কোন কথা বলল না।

চার নম্বর লোকটাই নিশ্চয় ম্যাট লোগান। লম্বা পেশীবহুল দেহ, চওড়া হাড় লোকটার। হলদেটে মুখে বসানো ছোট ছোট দু'টো চোখ, পাতলা ঠোঁট আর মাথাভর্তি সর্পিল কালো চুল মিশ্র রক্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গ্লাস তুলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ধীরেসুস্থে চুমুক দিল সে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল আগন্তুক। আরও এক পা এগিয়ে গেল সামনে।

'নাক গলাচ্ছি বলে কিছু মনে করবে না আশা করি,' বলল সে। 'তোমাদের একজন মার্শাল চাই শুনলাম?'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন জবাব দিল না। ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছে লোগান। অন্যেরা চোখে বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অচেনা লোকটাকে।

প্রেসকটই প্রথম কথা বলল। 'যথেষ্ট ঝুঁকি আছে কাজটাতে,' যেন বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত করতে চাইছে সে আগন্তুককে, 'হাত যদি যথেষ্ট চালু না হয়...'

'গোলাগুলি খুব বেশি আমার স্বভাবে নেই,' জবাব দিল আগন্তুক। 'তার চেয়ে আমার পছন্দ–'

'তা হলে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই,' ম্যাট লোগান বলে উঠল রুক্ষ স্বরে, 'এই বেলা মানে মানে কেটে পড়াই তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

চশমার ওপাশে অচেনা লোকটার ধূসর-নীল চোখদু'টো কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ম্যাট লোগানের মুখের ওপর। 'ভুল বুঝেছ, বন্ধু,' নিচু অথচ দৃঢ় গলায় বলল সে, 'কী করে ঝামেলা মেটাতে হয়, আমার জানা আছে। তবে আমার বিশ্বাস, গোলাগুলিকে সবচেয়ে ভাল রাস্তা সবসময় বলা যায় না।'

হঠাৎ দূর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। সেইসঙ্গে পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল কয়েক দফা। সেলুনের বারান্দায় বসা সবার দৃষ্টি ট্রেইল ধরে দূরে চলে গেল। আগন্তুকও ফিরে তাকাল সেদিকে। ধুলোর একটা মেঘ দেখা যাচ্ছে। তার ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসছে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের অস্পষ্ট অবয়ব।

Boighar.com

'বিগ এম-এর কতকগুলো ছোকরা,' প্রেসকট বলল মুখ না ফিরিয়েই, 'শহর মাথায় করতে আসছে। ম্যাট, কী করে সামলাবে তুমি ওদের, বলো দেখি?'

'সোজা,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল ম্যাট লোগান। 'বাধা দেব। প্রথম যে ট্রিগারে হাত ছোঁয়াবে, ঝাঁঝরা করে দেব তার বুক। তা হলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ভুরু কোঁচকাল সেলুনকীপার। 'বেশ ভাল খরচপত্র করে ওরা শহরে। ভাঙচুর করলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে যায়।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে বাতাসে খোঁচা মেরে আগন্তুককে দেখাল ম্যাট। 'এর হয়তো ভাল কোন রাস্তা জানা আছে,' বাঁকা সুরে বলল। 'কেমন মুরোদ, দেখলে হয়। হাঙ্গামা ছাড়া ছোঁড়াগুলোকে বাগে আনতে পারে যদি, আমি না হয় সরে দাঁড়াব—ওকেই দিয়ো চাকরিটা।'

প্রেসকট আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল। 'ভাল প্রস্তাব, কী বলো?'

'আপত্তি নেই,' উত্তর এল। 'খদ্দের বিনাশ করা কাজের কথা নয়,' বলতে বলতে লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল আগন্তুক।

আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে আর ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে অশ্বারোহী বাহিনী। বিরামহীন স্পারের গুঁতো খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ঘোড়াগুলো। দেখতে দেখতে দলটা একেবারে কাছে এসে পড়ল।

ঠিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। ডান হাত ওপরে তুলল সে, বুড়ো আঙুলের ডগা নীচের দিক বাঁকাল। সন্ধির সঙ্কেত—ইন্ডিয়ানদের কায়দা। যে-কোন মুহূর্তে ঘোড়াগুলো গায়ের ওপর এসে পড়তে পারে। তবু সে অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে রাশ টেনে আচমকা ঘোড়া থামাল কাউবয়ের দল। খুরের ঘষায় ছিটকে উঠল মাটি। একগাদা খিস্তি ঝরে পড়ল ছেলেগুলোর মুখ থেকে।

হলদেটে-লাল চুলের এক তরুণ ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল আগন্তুকের মুখের দিকে। সে-ই সম্ভবত দলের নেতা।

'মতলবটা কী শুনি?' তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল সে, 'এভাবে আমাদের পথ আটকাবার মানে?'

ছেলেগুলোকে কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখল আগন্তুক। দলে ওরা পাঁচজন। সবাই বয়সে নবীন, স্বভাবে উদ্দাম—যে-কোন অঘটন ঘটাবার জন্যে প্রস্তুত। তবে যতদূর মনে হয়, অমানুষ নয় ওরা।

'বিধবা মিসেস রয়েসকে চেনো?'

'চিনি,' দলনেতা উত্তর দিল। 'বছরখানেক আগে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেছে রয়েস, যদিও ব্যাপারটা ঠিক···যাকগে, এমন কিছু নামীদামী লোক ছিল না সে। কিন্তু এসবের মধ্যে মিসেস রয়েস আসছে কী করে?'

'মিসেস রয়েস অসুস্থ···মানে, বাচ্চা হবে,' ব্যাখ্যা করল আগন্তুক। 'এসব ব্যাপারে অবশ্য বেশি কিছু জ্ঞান রাখি না আমি—তবে এটুকু বুঝি, এ-সময় হই-হুল্লোড় হাঙ্গামা ঠিক হবে না। তাই ভাবলাম, খবরটা তোমাদের জানা দরকার।' মাত্র গতকাল এ-শহরে এসেছে আগন্তুক, আজ সকালে রাস্তার মোড়ে

কয়েকজনকে বলাবলি করতে শুনেছে মিসেস রয়েসের কথা।'

'ব্যস্, এ-ই? আর কোন মতলব নেই?' বলল লালচুল।

'শহরেই আছি আমি,' আগন্তুকের জবাব।

'বেশ।' কোমরের বেল্টে পিস্তল গুঁজে রাখল কাউবয়। 'ধন্যবাদ তোমাকে। মিসেস রয়েস ভারী চমৎকার মহিলা। এবং আমরা বর্বর নই।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে। 'শোনো, এবারকার মত তোলা রইল ফুর্তি।'

'ঠিক আছে, স্যানডি।' সবগুলো পিস্তল একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'রেইনবো শহরের ভাগ্য এবার দু'দিক থেকে ভাল বলতে হবে,' হাসিমুখে বলল স্যানডি অচেনা লোকটাকে, 'নতুন একজন বাসিন্দা আসছে, এবং পুরনো বাসিন্দাদের কারও প্রাণ হারাবার ভয় থাকছে না। চলো না, গলাটা একটু ভেজানো যাক—সেইসঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও সেরে নেয়া যাবে।'

'খুশি হতাম যেতে পারলে,' আগন্তুক উত্তর দিল, 'কিন্তু এই মুহূর্তে হাতে একটু কাজ আছে।'

'আমাদেরও আছে অবশ্য,' মুচকি হাসল স্যানডি। 'আগে কেনাকাটার কাজ সেরে নিই আমরা সবসময়—নয়তো পকেটে শেষ পর্যন্ত আদৌ কিছু থাকে কিনা, ঠিক কী?'

দোকানের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল দলের সবাই। আগন্তুক সেলুনের বারান্দায় ফিরে এল।

পাঁচজোড়া চোখ এতক্ষণ অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দৃশ্যটা লক্ষ করছিল। এতদূর থেকে কথাবার্তা কিছু শোনা যায়নি, বিগ এমের ছেলেগুলোকে পাঁচজনই হাড়ে হাড়ে চেনে—ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য অলৌকিক বলে মনে হলো তাদের কাছে।

প্রেসকটের মুখেই প্রথম কথা ফুটল।

'হুঁ, কী করে সম্ভব হলো জিনিসটা, জানি না, তবে তোমার জিভে নিশ্চয় জাদু আছে।'

'কোন রহস্য নেই এর ভেতর,' শান্ত গলায় জানাল আগন্তুক। 'শুধু বললাম, বিধবা মিসেস রয়েস অসুস্থ—যে-কোন মুহূর্তে রেইনবোর জনসংখ্যা বেড়ে যেতে পারে।'

'চালাকির আর জায়গা পাওনি?' অমনি খেঁকিয়ে উঠল ম্যাট লোগান, 'ও-কথা তো যে-কেউ বলতে পারত!'

'হ্যাঁ, যে-কেউ আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারত, তবে করেছিল কলাম্বাস,' প্রেসকট দিল জবাবটা। আগন্তুকের দিকে ফিরল সে, 'তোমার কাজের ধরন পছন্দ হয়েছে আমার—মার্শালের পদটা তোমাকেই দেয়া হলো।' পকেট হাতড়ে একটা নিকেলের তারকা বের করল সে, সদ্যনিযুক্ত অফিসারের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে লোগানের উদ্দেশে বলল, 'ম্যাট, পদ আবার খালি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

ঘৃণা আর আক্রোশে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ম্যাট লোগানের চেহারা। আগন্তুকের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রেসকটের দিকে ফিরল। 'বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না সেজন্যে, বাজি ধরে বলতে পারি।' অন্য তিনজনের দিকে

Boighar.com

চাইল সে, 'তোমাদেরও কি একই কথা?'

কোন জবাব এল না।

'নাম-পরিচয়হীন অচেনা এক ভবঘুরের হাতে শহরের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে একটুও বাধছে না তোমাদের?' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হিংস্র ভঙ্গিতে আবার বলল লোগান। 'ঠিক আছে, গ্রেগ প্রাইসের হয়তো অন্য কোন মত থাকতে পারে!' বলতে বলতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ্ পা ফেলে রাস্তায় নেমে গেল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল সেলুনকীপার। আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে হাসল। 'কিছু মনে নিয়ো না। হেরে যাওয়ায় মাথা বিগড়ে গেছে। মার্শাল হিসেবে কেমন একখানা বস্তু হত তা আর বলতে চাই না। একেবারে মোক্ষম সময়টিতে তুমি কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে গেলে জানি না, তবে ভারী খুশি হয়েছি আমি, মিস্টার–' প্রেসকটের চোখ আগন্তুকের প্রকাণ্ড কালচে-লাল ঘোড়াটার ওপর, সেটার পেছনে বাঁয়ের দিকে স্পষ্ট ছাপ: বি.জে.।

'ব্রায়ান জোন্স্,' প্রেসকটের দৃষ্টি অনুসরণ করে মুচকি হেসে জানাল আগন্তুক। 'ব্রায়ান বললেই চলবে।'

'ধন্যবাদ,' মাথা নুইয়ে বলল প্রেসকট।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিগ এমের কাউবয়ের দল এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে নতুন মার্শালের পরিচয় করিয়ে দিল প্রেসকট।

স্যানডির চোখদু'টো নেচে উঠল। 'আগেই আলাপ হয়ে গেছে আমাদের,' জানাল সে। 'ম্যাটকে দেখলাম ওদিকে। মনে হলো, কেউ তার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে আচ্ছামত।'

একসঙ্গে হেসে উঠল সবাই।

প্রেসকটের আমন্ত্রণে সবাই বারে ঢুকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। নবনিযুক্ত মার্শালের সঙ্গে গ্লাসে চুমুক দিল সানন্দে।

দোকানের দায়িত্ব থেকে মেয়েকে অব্যাহতি দেয়ার জন্যে গরহ্যাম চলে গেল। সেলুনকীপারকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল পাওয়েল।

'খুব ভাল হলো, পিটার,' বলল সে। 'এখন থেকে আর বিগ এমের লোকজনকে নিয়ে আমাদের কোন ঝামেলা হবে না। ব্রায়ান এরই মধ্যে ওদের সঙ্গে বেশ সুন্দর একটা সম্পর্ক করে নিয়েছে।'

'মাথা চালু হলে হাত খুব চালু হবার দরকার সবসময় পড়ে না,' প্রেসকট জবাব দিল। 'আর মাথা এবং হাত যদি কারও সমান চালু হয়, তা হলে তাকে পরাস্ত করা রীতিমত কঠিন। ওর কোমরে ঝোলানো রিভলভার দু'টো দেখেছ? একেবারে নতুন জিনিস বলা যাবে না। সহজে ছেড়ে দেবে না ম্যাট–কিন্তু আমার ধারণা, কী করে টিকে থাকতে হয় ভালই জানা আছে আমাদের নতুন মার্শালের।'

সন্ধ্যাটা মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কাটল। শহরের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল নবাগতের। বিশেষ এক শ্রেণীর কিছু লোক ছাড়া আর সবারই বেশ ভাল লাগল স্বল্পভাষী, সংযত নতুন মার্শালকে।

শুধু একটা ব্যাপারে মার্শালকে হস্তক্ষেপ করতে হলো। সেলুনে বসে দু'জন লোক তাস খেলছিল। সন্দেহজনক চেহারার অপরিচিত বহিরাগত একজন,

আরেকজন শহরেরই বাসিন্দা–জিমি। মদ গেলায় রীতিমত বিখ্যাত জিমি, দিনেরাতে কদাচিৎ তার মাথা পরিষ্কার থাকে।

মার্শাল পায়চারি করতে করতে দু'জনের টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে নিল সে, তার সন্দেহ অমূলক নয়। রেইনবোর খেলোয়াড় প্রথমে পরপর বেশ কয়েক দান জেতার পর হঠাৎ হারতে শুরু করেছে। তার সামনের পয়সার গাদা ছোট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, আর সেই সঙ্গে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে সে–মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। শেষ কপর্দক পর্যন্ত হারবার উপক্রম হতেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল তার।

'জোচ্চোর কোথাকার!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল বেসামাল জিমি।

হাতের তাস ফেলে দিয়ে অন্য লোকটাও উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে গাল দিয়ে হাত বাড়াল নিজের রিভলভারের দিকে। এবং স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে। হোলস্টার ফাঁকা।

'তোমার রিভলভার আমার হাতে, বাছাধন,' শান্ত একটা কণ্ঠ বলে উঠল তার পেছন থেকে। 'দরজাটা সোজা তোমার নাক বরাবর।'

চোখের কোণ দিয়ে পেছনে দাঁড়ানো মার্শালের দিকে একপলক তাকিয়ে দেখল লোকটা। তারই রিভলভারের নল এগিয়ে এসে আস্তে চাপ দিল তার পাঁজরে। বিনাবাক্যব্যয়ে সে সামনে পা বাড়াল। সেলুনের বাইরে বেরিয়ে তবেই সাহস পেল প্রতিবাদ করবার।

'বাইরের লোকের সঙ্গে এই তোমাদের ব্যবহারের নমুনা? ওই নচ্ছারটা আমাকে কী বলেছে, শুনেছ?'

'শুনেছি,' জবাব দিল মার্শাল। 'মিথ্যে বলেনি।'

নিষ্ফল আক্রোশে মুঠি পাকাল লোকটা। 'রিভলভারটা যদি থাকত আমার হাতে...'

'এই নাও।'

ছুঁড়ে দেয়া রিভলভারটা খপ্ করে লুফে নিল লোকটা। এক সেকেন্ড সময় নিল হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। তারপরই লক্ষ করল, সবগুলো গুলি বের করে নেয়া হয়েছে রিভলভার থেকে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বেল্টে গুঁজে রাখল সে সেটা।

'কচি খোকা নই আমি,' বলল মার্শাল। 'রওনা হয়ে যাও এখুনি, কেটে পড়ো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব–আমাদের গোরস্তানে একদম জায়গা নেই।'

মার্শালের শীতল শাণিত কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল লোকটার মুখ। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে, উঠে বসল সেটার পিঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে গেল ঘনায়মান অন্ধকারে।

সেলুনে ফিরে মার্শাল দেখল, অদ্ভুত ভঙ্গিতে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে টেবিলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জিমি। দু'চোখ নেশায় ঢুলুঢুলু। টেনে তুলে দাঁড় করাল তাকে, সেলুন থেকে বের করে রাস্তা ধরে ঠেলে নিয়ে চলল। মার্শালের কোয়ার্টারের কাছেই শক্ত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি মজবুত একটা ঘর। সেটার

Boighar.com

ভেতর জিমিকে ঢুকিয়ে দিল মার্শাল। দরজা বন্ধ করে প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলিয়ে দিল। আবার যখন সেলুনে ফিরে এল সে, মুখে মুচকি হাসি নিয়ে এগিয়ে এল সেলুনকীপার।

'পরিষ্কার কাজ, মার্শাল। মুসাফির সাহেবকে কী করলে?'

'রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। ঠিক খুশি মনে যায়নি। সস্তাদরের জুয়াচোর। খেলতে বসে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিততে দিতে থাকে। জিততে জিততে অন্যজনের যখন আর হুঁশ থাকে না, তখন শুরু করে জোচ্চুরি। ওসব লোকের জায়গা হবে না এ-শহরে।'

'ঠিক বলেছ। জিমি কোথায়?'

'কয়েদখানায় ঘুম দিচ্ছে। তার সঙ্গে সকালে বোঝাপড়া হবে।'

দুই

ঘটনাবিহীন দিন কেটে যাচ্ছে একটার পর একটা। তার ভেতর দিয়েই মার্শালের খ্যাতি বাড়ছে। সীমান্তের জনপদগুলোর মার্শালেরা সাধারণত হয় সাংঘাতিক রগচটা—সার্বক্ষণিক তর্জনগর্জন হম্বিতম্বি তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রেইনবোর নতুন মার্শাল ঠিক তার উল্টো। তার শান্ত অবিচল ভাবভঙ্গি, স্বভাবসুলভ নির্মল হাসি, স্বল্পভাষণ অদ্ভুত এক আকর্ষণে সবাইকে কাছে টানে। জিমি তার দাসে পরিণত হয়েছে। শহরের সমস্ত লোক অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছে, মদ একেবারে ছেড়ে দিয়েছে জিমি। তার ত্রাণকর্তার পার্শ্বচর নিযুক্ত হয়েছে সে নিজে নিজেই। মার্শালের গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

তবে নবনিযুক্ত অফিসারের জনপ্রিয়তা যে একেবারে অবিসংবাদিত, তা কিছুতেই বলা যাবে না। ম্যাট লোগানের নিজস্ব লোকজন আছে। আইনের শাসন তাদের কাছে কখনোই উপাদেয় মনে হয়নি। প্রকাশ্যে লোগান কোনকিছু করার সাহস না পেলেও সে হাত গুটিয়ে বসে নেই। সবাই জানে, বিষধর গিরগিটির চেয়েও ভয়াবহ সে।

নতুন মার্শাল নিয়োগের দিন সাতেক পরের কথা। একজন অতিথি এসে ঢুকল সানশাইন সেলুনে, গম্ভীর স্বরে প্রেসকটকে অভিবাদন জানাল। লোকটা লম্বা। প্রকাণ্ড শরীর। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি হবে। দাড়ি-গোঁফ কামানো ফোলা ফোলা মুখ। ছোট ছোট চোখদু'টো লাল। বদরাগী মানুষের চেহারা।

'কী ব্যাপার, গ্রেগ? মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে?' বলল সেলুনকীপার।

গ্রেগ প্রাইসের কঠিন দৃষ্টি স্থির হলো প্রেসকটের মুখের ওপর। 'শুনলাম, অচেনা এক লোককে তুমি মার্শালের চাকরি দিয়েছ?'

'ভুল শোনোনি।'

'তা হলে আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।'

'কবে কিনে নিলে?' জানতে চাইল প্রেসকট।

'কী কিনলাম?'

'এই রেইনবো শহর?'

রক্তচক্ষু মেলে বেশ কয়েক সেকেন্ড প্রেসকটের দিকে তাকিয়ে রইল র‍্যাঞ্চার প্রাইস। 'চাকরিটা ম্যাটের পাওনা ছিল,' বলল ধীরে ধীরে।

'আরও অনেক কিছু পাওনা আছে ম্যাটের,' জবাব দিল প্রেসকট। 'এবং পাওনা মেটানোর ব্যাপারটা তার জন্যে খুব সুখের হবে না।'

'বাজে কথা রাখো,' চোখ পাকিয়ে বলল গ্রেগ। 'যাকে চাকরি দিয়েছ তার সম্পর্কে কতটা জানো?'

'খুব কম। তবে ম্যাট সম্পর্কে জানতে কিছু বাকি নেই।' এমন সময় দরজায় ছায়া পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল প্রেসকট। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, 'এই যে, মার্শাল, এসো পরিচয় করিয়ে দিই–মিস্টার গ্রেগ প্রাইস, ডাব্‌ল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিক।'

মুখ ঘুরিয়ে নবাগতের দিকে চাইল গ্রেগ, খুদে চোখদু'টোতে স্পষ্ট বিদ্বেষ। কিন্তু একজোড়া অপলক চোখের শীতল দৃষ্টির সামনে সে বেশিক্ষণ নিজের সপ্রতিভ ভাব বজায় রাখতে পারল না, আস্তে চোখ ফিরিয়ে নিল। দু'জনের একজনের মধ্যেও হাত মেলাবার কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

'ব্রায়ান, মিস্টার প্রাইস বলছিলেন, আমার উচিত, তোমাকে সরিয়ে মার্শালের চাকরিটা ম্যাটকে দেয়া,' সেলুনকীপার নিরীহ মুখে বলল।

'আমি বলছিলাম, কাজটা ঠিক হয়নি–লোগানের প্রতি অবিচার করা হয়েছে,' প্রেসকটের বক্তব্য শুধরে দিল গ্রেগ। 'লোগানের যোগ্যতা বেশি।'

'আর আমি একজন অপরিচিত আগন্তুকমাত্র,' শান্ত নরম গলায় যোগ করল ব্রায়ান জোন্‌স।

'গুলি ছোঁড়ায় ম্যাট লোগানের চেয়ে ভাল হাত এ-তল্লাটে কারও নেই,' র‍্যাঞ্চার ধীর গম্ভীর স্বরে বলল।

'তা হলে তো খুব সহজ রাস্তা আছে তার জন্যে,' জবাব দিল মার্শাল। 'শুধু একটা কাজই করতে হবে–নিজের দক্ষতাটা প্রমাণ করতে হবে।'

'করবে, সুযোগ পেলেই করবে।' ঠোঁট বেঁকিয়ে কুৎসিত একটা মুখভঙ্গি করে সেলুন থেকে অলস পায়ে বেরিয়ে গেল গ্রেগ।

প্রেসকটের মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। 'ম্যাটের হাত সত্যিই খুব ভাল,' চিন্তিত স্বরে বলল সে।

হাসল ব্রায়ান। 'সুযোগ পাবে সে–সুযোগ তাকে দেয়া হবে। তবে ওই র‍্যাঞ্চার লোকটা যে-সুযোগের কথা বলে গেল, সে-সুযোগ নয়। আচ্ছা, হাতের নিশানা নিয়ে গর্ব আছে, এমন লোক আশেপাশে নিশ্চয় আরও দু'চারজন পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, তা যাবে।'

'বেশ। ছোটখাট একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করব আমরা।' প্রস্তাবটা বিস্তারিত বুঝিয়ে বলল ব্রায়ান। ধীরে ধীরে চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেলুনকীপারের মুখ।

সেদিনই সন্ধ্যায় সানশাইনে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে তুমুল তর্ক উঠল কার

Boighar.com

হাতের কেমন নিশানা তাই নিয়ে। তর্কের সূত্রপাত কী করে হলো তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই–পশ্চিমের লোকের কাছে বিষয়টা সবসময়ই ভারী উপাদেয়। দূরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে সবার কথা শুনছে প্রেসকট। মুখে অস্পষ্ট রহস্যময় হাসি।

তর্কাতর্কি যখন তুঙ্গে, ধীর পায়ে জটলার দিকে এগিয়ে গেল প্রেসকট। 'যা-ই বলো, সেই আগের দিন আর নেই,' মন্তব্য করল সে। 'কোথায় সেই বিল হিকক, ডক্ হলিডে, আর্প পরিবারের লোকেরা…'

'আছে, আছে,' পাশ থেকে বলে উঠল ম্যাট লোগান, 'এখনও আছে। কে জানে–হয়তো এই শহরেই আছে অমন দু'একজন।' বাঁকা হাসি তার ঠোঁটে, 'ওস্তাদ লোক সব এখনও মরে ভূত হয়ে যায়নি।'

এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল প্রেসকট। অমায়িক একটা হাসি উপহার দিল সে। 'বেশ, তা হলে না হয় একটু খোঁজ-খবর করেই দেখা যাক।' টেবিল চাপড়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল সে। একটু কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। 'শোনো সবাই। রেইনবোতে অনেকদিন কোন আমোদ-ফুর্তি হয়নি। আমার মনে হয়, হাতের নিশানা পরখ করার জন্যে একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না। কী বলো তোমরা?'

তুমুল করতালি পড়ল প্রস্তাবের সমর্থনে। উত্তেজিত কোলাহল শুরু হয়ে গেল।

হাত তুলে সবাইকে থামাল সেলুনকীপার। 'এখন থেকে ঠিক তিন দিন পর অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতা। যে-কেউ অংশ নিতে পারবে। বিগ এম এবং ডাবল্ অ্যারোর লোকজনও আশা করি দু'একজন অংশ নেবে। বিজয়ীর জন্যে পুরস্কার–নগদ পঞ্চাশ ডলার। টাকাটা আমি দেব।'

আবার হাততালি পড়ল। এবার জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা, ম্যাট লোগানকে হারাবার মত কেউ নেই এ-অঞ্চলে। লোগানের বিনয়মাখা মিটিমিটি হাসি বলে দিচ্ছে, সে-ব্যাপারে তারও বিশেষ দ্বিমত নেই।

ফলাফল সম্পর্কে কারও সন্দেহ যদিও নেই বললেই চলে, প্রতিযোগিতায় লোকসমাগম মন্দ হয়নি। প্রতিযোগী, দর্শক–দু'দলেই প্রচুর লোক।

বিগ এম থেকে চার্লস্ লেভিন এসেছে। সঙ্গে তার ফোরম্যান স্যানডি এবং বেশ কয়েকজন পাঞ্চার। গ্রেগ সঙ্গে এনেছে আধ ডজন ঘোড়সওয়ার। শক্ত-সমর্থ দুর্ধর্ষ চেহারার লোক তারা, বিগ এমের লোকজনের তুলনায় সবারই বয়স বেশ বেশি। দু'দল মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছে–মোটেই সদ্ভাব নেই দুই আউটফিটের লোকজনের মধ্যে। মালিকদের সম্পর্কও একইরকম।

কাঠের গুঁড়ির তৈরি কয়েদখানার সামনে সবাই জড়ো হয়েছে। ঘরের দেয়ালের একটা মোটাসোটা শক্ত গুঁড়ির সঙ্গে পেরেক দিয়ে বুকসমান উঁচুতে আটকে দেয়া হয়েছে একখানা তাস। ডায়ামন্ডের পাঁচ।

গুঁড়ির কাছ থেকে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে বারো পা হেঁটে এল প্রেসকট। জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে একটা দাগ দিল। একজন লোক সরু একটা তক্তা এনে

বিছিয়ে দিল দাগ বরাবর।

'এতেই হবে বোধ হয়,' বলল প্রেসকট। 'কী বলো, চার্লস্?'

'চলবে।'

বেশ লম্বা বিগ এম র‍্যাঞ্চের মালিক। হালকা-পাতলা শরীর, বয়স বছর পঞ্চান্ন হবে। লম্বা মুখ, তাতে হাসি ফুটতে দেখা যায় কদাচিৎ। তার কালো কোট, স্পার লাগানো বুটের ভেতর গুঁজে দেয়া কালো ট্রাউজার, নরম ফেল্ট হ্যাট চেহারার গাম্ভীর্য আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কার ওপর বাজি ধরতে চাও, স্যানডি?' ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল চার্লস্ লেভিন।

'সবারই দেখছি ধারণা, একজনমাত্র লোকই আছে হিসেবে ধরার মত। কিন্তু আমার হিসেব অন্যরকম।' লোগানের দিকে তাকাল তরুণ কাউবয়, 'ম্যাট, কতগুণ দেবে তুমি, যদি হেরে যাও?'

'এখনও শর্তগুলো শুনিনি।'

ঠিক তখুনি হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল প্রেসকট। 'শোনো। প্রতিযোগীরা একজন একজন করে এসে দাঁড়াবে এই তক্তার ওপর। আমি বলামাত্র পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়বে। একজন মাত্র একবার সুযোগ পাবে। গুলি ছুঁড়তে দেরি হলে কিংবা ইতস্তত করলে বাদ যাবে সে।'

হাসল লোগান। 'চমৎকার—কোন অসুবিধে দেখছি না। একের বদলে চারগুণ, কাউবয়।'

'পাঁচ ডলার বাজি রাখছি,' বলল স্যানডি।

'মুরগির দানা—তবু হেলা করছি না,' লোগান বলল ঠোঁট উল্টে। 'আর কেউ চাঁদা দেবে?'

'দশ ডলার,' শান্ত স্বরে বলল লেভিন।

'আমিও আছি,' আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'পাঁচ ডলার।'

ঝট্ করে বক্তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোগান। আর কেউ নয় লোকটা—জিমি। 'তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'তুমি গর্দভ আবার এসবের মধ্যে কেন? পকেটে পয়সা সত্যি আছে তো?'

পকেট হাতড়ে একটা দোমড়ানো পাঁচ ডলারের নোট বের করল জিমি। লেভিনের হাতে দিল। 'তোমারটাও জমা দাও এবার,' লোগানের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'আমি কোন ব্যাটাকে বিশ্বাস করি না।'

রাগে তেতে উঠল লোগানের মুখ। 'ব্যাটা বজ্জাত, মাতাল, বেল্লিক—'

হাত তুলে তাকে নিরস্ত করল লেভিন। 'ওর টাকা ও জমা রেখেছে,' বলল গম্ভীরভাবে, 'তোমার উচিত; কথা না বাড়িয়ে তোমারটাও জমা রাখা।'

বিগ এমের মালিকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার কোন ইচ্ছে আপাতত নেই লোগানের। বিরস মুখে বিশ ডলার বের করে জমা দিল সে। 'বেশিক্ষণ থাকবে না তোমার হাতে,' বলল গর্বভরে। জিমির দিকে তাকাল, 'এরপর যখন আবার উপোস দেবে, আমার ওখানে ঠেসে গিলতে এসো না।'

'ঠেসে গেলা তোমার ওখানে কোনদিন কারও হয় না,' অস্বাভাবিক কঠিন

Boighar.com

স্বরে জবাব দিল জিমি, 'পয়সা দিলেও না।'

মুখ টিপে হাসছে আশপাশে দাঁড়ানো সবাই। 'আমার ওখানে' বলতে নিজের রেস্তরাঁর কথা বুঝিয়েছে ম্যাট লোগান। ঘটা করে রেস্তরাঁর নাম রেখেছে সে 'দি রেইনবো রেস্টরান্ট'। কিন্তু খাবারের মান কিংবা পরিমাণ কোনদিক দিয়েই সেটা কখনও বিখ্যাত হতে পারেনি। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল লোগান, মার্শালকে এগিয়ে আসতে দেখে বন্ধ করে ফেলল হাঁ।

স্যানডির সামনে এসে দাঁড়াল মার্শাল। স্যানডি তাকে মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। হাত মেলাল মার্শাল এবং লেচিন। র‍্যাঞ্চারের চোখ মার্শালের গম্ভীর মুখের ওপর থেকে ঘুরে গিয়ে স্থির হলো তার বেল্টে ঝোলানো রিভলভারদু'টোর মসৃণ বাঁটের ওপর।

'প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার ইচ্ছে আছে, মার্শাল?' জানতে চাইল সে।

'তা, নেয়া যেতে পারে।'

লোগান কান পেতে ছিল, শুনতে পেল মার্শালের উত্তর। 'বাজি ধরবে না?' আমন্ত্রণ জানাল সে।

'গুলি ছোঁড়া নিয়ে জুয়ায় নামি না আমি কখনও।'

'সে-ই ভাল,' ঠোঁট উল্টে বলল লোগান। 'আরে, শুরু হয়ে গেল নাকি?'

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে জায়গাটা। চারদিক থেকে ঠেলাঠেলি করে সবাই কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তার যেখানে যেটুকু উঁচু জায়গা ছিল, সব দখল হয়ে গেছে আগে-ভাগে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল প্রথম প্রতিযোগী—দোকানি গরহ্যাম। চারদিক থেকে হর্ষধ্বনি করে উঠল সবাই। কেউ কেউ বাঁকা উপদেশবাক্য ছুঁড়ে দিল।

তক্তার ওপর উঠে দাঁড়াল গরহ্যাম। উত্তেজনায় থমথম করছে তার মুখ। টাক মাথা থেকে রোদ ঠিকরে পড়ছে।

প্রেসকট চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতেই পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল সে।

টার্গেট থেকে ঝাড়া একফুট দূরে গিয়ে বিঁধেছে বুলেট। অট্টহাসি আর চিৎকারের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক।

'মন্দ কী, কয়েদখানায় তো লেগেছে,' একজন সান্ত্বনা দিল।

'তা বটে,' দাঁত বের করে হাসল গরহ্যাম, 'তবে তাসের জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে যদি, এতক্ষণে আর কিচিরমিচির করতে হত না।'

দ্বিতীয় প্রতিযোগী গিয়ে দাঁড়াল তক্তার ওপর। তার গুলি লাগল তাস থেকে আরও অনেক বেশি দূরে। একের পর এক প্রতিযোগী আসতে থাকল, গুলি ছুঁড়তে লাগল, আর সেইসঙ্গে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল, গরহ্যামের নিশানা সত্যি খুব খারাপ ছিল না। কম লোকই তাসের একফুটের ভেতর গুলি লাগাতে পারছে। ছুতোর ডিগবির বুলেট তো গিয়ে বিঁধল কয়েদখানার বেশ কয়েক ফুট সামনে বালির ভেতর। ঠাট্টা-বিদ্রূপের অজস্র খোঁচা খেয়ে লজ্জায় অপমানে মাটিতে মিশে গেল যেন বেচারা।

পাওয়েলেরও একই অবস্থা হলো প্রায়। বন্ধুবান্ধবের উপহাস উপেক্ষা করে সে শুধু গম্ভীরভাবে বলল, 'সহজ কথা নয়—অনেক চর্চা দরকার।'

বেশির ভাগ প্রতিযোগীই মনে মনে জানে, চেষ্টায় ফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ–একমাত্র ভাগ্যের জোরে যদি জোটে পুরস্কারটা। সেজন্যে পরাজয় হাসিমুখে মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না তাদের। তবু কেউ কেউ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে ব্যাপারটা। যেমন, পাঞ্চারদের কথা ধরা যায়–জিততে পারলে খ্যাতি তো আসছেই, তার চেয়ে বড় কথা, যে টাকাটা পাবে তা তাদের এক মাসের বেতনের চেয়েও বেশি।

দুই র‍্যাঞ্চের ভেতর ডাবল্ অ্যারোর লোকেরাই আগে এল ভাগ্য পরীক্ষা করতে। টার্গেট ছেড়ে সেটার চারদিকে নানা দূরত্বে গিয়ে আঘাত হানল তাদের বুলেট–আগের মতই অক্ষত রইল ডায়ামন্ডের পাঁচ। এরপর এল বিগ এমের যুবকের দল। স্যানডির গুলি তাস থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে গিয়ে বিঁধল। তুমুল করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল সবাই। এ-পর্যন্ত এ-ই সবচেয়ে ভাল শট।

র‍্যাঞ্চার দু'জনের কেউই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে রাজি হলো না। প্রেসকটকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। একগাল হেসে সবিনয়ে জানাল সে, নিজের টাকা নিজেই জিতে নেয়ার ইচ্ছে তার আদৌ নেই।

শেষ পর্যন্ত গর্বিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল ম্যাট লোগান। মুখে আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বল হাসি। দু'পাশে সামান্য ছড়ানো পা-দু'টো তক্তার ওপর শক্তভাবে সেঁটে রয়েছে, ডানহাত সটান ঝুলছে রিভলভারের পাশে।

সঙ্কেত পাওয়ামাত্র অসম্ভব দ্রুততায় ঝাঁকি খেয়ে উঠে এল তার হাত–হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার। প্রায় একই সঙ্গে গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

তাসের ওপরদিকের কিনারা ঘেঁষে ফুটে উঠেছে নিখুঁত একটা অর্ধবৃত্তাকার ছিদ্র। গুঞ্জন উঠল ভিড়ের ভেতর। বেশ কিছু লোকের হাততালিও শোনা গেল।

বিজয়ীর হাসি হেসে সেলুনকীপারের দিকে ফিরল লোগান। 'এবার দয়া করে পঞ্চাশ ডলার ছাড়ো দেখি।'

'সরে দাঁড়াও–পথ ছাড়ো,' উত্তর পেল সে। 'আরও একজন আছে।'

লোগান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, পেছনে মার্শাল অপেক্ষা করছে। তাচ্ছিল্য ফুটল তার চেহারায়। প্রেসকটের দিকে ফিরল আবার। 'আমার চেয়ে ভাল কিছু করতে পারবে না, বাজি রেখে বলতে পারি। এক ডলারের বদলে পাঁচ ডলার।'

'বেশ,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল সেলুনকীপার, 'দশ ডলার বাজি ধরছি আমি।' মৃদুস্বরে যোগ করল, 'পুরস্কারের টাকাটা আর আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না বোধ হয়।'

ভুরু কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে মার্শালের দিকে তাকাল সে। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী লোকটা। সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করছে। এ-শহরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করতে দেখেনি। গুলি ছোঁড়ায় তার অনীহার কথা সবার জানা। দেখলে এমনকিছু দুর্দান্ত গান ফাইটার বলেও মনে হয় না। লোকটার নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল প্রেসকট।

'রেডি?' চেঁচিয়ে বলল সে। 'ছোঁড়ো!'

Boighar.com

বিদ্যুৎ খেলে গেল মার্শালের হাতে। চোখের পলকে লাফ দিয়ে উঠে এল তার ডানদিকের রিভলভার, গুলির শব্দ হলো। বোবা বিস্ময়ে লক্ষ করল সবাই, তাসের মাঝখানের ডায়ামন্ড সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে অচিন্তনীয় ক্ষিপ্রতায় আরও চারবার গুলি ছুঁড়ল মার্শাল। তাসের চারকোণের চারটে ডায়ামন্ড ভেদ করে গেল এবার বুলেট।

ধূমায়িত অস্ত্র ফের হোলস্টারে গুঁজে রাখল মার্শাল। টার্গেটের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা দিল।

গুলির কানফাটানো আওয়াজের পর নেমে এসেছে থমথমে নীরবতা। মার্শালের অত্যাশ্চর্য ক্ষিপ্রতা, ভয়ঙ্কর নিখুঁত শট, আর সেইসঙ্গে তার অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি স্তম্ভিত, মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেছে সবাইকে। কারও মুখে কথা সরছে না।

স্যানডিই প্রথম সামলে উঠল। 'হায় খোদা!' আর্তনাদ করে উঠল সে. 'প্রথম দিন মুখোমুখি হয়ে আমি তো গুলি প্রায় করেই দিয়েছিলাম!'

হো হো হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। টানটান উত্তেজনায় ছেদ পড়তেই শুরু হলো হাততালি আর কোলাহল। লোগানের পক্ষে বাজি ধরে টাকা খুইয়েছে যারা, তারাও যোগ না দিয়ে পারল না হাততালিতে।

'কপাল মন্দ, ম্যাট,' পাশ থেকে একজন সহানুভূতি জানাল।

'তোমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না!' ফোঁস করে উঠল লোগান। লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল ভিড় ফুঁড়ে।

'বেচারা,' কৃত্রিম সহানুভূতির সঙ্গে জিভ দিয়ে চুকচুক্ শব্দ করল প্রেসকট। মার্শালের দিকে ফিরল। 'এই নাও পঞ্চাশ ডলার—পুরস্কার তুমিই জিতেছ।'

হাত বাড়াল না ব্রায়ান। 'তোমার টাকা তোমার পকেটেই ফেরত যাচ্ছে,' বলল মুচকি হেসে। হাত তুলে চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে আহ্বান জানাল, 'চলো সবাই, আমার সঙ্গে ড্রিঙ্ক করবে, চলো।'

আবার উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। দ্রুত পা চালাল সবাই সানশাইনের দিকে।

উৎসাহী কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল বুলেটবিদ্ধ তাসখানা। প্রেসকট এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলে নিল। 'আবার কখনও হাতের নিশানা নিয়ে কথা ওঠে যদি, দেখানো যাবে।'

'তুমি আগে থেকে জানতে মার্শালের হাতের টিপের কথা?' কে একজন প্রশ্ন করল।

'না,' প্রেসকট জবাব দিল। 'আমিও তাজ্জব হয়ে গেছি। আগে কখনও ওকে গুলি ছুঁড়তেই দেখিনি আমি।'

চার্লস্ লেভিন কাঁধ ঝাঁকাল। 'পাকা কাজ অনেক দেখেছি জীবনে, কিন্তু…' কথাটা শেষ করল না সে।

'বেশ, বেশ,' গ্রেগ প্রাইস বলে উঠল পাশ থেকে, 'তবে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের। অমন হাত যার, তার প্রচুর অপকর্ম না থেকেই পারে না। বাজি রেখে বলতে পারি আমি, 'দু'চারজন শেরিফ এ-মুহূর্তে খুঁজছে ওকে পাকড়াও করার জন্যে।'

বইঘর.কম

'খুঁজে পায় যদি, কপাল খারাপ বলতে হবে তাদের,' স্যানডির হাসি দু'কানে গিয়ে পৌঁছুল।

প্রেসকট আর কথা না বাড়িয়ে সেলুনের দিকে ছুটল। এতক্ষণে লোকজন নিয়ে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে মার্শাল।

তিন

পুবদিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে ঢুকল লোকটা। একমাথা এলোমেলো রুক্ষ চুল, চোখে বুনো দৃষ্টি। পরনের কাপড়-চোপড় ধূলিধূসর, নোংরা। জিনের ওপর বসে এদিক-ওদিক টলছে। হাতে পিস্তল। ভূতে পাওয়া মানুষের মত চিৎকার করছে অবিরাম।

'হোয়াইট ওক থেকে আসছি আমি। একাই একশো, বুঝেছিস? তোদের সবাইকে দেখে নেব, কারও রক্ষা নেই। গর্ত ছেড়ে বেরো শিগ্‌গির, নেংটি ইঁদুরের পাল! নয়তো ধুঁয়ো দিয়ে বের করব বলে দিলাম!'

চ্যালেঞ্জের কোন জবাব না পেয়ে ঘোড়া থামাল। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে লোকটা। রক্তিম দু'টো সরু চোখ অস্থিরভাবে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলেও জ্বলন্ত সূর্যের খরতাপ খুব একটা কমেনি। প্রচণ্ড গরমে দগ্ধ হচ্ছে রেইনবো শহর। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য।

'চেহারা দেখাবার মত বুকের পাটা একজনেরও নেই তোদের?' আবার কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মাতাল ঘোড়সওয়ার।

আছে। মার্শাল বেরিয়ে এল অফিস ছেড়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল আগন্তুকের দিকে।

পিস্তল তাক করল লোকটা। 'খবরদার, আর এগিয়ো না! থাবা দু'টো তোলো মাথার ওপর!'

যখন থামল মার্শাল, তখন ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে তার দূরত্ব মাত্র এক গজ। হাত তোলার কোন লক্ষণ তার মধ্যে আদৌ দেখা গেল না।

'চিরকাল তুমি গর্দভ থেকে গেলে, ট্যাপার,' অনুচ্চ স্বরে বলল সে।

একই সঙ্গে অপার বিস্ময় আর অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল ঘোড়সওয়ারের মুখ। ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে তাকাল সে মার্শালের দিকে।

হ্যাটটা মাথার পেছনদিকে ঠেলে দিল মার্শাল। চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে শুরু করল।

চোখদু'টো বিস্ফারিত হয়ে উঠল আগন্তুকের। ঢোক গিলল সে। 'তুমি!'

'পিস্তল গুঁজে রাখো। এই মুহূর্তে ভাগো এখান থেকে।' মোছা শেষ করে চশমাটা আবার চোখে বসিয়ে নিল মার্শাল। 'আর শুনে রাখো, এখান থেকে একশো মাইলের ভেতর কোথাও যদি মুখ খোলো আমার সম্পর্কে—কপালে খারাবি আছে। আমি—তোমার—পিছু নেব।'

'কিন্তু—'

Boighar.com

চশমার কাচের আড়ালে মার্শালের দু'চোখে কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠল। হাত তুলে পশ্চিম দিকটা দেখাল সে। 'ষাট সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। এর ভেতর রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়া চাই। মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না আমি।'

সে-বিষয়ে ট্যাপারের কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হলো না। বড় বড় দাঁতঅলা শক্ত স্পারের গুঁতো খেয়ে লাফিয়ে উঠল তার ঘোড়া। সোজা পশ্চিমদিকে ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

শহরের যে-ক'জন লোক দূর থেকে ঘটনাটা দেখল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো তাদের।

'এইবার বাহাদুরি ফলাতে এলে টেরটি পাবে বাছাধনেরা,' সেলুনকীপার প্রেসকট সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল। 'এদের সঙ্গে কথা বলবার মত লোক এতদিনে পাওয়া গেছে।'

সানশাইনের বারে লোগানও দাঁড়িয়ে ছিল। 'হুঁ, কথাই ওর একমাত্র সম্বল মনে হচ্ছে,' মুখ বেঁকিয়ে বলল সে। 'পিস্তল নিয়ে কারও সামনে দাঁড়াবার মুরোদ নেই নাকি ব্যাটার?'

'চাইলে সেটা খুব সহজেই জেনে যাবার রাস্তা আছে,' সেলুনকীপার বলল।

'ঠিক আছে, মনে থাকবে কথাটা।'

'মনে না থাকলেই ভাল,' উপদেশ দিল প্রেসকট, 'আমার খদ্দের কমে যেতে পারে।'

জবাব না দিয়ে লোগান নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে তার। তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে।

ওয়্যাগন রোডটা শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমমুখো কয়েক মাইল এগিয়ে ডার্ক মাউনটেনসের গোড়ায় পৌঁছে বিশাল একটা অর্ধবৃত্তাকার বাঁক রচনা করেছে। তবে এলাকাটা ভালভাবে চেনা থাকলে কোন অশ্বারোহীর পক্ষে এই বাঁক এড়িয়ে সোজা পথে এগোনো অসম্ভব নয়।

বিতাড়িত ঘোড়সওয়ার বাঁক ঘুরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। নিকটতম জনপদ পাইনটপ–রেইনবো থেকে দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল।

'ঘোড়া থামাও! হাত তোলো মাথার ওপর!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে নির্দেশ দিল কে যেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াসুদ্ধ অনড় দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাপার। সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল শব্দের উৎস বরাবর। ট্রেইলের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঝোপের ভেতর থেকে রাইফেলের চকচকে একটা নল ওরই দিকে চেয়ে আছে। প্রায় নিজের অজান্তেই মাথার ওপর হাত উঠে গেল তার।

'বেশ,' ঝোপের ভেতর থেকে আবার কথা ভেসে এল। 'বুঝতেই পারছ, আমি গুলি ছুঁড়লে তোমার আর রক্ষা থাকবে না। সেরকম ইচ্ছে অবশ্য এমনিতে নেই আমার–আমি চাই খবর।'

'কীসের খবর?'

'তোমার। রেইনবো থেকে এমন খরগোশের মত ছুট দিলে কেন?'

ঘোড়সওয়ারের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল প্রশ্নকর্তার চেহারা। সফল হলো না।

'কে তুমি?' জানতে চাইল সে।

হাসির শব্দ পাওয়া গেল। 'ভয় নেই, যার ভয়ে তুমি কেঁচো হয়ে আছ, সে নয়। আসলে তোমার মত আমিও তাকে দু'চোখে দেখতে পারি না।'

কিছুটা চাঙা বোধ করল এবার ট্যাপার। একইসঙ্গে বাস্তববুদ্ধি নড়েচড়ে উঠল তার ভেতরে। 'আমার কী লাভ হচ্ছে শুনি, তোমার কথার জবাব দিলে?'

'অনেক লাভ,' শীতল জবাব এল। 'তোমার টাকা-পয়সা, অস্ত্র, ঘোড়া, সাধের জীবন—সব থাকছে লাভের খাতায়। আর কী চাই?'

'আমাকে খুন করলে তোমার কোন ফায়দা হবে না,' শুকনো গলায় যুক্তি দেখাল ট্যাপার।

'না হোক, তোমার তো নরকে যাওয়া হবে,' নির্বিকারভাবে জবাব দিল ঝোপের আড়ালে বসা অজ্ঞাত পরিচয় রাইফেলধারী। 'এক মিনিট সময় দিলাম। সিদ্ধান্ত নাও, যা জানতে চাই বলবে কিনা।'

'যদি বলি, কারোর কাছে ফাঁস করবে না তো?'

'কাক-পক্ষীও জানবে না। তা ছাড়া তোমাকে তো আমি চিনিই না—বলতে যাব কোন্ দুঃখে? সে যাক্, এবার বলো, যার হুমকিতে লেজ তুলে পালালে, সে কে আসলে?'

'ওর নাম ব্রায়ান জনসন।'

'জনসন—নাকি জোন্স্?'

'জনসন। সিক্স-গান হাতে চোখের পলকে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। অসম্ভব চালু হাত।'

'কোত্থেকে এল সে? এদিকে কী করছে?'

'লংহর্নের মার্শাল ছিল লোকটা। বন্ধুকে খুন করে ভেগে যায়। শুনেছি, একটুর জন্যে শহরের লোকের হাত ফসকে পালিয়ে বেঁচেছিল।'

'এ-ই লোকই সেই লোক, ঠিক জানো?'

'আমি চিনব না ওই ব্যাটাকে?' চোখমুখ কুঁচকে বলল ট্যাপার, 'একগাদা টাকা গচ্চা গেছে আমার ওই হারামীটার জন্যে—বেশ কয়েকজন বন্ধু হারিয়েছি। কালচে লাল একটা ঘোড়ায় চড়ে ও—দারুণ ঘোড়া।'

'মিলে যাচ্ছে,' বলল রাইফেলধারী। 'কিন্তু তুমি ওকে গুলি করলে না কেন তখন? চমৎকার সুযোগ ছিল ঘায়েল করার।'

'ওর কাজ তুমি দেখোনি,' জবাব দিল ট্যাপার। 'ব্যাটা আসলে জাদুকর। জান একটা নয় ওর, অনেকগুলো।'

হেসে উঠল রাইফেলধারী। 'এবার সবগুলো জানই তা হলে ওর দরকার পড়বে। মাথার পেছনে চোখও দরকার হবে। যাই হোক, ইয়ার, এবার নিজের পথে রওনা হয়ে যাও। যদি পাইনটপে থাকার ইচ্ছে থাকে তোমার, পরে হয়তো তোমাকে আবার আমার দরকার হতে পারে। এখনকার মত···এই নাও—'

একটা সোনার মুদ্রা ঝোপের ভেতর থেকে উড়ে এল রাস্তার মাঝ বরাবর। চট্

Boighar.com

করে হাত বাড়িয়ে লুফে নিল সেটা ট্যাপার। সযত্নে রেখে দিল ভেস্টের পকেটে। 'ধন্যবাদ,' বলল সে। 'পাইনটপে খুঁজলে পাবে আমাকে। ব্রায়ান জনসনকে শায়েস্তা করার ব্যাপার হয় যদি, আমাকে সস্তায় পাবে। চলি তা হলে।'

আবার চলতে শুরু করল ঘোড়া। ধীরে ধীরে বাঁক ঘুরে ট্যাপার অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলধারী ম্যাট লোগান। মুখে ধূর্ত হাসি।

'ব্যাপার তা হলে এই?' বিড়বিড় করে বলল সে। 'এবার তোমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি, বাছাধন! পিস্তলের ভেলকি যতই দেখাও, ফাঁসির দড়ির কাছে সব ঠাণ্ডা!'

পরদিন সকালে রাস্তায় প্রথমবারের মত ইভলিন রয়েসকে দেখল মার্শাল।

ছোটখাট ক্ষীণাঙ্গী মহিলা, স্নিগ্ন সুন্দর মুখশ্রী—একটু যেন বিষাদের ছোঁয়া রয়েছে তাতে। কোঁকড়া চুলে রোদের সোনালি ঝিলিক। সব মিলিয়ে এখনও তন্বঙ্গী তরুণী বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না।

চোখে প্রশংসা নিয়ে তাকিয়ে ছিল মার্শাল, হঠাৎ তাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে থেমে দাঁড়াল মিসেস রয়েস।

'আপনিই তো নতুন মার্শাল?' বলে উঠল সে। 'আমি মিসেস রয়েস। আমার কাছে ধন্যবাদ পাওনা আছে আপনার।'

তাড়াতাড়ি হ্যাট খুলে অভিবাদন জানাল ব্রায়ান। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী খুশি হলাম, ম্যাডাম। কিন্তু ধন্যবাদটা কীসের জন্যে, ঠিক···'

'বিগ এম্নের ছেলেগুলো যখনই শহরে আসে, খুব হই-চই করে—'

গম্ভীর হবীর ভান করল মার্শাল। 'এ-শহরে সবকিছুর জন্যে মার্শালকেই দায়ী করা হয় দেখছি—'

মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ইভলিন রয়েসের মুখ। 'তেমন মার্শাল হলে লোকে তো দায়ী করতে চাইবেই,' উত্তর দিল সে। 'জিমির কাছে শুনলাম—'

'জিমির জিভ একটু বেশি লম্বা,' বাধা দিয়ে বলল মার্শাল।

'আপনি আসবার পর একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে ও,' আন্তরিক সুরে বলল মিসেস রয়েস। 'আশপাশের মেয়েরা অনেক করেছে আমার জন্যে, কিন্তু সবারই তো নিজের সংসার আছে। জিমি যদি আমার ঘরের কাজগুলো না করে দিত, কী করে যে আমি সবদিক সামলাতাম! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কিছুতেই সে টাকা নেবে না।'

'ঠিকই করেছে ও, ম্যাডাম,' নরম গলায় বলল মার্শাল। বিদায় নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

মার্শালের বাসায় টুকিটাকি কাজে মগ্ন হয়ে ছিল জিমি। পরিচিত পায়ের শব্দ শুনে হেসে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, গৃহকর্তার গম্ভীর মূর্তি দেখে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল হাসি।

'মিসেস রয়েসের কাছে বেশি বক্‌বক্ করতে নিষেধ করেছি না তোমাকে?'

মার্শাল গম্ভীর স্বরে বলল।

'আমি কিছু বলিনি। প্রেসকট বলেছে।'

'তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করছিল মহিলা,' অপরিবর্তিত রইল মার্শালের গলা। 'বলছিল, কাজ করে দিচ্ছ তার, অথচ টাকা নিতে চাইছ না।'

কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে ছিল জিমি–চশমার পেছনে মার্শালের চোখের সূক্ষ্ম কৌতুকের ঝিলিক এবার ধরা পড়ল তার দৃষ্টিতে। কিছু একটা বলবার জন্যে হাঁ করতে যাচ্ছিল, মার্শাল হাত তুলে বারণ করতেই আবার চুপসে গেল।

কয়েক মুহূর্ত খরচোখে জিমির দিকে তাকিয়ে রইল মার্শাল। 'মহিলাকে বলেছি, ব্যাপারটা দেখব আমি,' বলল ধীরে ধীরে। 'মাসে মাসে অনর্থক যে টাকাটা তোমাকে আমি দিয়ে থাকি, এখন থেকে সেটা দ্বিগুণ করে দিচ্ছি। অহঙ্কারের ঠেলায় যদি আবার মনে করো, বেশি টাকা নিতে রাজি হবে না···'

'অহঙ্কার-টহঙ্কার নেই আমার,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জিমি, 'ওসব পোষায় না।' এ-কান ও-কান হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার মুহূর্তে। 'ধন্যবাদ, মার্শাল, এবার আমি অনেক বেশি জমাতে পারব।'

'টাকা জমাচ্ছ? কীসের জন্যে? কয়েদখানায় যাবার শখ হয়েছে আবার?'

'মদ ছেড়ে দিয়েছি আমি। মানে, কিছুদিনের জন্যে অন্তত।' আঙুল বাঁকিয়ে মিসেস রয়েসের বাসার দিকটা দেখাল জিমি, 'খুদে দস্যিটার জন্যে শিগ্‌গিরই খেলনা-টেলনা দরকার হবে।'

'তা-ই বলো।' বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল ব্রায়ান, 'বড্ড দুর্দশা যাচ্ছে মহিলার।'

'হ্যাঁ,' বলল জিমি। 'অথচ আজ ডাবল্ অ্যারো রেঞ্জের মালিক হবার কথা ছিল তার।' প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক ঠেলে।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে ছিল মার্শাল, মুহূর্তে তার মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল। 'কী বললে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?'

'মোটেই না,' জবাব দিল জিমি। 'গল্পটা বেশ অদ্ভুত।'

'তাই নাকি?' বলল মার্শাল। 'অদ্ভুত গল্পই আমার পছন্দ।'

'কোত্থেকে শুরু করব?'

'শুরু করার জন্যে শুরুটাই তো সবচেয়ে ভাল,' গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল ব্রায়ান।

'বেশ, তা-ই হোক।' একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল জিমি। 'ডাবল্ অ্যারো রেঞ্জের মালিক ছিল আরথার প্রাইস। বিয়ে-থা করেনি সে কখনও। নিজের বলতে ছিল তার শুধু এক বিধবা বোন আর এক বিপত্নীক ছোট ভাই। বোন যখন মারা গেল তখন বোনের একমাত্র মেয়ে ইভলিনকে নিজের কাছে নিয়ে এল আরথার। কিন্তু কয়েক বছর পর যখন তার ভাই অ্যালান নিজের জোয়ান ছেলেকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তখন ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। অনেকদিন পার হয়ে গেল, অ্যালান কিংবা তার ছেলের কোন খোঁজ নেই। এর মধ্যে ইভলিন বড় হয়ে উঠেছে, ভারী মিষ্টি হয়েছে দেখতে। বুড়ো আরথারের নয়নের মণি সে। রেঞ্জের এক সুদর্শন রাইডার রয়েসের প্রেমে

Boighar.com

পড়ল মেয়েটা। ছেলেটা জুয়াড়ী হলেও ইভলিনের ইচ্ছেয় বাদ সাধেনি আরথার–ওদের বিয়ে হয়ে যায়। তারপরই হঠাৎ একদিন খুন হয়ে যায় আরথার।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ। পাইনটপে যাওয়ার জন্যে একদিন খুব সকালে রেইনবো থেকে বেরোয় সে। দু'তিন ঘণ্টা পর তার ঘোড়াটা একা র‍্যাঞ্চে ফিরে আসে। কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে সন্দেহ করে লোকজন তাকে খুঁজতে বেরোয়। ট্রেইলের এক জায়গায় পাওয়া যায় তাকে। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। দু'দু'টো গুলির জখম ছিল পিঠে। মরে কাঠ হয়ে ছিল। বছরখানেক আগেকার কথা সেটা–আমি এখানে আসবার ঠিক আগের ঘটনা। কার কাজ, বোঝার কোন উপায় ছিল না। তবে রয়েসের ওপর অনেকের সন্দেহ গিয়ে পড়ে। তার বউয়েরই তো তখন র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার কথা। কিন্তু ঘটনা দাঁড়াল অন্যরকম। খুনের পরপরই একখানা উইল নিয়ে পাইনটপ থেকে এসে উদয় হলো এক বুড়ো উকিল–ব্রিট কুইগলি। তার লেখা আর আরথারের সই করা সেই উইলে বলা হয়েছে, ইভলিন পাবে শুধু নগদ এক হাজার ডলার, আর বাকি সবকিছু পাবে অ্যালান প্রাইসের ছেলে গ্রেগ প্রাইস।'

'গ্রেগ? সে-ই তো এখন ডাবল্ অ্যারোর মালিক?'

'হ্যাঁ। রয়েস ব্যাপারটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে শুরু করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। খেপে যায় সে, মদে ডুবে যায়। মাতাল হয়ে সারাক্ষণ পাগলের মত ছুটে বেড়াতে থাকে। মাসকয়েক পর তার লাশ পাওয়া যায় এক নালার তলায়। ঘাড় মটকে গিয়েছিল বেচারার। দেখে মনে হয়েছিল, ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েছে। অথচ সবাই জানে, চৌকস ঘোড়সওয়ার ছিল রয়েস–মাতাল অবস্থায়ও ঘোড়া ছোটানোয় তার জুড়ি ছিল না।'

ভুরু কুঁচকে চুপচাপ জিমির কথা শুনছিল মার্শাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বুড়ো হয়তো মনে মনে ভাইপোকেই র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকারী ঠিক করে রেখেছিল–'

'না,' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল জিমি। 'পাকা চামড়ার মত শক্ত মনের মানুষ ছিল আরথার, ভাবাবেগের ছিটেফোঁটা তার মধ্যে ছিল না।'

'তোমার সঙ্গে জানাশোনা ছিল তার?'

'না–তবে তার স্বভাব কারও অজানা ছিল না।'

অন্য কথা ভাবছে ব্রায়ান। 'গ্রেগ তা হলে মিসেস রয়েসের মামাতো ভাই–অথচ বোনকে গ্রেগ কোন সাহায্য করছে না?'

ম্লান হাসল জিমি। 'পৃথিবীতে একজনমাত্র লোককেই সাহায্য করে গ্রেগ। নিজেকে।'

চার

মিসেস রয়েসের বাসার সামনের দিকের জানালার ওপর সাঁটা একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল মার্শাল। পড়ে দেখল, বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভেতরে স্বল্পমূল্যে সুস্বাদু খাবারের বন্দোবস্ত আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল মার্শাল। একবার পরখ করে দেখলে মন্দ হয় না। ঢুকতে যাবে, হঠাৎ এক ঝটকায় দরজা খুলে ভেতর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল লালমুখো রাগী চেহারার একজন লোক। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ তুলে তাকিয়েই মার্শালকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে।

লোকটাকে চিনতে পারল ব্রায়ান, লোগানের দলের একজন।

'পেটের বারোটা বাজাতে না চাইলে এখানে খেতে ঢুকো না,' বলে উঠল লোকটা। 'রান্নার যা ছিরি ওই–'

'ভদ্রমহিলার,' শব্দ যোগান দিল ব্রায়ান। 'রান্নার ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা হয়তো তোমার নেই, রিগার। আমার আছে। পরীক্ষা করে দেখি আগে, তারপর আমার মতামত তোমাকে জানাব। আপাতত মুখে তালা দিয়ে থাকো।'

মার্শালের মসৃণ কণ্ঠস্বরের ভেতর প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর রিগার ঠিকই ধরতে পারল। কড়া একটা জবাব তার মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে নিঃশব্দে সরে পড়ল।

দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিয়েই থমকে গেল মার্শাল। ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস রয়েস, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে প্রায়। একখানা চেয়ার মেঝের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। টেবিলে অর্ধভুক্ত একটা মাংসের প্লেট।

চেয়ারখানা দাঁড় করাল মার্শাল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল নিভাঁজ পরিচ্ছন্ন টেবিলক্লথ, ঝকঝকে বাসনপত্র-ছুরি-কাঁটা-চামচ।

'বানরের গলায় মুক্তোর হার,' মন্তব্য করল সে। 'তোমার খরিদ্দার সাংঘাতিক খেপে গিয়ে উঠে চলে গেছে মনে হচ্ছে, ম্যাডাম?'

'ওই একজনই এসেছিল, আর–আর সে পয়সা না দিয়েই চলে গেছে,' করুণ মুখে জানাল মহিলা। 'আমি নাকি রাঁধতে জানি না, লোকটা বলে গেল। অথচ, যদি কিছু আমি জানি তো সে ওই রান্নাই।'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল ব্রায়ান। 'উঁহুঁ, আরও একটা জিনিস জানো তুমি। হাসতে জানো।'

চোখে জল নিয়ে হেসে ফেলল মিসেস রয়েস।

'আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে,' মার্শাল বলল।

অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি কিচেনের দিকে পা বাড়াল মহিলা। একটু পরেই ভাপ-ওঠা একটা স্টেক আর ফ্রায়েড পটেটো নিয়ে ফিরে এল। লোভনীয় চেহারা খাবারের–দ্রুত আক্রমণ চালাল ক্ষুধার্ত মার্শাল। আবার যদি মর্মান্তিক কিছু দেখতে হয় এই ভয়ে মিসেস রয়েস তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল।

সেজন্যে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল মার্শাল। কারণ ছুরি ছোঁয়ানো মাত্র সে বুঝতে পেরেছে, মাংস অসম্ভব শক্ত।

'এ তো দেখছি করাত দিয়েও কাটা যাবে না,' টানাহ্যাঁচড়া করতে করতে অস্ফুটস্বরে বলল সে।

কিন্তু যে করেই হোক সবটা খাবে বলে মার্শাল পণ করেছে। স্রেফ পেশীর জোরে এবং ছুরি প্লেট দু'টোই ভাঙার ঝুঁকি নিয়ে মাংসের কয়েকটা টুকরো কাটতে

Boighar.com

সমর্থ হলো সে অবশেষে। ভবিষ্যৎ অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সমূহ সম্ভাবনা মেনে নিয়ে প্রায় না চিবিয়েই গিলে ফেলল। সুস্বাদু–সন্দেহ নেই। ওই বাদামী আঁখির জল যাতে আর না ঝরে সেজন্যে যথাসাধ্য করবে সে।

প্রায় শেষ হয়ে এসেছে অগ্নিপরীক্ষা, এমন সময় ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল মিসেস রয়েস।

'কেমন···কেমন মনে হচ্ছে?' দ্বিধাজড়িত গলায় ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে।

মাংসের বাকি পিণ্ডটা একবারে গলার ভেতরে চালান করে দিল মার্শাল। 'এমন স্টেক জীবনে খাইনি আমি, ম্যাডাম,' সত্যি কথাটাই বলল সে।

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিসেস রয়েসের মুখ। মার্শালের মনে হলো, জলভরা মেঘের আড়াল থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল সূর্য। 'ভারী ভাল লাগল শুনে, মার্শাল,' মহিলা বলল। 'আমার পেস্ট্রিও নিশ্চয় আপনি পছন্দ করবেন।'

প্রমাদ গুনল ব্রায়ান। একবার বলতে চাইল, যথেষ্ট খেয়েছি, পেটে আর জায়গা নেই। কিন্তু বলল না।

ড্রায়েড-অ্যাপল্ পাই পরিবেশন করল মিসেস রয়েস। দেখা গেল, জিনিসটা সত্যিই উপাদেয় হয়েছে। চেটেপুটে সবটা খেয়ে নিল মার্শাল। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে মহিলা চেয়ে চেয়ে দেখল।

'আমার মায়ের হাতে পেস্ট্রি ঠিক এ-রকম হত,' এবার অন্তর থেকে বলল মার্শাল।

খাবারের দাম বেশি পড়ল না। বিল চুকিয়ে যখন মার্শাল উঠে পড়ল, তখন মিসেস রয়েসের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের একমাত্র কসাই ক্লেটনের দোকানের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল মার্শাল। ধড়িবাজ লোক হিসেবে শহরে ক্লেটনের বিশেষ খ্যাতি আছে।

'মিসেস রয়েসের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম আজ,' কসাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল মার্শাল। 'গরুর মাংস চামড়াসুদ্ধ বিক্রি করো কেন তুমি?'

প্রথম কয়েক সেকেন্ড ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'না তো,' জবাব দিল সে, 'চামড়া আলাদা বিক্রি করি।' তারপরই বোধোদয় হলো ধূর্ত কসাইয়ের–তাড়াতাড়ি বলল, 'মাংস শক্ত মনে হয়ে থাকে যদি, তা হলে বুঝতে হবে, রাঁধতে পারেনি মহিলা ঠিকমত।'

'কথাটা তোমাকে কে বলল, তাই ভাবছি,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলল মার্শাল। 'কিছুক্ষণ আগে রিগারকে এদিকে আসতে দেখলাম মনে হলো?'

সবেগে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে এত দ্রুত অস্বীকার করল কসাই যে, তাতে আসল সত্যটাই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

'আচ্ছা, তা হলে বোধ হয় ভুলই দেখছি,' মার্শাল বলল, 'চশমাটা বদলাতে হবে দেখেছি। তবে কিনা, পরিষ্কার মনে হলো–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে,' ক্লেটন তাড়াতাড়ি শুধরে নিল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিল রিগার, থেমে দাঁড়িয়ে–'

কিন্তু মিস্টার রিগারের গতিবিধি সম্পর্কে মার্শালের আর কোন আগ্রহ আছে

বইঘর.কম

বলে মনে হলো না। 'মিসেস রয়েসের রান্নার হাত খুব ভাল,' ক্লেটনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল সে, 'কিন্তু জুতোর চামড়া দিয়ে সুখাদ্য বানানোর সাধ্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাঁধুনীরও নেই।' সরাসরি কসাইয়ের চোখের দিকে তাকাল সে। 'লোগানের রেস্তরাঁয়ও তুমি মাংস যোগান দাও, তাই না?'

'দিই। কিন্তু আমার কাছে সব খদ্দের সমান।'

'ভাল ভাল টুকরোগুলো সব লোগানকে দিয়ে উচ্ছিষ্টগুলো মিসেস রয়েসের জন্যে রেখে দিলে লোগানের ভারী উপকার হয়,' সশব্দে চিন্তা করছে মার্শাল, যেন ক্লেটনের কথা শুনতেই পায়নি। কসাইয়ের মুখ কাঁচুমাচু হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল, 'মিসেস রয়েসের ওখানে আমি নিয়মিত খাব ভাবছি। আর, আমার দাঁতগুলো ইস্পাতের তৈরি নয়। বোঝা গেল?'

'কোন অসুবিধে নেই,' সাগ্রহে বলল ক্লেটন। 'পাকা ব্যবস্থা করে দেব আমি—কিছু স্পেশাল মাংস পাঠিয়ে দেব রোজ মিসেস রয়েসের ওখানে।'

'ওসব ব্যবস্থা-ট্যবস্থার দরকার নেই—তোমার কাছে সবাই সমান। সব স্পেশাল চাই।'

'কিন্তু ম্যাট আমার সবচেয়ে বড় খদ্দের—'

'শিগগিরই মিসেস রয়েস সবচেয়ে বড় খদ্দের হয়ে যাবে,' অম্লান বদনে উত্তর দিল মার্শাল। 'তার ওখানে এখন থেকে ভাল মাংস না যায় যদি, আমাকেই কসাইগিরি শুরু করতে হবে বাধ্য হয়ে।'

পরদিন দুপুরের পর কায়দা করে রিগারকে রাস্তায় পাকড়াও করল ব্রায়ান। খেতে যাচ্ছিল রিগার, দূর থেকে মার্শালকে দেখতে পেয়ে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, গতিরোধ করল মার্শাল।

'তোমার খাবার পয়সাটা এ-বেলা লোগান পাচ্ছে না,' বলল ব্রায়ান। 'মিসেস রয়েসের ওখানে খাচ্ছ তুমি।'

'সে-রকম কোন খায়েশ মোটেও নেই আমার,' উত্তর এল। 'খেয়ে দেখেছি ওখানে।'

'এবং পয়সা না দিয়েই চলে এসেছ। ভাল করোনি কাজটা।'

'কেন পয়সা দেব?' ফুঁসে উঠল রিগার, 'কিছু খেতে পারলে তো! কুকুরেও দাঁত বসাতে পারবে না ওই মাংসে—'

'হ্যাঁ, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। যাই হোক, তুমি খেতে চেয়েছ, তোমাকে খাবার দেয়া হয়েছে; খাও না খাও সেটা তোমার ব্যাপার। পয়সা দাওনি, আবার তর্জন-গর্জন করে চেয়ার উল্টে ফেলে দিয়ে চলে এসেছ। শান্তিভঙ্গ করেছ তুমি। এখন, হয় আমার সঙ্গে গিয়ে ক্ষমা চাইবে মহিলার কাছে—গতকালের খাবারের দাম মিটিয়ে দিয়ে আজ আবার খাবে, নয়তো—হ্যাঁ, কয়েদখানা তো খালিই পড়ে আছে—'

দাঁতে দাঁত ঘষল রিগার। 'তোমাকে আমি দেখে নেব—'

'কী! আইনের লোককে হুমকি দিচ্ছ? এজন্যে তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়তে পারি আমি, জানো?' গর্জে উঠল মার্শাল, 'আগে বাড়ো!'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল রিগারের চোখদু'টো—কী এক অদ্ভুত কৌশলে চোখের পলকে মার্শালের একটা রিভলভার লাফ দিয়ে উঠে এসেছে হোলস্টার

Boighar.com

ছেড়ে–সেটার নল সোজা তাকিয়ে আছে তার পেট বরাবর। হ্যামার টেনে ধরা বুড়ো আঙুলটায় যদি শুধু একবার ঢিল পড়ে–ট্রিগার ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না মার্শালের···আর ভাবতে পারল না রিগার।

দু'জনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে মিসেস রয়েসের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। তবু অভ্যর্থনার হাসি ফুটল তার মুখে দু'জনের জন্যেই।

'মিস্টার রিগারের ধারণা, কাল তাড়াহুড়োয় হয়তো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি খাবারটা আসলে কেমন হয়েছিল,' ব্যাখ্যা করল ব্রায়ান, 'আমি তাঁকে বললাম আজ আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে।'

টেবিলে বসে পড়ল দু'জন, খাবার এল, এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর একটাও কথা হলো না। সবশেষে তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল বিশালবপু রিগার।

'এমন খাবার বহু বছর খাইনি,' অকপট স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। 'কাল তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি বলে আমি সত্যি খুব দুঃখিত, ম্যাডাম। এখন মনে হচ্ছে, আসলে দোষটা ছিল কসাইয়ের।'

ক্ষীণাঙ্গী মহিলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। 'দয়া করে আর বলবেন না ওসব–আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। ভাবতাম, কতই না ভাল রান্না করি–

'উল্টোটা যে বলবে তার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব আমি!' গর্জন করে উঠল রিগার মিসেস রয়েসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে।

রাস্তায় নেমে ব্রায়ানের দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিল সে 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, মার্শাল,' বলল আন্তরিক সুরে। 'ম্যাটের নোংরা কাজকর্মের ভেতর আমি আর নেই।'

'খুশি হলাম শুনে,' ব্রায়ান বলল। 'একজন মহিলা অনর্থক হয়রানির শিকার হলে সেটা রেইনবোর সবার জন্যে লজ্জার ব্যাপার হবে।'

শেষ বিকেলের দিকে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে জিমি এসে ঢুকল অফিসে। 'রিগারের কী করেছ তুমি, মার্শাল?' জানতে চাইল সে। 'কাল সে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিল, মিসেস রয়েস রান্নাই করতে জানে না; আর আজ কিনা বলছে, রান্নায় তার সমান কেউ নেই এ-তল্লাটে।'

'তার আমি কী জানি?' কাগজপত্র ওল্টাতে ওল্টাতে বলল ব্রায়ান, 'এমনি এমনি কেউ মত পাল্টাতে পারে না? শোনো, কেউ কেউ খাবারদাবার নিয়ে খুব বেশি খুঁতখুঁত করে–বিশেষ করে পেটের গোলমাল থাকলে হয় ও-রকম।'

'কিছু মনে নিয়ো না,' জিমি জবাব দিল, 'মিথ্যে বলা তুমি ঠিকমত বলতে শোনোনি। ম্যাটের মুখের অবস্থা যদি একবার দেখতে–'

'শিগগিরই ওর পিঠ দেখার ইচ্ছে আছে আমার,' বলল মার্শাল।

পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনক বলা চলে। ম্যাট লোগানের একজন নিজের লোক যদি মিসেস রয়েসের প্রশংসা করে বেড়াতে থাকে, তা হলে মহিলার সুখ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা যে অচিরেই আরও অনেক বেড়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন আশা করেছিল মার্শাল, ঘটনা তার চেয়েও ভাল এগোচ্ছে।

যতই দিন যেতে লাগল, নতুন খাবারঘরের খ্যাতি তত বাড়তে থাকল। প্রবল

বিতৃষ্ণা আর আক্রোশের সঙ্গে লোগান লক্ষ করছে, তার খদ্দেররা নিঃশব্দে একে একে মিসেস রয়েসের খদ্দেরে পরিণত হচ্ছে। শেষে বাকি রইল হাতে-গোণা তার কয়েকজনমাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃদ। এসবের জন্যে দায়ী কে, সেটা সে ভালই বুঝতে পারছে, কিন্তু পাল্টা ছোবল দেবার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। মার্শাল সম্পর্কে ট্যাপারের কাছে যা শুনেছে তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যে জায়গামত লোক পাঠিয়েছে, কিন্তু তার চর এখনও ফেরেনি। ওদিকে কসাই ক্লেটনকে আবার বাগে আনতে চেষ্টা করেছিল চোখ রাঙিয়ে—কাজ হয়নি।

স্যানডি আর তার বন্ধু রাস্টি শহরে পা দিতেই মার্শাল তাদের ধরে নিয়ে গেল মিসেস রয়েসের বাসায়। সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মহিলা খাবার তৈরির জন্যে কিচেনে গিয়ে ঢুকল। তার অনুমতি নিয়ে অতিথিরা পা টিপে টিপে বেডরুমে ঢুকল বাচ্চা দেখতে।

ফোলা ফোলা লাল মুখ। শান্ত নীল চোখ। খুদে মানবশিশু অবিচল গাম্ভীর্যের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখল অতিথিদের।

'ছেলে, না মেয়ে?' রাস্টি জিজ্ঞেস করল মা পাশে এসে দাঁড়াতেই।

'ছেলে,' বলল মিসেস রয়েস।

স্যানডি বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে দিতেই শিশুর খুদে আঙুলগুলো সেটা আঁকড়ে ধরল। 'ভারী দুর্দান্ত হবে এ-ছেলে, ম্যাডাম,' হেসে বলল কাউবয়। 'কী নাম রেখেছ?'

'বেনজামিন। আমার বাবার নাম ছিল।'

হঠাৎ থমথমে বিষণ্ন হয়ে উঠল মার্শালের মুখ। 'আমি এক বেনজামিনকে চিনতাম···এক সময় জানাশোনা ছিল,' অস্ফুটস্বরে বলল সে। পরক্ষণে দ্রুত সামলে নিল অন্যমনস্ক ভাবটা। 'এতক্ষণে নিশ্চয় হয়ে এসেছে স্টেকগুলো—চলো, বসে পড়া যাক।'

ভরপেট খেয়ে এক ঘণ্টা পর তিনজন আবার রাস্তায় নামল। দুই কাউবয় উচ্চকিত স্বরে মিসেস রয়েসের খাবারের সুখ্যাতি করছে।

ম্যাট লোগান দূর থেকে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, গল্প করতে করতে তিনজন সানশাইন সেলুনে গিয়ে ঢুকল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হলো তার। আর কিছু বাকি রইল না। বিগ এমের ছেলেগুলো এ পর্যন্ত সবসময় তারই পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আর আজ কিনা···। ভাবতে ভাবতে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার—বেপরোয়া হয়ে উঠল মনে মনে।

কিছুক্ষণ পর কাউবয় দু'জনকে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। মার্শাল তখনও বারে দাঁড়িয়ে প্রেসকটের সঙ্গে কথা বলছে।

এগিয়ে গিয়ে স্যানডি আর রাস্টির মুখোমুখি হলো লোগান।

'তোমরা এখনও খাওনি মনে হচ্ছে?' শুরু করল সে।

'খেয়েছি,' উত্তর দিল স্যানডি। 'মিসেস রয়েসের ওখানে খেলাম আজ।'

'বলো কী!' আকাশ থেকে পড়ল যেন লোগান। 'তার রান্না তো অখাদ্য!'

'তার রান্না যদি অখাদ্য হয় তো তোমার রেস্তরাঁর রান্নাকে কী বলা যাবে?' রাস্টি বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

Boighar.com

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে ফিরে তাকাল লোগান। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল, যার সঙ্গে লাগবার জন্যে টগবগ করে ফুটছে ভেতরে ভেতরে, সে লোক স্বয়ং কাছে এসে পড়েছে প্রায়। মুখে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল তার। 'তা হলে মার্শাল তোমাদের ভজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে?' বলল ব্যঙ্গভরে। 'বেশ, বেশ, পরের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কী করে ফায়দা লুটতে হয়, ভালই জানা আছে ওর।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল স্যানডি।

'মিসেস রয়েসের সঙ্গে জুটেছে ও শুধু শুধু নয়। মেয়েটা খেটে মরে, আর সে পয়সা লোটে। এই ধরো, যাকে বলে স্লিপিং পার্টনার–যে অর্থেই ধরো না কেন।' দাঁত বের করে কুৎসিত হাসি হাসল লোগান। 'আরও খদ্দের আছে, এমনকী ওই বেল্লিক জিমি পর্যন্ত–'

পরমুহূর্তে 'হুক' করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল লোগানের মুখ দিয়ে। একলাফে এগিয়ে এসেছে মার্শাল, তার হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল দশাসই ম্যাট লোগান, হুড়মুড় করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'ছোটলোক, ইতর, মিথ্যুক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মার্শাল। তার দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে।

ধুলোর ভেতর যন্ত্রণায় মোচড় খাচ্ছে লোগানের দেহ। তার একটা হাত ধীরে ধীরে হোলস্টারে গোঁজা রিভলভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'বের করো ওটা,' মার্শাল বলল, 'ফাঁসির দড়ির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে তোমার নোংরা গলা–এখানেই এক গুলিতে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব।'

স্থির হয়ে গেল লোগানের হাত।

'ওর রিভলভার নিয়ে নাও,' কাউবয় দু'জনকে নির্দেশ দিল মার্শাল।

লোগান ধস্তাধস্তি করল কিছুক্ষণ, ঝেড়ে গালাগাল দিল। কিন্তু রিভলভার হাতছাড়া করতে বাধ্য হলো শেষ পর্যন্ত। স্যানডি আর রাস্টি তাকে ছেড়ে দিয়ে সরে যেতেই ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। ইতোমধ্যে বেশকিছু কৌতূহলী লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। নানা প্রশ্ন করছে তারা একে অন্যকে। তবে মার্শাল আর লোগানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ যে অবশ্যম্ভাবী, সেটা সবারই জানা ছিল। শত্রুতা গোপন রাখবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা লোগান করেনি।

জ্বলন্ত চোখ মেলে প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে লোগান। বুনো আক্রোশে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার মুখের চেহারা। 'আমার রিভলভার তো কেড়ে নিয়েছ,' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলল সে, 'এবার নির্ভয়ে গুলি চালাতে পারো।'

হোলস্টার থেকে একটা রিভলভার উঠে এল মার্শালের হাতে। মুহূর্তের জন্যে লোগানের মনে হলো, সত্যি গুলি খেতে যাচ্ছে–হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন বাদ পড়ে গেল। পরমুহূর্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মার্শাল নিজের দু'টো রিভলভারই একে একে স্যানডির হাতে তুলে দিয়েছে।

'আমার জায়গায় তুমি হলে তা-ই করতে,' জবাব দিল মার্শাল শীতল কণ্ঠে। 'দেখতে পাচ্ছ, এখন আমরা সমান সমান। যে-ভদ্রমহিলাকে এ-শহরের সবাই সম্মান করে, সমাদর করে, নোংরা কুৎসা গেয়ে তুমি তাকে অপমান করেছ।

বইঘর.কম

সেজন্যেই এখানেই পিটিয়ে ছাতু করব আমি তোমাকে। এমন শিক্ষা দেব, জীবনে ভুলবে না।'

চাপা উল্লাস ফুটে উঠল লোগানের চোখে। মোটেই ভাবনার কিছু নেই। উচ্চতায় দু'জন প্রায় সমান হলেও ওজনে সে ব্রায়ানের চেয়ে পুরো এক স্টোন বেশি হবে। খালি হাতে লড়াইয়ে তার অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর। এসব লড়াইয়ে ইচ্ছে মত যে-কোন কৌশল খাটাতে বাধা নেই, শুধু অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কৌশলও তার যথেষ্ট জানা আছে।

মার্শালের সুহৃদ যারা, তারা অস্বস্তিতে ভুগছে। লোগানকে তারা ভাল করেই চেনে।

'শোনো, ব্রায়ান, ওসবের ভেতর গিয়ে কাজ নেই তোমার,' থাকতে না পেরে বলে উঠল প্রেসকট। 'কয়েদখানায় আটকে রাখো ওকে, পরে আমরা যা হয় ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ–আর সবাইকে বলবে, মার্শাল লড়ার সাহস পায়নি।' মুচকি হাসল ব্রায়ান। 'নাহ্, তুমি মস্করা করছ, পিটার।'

'ওকে চেনো না তুমি,' সেলুনকীপারের কণ্ঠে দ্বিধা। 'হাতাহাতি লড়াইয়ে সাংঘাতিক পটু ও। যদি একবার বাগে পেয়ে যায়…'

'গুলি ছোড়ায়ও সাংঘাতিক ওস্তাদ ছিল,' মনে করিয়ে দিল মার্শাল। 'এটা শুধু আমার কর্তব্যই নয়, পিটার–আনন্দেরও ব্যাপার।'

এরই মধ্যে লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটা রিং তৈরি করে ফেলেছে। ভেতরে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ম্যাট লোগান। শার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়েছে সে, লোমশ পেশীবহুল হাতদু'টো মুষ্টিবদ্ধ।

হ্যাট, চশমা আর ভেস্ট খুলে ফেলল ব্রায়ান। বৃত্তের ভেতরে ঢুকে লোগানের মুখোমুখি দাঁড়াল। নীরবতা নেমে এল চারপাশে।

কয়েক মুহূর্ত অনড় দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। তারপর আর নিজেকে বশে রাখতে পারল না লোগান। অন্ধ আক্রোশে বুনো মোষের মত তেড়ে গেল সামনে, প্রচণ্ড এক ঘুসি ছুঁড়ল ব্রায়ানের মুখ লক্ষ করে। ঘুসিটা লাগলে মার্শালের মুখের অবস্থা কী দাঁড়াত বলা কঠিন; কিন্তু চোখের পলকে একপাশে সরে গেল সে, প্রতিপক্ষ তাল সামলে ওঠার আগেই দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে পাল্টা ঘুসি চালাল। হাতের সঙ্গে মুখের সংঘর্ষের ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। তীব্র ঝাঁকি খেয়ে পেছনে হেলে পড়ল লোগানের মাথা। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু মাথায় খুন চেপে গেছে দানবটার। অন্ধের মত বার বার ছুটে এসে আক্রমণ করতে লাগল সে ব্রায়ানকে। প্রতিবারই মার্শালের বাঁ-হাতের ঘুসি তাকে থামিয়ে দিচ্ছে। যেন নিরেট ইটের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে সে।

মার্শাল এখনও প্রায় পুরোপুরি অক্ষত রয়েছে। শান্ত, অবিচল দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু ম্যাট লোগানের মুখে আঘাতের অনেকগুলো চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। জায়গামত একটা মারাত্মক ঘুসি বসাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। পারছে না। হাঁপাচ্ছে ভয়ানকভাবে।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বজ্জাত কুকুর?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'এদিকে

Boighar.com

আয় না!' বলতে বলতে আচমকা আরেকটা ঘুসি ছুঁড়ল ব্রায়ানের মুখ লক্ষ্য করে।

প্রস্তুত ছিল মার্শাল। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাথা সরিয়ে নিল। চিবুকের সঙ্গে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। প্রায় একই সঙ্গে তার বাঁ হাতের ঘুসি লোগানের চোয়ালের বদলে গিয়ে পড়ল ঠিক পেটের মাঝখানে। 'এই যে এসেছি,' প্রতিপক্ষের আহ্বানের জবাব দিল সে।

গুঙিয়ে উঠল ম্যাট লোগান। ভয়ঙ্কর ঘুসির আঘাতে দম আটকে গেছে তার। সামনে ভাঁজ হয়ে গেল দেহ। সারা শরীর ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে।

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল ব্রায়ান। কনুই ভাঁজ করে পিছিয়ে নিয়ে এল মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত। এই ঘুসিতেই লড়াই খতম হয়ে যাবে। সামান্য ঘুরে ঘুসিটা ছুঁড়তে যাবে, হঠাৎ রাস্তার আলগা বালিতে হড়কে গেল তার পা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বেসামাল হয়ে পড়ল।

সুযোগটা লুফে নিল লোগান। একলাফে এগিয়ে গিয়ে জাপটে ধরল মার্শালকে। দু'জন একসঙ্গে দড়াম করে আছড়ে পড়ল রাস্তার ধুলোবালির ভেতর।

পরিস্থিতির এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে চঞ্চল হয়ে উঠল ম্যাট লোগানের লোকজন। ঘুসোঘুসিতে মার্শালের সমকক্ষ না হতে পারে ম্যাট–কিন্তু কুস্তি, কামড় আর খোঁচায় সে যথেষ্ট পারদর্শী। চিৎকার করে উৎসাহ যোগাতে লাগল তারা

'এই তো বাগে পেয়ে গেছ,' একজন সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, 'টিপে ধরো গলা–'

অস্থির উদ্বেগে ছটফট করছে জিমি। সেলুনকীপারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'এ কী রকম লড়াই হচ্ছে?' প্রতিবাদ জানাল তীক্ষ্ণ গলায়, 'ব্রায়ানের গলা টিপে ধরেছে দৈত্যটা!'

'চুপ করে থাকো,' কঠোর স্বরে বলল প্রেসকট। 'কারও কিছু করার নেই। ব্রায়ানের কপাল খারাপ, তা না হলে কি আর–' কথাটা শেষ করল না সে।

ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে জিমির। ব্রায়ানের অবস্থা সত্যি সঙ্গীন। লোগানের মস্ত দেহের গুরুভার তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। বাধা দেবার আগেই লোগানের শক্ত থাবা সাঁড়াশির মত চেপে বসেছে তার গলায়। পাগলের মত চেষ্টা করছে সে হাতদু'টো সরাবার জন্যে, গায়ের ওপর থেকে প্রতিপক্ষকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে–কিন্তু দানবটার প্রকাণ্ড শরীর তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে যেন। নির্দয় দু'টো বুড়ো আঙুল ক্রমেই আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে শ্বাসনালীর ওপর। দেহের শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। মুখের ওপর ঝুঁকে আছে লোগানের ক্রূর কুৎসিত মুখ, বিজয়ের উল্লাসে চক্‌চক্ করছে রক্তিম চোখদু'টো। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ায় হিংস্র জানোয়ারের মত লাগছে তাকে।

'এইবার তোমাকে কবজা করেছি, মিস্টার মার্শাল,' ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল লোগান। 'দফা রফা করে দিচ্ছি এখুনি।'

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও ব্রায়ানের মাথা এখনও কাজ করছে। শক্তি দিয়ে যখন কুলোনো যাচ্ছে না, কৌশল খাটাতে হবে। বাধা দেয়ার চেষ্টা থেকে নিরস্ত হলো সে। গা ছেড়ে দিল। শিথিল হয়ে গেল সমস্ত শরীর। দু'হাত নিস্তেজভাবে গড়িয়ে পড়ল দু'পাশে।

উল্লাসের পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল ম্যাট লোগানের মুখে। শিকারের অবস্থা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে সে আরেকটু ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ব্রায়ানের হাতে। ঝপ্ করে লোগানের চোখে এসে পড়ল রাস্তার একমুঠো মিহি বালি।

মুহূর্তে কুঁকড়ে গেল লোগান। দু'চোখ আঁধার হয়ে গেছে, তপ্ত বালিকণার খোঁচায় অসহ্য যন্ত্রণার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। পাগলের মত মাথা নাড়ছে এপাশ-ওপাশ।

ব্রায়ান মুহূর্তটার পুরো সদ্ব্যবহার করল গলার ওপর আঙুলের চাপ শিথিল হওয়ামাত্র তীব্র বেগে উঠে এল তার ডান হাত, প্রচণ্ড আঘাত হানল লোগানের ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। কেঁপে উঠল লোগান, দম বন্ধ হয়ে গেছে তার। সাধারণ শরীর-স্বাস্থ্যের কেউ হলে নির্ঘাত মারা যেত। এক ধাক্কায় লোগানকে একপাশে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান। অপেক্ষা করছে।

'শেষ করে দাও!' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

মৃদু হাসল মার্শাল। শত্রুর অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয়া তার স্বভাব নয়। এখন বরং একটু ধাতস্থ হয়ে নেয়া দরকার। গলার অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মনে হচ্ছে, কেউ তাকে ফাঁসিতে লটকে রেখেছিল।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাট লোগান। লাল টকটকে চোখ রগড়ে বালির কণা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে দর্শকেরা। কারও মুখে কথা ফুটছে না। অভূতপূর্ব একটা দৃশ্য তারা প্রত্যক্ষ করছে আজ। কয়েক মুহূর্ত আগে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল যে-শত্রু, তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। চোখে দেখেও ব্যাপারটা কারও বিশ্বাস হতে চাইছে না।

'মিস্টার লোগান, লড়াই চলবে আর?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান। 'নাকি যথেষ্ট হয়েছে?'

'যথেষ্ট?' গর্জন করে উঠল লোগান, 'মোটেই না—এখনও তো তোমাকে ধোলাই দিতে শুরুই করিনি।'

দু'জন মুখোমুখি দাঁড়াল আবার। লোকজন আরও কাছে এগিয়ে এল। এবার আর আগের মত সোজা তেড়ে এল না লোগান। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তার। ফুলে ওঠা গা-গতরের ব্যথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ ব্রায়ানের পা হড়কে না গেলে এতক্ষণে তার অবস্থা কাহিল হয়ে যেত। কিন্তু ওরকম অঘটন কি আরেকবার ঘটতে পারে না?...চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে—অপেক্ষা করছে, কখন শত্রু এগিয়ে আসে।

'হাত লাগাও না জলদি,' তাড়া দিল একজন, 'জাপটে ধরো!'

'চোপ!' চোখ লাল করে ধমক লাগাল লোগান, 'আমি লড়াই করছি, না তুমি?'

'মার্শাল,' বিতৃষ্ণামাখা জবাব এল।

হেসে উঠল জনতা।

বৃত্তের ভেতর চক্রাকারে ঘুরছে দু'জন। প্রতিপক্ষকে আওতার মধ্যে পেলেই সুযোগ বুঝে ঘুসি ছোঁড়ার চেষ্টা করছে ব্রায়ান। খুব একটা সফল হতে পারছে না।

Boighar.com

সতর্ক রয়েছে লোগান, মার্শালের নাগালের বাইরে সরে যাচ্ছে বারবার।

'দৌড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে,' আরেকজন দর্শক মন্তব্য ছুঁড়ে দিল এবার। 'ম্যাটের পা-দু'খানার প্রশংসা করতে হয়।'

বক্তার খোঁজে মুহূর্তের জন্যে লোগানের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি জনতার ওপর গিয়ে পড়ল। সুযোগটা কাজে লাগাল মার্শাল। চট্ করে এগিয়ে গিয়ে লোগানের গায়ে-মুখে এত দ্রুত একের পর এক ঘুসি বর্ষণ করতে শুরু করল যে, আত্মরক্ষার তাগিদে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে উপায় রইল না লোগানের। সঙ্গে সঙ্গে আবার বদলে গেল লড়াইয়ের চেহারা। ঘামে ভেজা রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে দু'জন দু'জনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে চলেছে। দু'জনের মাথায় শুধু একটাই চিন্তা–প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস পড়ছে। আলগা বালিতে দু'জনেরই পা বারবার হড়কে যাচ্ছে, একেকবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে উঠছে কোনরকমে। লড়তে লড়তে বৃত্তের কিনারায় চলে আসছে দু'জন, লোকজন ছিটকে সরে দাঁড়াচ্ছে, এগিয়ে আসছে অন্যপাশের লোকেরা। হাড়মাংসের ওপর ঘুসি পড়ার আওয়াজ উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠছে সবাই।

'কাহিল হয়ে পড়েছে ম্যাট–ঘুসিতে জোর নেই আর তেমন,' বিড়বিড় করে বলল রাসটি।

কথাটা সত্যি। মার্শালও সেটা বুঝতে পারছে। তার নিজের অবস্থা লোগানের তুলনায় কিছুটা ভাল; তাতেই মনে হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ মুগুরপেটা করেছে তাকে, তারপর সারা গা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়েছে। প্রতিটি নড়াচড়ার সময় প্রতিবাদ করে উঠছে শ্রান্ত মাংসপেশী। তবে ক্রোধের যে উন্মাতাল ঢেউ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা এখন অনেক থিতিয়ে এসেছে। আবার ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করে লড়ছে সে। প্রথম সুযোগেই মোক্ষম এক আঘাতে লড়াইয়ের ইতি ঘটিয়ে দেবে।

সুযোগ অচিরেই এল। লোগানও এক ঘুসিতে কেল্লা ফতে করার মতলব আঁটছিল। প্রতিপক্ষ নেতিয়ে পড়েছে ভেবে আবার আচমকা খ্যাপা ষাঁড়ের মত সবেগে ছুটে এল সে। বিদ্যুৎবেগে মাথা সরিয়ে নিল ব্রায়ান। ঘুসিটা কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। একলাফে এগিয়ে গিয়ে মারাত্মক একটা আপারকাট বসিয়ে দিল সে লোগানের চোয়াল বরাবর। নিখুঁত কাজ। তার দেহের পুরো ঊর্ধ্বাংশের ওজনও যোগ হয়েছে ঘুসিটার পেছনে।

কিন্তু এবারও ভাগ্য সহায় হলো লোগানের। ঠিক মোক্ষম জায়গাটাতে লাগল না ঘুসি। ধড়াস করে আছড়ে পড়ল সে অবশ্য, কিন্তু জ্ঞান হারাল না। এক মুহূর্ত শুয়ে রইল মাটিতে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল। চোখে খুনের নেশা।

'এবার রক্ষা নেই তোমার,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে। 'দরকার হলে ফাঁসি যাব।'

অনড় দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। এবারও শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়ে সুযোগটা সে কাজে লাগায়নি।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল লোগান। তারপর আচমকা তড়াক করে

বইঘর.কম

সোজা হয়ে দাঁড়াল–ডান হাত উঠে গেল শূন্যে।

শাণিত ইস্পাতের ঝিলিক চোখ এড়াল না মার্শালের। খপ্ করে চেপে ধরল সে লোগানের হাত, মোচড় মেরে ছুরিটা কেড়ে নিল। পরমুহূর্তে ছুরির ভারী বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল তার মাথায়। হুড়মুড় করে ধরাশায়ী হলো লোগান। জ্ঞান হারিয়েছে। লড়াই শেষ।

'ফলাটা গলায় গেঁথে দিলে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচা যেত,' মন্তব্য করল প্রেসকট।

'জানি,' বলল মার্শাল। 'কিন্তু হাত নোংরা করতে চাই না আমি। আশা করছি, এবার শহর ছেড়ে ভাগবে।'

পাঁচ

ভুল ভেবেছিল মার্শাল। পালায়নি ম্যাট লোগান–আরও কিছু তাস তার হাতে আছে। তবে দিনকয়েক সে ঘর ছেড়ে বেরোল না। শরীরের যত্ন নেয়াটা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল।

'ভেবো না খেলা শেষ হয়ে গেছে,' সাঙাতদের বলেছে সে, 'এ-শহরের কিছু কিছু বজ্জাতকে আমি ঠিক দেখে নেব। বেশি দেরি হবে না। আমার ওপর ছেড়ে দাও সব। আমার কথামত চলবে শুধু, তা হলেই হবে।'

একদিন সন্ধ্যার আঁধারে দু'জন অশ্বারোহী এসে ঢুকল শহরে। লোগানের রেস্তরাঁর পেছনে কোরালে ঘোড়া রেখে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। তাদের একজন লোগানের চর টাসকিন। লোগানকে নানা কাজে সাহায্য করে থাকে সে। মনিবের গা-গতরের অবস্থা দেখে তার চোখদু'টো বড় বড় হয়ে উঠল।

'ঘোড়া ফেলে দিয়েছিল পিঠ থেকে?' বিমূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'সে-কথায় কাজ কি তোমার!' লোগান খেঁকিয়ে উঠল। 'এত দেরি হলো কেন? আমার টাকায় মৌজ করছিলে বসে বসে?'

দাঁত বের করে হাসল টাসকিন। 'তোমার টাকাটা বাজে খরচ হয়নি, ম্যাট।' হাত তুলে সঙ্গীকে দেখাল। 'ইনি হচ্ছেন মিস্টার ভারনন, লংহর্ন থেকে এসেছেন।'

অপরিচিত আগন্তুককে খুঁটিয়ে দেখল লোগান। মাঝারি আকার লোকটার, ভাবলেশহীন মুখ, চাপা ঠোঁট। হাতদু'টো পরিচ্ছন্ন, মসৃণ। সন্দেহ নেই, পেশাদার জুয়াড়ী।

বোতল আর গ্লাস এল। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে চোখে প্রশ্ন নিয়ে আগন্তুকের দিকে চাইল লোগান।

'টাসকিনের সঙ্গে আমার দেখা লংহর্নে যাবার পথে,' ভারনন মুখ খুলল। 'শহরে ফিরছিলাম, সব শুনে ফিরে এলাম ওর সঙ্গে–ওকে আর কষ্ট করে শহর পর্যন্ত যেতে হলো না। আচ্ছা, তোমাদের এই মার্শাল লোকটা কি দেখতে লম্বা?–তাগড়া শরীর, নীল চোখ, কালো চুল, দু'পাশে দু'টো রিভলভার ঝোলায়,

Boighar.com

প্রকাণ্ড একটা কালচে লাল ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়?...'

'কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে,' চক্‌চক্ করে উঠল লোগানের চোখ।

'তা হলে এই লোককেই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।' গভীর সন্তুষ্টির ছাপ ভারননের মুখে। 'কিছুদিন আগে দলবল নিয়ে এই খুনেটাকে তাড়া করেই আমি লংহর্ন থেকে বেরিয়েছিলাম। ঠাণ্ডা মাথায় নিরপরাধ একজনকে খুন করেছে ও, আত্মরক্ষার কোন সুযোগই দেয়নি লোকটাকে। ধরতে পারলে ওকে আমরা নির্ঘাত ফাঁসিতে ঝোলাতাম, কিন্তু সবার চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে যেন পালিয়ে যায়। দলের সবাই শহরে ফিরে গেলেও আমি অত সহজে হাল ছাড়িনি। চারপাশের সবগুলো বসতি খুঁজে দেখতে শুরু করি। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তোমাদের টাসকিনের সঙ্গে।

লোগানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এবার তা হলে বাছাধনকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি,' বলল ক্রূর হাসি হেসে। 'শহরের কিছু শুয়োরকেও এবার শায়েস্তা করব ভালমত।'

পরদিন সকাল। সানশাইন সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে পিটার প্রেসকট চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় লক্ষ করল সে, শহরের বেশ কিছু লোক দল বেঁধে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তার সেলুনের দিকেই আসছে ওরা মনে হচ্ছে। সবার আগে ম্যাট লোগানকে দেখে দুশ্চিন্তার একটা রেখা ফুটল প্রেসকটের কপালে। লোকটার সঙ্গে শহরের প্রায় সবগুলো পাজি লোককে দেখা যাচ্ছে। তবে স্বস্তির ব্যাপার হলো, ভিড়ের মধ্যে গরহ্যাম, পাওয়েল এবং ব্যাঙ্কার নরটনের মত সৎ লোকজনও রয়েছে। তবু সাবধান থাকা দরকার। দলের কেউ তাকে এখনও দেখতে পায়নি। চট্ করে ভেতরে ঢুকে সেলুনকীপার নিজের পিস্তলটা পরীক্ষা করে নিল। ঠিকই আছে। সন্তুষ্ট হয়ে বারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকজন ভেতরে ঢুকতেই নিখাদ বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল সে চেহারায়। 'কী ব্যাপার!' অভ্যর্থনার হাসি হাসল, 'শহরের সবাই হাজির দেখছি!'

'একজন বাকি আছে,' গম্ভীর গলায় শুধরে দিল লোগান। 'তোমাদের ওই মার্শাল কোথায়?'

'নিশ্চয় তার অফিসে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল প্রেসকট। 'রাস্তা চেনো তুমি—যাও না, ডেকে নিয়ে এসো।'

'আসতে তাকে হবেই,' বলল লোগান। 'যখন তাকে চাকরি দিয়েছিলে তখন নিশ্চয় জানতে না, খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তাকে?'

'এখনও জানি না।'

'আমার কাছ থেকে জেনে নাও।'

'দুঃখিত, সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।'

'আবোল-তাবোল বকে লাভ হবে না কিছু, প্রেসকট,' শীতল গলায় বলল লোগান। 'এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে সব শুনতে পারো—মিস্টার ভারনন, লংহর্ন থেকে এসেছেন।'

আগন্তুক এগিয়ে এল। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না, নিজে থেকেই গড়গড়

বইঘর.কম

করে বলে গেল সে কাহিনীটা। শেষে বিনয়ের সঙ্গে যোগ করল, 'অবশ্য এই লোকই সেই খুনে, তা আমি বলছি না। তবে কিনা, চেহারার বর্ণনা একদম মিলে যাচ্ছে।'

ভারননের কথা শেষ হওয়ামাত্র সবার অগোচরে সেলুন থেকে বেরিয়ে পড়ল একজন। দ্রুত পা চালিয়ে মার্শালের কোয়ার্টারে গিয়ে হাজির হলো।

'কী খবর, জিমি?' মুচকি হেসে জানতে চাইল মার্শাল। 'মাথায় বাজ পড়েছে, নাকি ভূত দেখে এলে এইমাত্র?'

'ঘোড়ায় চেপে এই মুহূর্তে সরে পড়ো, ব্রায়ান,' অস্থিরভাবে বলল জিমি। 'সানশাইনে জড়ো হয়ে সবাই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার বন্দোবস্ত করছে।'

চোখে কৌতুক নিয়ে জিমির আপাদমস্তক দেখল মার্শাল। 'আমি ভেবেছিলাম, মদ ছেড়ে দিয়েছ তুমি।'

'মাতাল নই আমি—পাগলও হয়ে যাইনি,' প্রতিবাদ জানাল খুদে লোকটা। অল্প কথায় তাড়াতাড়ি সবকিছু খুলে বলল সে।

মার্শালের মুখের ভাব বদলালো না। তবে উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাট চাপাল মাথায়।

'ঘোড়া নিয়ে আসব?' ব্যস্তসমস্তভাবে জিজ্ঞেস করল জিমি।

'ধন্যবাদ, জিমি,' বলল মার্শাল, 'ঘোড়া দরকার নেই; সেলুন পর্যন্ত আমি হেঁটেই যেতে পারব। বিপদ দেখলে সরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভুলটা আগে একবার করেছি আমি।'

মার্শাল সানশাইনে ঢুকতেই সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। ভিড় দু'ভাগ হয়ে তার এগোবার পথ করে দিল।

প্রেসকটের দিকে তাকিয়ে নড করল মার্শাল। 'সাতসকালেই ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছ দেখছি, পিটার,' বলল শীতল গলায়।

'ধন্যবাদ, মার্শাল, তুমি এসে ভালই করেছ,' প্রেসকট জবাব দিল। 'দেখো তো, এই লোককে চেনো কিনা।'

নির্বিকারভাবে আগন্তুকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল মার্শাল। 'হ্যাঁ। আমি যে ওর বন্ধু নই সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে কৃতার্থ করেছিল ও আমাকে কয়েক মাস আগে।'

'সে বলছে, তুমি ব্রায়ান জনসন—লংহর্নের প্রাক্তন মার্শাল—অকারণে একজনকে খুন করে শহর ছেড়ে পালিয়েছিলে, শহরের লোক তাড়া করে তোমাকে ধরতে পারেনি।'

'ঘটনাটার কথা ওভাবে উল্লেখ করলে আমাকে জঘন্য অপরাধী মনে হয়, সন্দেহ নেই,' বলল ব্রায়ান। কঠিন দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে রইল ভারননের দিকে। আবার মুখ খুলল, 'আসলে কী ঘটেছিল, বলছি আমি।'

ধীরগম্ভীরভাবে সংক্ষেপে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিল ব্রায়ান। লংহর্নের মার্শাল পদে কয়েক মাস কাজ করেছিল সে। তার বরাবরের অভ্যাস, কোন কাজে হাত দিলে সেটার শেষ দেখে ছাড়া—বাধা পেয়ে কিংবা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবার লোক সে নয়। খুনী-বদমাশ-ডাকাত-জোচ্চোর গিজ্‌গিজ্ করত লংহর্নে—অচিরেই ব্রায়ান তাদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। তবে তারা মার্শালকে যেমন ঘৃণা করত, তেমনি ভয়ও

Boighar.com

করত যথেষ্ট। সামনে দাঁড়িয়ে তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত দুঃসাহস কারও ছিল না। তার অসাধারণ ক্ষিপ্র ড্র আর সিক্স-গুটারের অব্যর্থ লক্ষ্যের কথা অজানা ছিল না কারও। আসলে তার এই যোগ্যতার কারণেই লংহর্নের মত একটা বিশৃঙ্খল বিপদসঙ্কুল শহরের শান্তিরক্ষার ভার তার ওপর দেয়া হয়েছিল।

এক সন্ধ্যায় সেলুনে একা বসে ছিল ব্রায়ান। এমন সময় ফ্যাকাসে চেহারার একটা ছেলে এসে ফিসফিস করে খবর দিল: গ্যারেটের সেলুনে বিপদে পড়েছে মার্শালের বন্ধু বেন রবসন–জলদি যাওয়া দরকার। গুণ্ডা-বদমাশের আখড়া ওই নোংরা কুখ্যাত জায়গায় বেন কী করছে ভেবে অবাক হলেও ইতস্তত করেনি ব্রায়ান।

সেলুন থেকে বেরিয়ে চোখে অন্ধকার সইয়ে নেবার জন্যে দোরগোড়ায় এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে। তারপর কাঠের সাইডওয়াক ধরে দ্রুত পা চালাল। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড গুলির আওয়াজে কানে প্রায় তালা লেগে গেল তার–রাস্তার উল্টোদিকের দালানের গাঢ় ছায়ার বুক চিরে ছুটে এল দু'টো আগুনের ফলা। যেন অদৃশ্য একটা হাত হ্যাঁচকা টানে তার মাথা থেকে হ্যাটটা ছিনিয়ে নিল, আরেকটা বুলেট বেরিয়ে গেল চিবুকের ঠিক পাশ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দু'টো রিভলভারই বেরিয়ে এল তার হাতে। অন্ধকারের ভেতর গাঢ়তর অন্ধকার ছোপের মত আকৃতিহীন অবয়ব লক্ষ্য করে উত্তপ্ত সীসা ছুটে গেল। কাতর আর্তনাদ আর সেইসঙ্গে খিস্তি শুনে বুঝল ব্রায়ান, গুলি বৃথা যায়নি। তবে একটা জিনিস তাকে ধাঁধায় ফেলে দিল: কাজটা যাদের বলে তার বিশ্বাস, সংখ্যায় তাদের তিনজন হওয়ার কথা–কাজেই গুলিও হওয়ার কথা ছিল তিনটে।

এমন সময় পেছনে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে। চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। নিকষ অন্ধকারের ভেতর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে একটা আলোকিত জানালার পটভূমিতে পিস্তলহাতে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল আবছাভাবে। এই তা হলে তিন নম্বর! আবার গর্জে উঠল তার রিভলভার। ভারী দেহের পতনের শব্দ শুনে নিঃশব্দে হাসল ব্রায়ান। সতর্ক, বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু আর কোন গুলি হলো না। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামনে এগোল ধীর পায়ে। বুঝতে পারছে, মিথ্যে খবর পাঠিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না এখনও, তবে লাশটা দেখলেই বোঝা যাবে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রায়ান। তার ঠিক সামনেই সাইডওয়াকের ওপর হাত পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নিস্পন্দ দেহটা। ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বালল। লোকটার হ্যাট খসে পড়েছে মাথা থেকে, রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে চুল। মুখের দিকে চাইতেই চমকে উঠল ব্রায়ান, দেশলাই ধরা হাতটা কেঁপে গেল। লংহর্ন শহরে একমাত্র বন্ধু বলে যাকে জানত, তাকেই সে রাতের অন্ধকারে খুন করে ফেলেছে।

'ঈশ্বর! এ কী হলো!' গলাটা ভেঙে গেল ব্রায়ানের। 'স্বপ্নেও ভাবিনি, বেন, এভাবে তুমি হঠাৎ···আমি তো তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম–'

রাস্তায় লোকজনের সাড়া পেয়ে জমে গেল ব্রায়ান। কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। আশপাশের দরজা খুলে উঁকি দিচ্ছে আরও বেশ কয়েকজন।

বইঘর.কম

শহরে গোলাগুলি সাধারণ ব্যাপার–ফূর্তির ঝোঁকে বেপরোয়া কাউবয়ের দল প্রায়ই আকাশের বুক ঝাঁঝরা করে থাকে। কিন্তু তার ধরন আলাদা। পরপর দ্রুত চারটে গুলি, একটু বিরতি দিয়ে আর একটা, এবং তারপর সব চুপচাপ–বোঝা যায়, ব্যাপার গুরুতর। সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্রায়ান। পালাতে হবে তাকে। খুব দ্রুত। নিরপরাধ একজন মানুষকে খুন করে ফেলেছে সে, এবং দু'জনের মধ্যে কোন বিবাদও ছিল না। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগ তার অসংখ্য শত্রু কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। চরম শাস্তি এড়াতে পারবে না সে।

ইতর শত্রুদের হাতে বলি হতে চায় না ব্রায়ান। পাষাণভার চেপে বসেছে বুকে, তবু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অসম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের কোয়ার্টারে চলে এল। রাইফেল, জিন এবং ঘোড়া দরকার।

ঘোড়ায় চেপে আবার রাস্তায় বেরোতেই দূরের লোকজনের চোখে ধরা পড়ে গেল সে। মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

'ওই কুত্তাই করেছে এই কাজ–ওই বজ্জাত মার্শাল,' চেঁচিয়ে বলে উঠল একজন, 'তার ডানহাতে টাটকা জখম। 'পালিয়ে যাচ্ছে–ধরো, আটক করো জলদি!'

সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করল লোকজন। তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল ব্রায়ান। পেছনে গুলির আওয়াজ হলো। কয়েকটা বুলেট বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

হাল ছাড়েনি লংহর্নের লোকেরা। ব্রায়ানের ট্রেইল অনুসরণ করে দল বেঁধে তার পিছু নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে তারা। ইন্ডিয়ানদের নানা কায়দাকানুন জানা আছে ব্রায়ানের। কয়েকদিনের মধ্যেই সে পেছনের লোকদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে পালিয়ে গেছে। জীবন রক্ষা পেয়েছে তার, কিন্তু শৃঙ্খলিত হয়ে আছে মন। সারাক্ষণ চোখে ভাসছে একটি মুখ–সহজসরল, চঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল।

লংহর্নে ব্রায়ানের এক নম্বর শত্রু ছিল ভারনন। পাকা জোচ্চোর। খেলায় তার সমস্ত কারচুপির কথা ব্রায়ান ফাঁস করে দিয়েছিল। সেই থেকে ব্রায়ানের প্রতি তার তীব্র আক্রোশ। অসম্ভব ধূর্ত, ফন্দিবাজ এবং হিংস্র এই ভারনন। ঠাণ্ডা মাথায় যে-কোন জঘন্য অপকর্ম সে করতে পারে। মিথ্যে খবর দিয়ে ব্রায়ানকে ফাঁদে ফেলে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল সে-ই। সে-ই দায়ী বেনের মৃত্যুর জন্যে। নিশ্চয় বেনকেও একইরকম মিথ্যে খবর দিয়ে ঘর থেকে বের করে আনা হয়েছিল। দু'জনকে একসঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল ভারনন–সঙ্গে ছিল তার সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী আরও দুই সাঙাত।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল মার্শালের কথা। সে থামতেই ভারনন এগিয়ে এল এক পা, মুখ খুলল কিছু একটা বলার জন্যে। মার্শালের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠতে দেখে থমকে গেল।

'তোমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ভারনন,' বলল ব্রায়ান। 'সেদিন অন্ধকারে ঠিকমত জবাব দিতে পারেনি আমার রিভলভার। তবে এর আগে শেষবার যখন তোমাকে দেখেছি, তখন তোমার দু'টো কানই আস্ত ছিল বলে মনে পড়ছে।'

অস্বস্তিতে চোখমুখ কুঁচকে গেল ভারননের। সবাই চেয়ে আছে তার কানের

Boighar.com

দিকে। সবাই দেখতে পাচ্ছে, তার বাঁ-কানের লতি ছিঁড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে; অতি সম্প্রতি সেরেছে ক্ষতটা, চাইলেই বোঝা যায়।

'মিথ্যে কথা বলে গলা বাঁচাতে পারবে না, ব্রায়ান,' শেষ পর্যন্ত বলতে পারল সে।

'আর আমি যদি এখন তোমার প্রাণ নিতে চাই, কারও সাধ্য নেই ঠেকানোর,' ব্রায়ান জবাব দিল ভারী গলায়। 'কাজেই মুখ সামলে কথা বলো। তোমার ঋণ পরিশোধের কথা আমি ভুলছি না।'

ভারনন হেসে উঠল। 'হয়তো সেটা পরজীবনে শোধ করার সুযোগ পাবে। তোমার ইহজীবন শেষ হলো বলে।' চারদিকে চাইল সে। 'ভাইসব, শুধু শুধু দেরি করছি কেন আমরা? দরকার শুধু খানিকটা দড়ি আর একটা গাছ।'

লোকজনের এ অংশের ভেতর সমর্থনের গুঞ্জন উঠল।

বারের ওপর জোরে জোরে থাপড় দিল সেলুনকীপার। 'ঘোড়াটা একটু বাঁধো, মিস্টার,' বলল ভারননের উদ্দেশে। 'অচেনা লোকের কথামত চলে না এ-শহর। তুমি কী করে এখানে এসে জুটলে, জানতে পারি?'

'আমার সৌভাগ্য বলা যায়,' ভারনন জবাব দিল, 'দলের সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেলেও আমি ব্রায়ানের সন্ধান চালিয়ে গেছি। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হঠাৎ দেখা হয়ে গেল টাসকিনের সঙ্গে। তার কাছ থেকেই শুনি তোমাদের নতুন মার্শালের কথা—সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, এ-ই সেই লোক।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল প্রেসকট। তারপর বলল, 'তোমার কথা শুনলাম; তুমি বলছ, খুন করেছে ব্রায়ান—এবং ব্রায়ান বলছে, ব্যাপারটা আসলে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা।' অভিযুক্তের দিকে ফিরল সে। 'ব্রায়ান, তোমাকে আপাতত কয়েদখানায় আটক করে রাখতে হচ্ছে। লংহর্ন থেকে বিস্তারিত খবর আনিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

প্রতিবাদের ঝড় উঠল চারপাশে। সবার গলা ছাপিয়ে শোনা গেল ম্যাট লোগানের গলা, 'আর কী কচু জানবে? খুন করেছে ও, তাতে তো সন্দেহ নেই!'

'কিংবা আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি ছুঁড়েছে,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল প্রেসকট।

'তার মানে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না,' ভারনন বলল।

'আমাদের ধারণা, একটু একপেশে হয়ে যাচ্ছে তোমার বিচার,' বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল প্রেসকট। 'আর, বিশ্বাসের কথা বলছ? শুধু একটা ড্রিঙ্কের দামের প্রশ্ন যেখানে, সেখানেও তোমাকে বিশ্বাস করতে আমি নারাজ।'

অপমানে লাল হয়ে উঠল ভারননের মুখ। 'কী বলতে চাও তুমি?' ফুঁসে উঠল সে, 'আমি মিথ্যাবাদী? লংহর্নের প্রত্যেকটা লোক বলবে—'

'বেশ, বেশ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল প্রেসকট, 'তা-ই হলো না হয়—আমরা তো সেটাই যাচাই করে দেখতে চাইছি।' অমায়িক হাসি হাসল সেলুনকীপার। 'আরেকটা উপায় আছে। তুমি মার্শালকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে—বেশ তো, খুঁজে পেয়েছ, এখন তুমিই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও। আমরা তোমাকে সাহায্যও করছি না, বাধাও দিচ্ছি না।'

লংহর্নের প্রতিনিধির মুখ দেখে বোঝা গেল, উদার এই প্রস্তাব তার কাছে

বইঘর.কম

উপাদেয় মনে হচ্ছে না আদৌ। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে। ব্রায়ানের সামনে একা দাঁড়াবার মত বুকের পাটা তার নেই। পরিস্থিতি গুরুতর হলেও সেলুনকীপারের বন্ধুরা মুখ টিপে হাসছে। ব্রায়ান নিজে অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বারে হেলান দিয়ে। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন তার মুখ। যেন চারপাশের কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

লোগান এগিয়ে এল তার সাক্ষীকে সাহায্য করতে। 'বাজে বোকো না, প্রেসকট,' বলল সে। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো, ওই লোককে একা সামলানো সম্ভব নয় ভারননের পক্ষে।'

'ব্রায়ান তা হলে কিছুটা জ্ঞান তোমাকে দিতে পেরেছে?' ফোড়ন কাটল সেলুনকীপার। 'তা একা যদি সামলাতে না পারে, তুমি না হয় সাহায্য করো ওকে—আমরা আপত্তি করব না। একজনের বিরুদ্ধে দু'জন, চলবে না? তুমি কী বলো, মার্শাল?'

'অসুবিধা নেই,' ব্রায়ানের নির্বিকার জবাব।

কিন্তু অন্য দু'জনের অসুবিধা আছে।

'হলো কী তোমাদের?' চারদিকে তাকিয়ে দু'হাত নেড়ে বলল লোগান। 'নিজের মুখে স্বীকার করে অপরাধ, তবু এই খুনীটাকে তোমরা ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করছ?'

'মোটেও তা নয়,' প্রেসকট জবাব দিল। 'লংহর্ন থেকে খবর না আসা পর্যন্ত আমরা ওকে আটক করে রাখছি।'

'না,' কঠোর সুরে ঘোষণা করল লোগান, 'যা করার আমরা এখনই করব।'

ব্রায়ানের দিকে তাকাল প্রেসকট। 'ব্রায়ান, তুমি এ-শহরের মার্শাল। কেউ অস্ত্র বের করলে সাথে সাথে তাকে শুইয়ে দেবার অধিকার তোমার আছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। পাথরের মত জমে গেল। লোগানের লোকজন সংখ্যায় বেশি বটে, কিন্তু সেলুনকীপারও একেবারে একা নয়। তা ছাড়া বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ওই অলস মূর্তি তার ক্ষমতার পরীক্ষা অনর্থক দেয়নি।

প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে দাঁড়াল লোগান ও তার দলবল। বন্দীকে কয়েদখানায় নিয়ে যেতে বাধা দিল না।

ব্রায়ানের পিছু পিছু প্রেসকটও ছোট মজবুত ঘরটার ভেতর ঢুকল। 'তোমার রিভলভারদু'টো নিয়ে নিতে হচ্ছে আপাতত,' বলল সে। মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া 'পরিস্থিতি যতটা খারাপ মনে হচ্ছে, আসলে তত খারাপ নয় আশা করি।'

গানবেল্ট খুলে প্রেসকটের হাতে তুলে দিল ব্রায়ান। 'যা ঘটেছিল, ঠিক তা-ই বলেছি আমি,' বলল সে শান্ত কণ্ঠে। 'বেনের জীবন আমি নিয়েছি, ঠিক; কিন্তু সজ্ঞানে ওকে আঘাত করার বদলে নিজের একখানা হাত কেটে ফেলতেও আমি রাজি ছিলাম। তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, গোলাগুলিতে প্রবৃত্তি নেই আমার আর। এখান থেকে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম—জিমি ঠিক সময়মত গিয়ে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু আর আমি পালাতে চাই না। আছি এখানে—চিন্তা কোরো না।'

'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি, ব্রায়ান,' প্রেসকট বলল।

Boighar.com

বাইরে পা দিতেই সেলুনকীপার দেখল; দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল একজন অশ্বারোহী। পশ্চিমের ট্রেইল ধরল লোকটা। টাসকিন। কয়েদখানার দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে ব্যাপারটা মনে মনে তলিয়ে দেখল সে।

'বুঝেছি,' স্বগতোক্তি করল সেলুনকীপার। 'বেশ, পাল্টা জবাব দেবার ব্যবস্থা করছি এখুনি।'

মার্শালের শূন্য বাসায় একখানা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একা বসে আছে জিমি। একচুল নড়ছে না। চোখদু'টো বোজা, মাথাটা নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি যেন।

হঠাৎ মৃদু পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল সে। সামনে একজোড়া জুতো পরা পা। পা বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠল তার দৃষ্টি, স্থির হলো সেলুনকীপারের মুখে।

'বসে থেকে লাভ নেই,' বলল প্রেসকট। 'কাজে আসতে চাও?'

'অবশ্যই,' চট্ করে মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল খুদে মানুষটার। 'বলো, কী করতে হবে?' চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার চোখদু'টো।

'এক্ষুনি একটা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ো, যত জোরে পারো ছুটবে বিগ এমের দিকে। লেভিনকে জানাবে সবকথা–বলবে, তার র‍্যাঞ্চের যত বেশি সম্ভব লোক সঙ্গে নিয়ে সে যেন খুব তাড়াতাড়ি রেইনবোতে চলে আসে। বুঝতে পেরেছ?'

'পরিষ্কার।' উঠে দাঁড়িয়েছে জিমি। 'লংহর্নে লোক পাঠিয়েছ?'

'সে পরে দেখা যাবে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, লংহর্ন থেকে খবর এসে পৌঁছবার আগেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার মতলব করছে লোগান। রওনা হয়ে যাও তুমি–শহর থেকে ধীরে সুস্থে বেরোবে, উল্টোদিকের পথ ধরে এগোবে প্রথমে কিছুদূর।'

সেলুনে ফিরে এল প্রেসকট। কয়েকজন সুহৃদ তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'সত্যি যদি ব্রায়ান স্বেচ্ছায় খুন করে থাকে–' রিপ নরটন শুরু করল।

'আমার তা মনে হয় না,' ব্যাঙ্কারকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল প্রেসকট। 'যাই হোক, পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত ওকে আমরা আটক রাখছি। ওখানে কয়েকজন লোক রাখতে হবে পাহারায়।'

'ব্রায়ান বেরোতে চেষ্টা করবে ভাবছ?' প্রশ্ন করল ব্যাঙ্কার।

'না, তবে অন্যলোকে ঢুকতে চেষ্টা করতে পারে। ম্যাট এখনও ক্ষান্ত দেয়নি–গ্রেগকে খবর দেয়ার জন্যে লোক পাঠিয়েছে সে।'

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল সবার।

'খুব খারাপ কথা,' পাওয়েল মন্তব্য করল। 'এর ভেতর ডাব্‌ল্ অ্যারো এসে জুটলে তো সাংঘাতিক বিপদ হবে।'

'তা তো বটেই, তবে জিমিও রওনা হয়ে গেছে বিগ এমের পথে,' জানাল প্রেসকট। 'মুশকিল হলো, দূরত্ব বেশি বিগ এমের–লেভিন এসে পৌঁছবার আগেই হয়তো গ্রেগ পৌঁছে যাবে। তোমরা এক কাজ করো। শহরে ভাল লোক যারা

বইঘর.কম

আছে, সবাইকে বুঝিয়ে বলো, আমাদের উচিত, মার্শাল অপরাধী হয়ে থাকলে তাকে লংহর্নের হাতে তুলে দেয়া; এ নিয়ে আমরা কোন নোংরামি, হানাহানি চাই না।'

দি রেইনবো রেস্টরান্টের পেছন দিকে কিচেনে বসে আছে লোগান এবং তার অতিথি। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছে দু'জন।

'আমাদের উচিত ছিল সোজা ওদের ওপর চড়াও হওয়া,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল ভারনন।

'তা হলে তুমি আর আমিই মজাটা টের পেতাম সবচেয়ে আগে—ওই মার্শাল শুয়োরটা এক সেকেন্ডে আমাদের সাবড়ে দিত।' মুখ বিকৃত করল লোগান, 'মারাত্মক হাত ওর, আমি দেখেছি।'

'ওই মদের ব্যাপারিটা খুব বড় বড় কথা বলছিল।'

'হ্যাঁ, বড্ড বাড় বেড়েছে ব্যাটার, ওরও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। জায়গামত খবর পাঠিয়েছি। গ্লেগ প্রাইস আর তার লোকজন এসে পৌঁছোক, তারপর প্রেসকটের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।'

ভারননের ধূর্ত চোখদু'টো চকচক করে উঠল। 'ওদের আসবার আগেই তো আমরা যোগাড়যন্ত্র শুরু করে দিতে পারি!'

'আমাকে গর্দভ ভেবেছ নাকি?' লোগান উঠে দাঁড়াল, 'চলো, নিজের চোখেই দেখবে।'

রাস্তার একেবারে পুব মাথায় পৌঁছে লোগানের পিছু পিছু নিচুদরের নোংরা একটা সেলুনে গিয়ে হাজির হলো ভারনন। রঙচটা সাইনবোর্ডে লেখা অস্পষ্ট নামটা পড়ল সে: পিপ-ইন। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখ ঢাকা কিম্ভূত চেহারার এক লোক চালায় সেলুনটা। সবাই তাকে ডার্টি ড্যান নামে চেনে। শহরের তাবৎ গুণ্ডা-বদমাশের আড্ডা এই সেলুনে।

এ-মুহূর্তে লোক গমগম করছে পিপ-ইন সেলুনে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ঘোলাটে হয়ে আছে। মুচকি হেসে লোগান কনুইয়ের ধাক্কায় লোকজন সরিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল।

'যতটা জনপ্রিয় নিজেকে মনে করে প্রেসকট, আসলে ততটা জনপ্রিয় সে নয়,' ফিস্‌ফিস্ করে ভারননকে বলল সে, 'এখানকার অর্ধেক খদ্দেরই আসলে তার।'

ঢুলুঢুলু চোখের এক মাতাল একটা টেবিলের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাত হয়ে বসে চেঁচিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

'রেইনবোর কলঙ্ক ছাড়া কী বলব শালা এটাকে,' হেঁড়ে গলায় জড়ানো সুরে অভিযোগ করছে সে। 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ব্যাটা—নিজের মুখেই স্বীকার করছে—ঠিক কিনা? আর আমরা শালা ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েও চুপচাপ বসে আছি! না, না, তা হবে না। আমাদের যা ইচ্ছে করব। আমরা ধরেছি ওকে—এখন ফাঁসিতে ঝোলাব।'

তুমুল সমর্থনের শোরগোল উঠল, একসঙ্গে বহু কণ্ঠের অসংলগ্ন চিৎকারে কেঁপে উঠল বদ্ধ ঘরটা।

Boighar.com

মাথা থেকে হ্যাট খুলে শূন্যে দুলিয়ে আহ্বান জানাল মাতাল, 'চলো সবাই!'

চট করে পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়াল লোগান। 'দাঁড়াও!' কর্কশ কণ্ঠে বলল চিৎকার করে। দরজার দিকে রওনা হয়েছিল সবাই, থেমে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'জানোয়ারটাকে এক মিনিটও বাঁচতে দিতে চাই না আমি, তোমরা জানো,' সে বলে চলল, 'তবু বলছি, একটু ধৈর্য ধরো। গ্রেগ আর তার লোকজনকে খবর পাঠিয়েছি আমি–তারা শিগ্‌গিরই এসে পড়বে। প্রেসকটের মাথায় যদি ঘিলু বলে কিছু থাকে, তিনগুণ লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস সে নিশ্চয় করবে না।'

স্বঘোষিত নেতা লোকটা টলোমলো পায়ে লোকজনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'খাঁটি কথা বলেছে ম্যাট–শুধু শুধু মাথা গরম করার দরকার কী?'

ছয়

মনে মনে নিজের মগজ মুণ্ডরপেটা করছে জিমি, তবু পছন্দসই গালাগাল খুঁজে পাচ্ছে না। রীতিমত ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, হতাশ সে।

রেইনবো ছেড়ে সবার অলক্ষে নিরাপদে বেরিয়ে পড়েছিল। পশ্চিমে কিছুদূর যাবার পর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে যাত্রা করে আসল গন্তব্যের দিকে। অনেক খানি পথ বেশ ভালভাবেই পার হয়ে আসে, কিন্তু তারপরই ঘটে যায় বিশ্রী এক দুর্ঘটনা। একটা গিরিখাতের পিচ্ছিল কিনার বেয়ে যখন নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যায় তার ঘোড়া। অনেক কষ্টে যখন সেটাকে টেনে তুলল, বুঝতে পারল, ঘোড়ায় চেপে এগোবার আশা তাকে বাদ দিতে হচ্ছে। খোঁড়া হয়ে গেছে বোবা জানোয়ারটা।

বিগ এম তখনও দীর্ঘ ছ'মাইলের রাস্তা। উঁচু-নিচু দুর্গম পথ। এর অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে, ভেবে নিষ্ফল আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো জিমির। মুখে যা এল তা-ই বলে চিৎকার করে ভাগ্যকে গালাগাল করল। তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না, মনের ঝাল মিটছে না কিছুতেই।

উপায়ান্তর না দেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করেছে সে–সেইসঙ্গে আপনমনে বকবক করে চলেছে প্রত্যেকটা উঁচু জায়গায় থেমে দাঁড়াচ্ছে একবার করে: মনে আশা, বিগ এমের কোন-না কোন ঘোড়সওয়ারের দেখা পাবে, কিংবা তাকে কেউ দেখতে পাবে। বার বিশেক এই করে শেষ পর্যন্ত আবার ফেটে পড়ল রাগে।

'হতভাগাদের একটাও যদি থাকত কাছে-পিঠে! সবগুলো আজ অন্য কোথাও মরতে গেছে। গরু চুরি করতে আসতাম যদি এখন, তা হলে আর রক্ষে ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসত একেবারে!'

এবড়ো-খেবড়ো জমির উপর দিয়ে অনেক কষ্টে এগোচ্ছে সে, ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে প্রায়। মাথার উপর আগুন ঢালছে গনগনে সূর্য, ক্ষতবিক্ষত পা বিশ্রীরকম ফুলে উঠেছে–প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর গোঙানি বেরিয়ে

বইঘর.কম

আসছে মুখ দিয়ে। বেশি লম্বা পথ নয় বলে পানির বোতল সঙ্গে আনেনি–এখন অন্যান্য কষ্টের সঙ্গে যোগ হচ্ছে পিপাসার জ্বালা।

তবু গোঁয়ারের মত এগিয়ে চলেছে জিমি। সীসার মত ভারী হয়ে উঠেছে পা-দুটো–রীতিমত পরিশ্রম হচ্ছে একটার পর আরেকটা টেনে চলতে। তবু থামছে না। জানে, একবার থামলে সেখানেই যাত্রার শেষ হবে, আর এক পা-ও এগোতে হবে না।

চোখেও ঝাপসা দেখছে এখন। হঠাৎ একটা পাথরের উপর হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ল দড়াম করে। বুকে পাথুরে জমির ধাক্কা লাগল জোরে, দম বেরিয়ে যাবার যোগাড় হলো। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ একটা ভারী কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল।

'আরে, এ যে দেখছি জিমি!'

মাথা তুলে চাইল জিমি, ঠোঁটদু'টো নড়ল, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোল না মুখ দিয়ে। চার্লস লেভিন–হ্যাঁ, লেভিন স্বয়ং–নামছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। পানির বোতল নামিয়ে ছিপি খুলে জিমির মুখে ধরল সে। ঢক্ ঢক্ করে কয়েক ঢোক পানি খেলো জিমি। এবার স্বর ফুটল গলায়–ঘড়ঘড়ে, তবে বোধ্য।

'তোমার কাছেই আসছিলাম–ঘোড়াটা পড়ে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেছে। জলদি করতে হবে, লেভিন। বাঁচামরার ব্যাপার। তোমার লোকজন জড়ো করো শিগ্‌গির।'

বিগ এমের মালিক কাজের লোক। আসল ব্যাপার কী তা না বুঝলেও এটুকু অন্তত বুঝতে পারছে, গুরুতর কোন কারণ ছাড়া লোকটা এভাবে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে এতদূর পায়ে হেঁটে আসেনি। তাড়াতাড়ি আবার ঘোড়ার পিঠে চাপল সে। 'আমার পেছনে উঠে বসো,' বলল জিমিকে, 'যেতে যেতে তোমার কথা শুনব। তোমার ঘোড়া এখানেই থাক, পরে আমার লোক এসে নিয়ে যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে লেভিনের পেছনে উঠে পড়ল জিমি, বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আর মাইলদুয়েক পথ বাকি ছিল, তীরবেগে ছুটল ঘোড়া। র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার আগেই মোটামুটি সব কথা লেভিনের জানা হয়ে গেল।

'পিটারের ধারণা, ডাবল্ অ্যারোর লোকজন এসে পড়লে লোগান জোর করে মার্শালকে ফাঁসিতে লটকাবে।' বিলাপের মত শোনাল জিমির গলা, 'অঘটন যদি কিছু ঘটে যায়, আমারই দোষে ঘটবে।'

'বাজে বোকো না,' বলল লেভিন, 'ঘোড়ার পা তোমার দোষে ভাঙেনি। অমন দুর্ঘটনা যে-কারও বেলায় ঘটতে পারে।'

র‍্যাঞ্চ দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতেই লেভিন রাইফেল বের করে পরপর তিনটে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল সমান বিরতি দিয়ে। 'শব্দ শুনে এখুনি সবাই চলে আসবে,' বলল সে। 'আজ ওরা বেশি দূরে যায়নি।'

'সে কি আর আমি জানি না,' তিক্ত স্বরে বলল জিমি।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ওরা দেখল, চীনা বাবুর্চি ছাড়া আর কেউ নেই। লেভিন চিরকুমার, জানে জিমি।

Boighar.com

দরজার পাশে একখানা বেঞ্চ পাতা। জিমি টলতে টলতে এগিয়ে গেল সেদিকে। ধপাস্ করে বসে পড়ল। লেভিন একটা গ্লাস এনে হাতে ধরিয়ে দিতেই এক নিঃশ্বাসে খালি করে ফেলল সেটা।

'আহ্,' হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল সে, 'ঠিক এই জিনিসটাই এখন দরকার ছিল।' লেভিন আরেক গ্লাস দিতে চাইলে মাথা নেড়ে বারণ করল। 'কিছুদিন ধরে মদ ছেড়ে দেবার চেষ্টায় আছি আমি।'

'খুব ভাল,' বলল র‍্যাঞ্চার। একটু থেমে যোগ করল, 'মার্শালকে তোমার খুব পছন্দ, তাই না?'

'অনেক করেছে সে আমার জন্যে।'

'এবং তারই সম্পর্কে তুমি বলছ, মানুষ খুন করার কথা সে নিজের মুখে স্বীকার করেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে বলছে, ব্যাপারটা আসলে একটা দুর্ঘটনা, এবং সে-দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী ভারনন আর তার দুই চেলা। জীবন বাজি রেখে বলতে পারি আমি, ব্রায়ান খারাপ লোক নয়।'

একাধিক ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল দু'জন। স্যানডি এসে পড়েছে, সঙ্গে আরও চারজন কাউবয়। দুর্দান্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আচমকা থেমে দাঁড়াল ওরা। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলো ছড়িয়ে পড়ল, ছিটকে উঠল নুড়িপাথরের রাশি।

'কী করতে হবে, বস্?' জিজ্ঞেস করল ডানপিঠে লালচুল। তারপরই তার চোখ পড়ল জিমির ওপর। 'আরে, জিমি দেখছি! মার্শালের কী খবর?'

'হয়তো এখনও বেঁচে আছে–'

ভুরু কোঁচকাল স্যানডি। 'তার মানে?'

'কথা বলার সময় নেই,' চার্লস্ লেভিন বলে উঠল। 'তরতাজা ঘোড়া নিয়ে এসো সবাই, রাইফেল সঙ্গে নাও–শহরে রওনা হচ্ছি আমরা। দুপুরের খাবার ওখানেই খেয়ে নিতে পারবে।'

'অবশ্যই, মিসেস রয়েসের ওখানে খাব সবাই,' সোৎসাহে বলল স্যানডি, 'তার জন্যে পঁচিশ মাইল পথ কিছু নয়।' ঘোড়া ঘুরিয়ে কোরালের দিকে ছুটল সে সঙ্গীদের নিয়ে।

আরও লোক জড়ো হবার অপেক্ষায় থাকল ওরা, আরও খানিকটা মূল্যবান সময় ব্যয় হয়ে গেল। অবশেষে যখন সবাই রওনা হলো, অস্থির অধৈর্য হয়ে উঠেছে তখন জিমি। তার মন বলছে, সে বিগ এমে পৌঁছবার আগেই গ্রেগ তার লোকজন নিয়ে রেইনবোতে পৌঁছে গেছে। এখন পিটার যদি কোনরকমে তাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে শুধু…। পাশের ঘোড়সওয়ারদের দিকে আশাভরা চোখে তাকাল সে–সবাই তার পরিচিত, তবু যেন নতুন এক দৃষ্টিতে দেখছে আজ ওদের। বেপরোয়া একদল তরুণ–যেমন ফুর্তিবাজ তেমন পরিশ্রমী–শহরে গেলে মজার খাতিরে যে-কোন সৃষ্টিছাড়া অপকর্মের জন্যে সদাপ্রস্তুত; কিন্তু আজ তারা একদল দুর্ধর্ষ পুরুষ, কঠিন মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ, যে-কোন মূল্যে উদ্দেশ্যসাধনে বদ্ধপরিকর।

বইঘর.কম

*

জিমির আশঙ্কাকে মোটেই অমূলক বলা যাবে না। সে রেইনবো থেকে রওনা হবার দু'ঘণ্টা পরই গ্রেগ এবং তার লোকজন শহরে এসে ঢুকল। বরাবরের মত সানশাইনে না থেমে সোজা পিপ-ইন সেলুনে গিয়ে উঠল তারা। দলের সবাইকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে গ্রেগ চলল লোগানের বাসার দিকে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

'এসে পড়েছ তা হলে, গ্রেগ?' সাদর অভ্যর্থনা জানাল লোগান। পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি হচ্ছেন মিস্টার ভারনন, লংহর্ন থেকে এসেছেন–টাসকিন বোধ হয় বলে থাকবে তোমাকে এঁর কথা।'

প্রত্যুত্তরে সামান্য মাথা ঝোঁকাল র‍্যাঞ্চার। চেয়ারে বসে গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে নিল। তার চোখদু'টো নিবদ্ধ লোগানের ফুলে ওঠা ক্ষতবিক্ষত মুখ আর হাতপায়ের উপর।

'হাতের ব্যবহার ওর বেশ ভালই জানা আছে দেখছি,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল সে। 'অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হত যদি, চিনতে পারতাম না।'

'ওরও কিছু কম জোটেনি,' হিংস্রভাবে জবাব দিল লোগান, 'প্রায় শেষ করে দিয়েছিলাম। আজই ওর–'

এমন সময় আচমকা ঘরে ঢুকল টাসকিন। 'খবর আছে একটা,' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'মার্শালকে কয়েদখানায় ঢোকানোর পর পিটার তার অস্ত্রদু'টো নিয়ে নিয়েছিল। গানবেল্টটা এখন সানশাইনে।'

'বলদ আর কাকে বলে,' বিড়বিড় করে বলল গ্রেগ, 'মার্শালের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করে দিয়েছে আরকী।'

'যা বলেছ,' দাঁতে দাঁত পিষলো লোগান। 'তোমার লোক কতজন, গ্রেগ?'

'বারো। আমি ছাড়া।'

'তেরো সংখ্যাটা খারাপ,' ভারনন মন্তব্য করল–জুয়াড়ীসুলভ সমস্ত কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে তার মনে।

'হ্যাঁ, খারাপ,' লোগান জবাব দিল। 'তবে আজ খারাপ মার্শালের জন্যে।' উঠে দাঁড়াল সে, 'চলো, যাওয়া যাক।'

প্রকাণ্ড একটা মানুষের মৌচাকে পরিণত হয়েছে পিপ-ইন। বিচিত্র লোকজনের ভিড় এখন আরও পরিপুষ্ট হয়েছে ডাব্‌ল্ অ্যারোর ঘোড়সওয়ারদের উপস্থিতিতে।

দৃশ্যটা গ্রেগ প্রাইসের চোখে বড় ভাল লাগল। ঘোড়ার পিঠে বসেই জনতার মুখোমুখি হলো সে। 'ভাইসব!' বলল চিৎকার করে, 'শুনলাম, তোমরা আমাকে পিটার প্রেসকটের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার ভার দিয়েছ–'

'বোঝাপড়ার কিছু নেই,' কর্কশ একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'আমরা চাই ওই…ওই খুনী মার্শালকে ধরে নিয়ে ফাঁসি দিতে। কী বলো তোমরা?' মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল বক্তা।

সমর্থনসূচক চিৎকার শোনা গেল অসংখ্য কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেগ, যেন জনগণের ইচ্ছের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য

Boighar.com

হচ্ছে জননেতা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। সবার আগে আগে বীরদর্পে এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে। তার ঠিক পেছনে রয়েছে তার কাউবয়বাহিনী, তাদের পেছনে বিক্ষুব্ধ জনতা।

কয়েদখানার বাইরে জনদশেক লোক নিয়ে পাহারায় রয়েছে সেলুনকীপার পিটার প্রেসকট। ডাব্‌ল্ ত্যারোর লোকজনকে শহরে ঢুকতে দেখছে সে, পিপ-ইনের উত্তেজিত হই-হল্লাও তার কানে এসেছে। বুঝতে পেরেছে, বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে হামলা আসছে অচিরেই।

'ব্রায়ানের রিভলভারদু'টো চেয়ে নিয়ে ভুলই করেছ,' গরহ্যাম বলল। 'লড়াই বাধলে সে কোন কাজে আসতে পারবে না।'

'আমার কোটের নীচে লুকিয়ে নিয়ে এসেছি ওর গানবেল্ট,' প্রেসকট উত্তর দিল। 'অবস্থা যদি সত্যি খারাপ হয়ে পড়ে, রাজি হয়ে যাব ব্রায়ানকে ওদের হাতে তুলে দিতে–তারপর ওকে বের করে আনবার ছুতোয় ভেতরে গিয়ে হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দেব।'

'ওই যে, এসে পড়েছে ওরা!' চমকে বলে উঠল গরহ্যাম।

এসে পড়েছে জল্লাদবাহিনী। প্রতি মুহূর্তে আরও কাছে চলে আসছে। সামান্য ক'জন সঙ্গী নিয়ে প্রেসকট রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

অন্যদের পেছনে ফেলে গ্রেগ আর তার লোকজন একেবারে কাছে এগিয়ে এল, থেমে দাঁড়াল দশ পা দূরে। রাইফেলগুলো হাঁটুর উপর আড়াআড়িভাবে রাখা। দলের বাকি সবাই তাদের পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সবার হিংস্র দৃষ্টি কয়েদখানার দরজার উপর নিবদ্ধ–ওর আড়ালেই লুকিয়ে আছে তাদের শিকার। এত মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও হিমশীতল নীরবতা বিরাজ করছে চারদিকে।

'কী খবর, গ্রেগ? কী চাই?' প্রেসকটই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

'যে-আসামীকে তুমি ছেড়ে দেবার মতলব করছ, তাকে চাই আমরা,' অটুট গাম্ভীর্যের সাথে জানাল গ্রেগ প্রাইস।

'তোমার ধারণা ভুল,' সেলুনকীপার জবাব দিল। 'মার্শালকে ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। সে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে লংহর্নের হাতে তুলে দেয়া হবে–যা করার ওরাই করবে।'

'তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। বের করে দাও ওকে, নয়তো ফল ভাল হবে না।'

সারবাঁধা রাইফেলগুলোর দিকে তাকাল সেলুনকীপার। তার এবং তার বন্ধুদের অস্তিত্ব নিমেষে মুছে ফেলার জন্যে ওগুলোর নল থেকে একটা করে বুলেট ছুটে এলেই যথেষ্ট। কোন আশা নেই। রাস্তা বরাবর তাকাল একবার, কোন চিহ্ন নেই বিগ এমের লোকদের। যেভাবেই হোক আর কিছু সময় এদের ঠেকিয়ে রাখবার শেষ একটা চেষ্টা করে দেখতে হবে।

'ঠিক আছে, গ্রেগ,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'তুমি যা বলছ তা-ই হোক। ওকে বের করে আনছি আমি।'

বইঘর.কম

'না!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল ম্যাট লোগান। 'তোমার যাবার দরকার নেই। চাবিটা ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না, লোগান।'

'চুপ! কোন কথা নয়!' ধমকে উঠল লোগান। রিভালভার বেরিয়ে এল তার হাতে। 'বের কর্‌ো চাবি, নইলে···'

তবু ইতস্তত করতে লাগল পিটার প্রেসকট।

'চাবি দিয়ে দাও, পিটার,' কয়েদখানার ভেতর থেকে একটা শান্ত ভরাট কণ্ঠ ভেসে এল। 'লড়াই শুরু হলে এখন ফলাফল কী দাঁড়াবে সে তো বুঝতেই পারছ; শুধু শুধু রক্তারক্তি করে কী লাভ?'

বিড়বিড় করে অভিসম্পাত দিল প্রেসকট। পকেট থেকে চাবি বের করে সামনে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। 'এই লোককেই তোমরা বলতে চাইছ রক্তপিপাসু খুনী,' আবেগে কেঁপে গেল তার গলা।

'ওসব কথা বলে কিছু লাভ হবে না,' লোগান জবাব দিল।

চাবি কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সে কয়েদখানার দরজার দিকে। তালা খুলে পেছনে সরে এল। হাতে উদ্যত রিভলভার।

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপরই জুতোর শব্দ শোনা গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল বন্দী। অমনি চারদিক থেকে কুৎসিত গালাগাল বর্ষিত হতে শুরু করল তার উদ্দেশে। কিন্তু সে আশ্চর্য শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল ঝকঝকে সূর্যালোকে।

'আগে বাড়ো,' আদেশ দিল লোগান।

প্রেসকট আর তার সঙ্গীদের দিকে চাইল মার্শাল। 'তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' বলল নরম কণ্ঠে। তারপর মাথা উঁচু করে সামনে দৃষ্টি রেখে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলল।

জনতা পিছু নিল তার। এদেরই অনেকে লোগানকে শায়েস্তা করার সময় তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে।

একবার ক্ষণিকের জন্যে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ব্রায়ান। দেখল, তার বন্ধুরাও হেঁটে আসছে অন্যদের সঙ্গে। তাদের চোখমুখ থমথমে, বিষণ্ন।

'কিছুই করার নেই ওদের,' স্বগতোক্তি করল সে।

'একদম কিছু না, বাজি রেখে বলতে পারি,' পাশ থেকে বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল এক কাউবয়। 'তবে ইচ্ছে করলে তোমাকে সঙ্গ দিতে যেতে পারে। দড়ির অভাব হবে না।'

ব্রায়ান কোন উত্তর দিল না।

সামনেই একটা লম্বা কটনউড গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। খুব কাছে এসে পড়েছে মৃত্যু। একজন সুস্থ-সবল মানুষকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মাটি থেকে টেনে তুলে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলে দম বন্ধ হয়ে মরবার আগে তাকে কতটা দীর্ঘ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, পরিষ্কার অনুমান করতে পারছে ব্রায়ান। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল।

গাছের কাছে পৌঁছে গেছে সবাই। ব্রায়ানকে ধাক্কা দিয়ে মোটাসোটা শক্ত

Boighar.com

একটা ডালের নীচে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো। গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে ডালটা মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। রাস্তায় যে-ছোকরা ব্রায়ানকে উপহাস করেছিল, সে এগিয়ে এল ল্যাসো হাতে। দড়ির একমাথা ডালের উপর দিয়ে অন্যপাশে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফাঁসটা সুবিধামত আকারে এনে ঝুলিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এল কয়েক পা। কাজটা খুঁটিয়ে দেখল মনোযোগ দিয়ে।

'সব তৈরি,' ঘোষণা করল সে।

শোনামাত্র ঠেলাঠেলি করে কাছিয়ে আসতে শুরু করল দর্শকের দল। পৈশাচিক এই নাটকের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব।

সবকিছু অলীক অবাস্তব মনে হচ্ছে ব্রায়ানের কাছে। মাথার উপর কিচিরমিচির করছে পাখির ঝাঁক। উজ্জ্বল রোদ চুঁইয়ে আসছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে–মাটির উপর রচনা করেছে আলোছায়ার বিচিত্র কম্পমান কারুকার্য। বড় সুন্দর এই পৃথিবী, এই জীবন–আশ্চর্য মায়াময় এক স্বপ্ন যেন। অথচ তাকে চলে যেতে হচ্ছে সব কিছু ছেড়ে, কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে–আশ্চর্য!

তৃষ্ণার্ত চোখে পৃথিবীর সৌন্দর্য শেষবারের মত দেখে নিচ্ছিল ব্রায়ান, মাত্র একফুট দূরে উদয় হলো ভারননের হিংস্র বিষাক্ত মুখ। চোখদু'টো চক্‌চক্ করছে বিজয়ের উল্লাসে।

'তা হলে, মিস্টার ব্রায়ান, খেল খতম আমাদের,' হিস্‌হিস্ করে উঠল তার কণ্ঠ, 'শেষ পর্যন্ত আমিই বাজিমাত করলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তে মাকে আর ওই কয়োটের বাচ্চা রবসনকে আমি খতম–'

কথাটা শেষ করতে পারল না ভারনন। ব্রায়ানের মুষ্টিবদ্ধ ডানহাত বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে এসে মুগুরের মত প্রচণ্ড আঘাত হানল তার পেতে দেয়া মুখে। ছিটকে চলে গেল সে পেছনে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল শক্ত মাটিতে। মনের বিষ উদ্গিরণে এতই মগ্ন হয়ে পড়েছিল কুচক্রী জুয়াড়ী যে, ভুলে গিয়েছিল ব্রায়ানের হাত বাঁধা নেই। অশ্লীল গালাগাল দিতে দিতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে, কোমরে ঝোলানো রিভলভারের বাঁট খামচে ধরল। 'বোকামি কোরো না,' চট্ করে ভাবননের হাত চেপে ধরল লোগান। 'কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরো। বুঝতে পারছ না ওর মতলব? তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা-ই চাইছে ও–ভাবছে, গুলি খেয়ে আরামে পার পেয়ে যাবে।

থুঃ করে মুখ থেকে রক্তাক্ত একটা দাঁত ফেলল ভারনন। থেঁতলানো ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল। 'আরামের ব্যবস্থা করছি দাঁড়াও!' হিংস্র শ্বাপদের মত দাঁত খিঁচিয়ে বলল। 'এই দড়িঅলা, শোনো। খানিকক্ষণ ঝুলিয়ে রাখবার পর যখন দম প্রায় ফুরিয়ে আসবে ওর, তখন নীচে নামিয়ে ফেলবে নিঃশ্বাস নেয়ামাত্র আবার টেনে তুলবে শূন্যে। আবার নামাবে, আবার তুলবে। এভাবেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না একেবারে খতম হয়ে যায়। বুঝেছ?'

তীব্র প্রতিবাদ জানাল পিটার প্রেসকট। জনতার ভেতর কিছুটা বিবেকসম্পন্ন যারা, তারাও এই অমানুষিক নিষ্ঠুর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল।

'আমরা ন্যায়বিচার চাই, গ্রেগ,' ভিড়ের ভেতর থেকে বলল একজন। 'কিন্তু

বইঘর.কম

তাই বলে জানোয়ার নই আমরা। শুধু শুধু অত্যাচার চলবে না।'

'তা ছাড়া, শাস্তি কীভাবে হবে না হবে, তা লংহর্নের লোক এসে বলে দেবে নাকি?' আরেকজন যোগ করল।

কালো কুৎসিত হয়ে উঠল ভারননের থেঁতলানো রক্তাক্ত মুখ।

দেখতে দেখতে আরও অনেকে লুফে নিল কথাটা। উত্তপ্ত বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল ভিড়ের ভেতর।

সাত

জল্লাদবাহিনী মার্শালকে নিয়ে মাত্র রওনা হয়ে গেছে, এমন সময় ধীরেসুস্থে শহরে ঢুকল এক অশ্বারোহী যুবক। হাসিখুশি সুদর্শন চেহারা, কিন্তু একটু যেন বিবর্ণ—সদ্য রোগভোগের পর যেমন হয় সাধারণত।

গরহ্যামের দোকানের সামনে ঘোড়া থেকে নামল সে। ভেতরে ঢুকে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটার কাছে তামাক চাইল।

'এমন নির্জন শহর তো কোথাও দেখিনি, মন্তব্য করল সে। 'তুমিই নিশ্চয় একমাত্র বাসিন্দা নও এখানকার?—হলেও অবশ্য আশ্চর্য হব না।'

'সবাই ফাঁসি দেয়া দেখতে গেছে বোধ হয়,' কথাটা বলতে গিয়ে শিউরে উঠল গ্রেস। 'পশু—সব পশু ছাড়া আর কিছু নয়!'

আগন্তুক যুবক বড় বড় চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'বলো কী! কাকে ফাঁসি দিচ্ছে? কেন?'

'আমাদের নতুন মার্শালকে,' বলল গ্রেস। 'সে নাকি কাকে গুলি করে মেরেছে।'

'মার্শাল হলে গুলি তো করতে হয়ই—অন্তত কখনও কখনও,' অচেনা যুবক বলল। 'আমি কখনও ফাঁসি জিনিসটা দেখিনি। কোথায় হচ্ছে?'

'ওই পশ্চিমের রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে। এদিকে বড় গাছ নেই একটাও।'

'কেন খুন করল মার্শাল?'

'জানি না। অন্য জায়গার ঘটনা—অনেক দিন আগের কথা সেটা, মার্শাল এখানে আসবার আগে।' দু'চোখ ছলছল করে উঠল মেয়েটার। 'আমারই জন্যে লোকটার সর্বনাশ হলো। এখানকার চাকরির খবরটা আমিই তাকে দিয়েছিলাম···এখনও দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে, তামাক নিতে এসেছিল, খবরটা পেয়েই প্রকাণ্ড লাল ঘোড়াটার পিঠে চেপে সেলুনের দিকে রওনা হয়ে গেল।'

'কালচে-লাল ঘোড়া?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কাউবয়, 'মুখে সাদা ছোপ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই! তার মানে, তাকে তুমি—'

'হায় ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে উন্মত্তের মত রাস্তার দিকে

Boighar.com

ছুটল যুবক। তামাকের দাম দেবার জন্যে একটা ডলার রেখেছিল কাউন্টারের উপর–তামাক, ডলার দু-ই পড়ে রইল।

এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গ্রেস। তারপর ছুটে গেল দরজার দিকে। ধুলোর একটা মেঘ শুধু দেখতে পেল–ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমদিকে।

'ফাঁসি দেখবার জন্যে পাগল হয়ে গেছে একেবারে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

কথাটা বলে গ্রেস বিচার করল অচেনা যুবকের প্রতি। কারণ, আসলে ফাঁসিটা যাতে না দেখতে হয়, সেজন্যেই যুবক মরিয়া হয়ে উঠেছে। পরিশ্রান্ত ঘোড়ার পেটে অবিরাম স্পারের গুঁতো দিতে দিতে সর্বোচ্চ গতি আদায়ের প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

'তোকে কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত, স্পিয়ার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ঘোড়ার উদ্দেশে, 'কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে ওদিকে। ব্রায়ান না হয়ে যায় না ওই মার্শাল। ওর ঘোড়াটা অন্য কেউ কিনে নিতে পারে অবশ্য···কিন্তু না, ওই ঘোড়া সে মরে গেলেও বিক্রি করবে না।'

একটু পরেই গাছটা নজরে পড়ল যুবকের। গাছের নীচে লোক গিজ্ গিজ্ করছে।

ভারননের নিষ্ঠুর প্রস্তাবে শেষ পর্যন্ত খুব বেশি লোকের সমর্থন পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, একবারই ফাঁসি হবে ব্রায়ানের।

ষণ্ডা চেহারার কাউবয় আবার দড়ির প্রান্ত ধরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু নির্দেশের অপেক্ষা।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। দূর থেকে কে একজন অশ্বারোহী দুর্দান্ত বেগে ছুটে আসছে।

'কে যেন আসছে এদিকে!' টাসকিন বলে উঠল অস্থির স্বরে, 'আর সময় নষ্ট কোরো না।'

চট্ করে মাথা ঘুরিয়ে ট্রেইলের দিকে ফিরে তাকাল লোগান। একজনমাত্র লোক। অপরিচিত। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

'টান লাগাও দড়িতে!' নির্দেশ দিল সে।

কাউবয় দড়িটা টানটান করে দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরল। জোরে টান দেবার জন্যে পিঠ বাঁকিয়ে সামনে ঝুঁকতে যাবে, শিরদাঁড়ায় শক্ত একটা গোলাকার জিনিসের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল।

'টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে তুমি,' ঘাড়ের পেছন থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল কর্কশ একটা কণ্ঠ।

মাথাটা পাশের দিকে সামান্য ঘুরিয়ে কাউবয় আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেলুনকীপার পিটার প্রেসকট। মিছে ভয় দেখাবার লোক পিটার নয়, জানে সে। পাথরের মূর্তির মত জমে গেল মুহূর্তে।

লোগান কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঘোড়সওয়ার কাছে এসে পড়ল। লাফিয়ে নামল সে জিন থেকে, লোকজনকে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে গেল গাছের দিকে।

'ব্রায়ান!' চিৎকার করে উঠল সে, আবেগে কেঁপে গেল গলা।

চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে চেয়ে আছে ব্রায়ান, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

আরও একজন চেয়ে আছে স্তম্ভিত বিস্ময়ে: ভারনন–চোখদু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার, চোয়াল ঝুলে পড়েছে। তীরে এসে তার তরী ডুবতে চলেছে–কবর থেকে উঠে এসেছে ওই লোক, তাকে পরাস্ত করতে।

'বেন,' বিস্ময়ের ধাক্কা কিছুটা সামলে উঠে অস্ফুটস্বরে বলল মার্শাল, 'তুমি কী করে আসবে এখানে! তুমি, তুমি তো···মারা গেছ!'

'পুরো মরিনি,' হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বেনের মুখ।

'কিন্তু–আমি তো নিজের হাতে তোমাকে গুলি করে মেরেছি!'

'ধেৎ! ঠিকমত লাগাতে পারোনি গুলি। বুলেটটা শুধু খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।' মাথার হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল যুবক। বাঁ কানের ঠিক ওপরে সদ্য শুকিয়ে আসা একটা ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেল সবাই। 'চব্বিশ ঘণ্টা চোখ খুলিনি–কনকাশন্, ডাক্তার বলেছে। ঘোড়ায় চড়ার মত শক্তি ফিরে পেতেই তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। অনেক ঘুরেছি তারপর। শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে, একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি এখানে–তাই না?' আরও কয়েক পা এগিয়ে মার্শালের ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দড়ির ফাঁসটা খুলে নিল তার গলা থেকে।

'তুমি কে হে আমাদের কাজের মধ্যে নাক গলাতে এসেছ?' এতক্ষণে লোগান রুদ্র মূর্তি নিয়ে গর্জে উঠল।

আগন্তুক কাউবয় দাঁত বের করে হাসল তার দিকে তাকিয়ে। 'আমি বেন রবসন–তোমাদের এই কেসে আমিই আছি লাশের ভূমিকায়। তবে এখন যদি কেউ গোলমাল করতে চায়, জ্যান্ত লাশের খেলা দেখতে পাবে সে।'

চ্যালেঞ্জের কোন জবাব এল না। প্রেসকট এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'এই নাও তোমার বেল্ট, মার্শাল,' বলল সে, 'এটা পরে নিলে কিছুটা চাঙ্গা লাগবে।'

'দাঁড়াও!' এবার গ্রেগ তেড়ে এল। 'এই লোকই যে রবসন, তার প্রমাণ কী?'

কাউবয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। 'কথাটা আমার মনে থাকবে, মিস্টার যে-নামই-হোক-তোমার,' কঠিন স্বরে বলল সে। মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। 'ব্রায়ানকে খুন করতে না পেরে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার মতলবে যে-ভোঁদড়টা বানোয়াট গল্প নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে–ভারনন। তোমাদের উচিত, ওকেই ফাঁসিতে লটকানো।'

চারপাশে নতুন এক ধরনের গুঞ্জন উঠল। মনে মনে প্রমাদ গুনল ভারনন। জনতা বড় অস্থিরমতি, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে সময় নেয় না। এখন তার নিজেরই জীবন বিপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠল তার বুক। প্রাণ বাঁচাবার চিন্তায় বেসামাল হয়ে পড়ল। ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল অবলীলায়।

'বানোয়াট গল্প নয়,' ফস্ করে বলে বসল সে। 'দলের সঙ্গে আমিও ব্রায়ানের পিছু নিয়ে শহর ছেড়ে চলে এসেছিলাম–ভেবেছিলাম, তুমি খতম হয়ে গেছ। তারপর আর লংহর্নে ফিরিনি আজ পর্যন্ত। কী করে জানব, তুমি বেঁচে আছ?'

আবার হাসিতে ভরে গেল বেনের মুখ। 'তা হলে, ভাইসব, মিস্টার ভারনন

Boighar.com

স্বীকার করছেন, আমিই আমি–যদিও তাঁর কথা বিশ্বাস করতে আমার নিজেরই বাধছে। যাই হোক, ঘটনার ছা হলে এখানেই পরিসমাপ্তি–'

'মোটেই না,' বাধা দিয়ে গ্রেগ বলে উঠল। 'এতসব মারপ্যাঁচের ধার ধারি না আমরা।' হাত তুলে ব্রায়ানকে দেখাল সে, 'ওকে আমি লংহর্নের মার্শালের হাতে তুলে দেব।'

'তা হলে আগে ওকে পাকড়াও করতে হবে,' প্রেসকট বলল। 'ইচ্ছে করলে তোমার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দেখতে পারো, গ্রেগ।'

র‍্যাঞ্চারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। রেইনবোর বেশির ভাগ লোক ইতোমধ্যে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে, হাঙ্গামা শুরু হলে তারা কোন পক্ষই নেবে না। তা সত্ত্বেও অবশ্য তার লোকেরা সংখ্যায় প্রতিপক্ষের দ্বিগুণ হবে। কিন্তু গোলাগুলি শুরু হলে দু'পক্ষেরই প্রচুর লোক হতাহত হবে। তা ছাড়া সবচেয়ে ভয় ওই মার্শালকে নিয়ে। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে তার–মনে হচ্ছে, মার্শালের প্রথম বুলেট ছুটে আসবে তাকেই লক্ষ্য করে। তারপর লড়াইয়ের ফলাফল যা-ই দাঁড়াক, কিছুই সে জানতে পাবে না–জানার দরকার থাকবে না।

সবাই চেয়ে আছে গ্রেগের দিকে। সময় যেন রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা বুকে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠছে শব্দ। কয়েক মুহূর্ত পরই দিগন্তে ভেসে উঠল একদল দ্রুত ধাবমান ঘোড়সওয়ারের মূর্তি। তীরবেগে ছুটে আসছে তারা ট্রেইল ধরে।

লম্বা করে মস্ত একটা শ্বাস টানল প্রেসকট। বিগ এমের লোকজন এসে পড়েছে।

দুরন্ত এক ঝড় যেন ধেয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'কী হচ্ছে এখানে?' অটুট নিস্তব্ধতার ভেতর গমগম করে উঠল চার্লস্ লেভিনের জলদগম্ভীর কণ্ঠ।

প্রেসকট সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

গ্রেগের দিকে চাইল লেভিন। 'নির্দোষ একজন লোককে ফাঁসিতে লটকাতে চাইছিলে–বাধা পড়ায় মেজাজটা খুব খিচড়ে গেছে, তাই না?'

'নির্দোষ কিনা সেটা–'

'ভিড় দেখছি মন্দ হয়নি,' গ্রেগের কথায় কান না দিয়ে মন্তব্য করল লেভিন। 'আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে এই অপচেষ্টা চালাবার দুঃসাহস এরা পেল কোত্থেকে। নিশ্চয় আগে আচ্ছামত মদ গিলিয়ে সবগুলোকে মাতাল বানিয়ে নিয়েছ? সে যাক, তোমাদের অভিযোগের স্বপক্ষে কী প্রমাণ আছে, শুনি?'

'এই লোক চেনে ওকে,' বলল গ্রেগ প্রাইস।

বিগ এমের মালিক নিদারুণ অবহেলার চোখে ভারননকে দেখল আপাদমস্তক। 'এর কথা শুনে একটা কুকুরের প্রাণ নিতেও আমি রাজি হব না,' নির্লিপ্ত স্বরে মতপ্রকাশ করল সে। 'কিন্তু এসবের ভেতর তুমি আসছ কী করে, গ্রেগ?'

'রেইনবোর লোকেরা আমাকে অনুরোধ করেছে এর একটা–'

'রেইনবোর লোকেরা মানে, লোগান আর পিপ-ইনের ওই হতচ্ছাড়া ভবঘুরের দল, তাই তো? যাই হোক, এখন তোমাকে কেটে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে। জলদি!'

'বাড়াবাড়ি করছ তুমি, লেভিন,' দাঁতে দাঁত পিষল ডাব্‌ল্ অ্যারোর মালিক। 'আমি এখানে একা নই।'

'দেখতে পাচ্ছি সেটা। যদি গণ্ডগোল করতে চাও…'

সে-ইচ্ছে গ্রেগের নেই। পরিস্থিতি এখন আর তার ঠিক অনুকূলে বলা চলে না। শহরের বেশির ভাগ লোক এখন বিগ এমের পক্ষ নেবে। কেমন দুর্দান্ত যোদ্ধা ওই র‍্যাঞ্চের লোকেরা, তা-ও জানে গ্রেগ। মনিবের নির্দেশ পেলে ওরা নরকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তছনছ করে আসতেও দ্বিধা করবে না। তার ওপর আছে ওই মার্শাল লোকটা…নাহ্, কোন আশা নেই।

'ঠিক আছে, পরে ফয়সালা হবে,' জানিয়ে দিল সে। 'এখনকার মত আমি চলে যাচ্ছি।' পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ওদিকেই তার র‍্যাঞ্চ। তার লোকেরা নীরবে তাকে অনুসরণ করল।

রবসনের দিকে ফিরল চার্লস্ লেভিন 'তোমাকে ধন্যবাদ, কাউবয়। আসতে দেরি হয়ে গেছে আমাদের, তুমি যদি ঠিক সময় মত পৌঁছে বাধা না দিতে–'

'সবার ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে উঠে যেতাম তা হলে আমি এতক্ষণে,' ইশারায় মাথার ওপরের প্রকাণ্ড ডালটা দেখিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল ব্রায়ান।

গ্রেগ প্রাইস চলে যাবার পর লোগানও তার দলবল নিয়ে শহরের পথে রওনা হয়ে গেছে। সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল গরহ্যাম। 'ওদের সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া নিশ্চয় বাকি রইল, মার্শাল?' ধীরে ধীরে বলল সে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' ব্রায়ান জবাব দিল। 'তবে আজ আমার এমনকী লোগান এবং ভারননকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

মন থেকে বলেছে মার্শাল কথাটা। অনির্বাণ অসহনীয় শোক আর দুর্ভার অনুতাপের হাত থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে নিজেকে অসম্ভব সুখী মনে হচ্ছে তার। কারও ওপর কোন আক্রোশ কিংবা বিদ্বেষ এ মুহূর্তে মনে ঠাঁই দিতে ইচ্ছে করছে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করল মার্শাল, জিমিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'শহরে রয়ে গেছে,' লেভিন জানাল। 'হাঁটু পর্যন্ত ক্ষয়ে গেছে নাকি তার। তবে আমার ধারণা, ইচ্ছে করেই সে দূরে থেকেছে। তার আশঙ্কা ছিল, আমরা পৌঁছবার আগেই অঘটন যা ঘটার ঘটে গিয়ে থাকবে।'

'একজন খাঁটি মানুষ লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে,' নরম গলায় বলল ব্রায়ান। 'রেইনবো কখনও ওকে চিনতে চেষ্টা করেনি।'

একটা ভাল ঘোড়া ঠিক হলো মার্শালের জন্যে। সবার আগে সে এবং বেন এগিয়ে চলল পাশাপাশি। দু'জনের কারও মুখেই কোন কথা নেই। তবে একে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারছে পরিষ্কার। কোনরকম ভাবাবেগের প্রকাশ এ-মুহূর্তে অস্বস্তিতে ফেলবে দু'জনকেই।

Boighar.com

শেষ পর্যন্ত বেন নীরবতা ভাঙল। 'তোমার চোখে কী হয়েছে, ব্রায়ান?'

'কিছুই না,' চোখ থেকে চশমা খুলে পকেটে চালান করে দিল ব্রায়ান, 'ভোল পাল্টাবার সামান্য চেষ্টা আরকী। আরে ট্রেইলটা তো এখন আরও সুন্দর লাগছে দেখতে!'

পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের আলোয় দুই অশ্বারোহীর দীর্ঘ ছায়া বিছিয়ে পড়েছে। সেই ছায়ায় পিছু পিছু শহরে ঢুকল ওরা। মিসেস রয়েসের বাসা ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ ঘোড়া থামাল ব্রায়ান। বেনও থেমে দাঁড়াল।

সবাই মিলে মিসেস রয়েসের ওখানে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নেবার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করল ব্রায়ান। 'অবশ্য মহিলা একজন বিধবা,' সবশেষে যোগ করল সে, 'আগের সেই বয়স নেই, তবু তাকে পছন্দ হবে তোমার–মানে, তার রান্না পছন্দ হবে। তুমি যাও, আমি স্যানডিদের নিয়ে আসছি।'

ছোট্ট খাবার ঘরটাতে বেন যখন ঢুকল, তখন চোখ মুছছে মিসেস রয়েস। বেন জানে না, এ-অশ্রু আনন্দের। বন্দীকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে মিসেস রয়েস, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা-ও শুনেছে। এবং একটু আগে মার্শালকে নিরাপদে ফিরে আসতেও দেখেছে সে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে।

আগন্তুক যুবক তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে লজ্জা পেল ইভলিন রয়েস। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে হ্যাটটা ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছে যুবক অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে।

আসলে সামনে দাঁড়ানো ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী তরুণী বেন রবসনকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। 'তোমাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত মিস্,' শেষ পর্যন্ত কোনরকমে উচ্চারণ করল সে, 'ব্রায়ান–মানে, মার্শাল–তোমার মাকে বলতে বলেছে, চারজন লোক খেতে আসছে এখানে, তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে হবে...'

এবার অপ্রস্তুত হবার পালা মিসেস রয়েসের। 'আমার মা!' বলে উঠল সে, 'আপনি বোধ হয় ভুল শুনেছেন–আমিই মিসেস রয়েস।'

চোখ কপালে উঠল বেনের। 'তাই বলো! বজ্জাত আর কাকে–' বলতে বলতে সামলে নিল সে, 'না, মিস্–মানে, ম্যাডাম–তোমাকে বলছি না। ওই হতচ্ছাড়া মার্শাল–আমাকে বোকা বানিয়েছে। বলে কিনা, আগের সেই বয়স নেই তোমার–'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইভলিন রয়েস। 'কথাটা তো আসলে সবার জন্যেই সত্যি, তাই না? কারোরই বয়স থেমে থাকে না।' পরমুহূর্তে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। 'কিচেনের দিকে যেতে হয় তা হলে আমাকে–চারজন লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে!'

'ব্রায়ান বলল, আরও লোক আসবে–বিগ এমের লোকজন এসেছে শহরে। একটু পিছিয়ে পড়েছে তারা।'

মাথায় হাত দিল ইভলিন রয়েস। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার পিছু পিছু কিচেনের দরজা পর্যন্ত গেল বেন। 'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

আবার হেসে উঠল ইভলিন রয়েস। 'আলুর খোসা ছাড়াতে পারবেন?'

'আস্ত ষাঁড়ের চামড়া ছাড়াতে পারি, আর সামান্য আলুর খোসা ছাড়াতে পারব

না?' বীরের মত জবাব দিল বেন।

ব্রায়ান, স্যানডি আর রাস্‌টি যখন এসে পৌঁছুল, তখন কিচেন থেকে উচ্চকিত হাসি-গল্পের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'জিমি চাঙা হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে,' স্যানডি মন্তব্য করল।

'বেনের গলা ওটা,' ব্রায়ান বলল মুচকি হেসে। 'স্টেকড্ প্লেনের মাঝখানে বসিয়ে দাও ওকে–দেখবে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সবগুলো র‍্যাট্‌ল্‌স্নেকের ডাকনাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে।'

পরমুহূর্তে একান-ওকান হাসি নিয়ে হাত মুছতে মুছতে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল বেন। 'আলুর খোসা ছাড়িয়েছ তোমরা কখনও?' জিজ্ঞেস করল সে। 'রীতিমত একটা আর্ট, বুঝলে? প্রথম দু'তিনটের যা অবস্থা করেছিলাম না! মিসেস রয়েস তো বলেই বসল, আমি যেটা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়েছি সেটা রান্না করলেই নাকি খাবার বেশি জুটত তোমাদের কপালে। পরে কায়দাটা দেখিয়ে দেবার পর কিন্তু আমি দিব্যি চালিয়ে গেছি।'

'তোমার হাতে কী হয়েছে?' ব্রায়ান নিরীহ মুখে জানতে চাইল।

'আর বোলো না,' অপ্রস্তুত হাসি হাসল বেন। 'বজ্জাত ছুরিটা বার কয়েক ফসকে গিয়েছিল। আরেকটু হলেই আঙুলের কয়েকটা গাঁট রেখে আসতে হত কিচেনে।'

খাবার এসে পড়ায় গল্পগুজবে তখনকার মত ছেদ পড়ল। কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হতে হতে আবার সচল হয়ে উঠল সবার জিভ। বিগ এমের ছেলেদের অনুরোধে ব্রায়ান লংহর্নের সব ঘটনা সবিস্তার খুলে বলল। এরপর মার্শালের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও স্যানডি বেনের কাছে রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করল গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা আর মার্শাল-লোগান লড়াইয়ের কাহিনী।

'ব্যাটার দফা রফা করে দিলে না কেন একেবারে?' অভিযোগ করল বেন। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর নরম গলায় বলল, 'বুড়ো খোকা, তোমার এখন একজন অভিভাবক দরকার।'

ইতোমধ্যে অন্যান্য খদ্দের এসে পড়তে শুরু করেছে। জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল ওরা। সবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তোড়ে অভিভূত মিসেস রয়েস কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বেন আরও সাহায্য করতে চাইলে আপত্তি করল সে। জিমি এসে পড়েছে এর মধ্যে। খোঁড়াচ্ছে সে–কানেও বোধ হয় কম শুনছে, মিসেস রয়েসের প্রবল আপত্তি কোন প্রতিক্রিয়া করছে না তার ভেতর।

'ছেলেগুলো না খেয়ে ফিরে যাবে, তা কী করে হয়?' যুক্তি দেখাল সে। 'আমি না হয় বসে বসেই কাজ করব।'

আট

ম্যাট লোগান এবং তার চেলাচামুণ্ডা রেইনবোতে ফিরে এলেও শহরে অবস্থান করে শহরকে ধন্য করার ইচ্ছে আর তাদের নেই। সেদিনই সন্ধ্যায় পিপ-ইনে বসে

Boighar.com

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল।

'আমি থাকছি না এখানে–তবে খুব দূরেও যাচ্ছি না,' ঘোষণা করল লোগান। 'না হে, অত সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না। ফয়সালা আমি একটা করবই এদের সঙ্গে, ওই ধাড়ি শুয়োর লেভিনটাকেও দেখে নেব। আর হ্যাঁ, পকেটও ভর্তি করতে হবে একই সঙ্গে। কষ্ট করতে হবে অবশ্য আমাদের–ঝুঁকিও আছে, তবে লাভ হবে যথেষ্ট। যার ইচ্ছে আমার সঙ্গে আসতে পারো। তবে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, সবাইকে আমার কথামত চলতে হবে।'

'আমি আছি তোমার সঙ্গে,' সবার আগে ভারনন বলে উঠল। 'এদিকে আমার কিছু ঋণ আছে। সেগুলো শোধ করতে চাই–কড়ায় গণ্ডায়।'

পরদিন সকালে জিমি এসে মার্শালকে খবরটা দিল। 'ম্যাট কেটে পড়ছে।'

'ও থাকবে ভেবেছিলে নাকি তুমি?'

'না, কথাটা অন্য কারণে বলছিলাম। রেস্তরাঁ-টেস্তরা সব বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টায় আছে সে।'

'তুমি কিনতে চাইছ নাকি?' খোঁচা দিল ব্রায়ান।

'হ্যাঁ,' অপ্রত্যাশিত জবাব এল। 'কিন্তু টাকা নেই।'

'তুমি মিসেস রয়েসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করতে চাও?'

'না।'

'আচ্ছা, তা-ই বলো–এতক্ষণে বুঝলাম কথাটা আমার মাথায় আরও আগেই আসা উচিত ছিল। মহিলার ওখানে জায়গার খুব অভাব, যদি…' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মার্শাল, 'ঠিক আছে, এখুনি নরটনের কাছে যাচ্ছি আমি–সেই ভাল পারবে কাজটা।'

ব্যাঙ্কারের বাসার দিকে রওনা হয়ে গেল ব্রায়ান। তার সঙ্গে দেখা করে সবকিছু খুলে বলল। 'দু'শো পঞ্চাশ ডলার দাম হাঁকছে সে, কিন্তু আমার মনে হয় আরও কমে রাজি হয়ে যাবে; দিনে পাঁচজন খদ্দেরের কাছ থেকেও পয়সা পায় না খাবারের।'

'সব আমার ওপর ছেড়ে দাও,' ব্যাঙ্কার আশ্বাস দিল।

ম্যাট লোগানকে বাসায়ই পেল নরটন। সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল সে। 'শুনলাম, তুমি সব বিক্রি করে দিতে চাইছ–কত দাম চাও?'

'তিনশো। সস্তায় দিয়ে দিচ্ছি।'

চোখ কপালে তুলল নরটন। 'ওই নড়বড়ে ঘর, ভাঙা আসবাব, ফাটা বাসনপত্র আর পুরনো হাঁড়িপাতিলের জন্যে তি-ন-শো?'

'অত খারাপ দেখলে কোথায়? তা ছাড়া চালু ব্যবসাটার কথা ভুলে যাচ্ছ তুমি।'

'মোটেও না।' মার্শালের কাছ থেকে শোনা কথাটার পুনরাবৃত্তি করল ব্যাঙ্কার, 'দিনে তুমি বড়জোর পাঁচজন খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা পাও। ঠিক বলিনি?' এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখল সে এক এক করে, বিড়বিড় করে কী সব হিসেবপত্র করল, তারপর আবার মুখ ফেরাল লোগানের দিকে। 'একশো পঞ্চাশ, নগদ–একটু বেশিই না হয় দিলাম।'

চোখ লাল করে তাকাল লোগান। 'অনেক বেশি দামে বেচতে পারব আমি।'

'বেশ,' নির্লিপ্ত জবাব নরটনের। যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আগামীকাল বেচতে চাইলে আমি দেব–একশো।'

হাল ছেড়ে দিল লোগান। সম্ভাব্য সমস্ত ক্রেতার কাছে একে একে ধরনা দিয়েছে সে, কেউ আগ্রহ পর্যন্ত দেখায়নি।

'দাঁড়াও,' ব্যাঙ্কারকে থামাল সে তাড়াতাড়ি। 'এ একেবারে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, তবু তোমাকেই দিচ্ছি। আজ রাতেই আমি শহর ছাড়তে চাই।'

মার্শালকে তার অফিসেই পেল রিপ নরটন। দলিলপত্র দেখাল তাকে।

'চমৎকার!' খুশি হয়ে উঠল ব্রায়ান। পকেটে হাত ঢোকাল।

'ওসব পরে হবে,' বাধা দিল ব্যাঙ্কার। 'শোনো, এখন আমাদের এমনভাবে এগোতে হবে যাতে মেয়েটার আত্মসম্মানে না বাধে আমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে। আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি। কথাটা কীভাবে পাড়বে বলে দিচ্ছি–তুমি নিশ্চয় ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

'না, না, না,' প্রবল বেগে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল মার্শাল। 'মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার তেমন অভ্যেস নেই আমার–নির্ঘাত সব ভণ্ডুল করে ফেলব।'

স্মিত হেসে ব্যাঙ্কারকে স্বাগত জানাল মিসেস রয়েস। সাদাচুল এই নির্বিবাদী মানুষটাকে তার খুব ভাল লাগে। বেঁচে থাকতে তার কাকাও ভদ্রলোকের অনেক প্রশংসা করত।

'তোমার ব্যবসা বেশ ভাল চলছে শুনলাম,' শুরু করল রিপ নরটন।

'কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যের ফল,' বিধবা তরুণীর সবিনয় উত্তর।

'উঁহুঁ, তোমার নিজের চেষ্টা এবং যোগ্যতাই আসল,' বলল নরটন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল, 'তবে কী জানো, লোকে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারছে না–'

মুহূর্তে মুখের হাসি নিবে গেল মিসেস রয়েসের, উদ্বেগ ফুটে উঠল তার বদলে।

'না, না, রান্না নিয়ে নয়,' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল ব্যাঙ্কার, 'সবাই বলে, জায়গার নাকি বড্ড অভাব এখানে।'

'মাত্র চারজন লোক খেতে পারে এখানে একসঙ্গে,' মলিন মুখে জানাল ইভলিন রয়েস। 'কিন্তু কী করতে পারি আমি বলুন?'

'রেইনবো শহরের, এবং সেইসঙ্গে আমারও, একটা উপকার করতে পারো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রেইনবোকে রেহাই দিয়ে একেবারে চলে যাচ্ছে ম্যাট লোগান, আমি তার ব্যবসা কিনে নিয়েছি–ঘর-বাড়ি, জিনিসপত্র সবসমেত। আমি চাই, তুমি ওখানে গিয়ে ওঠো।'

মুহূর্তের জন্যে ইভলিন রয়েসের চোখদু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপরই বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'বেশ হত সেটা, কিন্তু তেমন সঙ্গতি আমার নেই।'

'তার দরকারও হচ্ছে না,' বলল ব্যাঙ্কার। 'সব আমার থাকছে, তুমি শুধু

Boighar.com

মাসে মাসে আমাকে সামান্য ভাড়া দেবে। দেখবে না একবার চেষ্টা নিয়ে?'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না ইভলিন। তারপরই আবার ঝলমল করে উঠল তার মুখ। 'নিশ্চয়ই। এরকম একটা সুযোগের কথা কত ভেবেছি আমি! কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব!'

উঠে দাঁড়াল নরটন। 'তা হলে কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। ভারী আনন্দ হচ্ছে আমার। তোমার রেস্তরাঁ নিয়ে এই শহর গর্ব করতে পারবে, জানি।'

'চেষ্টার ত্রুটি করব না আমি,' কথা দিল ইভলিন রয়েস।

সেদিন সন্ধ্যায় সানশাইনে ব্রায়ানকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল প্রেসকট। 'ম্যাট চলে গেছে শহর ছেড়ে–সবাই বলছে, মিসেস রয়েস হাতে নিচ্ছে তার রেস্তরাঁ। খুব ভাল খবর। বুদ্ধিটা দারুণ। এ-জন্যে ধন্যবাদ প্রাপ্য নিশ্চয় তোমারই?'

'না, জিমির। সে অবশ্য কথাটা কাউকে জানতে দিতে চায় না।'

'টাকা কোথায় পেল জিমি?'

'টাকা সে দেয়নি। নরটনকে দিয়ে সে-ব্যবস্থা করিয়েছি আমি।' ব্যাঙ্কার কীভাবে সব বন্দোবস্ত করেছে, খুলে বলল ব্রায়ান।

'জবাব নেই,' স্বীকার করল প্রেসকট। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'আচ্ছা, ব্রায়ান, বন্ধুকে ফিরে পেয়ে এখন তুমি আবার লংহর্নে ফিরে যাবার কথা ভাবছ না তো?'

'যেখানকার লোকেরা আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল?'

'ওরা দিতে চেয়েছিল, আর আমরা প্রায় দিয়েই ফেলেছিলাম,' বলে তিক্ত হাসি হাসল সেলুনকীপার।

ব্রায়ানও হাসল। 'সে যাই হোক, আমি থাকছি। লংহর্নের যেখানে-সেখানে প্রচুর গাছ।'

'আর রবসন?'

একটু গম্ভীর হলো মার্শাল। 'জানি না। হয়তো বিগ এমে একটা কাজ পেয়ে যাবে–লেভিনের পছন্দ হয়েছে তাকে, মনে হলো।'

'আমি ভাবছিলাম···তোমার একজন ডেপুটি দরকার।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, পিটার। কিন্তু সেটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

'তুমি যখন মার্শালের চাকরিটা নাও, তখন আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তার আগে বারো মাসে দু'-দু'জন মার্শাল খতম হয়ে গিয়েছিল এই শহরে।'

'জানতাম আমি। গরহ্যামের মেয়ের কাছে শুনেছিলাম।'

'তা হলে তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়,' প্রেসকট বলল। 'যাই হোক, এ-মুহূর্তে তোমার মনে হতে পারে, শহরটাকে বশে এনে ফেলেছ–শহরের তিনের দুই ভাগ লোকের ক্ষেত্রে কথাটা সত্যিও–কিন্তু বাকি যারা থাকছে, বড্ড বেয়াড়া তারা। তোমাকে তারা ভয় পায় বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সুযোগ পেলে ছেড়ে কথা বলবে। লোগান চলে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে শহরের সবচেয়ে পাজি লোকের কয়েকটাকে; কিন্তু তার কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়ে গেছে শহরে, প্রতিশোধ নেয়ার কথা সে ভুলবে না। গ্রেগ প্রাইসও ছেড়ে দেবে না–ওর শিরার

ভেতর রক্ত নেই, আছে বিষ।'

নতি স্বীকার করল ব্রায়ান। 'ঠিক আছে, পিটার। সব লোকজনকে তুমি চেনো, সবার চিকিৎসাও তোমার ভাল জানা আছে। তুমি যা বলবে তা-ই হবে। আমি শুধু বলতে পারি, বেনকে সঙ্গে পেলে তার চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর আমার জন্যে কিছুই হবে না।'

ঠিক এমন সময় বেন স্বয়ং এসে উদয় হলো সেলুনে। 'কী ব্যাপার? দু'জনই দেখছি প্যাঁচার মত গম্ভীর একেবারে,' হেসে বলল সে। 'খুব গুরুতর কোন বিষয় নিয়ে আলাপ হচ্ছে নিশ্চয়ই?'

'তোমাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল,' ব্রায়ান জানাল। 'পিটারের মতে, আমার একজন ডেপুটি দরকার। এবং সেজন্যে তোমার নাম প্রস্তাব করছে সে।'

'যদি মিস্টার রবসনের আপত্তি না থাকে আরকী,' সবিনয়ে যোগ করল সেলুনকীপার।

'মিস্টার রবসনের আপত্তি আছে, কিন্তু বেন একপায়ে খাড়া,' সহাস্যে বলল বেন। 'তবে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিতে হবে আমাকে। আমার কিছু কাজ আছে।'

'কী বদ-মতলব আঁটছ শুনি?' ব্রায়ান জানতে চাইল।

'বদ-মতলব নয়। একটা খেঁকিকুত্তার খোঁয়াড়কে আমি আর জিমি একজন মহিলার বসবাসের যোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করছি।'

শহরের যাবতীয় উৎপাতের প্রধান হোতার শহরত্যাগের পর দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। শান্তি বিরাজ করছে রেইনবোতে—জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

একদিন সকালে ঘোড়ায় চেপে একা স্যানডি এসে হাজির হলো। মার্শালকে উদ্ধারের সেই অভিযানের পর বিগ এম থেকে স্যানডিই এই প্রথম এল শহরে। এ-ক'দিনের ঘটনা তাই কিছুই তার জানা নেই।

'আমাদের সঙ্গে লোগানের রেস্তরাঁয় খাবে চলো,' ব্রায়ান আমন্ত্রণ জানাল।

'আমি মিসেস রয়েসের ওখানে খাই,' জবাব দিল স্যানডি।

'আমিও তো তা-ই বলছি,' ব্রায়ানের হেঁয়ালিভরা উত্তর।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্রায়ানের কাছ থেকে সব শুনল স্যানডি। রেস্তরাঁয় পা দিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল সে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ঝকঝকে তকতকে আঙিনা, নতুন লেখা সাইনবোর্ড, দরজা-জানালার পরিচ্ছন্ন পর্দা। ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা পরিপাটি মেঝে, সুন্দর করে সাজানো টেবিল-চেয়ার, ঝকঝকে বাসনপত্র। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল কাউবয়ের, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

অর্ডার নিতে এল মিসেস রয়েস।

'পুরো একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে চললেও কোথাও দেখা যাবে না এমন চোখজুড়ানো রেস্তরাঁ,' এতক্ষণে কথা বলল স্যানডি। 'ম্যাট যদি এখন একবার এসে দেখে, নিজের লেজ নিজেই কামড়ে ছিঁড়বে।'

স্নিগ্ধ হাসি হাসল ইভলিন রয়েস। 'কয়েকজন পরোপকারী মানুষের সাহায্য

Boighar.com

পেয়েছি আমি,' বেনের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল সে। 'সত্যি বলতে কি, তারাই করেছে কাজ–আমি বরং মাঝখানে শুধু বাধা হয়েই দাঁড়িয়েছি।'

'সে তুমি কখনও হতে পারো না, ম্যাডাম,' স্যানডির সপ্রতিভ জবাব।

প্রচুর সুখাদ্য পেটে চালান করে প্রফুল্ল হয়ে উঠল সবাই। ঘরের চারপাশে ঘুরছে স্যানডির সপ্রশংস দৃষ্টি।

'একজনমাত্র মহিলার উপস্থিতিতে সব কী আশ্চর্যরকম বদলে যেতে পারে,' মন্তব্য করল সে। 'ব্রায়ান, তোমার কাছে অনেক ঋণ মিসেস রয়েসের।'

'মোটেই না,' বলল মার্শাল, 'তার এই ভালর মূলে রয়েছে জিমি।'

'আর জিমির ভালর মূলে রয়েছ তুমি,' স্যানডির কণ্ঠে বিজয়ের উল্লাস, 'তার মানে, আমি ভুল বলিনি।'

বিব্রতভাবে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে উঠে পড়ল ব্রায়ান। স্যানডিও উঠে দাঁড়াল

অফিসে ফিরে স্যানডির মুখোমুখি বসে সরাসরি তার চোখের দিকে চাইল মার্শাল। 'তোমার সমস্যাটা কী, বলো তো, কাউবয়?'

সপ্রশংস বিস্ময় ফুটল স্যানডির দৃষ্টিতে। 'সাংঘাতিক চোখ তোমার, ব্রায়ান। তোমার মুখ দেখেই আঁচ করে নেবে, সমস্যায় আছি–ভাবতে পারিনি। কিছু না, ঠিকমত ঘুম হচ্ছে না আরকী।'

মার্শাল বুঝে নিল জিনিসটা। 'রাতের বেলা ঘোড়ায় চেপে টহলদারি, না?'

'ঠিক ধরেছ। দিনের বেলায়ও। র‍্যাঞ্চের লোকজন সব হয়রান হয়ে গেছে। গরু চুরি যাচ্ছে আমাদের, অবস্থা খুব খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'অনেকদিন ধরে চলছে?'

'সপ্তা দুয়েক, যতদূর জানি আমি। প্রতিদিন চুরি হচ্ছে, অল্প অল্প করে–একেক দিনে ছ'সাতটা। বাছা বাছা গরু সব। কে চুরি করছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার মাথা খারাপ হতে বাকি আছে শুধু–'

'বেশ তো, এদিকে কিছুই করার নেই আমার আপাতত–শহর একেবারে শান্ত, চুপচাপ। কাল একবার তোমাদের ওদিক থেকে ঘুরে আসব। কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারি হয়তো।'

ফোরম্যান স্যানডি চলে যাবার পর মার্শালের দিকে তাকাল বেন। 'লোগান শহর ছেড়েছে সপ্তা দুয়েকই হবে,' মন্তব্য করল সে।

'সে-কথাই ভাবছিলাম,' ব্রায়ান বলল। 'যদি লোগানের কাজই হয়ে থাকে, নিশ্চয় তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার একটা নিরাপদ জায়গা থাকবে। সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল বেন। 'কালই যাই তা হলে চলো।' একটু ভেবে যোগ করল, 'হয়তো প্রায় সারাদিন বাইরে কাটাতে হবে কাল। সঙ্গে নিয়ে যাবার মত কিছু খাবার-দাবার মিসেস রয়েসকে তৈরি করে দিতে বললে কেমন হয়?'

'এ-মুহূর্তে ভোজনের কথা ভাবছি না আমি,' মার্শাল অন্যমনস্কভাবে বলল।

'তা হলে নিশ্চয় পানের কথা ভাবছ। চলো তা হলে, তাই যাওয়া যাক।'

বেনকে অবাক করে দিয়ে মার্শাল সত্যি সত্যি উঠে পড়ল। রাস্তায় বেরিয়ে

বইঘর.কম

ডেপুটি স্বাভাবিকভাবে সানশাইনের দিকে মোড় নিচ্ছিল। কিন্তু মাথা নাড়ল ব্রায়ান। 'পিপ-ইনে যাব এখন আমরা,' জানাল সে।

'শত্রুশিবিরে?' হাসল বেন। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে আবার আলতো করে ভরে রাখল।

'কিছু এসে যায় না। এই সময়টায় ওখানে একজন লোকও থাকবার কথা নয়।'

ব্রায়ানের কথা ঠিক পুরোপুরি না হলেও প্রায় সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। সেলুনের দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিয়ে মালিক ছাড়া আর একজনমাত্র লোককে দেখতে পেল ওরা। এবং অবাক ব্যাপার, ওদের সাড়া পেয়েই লোকটা চট্ করে বারের পাশ কাটিয়ে পেছনে গিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হুইস্কি–সবচেয়ে ভাল যেটা আছে,' মার্শাল অর্ডার দিল। 'সরে পড়ল কে ও? টাসকিন না?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ডার্টি ড্যান। প্রশ্ন কর্তার মুখের দিকে চেয়ে মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছে। মাথা ঝোঁকাল অবশেষে, 'হ্যাঁ।'

'ফিরে এসেছে কেন শহরে? থাকতে চায়?'

'না,' এবার জবাব দিতে দেরি করল না ড্যান, 'আমি কিছু টাকা পেতাম, দিতে এসেছে।'

'শহর ছেড়ে যাবার আগে দিয়ে যায়নি কেন?'

একটু চুপ করে থাকল ড্যান। 'ভুলে গিয়েছিল,' বলল তারপর।

'টাকাটা পেয়েছ, সে তোমার ভাগ্য,' মার্শাল মন্তব্য করল।

'টাসকিন কখনও লোক ঠকায় না,' গম্ভীরভাবে বলল ড্যান।

'হবে হয়তো। তবে বাজে লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা করে। তা, সে করছেটা কী আজকাল?'

'বলতে পারি না,' ড্যানের নির্লিপ্ত জবাব। 'তবে যতদূর জানি, মেয়েলোক-টোক রাখেনি সে রোজগারের জন্যে।'

পেছনের কামরা থেকে চাপা খিক্‌খিক্ হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

টানটান হয়ে গেল ডেপুটি। গ্লাসটা ঠক করে বারের ওপর নামিয়ে রাখল। 'যেসব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে সে, তারা অবশ্য তোমার এই হুইস্কির চেয়ে খারাপ হবে না,' সরোষে বলল সে। 'এই যদি তোমার সেরা জিনিস হয়, খারাপটা নিশ্চয় বিষ ছাড়া আর কিছু নয়?'

'খাবার জন্যে কেউ তোমাকে পীড়াপীড়ি করছে না।'

ফেটে পড়তে যাচ্ছিল বেন, ব্রায়ান বাধা দিল। 'দাঁড়াও, অস্থির হয়ো না,' বলে ড্যানের দিকে ফিরল আবার। 'শোনো, তোমার ওই মিথ্যুক জিভটা সামলে চলবে, আর ঠিকমত চালাবে এই সেলুন। ইতরামি করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব শহর থেকে।'

মার্শালের কঠিন শীতল চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল ড্যান। চুপ করে থাকাই তার কাছে শ্রেয় মনে হলো।

ফিরতি পথে হাঁটতে হাঁটতে চোখের কোণ দিয়ে ডেপুটির দিকে চেয়ে দেখল

Boighar.com

মার্শাল। বুঝতে পারল, ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে বেন। 'মার্শালদের দায়িত্ব হচ্ছে, শান্তি জিনিসটা বজায় রাখা,' হাসি চেপে হালকা গলায় মন্তব্য করল সে। 'একই কথা খাটে তাদের ডেপুটিদের–'

'ইতরটা কী বলল, শোনোনি?' চটে উঠল বেন, 'হাসি শোনোনি?'

'শুনেছি। কিন্তু নেড়িকুত্তা ঘেউ ঘেউ করল তো তোমার কী এসে গেল? তা ছাড়া ব্যাটা আমাদের কিছু খবর যোগান দিয়েছে। যেমন ধরো, এখন আমরা জানি, শহর ছেড়ে যাবার সময় টাসকিনের পকেট ফাঁকা ছিল, কিন্তু তারপর তার কিছু পয়সা হয়েছে। এ ছাড়া বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশিদূর যায়নি লোগান, এবং এখানকার সাঙাতদের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখছে। দু'টো ড্রিঙ্কের দামের বিনিময়ে পাওয়া তথ্য হিসেবে, একেবারে ফেলনা নয়–কী বলো?'

পরদিন। পুবের আকাশে অন্ধকারের পটে ক্ষীণ সোনালি আভা যখন মাত্র ফুটে উঠেছে, শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জন। পুবদিকেই বিগ এমের ট্রেইল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে উল্টোদিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল মার্শাল।

'কোনদিকে যাচ্ছি আমরা?' কিছুদূর গিয়ে জানতে চাইল বেন। 'চুরি যাওয়া গরুবাছুর নিশ্চয় ডাবল্ অ্যারোতে পাবার আশা করছ না তুমি?'

'পেলেও অবাক হব না তেমন। কিন্তু ওদিকে খোঁজখবর নেয়ার আগে আরও ভালভাবে সব জানা দরকার–অভ্যর্থনা বেশিরকম উষ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

আরও আধ মাইল এগিয়ে দক্ষিণে মোড় নিল ওরা। চাকার দাগে ভর্তি ওয়াগন চলাচলের রাস্তা ছেড়ে বড় বড় ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলল। দূর থেকে কেউ ওদের দেখতে পাবে না।

ঘণ্টাদুয়েক একভাবে এগোবার পর জঙ্গলে ছাওয়া একটা ঢালের মাথায় এসে দাঁড়াল দু'জন। নীচের ঢেউখেলানো ঝোপঝাড়ভর্তি বিশাল এলাকার সবটুকু স্পষ্ট চোখে পড়ছে। গরুবাছুর দেখা যাচ্ছে না একটাও, কিন্তু ওরা জানে, ওটা বিগ এম রেঞ্জের অংশ।

পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে প্রচুর উৎরাই আর নালা, আড়াল নেয়ার জন্যে চমৎকার। সেদিকে রওনা হবার সিদ্ধান্ত নিল দু'জন। সমতল জায়গাটার পাশ ঘেঁষে দূরে ঝোপে ঢাকা একটা বিস্তৃত ঢাল বরাবর এগিয়ে চলল।

হঠাৎ রাইফেল গর্জে উঠল অদূরে। বেনের স্টেটসনের চূড়া ফুঁড়ে শাৎ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

সঙ্গে সঙ্গে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল দু'জন। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে গুড়ি মেরে ঢালের মাথায় গিয়ে পৌঁছুল। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল সামনের এলাকাটা। শ'তিনেক গজ দূরে ঘন একটা ঝোপের ভেতর থেকে হালকা ধোঁয়ার রেখা উঠছে। ওখান থেকেই এসেছে গুলিটা। কিন্তু গুলি যে ছুঁড়েছে তার কোন চিহ্ন নেই।

'মাথা তুলো না,' বেনকে বলল মার্শাল। 'তোমাকে ঘায়েল করতে পেরেছে ভেবে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে লোকটা। বিগ এমের কেউও হতে পারে–এখন ওদের নীতি হচ্ছে: আগে গুলি চালাও, তারপর গিয়ে দেখো কে মরল।'

মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দু'জন। রাইফেলের বাঁটের ওপর থুতনি ঠেকিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল।

দশ মিনিট কাটল, বিশ মিনিট কাটল, আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। প্রতিপক্ষের আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

উসখুস করছে বেন, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'নাহ্, রোদে চাঁদি ফেটেই যাবে দেখছি। চলে গেছে বোধহয় ব্যাটা–' বলে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে পেছনে রাখা হ্যাটটা নিতে গেল সে হাত বাড়িয়ে। অমনি দু'টো বুলেট ছুটে এল ঝোপের ভেতর থেকে, বাতাসে শিস্ কেটে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাল্টা গুলি করল ধোঁয়া লক্ষ্য করে।

'দু'জন,' বলল মার্শাল। 'লেভিনের লোক বলে মনে হচ্ছে না।'

আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। ঝোপে ঝোপে বাতাসের মৃদু ফিস্‌ফিস্ গুঞ্জন শুধু। এই সুযোগে সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিল মার্শাল। মাথায় একটা বুদ্ধি এল তার।

'তুমি এখানেই লুকিয়ে থেকে ওদের মনোযোগ ধরে রাখো। আমি ঘুরে অন্য কোন দিক দিয়ে এগোতে পারি কিনা দেখি। গুলি করো যদি, পরপর দু'টো করে গুলি ছুঁড়বে একেকবারে–দ্রুত। তা হলে ওরা ধরে নেবে, দু'জনই আছি আমরা এখানে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না,' সতর্ক করে দিল বেন, 'আজই প্রথম গুলি ছুঁড়ছে না ওরা।'

ঢাল বেয়ে পেছনে নেমে গেল ব্রায়ান, সঙ্গে তার ঘোড়া। ঢালের বাঁক ঘুরে সন্তর্পণে এগোল। বেশি দূর যায়নি, চারটে গুলির আওয়াজ শুনতে পেল পরপর। শেষের দু'টো খুব দ্রুত। বেন পারবে ওদের ধোঁকা দিতে, ভাবল সে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে ব্রায়ান থামল। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে গেল আবার। দু'টো প্রকাণ্ড পাথরের চাঁইয়ের ভেতরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। যা ভেবেছিল, অচেনা দুই রাইফেলধারী যে-ঝোপের ভেতর লুকিয়ে আছে সেটার এ-পাশটা তত ঘন নয়। পাতার ফাঁক দিয়ে রাইফেলের চকচকে নলের ঝিলিক দেখতে পেল সে। নলের পেছনে যেখানে লোকটার থাকবার কথা সেখানে লক্ষ্যস্থির করল। টেনে দিল ট্রিগার। কালো একটা আকৃতি লাফিয়ে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল না ব্রায়ান। কিন্তু মুহূর্তপরেই ঝোপের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দু'জন ঘোড়সওয়ার, ঘোড়ার পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল সবচেয়ে কাছের নালার দিকে। আবার গর্জে উঠল মার্শালের রাইফেল। একটা ঘোড়া লাফিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, সেটার পিঠ থেকে ভয়ঙ্কর বেগে উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল আরোহী। অন্য লোকটা একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভূপাতিত লোকটার কাছে ব্রায়ান পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেনও হাজির হয়ে গেল সেখানে।

'একটাকে ঘায়েল করতে পেরেছ তা হলে,' বলল ডেপুটি।

Boighar.com

'অজ্ঞান হয়ে গেছে শুধু-গুলি লেগেছে ঘোড়ার পায়ে। দেখো একে, আমি আরেকজনের পিছু নিচ্ছি।'

অন্য লোকটা কোনদিকে অদৃশ্য হয়েছে দেখে রেখেছে ব্রায়ান। কিছুদূর পর্যন্ত খুরের চিহ্ন ধরে সহজেই এগোতে পারল-দ্রুত ঘোড়া ছোটানোর ফলে খুরের গভীর ছাপ পড়েছে মাটিতে। কিন্তু ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছে মাটি, ছাপ মিলিয়ে গেছে ধীরে ধীরে। আরও কিছুদূর এগিয়ে সদ্যভাঙা একটা ঝুলন্ত ডাল দেখে মার্শাল বুঝল, ঠিক পথেই চলেছে। কিন্তু একটু পরে আর কোন চিহ্নই তার চোখে পড়ল না। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার খুঁজে পেল সে ঘোড়ার খুরের ছাপ। কিন্তু ছাপ ধরে কিছুদূর এগোবার পর তাকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। সামনে ছোট একটা সরু নদী। পাড়ে উইলো আর কটনউডের ঘন জঙ্গল।

ব্রায়ান চিন্তাভাবনা করে দেখল, পশ্চিমে যাবার কথা লোকটার। নদীর পাড় ধরে সেদিকেই এগোল। কিছুদূর গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। এবার সামনে অলঙ্ঘনীয় বাধা। স্তম্ভিত ব্রায়ান আবিষ্কার করল, প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু একটা পাথুরে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। দেয়ালের ওপর দিয়ে চওড়া ধারায় সগর্জনে নেমে এসেছে একটা জলপ্রপাত, উজ্জ্বল রোদে তরল রুপোর স্রোতের মত লাগছে দেখতে। জলপ্রপাতের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সবুজ গাছগাছালি। দেয়ালের পাদদেশ থেকে খানিকটা দূর পর্যন্ত শক্ত পাথুরে জমির বিস্তার, ওখানে পায়ের ছাপ খুঁজতে যাওয়া মানে শুধুই সময় নষ্ট করা। অন্য কোন সময় হলে জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে যেত ব্রায়ান। কিন্তু এ-মুহূর্তে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার।

'কপালটাই খারাপ,' তিক্ত স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, 'বেড়ালেরও সাধ্য নেই ওই দেয়াল বেয়ে ওঠে। ঘুরে অন্য কোন দিক দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু নিশ্চয় অনেক সময় লেগে যাবে তাতে। তার চেয়ে বরং আরেক রত্নের মুখ খোলানোর চেষ্টা করি গিয়ে।'

ফিরতি পথ ধরল ব্রায়ান। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে বেনের কাছে ফিরে এল।

বন্দীর জ্ঞান ফিরেছে। হাঁটু মুড়ে বসে আছে মাটিতে। নিরস্ত্র। তারই দড়ির ফাঁস দিয়ে ভাল করে পেঁচিয়ে বেঁধেছে বেন তার কনুই দু'টো।

'এমন হুঁকোমুখো আর দু'টি দেখিনি,' বিরস মুখে বলল ডেপুটি। 'নিজের নাম পর্যন্ত বলবে না। বাধ্য হয়ে আমি নাম দিয়েছি-বানি,' আঙুল তাক করে বন্দীর লম্বা কানদু'টো দেখিয়ে সে নামকরণের তাৎপর্য নির্দেশ করল 'ঘোড়ার গায়ে কোন ছাপ নেই। সন্দেহ করার মতও কিছু দেখছি না-শুধু বুনো চেহারা আর এই এটা ছাড়া।'

'স্ট্রেট-আয়রন?' জিনিসটা নেড়েচেড়ে দেখল মার্শাল 'এটাই ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যে যথেষ্ট। জিভটা একটু খেলালেই ভাল করবে, বাপু!'

'আমার ঘোড়া মেরে আমাকে এভাবে বেঁধে রাখবার কী অধিকার আছে তোমাদের?' আচমকা ফোঁস করে উঠল বানি।

'যথেষ্ট অধিকার আছে,' ভেস্টের বুক খুলে নিজের ব্যাজটা দেখাল ব্রায়ান, 'বিশেষ করে তোমরাই যখন আগে গুলি ছুড়ে আমাদের সাবড়ে দিতে চেষ্টা

করেছ। এবার বলো, এদিকে কী করছিলে তোমরা?' কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মার্শাল। উত্তর না পেয়ে যোগ করল, 'বিগ এমের লোকেরা হয়তো পারবে তোমার ঠোঁট আলগা করতে।'

বন্দীর ফোলা ফোলা চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, কিন্তু ঠোঁট দু'টো আরও শক্ত হয়ে সেঁটে গেল পরস্পরের সঙ্গে।

'এখানে এত গাছ থাকতে লেভিনকে বিরক্ত করার দরকার কী?' মুখে নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল বেন। 'এসো, খেতে খেতে ভেবে দেখা যাক বরং।'

একটু দূরে বসল ওরা, যাতে বন্দী কথাবার্তা শুনতে না পায়। মিসেস রয়েসের দেয়া খাবারদাবার বের করে খেতে শুরু করল।

লোভাতুর চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের খাওয়ার দৃশ্য দেখল বন্দী। তারও ভারী খিদে পেয়েছে।

'কী পেয়েছ তোমরা?' হঠাৎ খেপে উঠল সে, 'আমার মুখ নেই নাকি?'

'আছে,' মাংস চিবোতে চিবোতে জবাব দিল মার্শাল। 'আগে ওটা অন্য কাজে খাটাতে হবে।'

'আর শোনো,' চোখ বড় বড় করে যোগ করল বেন, 'খালি পেটে মারা যাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক খারাপ!'

এমন অমূল্য উপদেশের বিনিময়ে বন্দী শুধু মুখ বাঁকাল।

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে উঠে পড়ল দু'জন। বিগ এমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে এগোচ্ছে দু'জন, মাঝখানে বন্দী চলেছে পায়ে হেঁটে। সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি আগুনের ফলার মত বিঁধছে গায়ে। খোলা রেঞ্জের ভেতর দিয়ে এগোতে হচ্ছে, ছায়া নেই কোথাও—বিশ্রামের কোন সুযোগ নেই প্রচণ্ড গরমের ভেতর মাইলের পর মাইল পার হয়ে চলেছে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বন্দী। হোঁচট খেয়ে পড়ছে বারবার। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করছে। এভাবে অর্ধেকেরও বেশি রাস্তা পেরিয়ে আসবার পর ভারী বস্তার মত ধপাস্ করে পড়ে গেল সে মাটিতে।

'আর পারছি না হাঁটতে,' শুকনো ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কর্কশ স্বরে বলল সে হাঁপাতে হাঁপাতে।

'গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও,' পানির বোতল বাড়িয়ে দিল বেন।

ঢকঢক করে পানি খেলো বন্দী। বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে দাঁড়াল। গরুচোর হোক আর না-ই হোক, শক্ত লোক, সন্দেহ নেই। লোকটাকে পায়ে হাঁটিয়ে কাবু করতে পারবে ভেবেছিল ব্রায়ান, কিন্তু সে-ব্যাপারে এখন তার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে হাতের মুঠি পাকিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে, আধবোজা ঢুলুঢুলু চোখে ক্লান্ত নির্জীব দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বন্দী। ক্ষতবিক্ষত পা-দু'টো বিরামহীনভাবে উঠছে, পড়ছে—উঠছে, পড়ছে···

শেষ পর্যন্ত বিগ এমের ঘরবাড়ি দেখা গেল সামনে। চেঁচিয়ে ডাকতেই বাইরে বেরিয়ে এল লেভিন, স্যানডি এবং আরও কয়েকজন।

'মার্শাল দেখছি!' বলে উঠল বিস্মিত লেভিন, 'ওটা কে?'

Boighar.com

সব খুলে বলল ব্রায়ান। শুনতে শুনতে র‍্যাঞ্চার গম্ভীর হয়ে উঠল। 'বেশ করেছ,' বলল সে। ফিরে তাকাল বন্দীর দিকে, 'কী বলার আছে তোমার?'

'কিছুই না,' গোঙানির সুরে জবাব দিল বন্দী।

'ভাল। কাল সকাল পর্যন্ত সময় দিলাম—এর মধ্যে যদি মুখ না খোলো, ফাঁসিতে ঝুলবে। আটকে রাখো ওকে, স্যানডি।'

'মুখ খুলবে ও ভেবেছ?' বলল ব্রায়ান। 'মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হবে যে কারও পক্ষে—সাংঘাতিক শক্ত জিনিস।'

'ফাঁসির দড়ি আরও শক্ত,' র‍্যাঞ্চার জবাব দিল। 'দুঃখ এই, আরেকটা পালিয়ে গেল।'

'ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে গা ঢাকা দেবার জন্যে।' জায়গাটার বর্ণনা দিল মার্শাল।

'আচ্ছা! সিলভার স্ট্র্যান্ড জলপ্রপাত? লুকোবার অনেক জায়গা আছে ওদিকে।'

'আমাকে গুলি করবার চেষ্টা করত লোকটা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু বুঝতে পারছি না, ওদিক দিয়ে পালাল কী করে। ওই দেয়ালটা নদীর দু'পাশে মাইলখানেক করে চলে গেছে। একই রকম খাড়া সব জায়গায়, শুধু দক্ষিণের মাথাটা একটু ঢালু।'

'দেয়ালের ওপাশে কী আছে?'

'মালভূমির মত আছে একটা, কয়েকটা বড় ফাটলও আছে তাতে। আমার সীমানা ওই দেয়াল পর্যন্ত, তারপর ডাব্‌ল্ অ্যারো রেঞ্জের শুরু। তবে ওরা এদিকে আসে না খুব একটা, ঘাস-টাস নেই তেমন।'

রাতটা বিগ এমে কাটিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল লেভিন। কিন্তু মার্শাল মাথা নাড়ল। 'বেতনটা রোজগারের একটা ভান তো অন্তত করতে হবে আমাদের,' মুচকি হেসে বলল সে।

ফেরার পথে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে থাকল ব্রায়ান। বেনও তাকে ঘাঁটাল না।

নয়

সকালের নাশতা সেরে মার্শাল আর তার ডেপুটি মাত্র আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে, এমন সময় বাইরে দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল দু'জন। এগিয়ে আসছে শব্দটা, অফিসের সামনে এসে আচমকা থেমে গেল। একটু পরেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল বিগ এমের ফোরম্যান। দাড়ি কামায়নি সে, মুখের সার্বক্ষণিক হাসিটাও অদৃশ্য হয়েছে। ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে তামাক বের করে সিগারেট বানাতে শুরু করল।

'কী খবর, স্যানডি?' মার্শাল জিজ্ঞেস করল।

'গায়েব হয়ে গেছে,' ঘোষণা করল কাউবয়, সেইসঙ্গে পলাতকের চূড়ান্ত গন্তব্য সম্পর্কে নিজের একটি বিশেষ তিক্ত মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করতেও ভুলল না।

বইঘর.কম

'বলো কী?' একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল মার্শাল আর ডেপুটি।

'আমার একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে বেজন্মাটা,' স্যানডি বলল। 'হাতবাঁধা অবস্থায়ই একটা কুঠুরির মধ্যে ওকে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। একটামাত্র জানালা কুঠুরির, সেটা লম্বা-চওড়ায় এক ফুটেরও কম হবে। আজ সকালে গিয়ে দেখি, যেমন তালা দেয়া ছিল দরজায়, তেমনি আছে–কিন্তু ঘর ফাঁকা।'

'চাবি কার কাছে ছিল?'

'একটাই মাত্র চাবি, লেভিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল,' জানাল স্যানডি। 'বুড়োর মাথা নিশ্চয় এখনও অতোটা খারাপ হয়নি?'

'এখন আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না,' বলল মার্শাল, 'তবু যাই চলো একবার তোমার সঙ্গে।'

বিগ এমে পৌঁছে ওরা দেখল, পুরো র‍্যাঞ্চ থমথম করছে। বাঙ্কহাউসের কাছে জড়ো হয়ে বানির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে নিচু গলায় আলাপ-আলোচনা করছে সবাই। লেভিন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে এদিক-ওদিক।

'কী চমৎকার কারবার, দেখো,' মার্শালকে দেখামাত্র বিস্ফোরিত হলো র‍্যাঞ্চার, 'এত কষ্ট করলে তুমি আর বেন, আর আমরা দিব্যি ভেগে যেতে দিলাম ভোঁদড়টাকে। কিন্তু আমার মাথায় আসছে না, কীভাবে বেরোল ও।'

'চলো দেখি, কোথায় রেখেছিল ওকে দেখা যাক।'

কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটা মজবুত ঘরের সামনে নিয়ে গেল ওদেরকে ফোরম্যান। বন্ধ দরজার কড়ার সঙ্গে একটা বড়সড় তালা ঝুলছে। ঝুঁকে পড়ে কড়া দু'টো ভাল করে দেখল মার্শাল। একটা কড়ার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে জোরে টান দিল। অমনি খুলে এল সেটা।

'আর ওই হচ্ছে চাবি,' কয়েক ফুট দূরে পড়ে থাকা মরচে-পড়া একটা লোহার শিক দেখিয়ে দিল ব্রায়ান তর্জনী দিয়ে। 'তার মানে, বাইরে থেকে কেউ সাহায্য করেছে।' চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে চাইল সে, 'তোমরা কেউ কোন শব্দ পেয়েছ রাতে?'

না-সূচক উত্তর দিল সবাই–একজন ছাড়া। চল্লিশের মত বয়স হবে লোকটার। তার কালো চুল আর কালো দাড়ির এখানে-ওখানে সাদা ছোপ।

'হ্যাঁ, এখন আমার একটু একটু মনে পড়ছে, ঘুমের মধ্যে ঘোড়ার চিঁহি ডাক শুনতে পেয়েছিলাম যেন একবার–তখন ভেবেছিলাম, শব্দটা কোরাল থেকে আসছে,' জানাল সে। 'যদি জানতাম ওই বজ্জাতটা পালাচ্ছে…'

'তা তো বটেই,' বলল ব্রায়ান। র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল, 'কাজে পাঠিয়ে দাও সবাইকে, এখানে ওদের আটকে রেখে লাভ নেই–পাখি উড়ে গেছে।'

লেভিনের নির্দেশে সবাইকে যার যার কাজে পাঠিয়ে স্যানডি আবার এসে ঘরের ভেতর র‍্যাঞ্চার, মার্শাল আর ডেপুটির সঙ্গে যোগ দিল।

'পালাল কীভাবে, সে না হয় বোঝা গেল,' লেভিন ধীরে ধীরে বলল, 'কিন্তু বাইরে থেকে সাহায্য করল কে, সেটা জানা যাচ্ছে না। কিছু বুঝলে, ব্রায়ান?'

'দু'টোমাত্র জবাব আছে। এক, ওর সঙ্গী আমাদের পিছু নিয়ে এসে কাছাকাছি

Boighar.com

কোথাও অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। আর নয়তো–তোমার র‍্যাঞ্চেরই কারো কাজ এটা।'

'র‍্যাঞ্চের কেউ হতে পারে না,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল লেভিন, 'আমার লোকেরা পুরোপুরি বিশ্বস্ত–সবাই।'

'আমি অভিযোগ তুলছি না–যা সম্ভব তা-ই বলছি শুধু। আচ্ছা, ওই যে-লোকটা এখন বলছে ঘোড়ার আওয়াজ পেয়েছে, কতদিন হলো আছে সে এখানে?'

'কপার?' বলল লেভিন, 'বেশিদিন নয়, তিন-চার মাস হবে– কিন্তু সে-ই তো সবচেয়ে বেশি রেগেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি আমি। সন্দেহের সেটাই কারণ।'

'তোমার কী মনে হয়, স্যানডি?' র‍্যাঞ্চার জানতে চাইল।

'কপারকে সন্দেহ করার মত কিছু পাইনি আমি এ-পর্যন্ত,' স্বীকার করল ফোরম্যান 'অন্য সবার সঙ্গে খুব একটা মেশে না সে অবশ্য, কিন্তু আমার ধারণা, বয়েসে অন্যদের চেয়ে একটু বড় বলেই ও তেমন সহজ হতে পারে না। কাজে ফাঁকি দেয় না সে কখনও।'

মার্শাল কাঁধ-ঝাঁকাল। 'তোমাদের মনে হতে পারে, আমি ভুল করছি,' বলল সে, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো। বাইরের কেউ হলে আগে থেকে তার জানবার কথা নয় যে, দরজার কড়া খোলার দরকার পড়বে, এবং সেজন্যে একটা লোহার শিক নিয়ে আসতে হবে সঙ্গে।'

সিলভার স্ট্র্যান্ড জলপ্রপাতের দক্ষিণে পাথুরে দেয়ালের অন্যপাশে কোন সুদূর অতীতে প্রকৃতির কী এক বিচিত্র খেয়ালে মালভূমির এক জায়গায় দীর্ঘ একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। বেশি চওড়া নয় ফাটলটা। ফাটলের দু'পাশের দেয়াল খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে। গভীর তলদেশ জুড়ে বড় বড় পাথর, গাছপালা আর ঘন ঝোপঝাড়। ওপর থেকে দেখতে রীতিমত দুর্ভেদ্য মনে হয়। এরই নাম ডেভিল্‌স্ ক্যানিয়ন।

ঢোকা বড্ড কঠিন ডেভিল্‌স্ ক্যানিয়নে–বেরোবারও কোন রাস্তা নেই। সে-কারণেই এ-যাবৎকাল জায়গাটা অব্যবহৃত পড়ে আছে।

ফাটলের শেষ মাথায় জলপ্রপাতের কাছকাছি এক গুহার ভেতরে নিবু নিবু একটা আগুনের কুণ্ড ঘিরে সাতজন লোক বসে আছে। লোগান, ভারনন এবং আরও পাঁচজন। লম্বা কানঅলা একজন হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে, বাকি সবাই শুনছে মনোযোগ দিয়ে।

'কপার না থাকলে এতক্ষণে হয়তো মরে ভূত হয়ে যেতাম,' বলে গল্প শেষ করল লম্বাকান।

'আরে রাখো!' ভারনন বলে উঠল। 'সময় এলে ঠিকই সব গড়গড় করে বলে দিয়ে নিজের জান বাঁচাবার ব্যবস্থা করে ফেলতে।'

লম্বাকান কুইন্ট চোখ লাল করে তাকাল তার দিকে। 'মুখ সামলে কথা বোলো,' ঘাড় বাঁকিয়ে বলল সে, 'আমি কোনদিন দলের লোকের সঙ্গে বেঈমানি করিনি।'

বইঘর.কম

'বেশ, বেশ, ভাল কথা,' জুয়াড়ী নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'তবে বাজি রেখে বলতে পারি আমি, লেভিন তোমাকে মিছে ভয় দেখিয়েছে।'

'বাজি হারবে তুমি তা হলে,' এতক্ষণে কথা বলল ম্যাট লোগান। 'লেভিন ফালতু কথার লোক নয়। বিগ এমে নিজের একজন লোক পাঠিয়ে ভালই করেছিলাম আমি।'

বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল ভারননের ঠোঁটে। 'তার মানে তুমি আগে থেকেই জানতে, কী হবে?'

'না। কপারকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম র‍্যাঞ্চের লোকজন আর গরুবাছুরের গতিবিধি সম্পর্কে আমাকে দরকারমত খবরাখবর দেয়ার জন্যে। বহুদিন থেকেই মতলবটা মাথায় ছিল আমার–টাকা কামাবার এর চেয়ে সোজা রাস্তা আর আছে নাকি?'

'তা বটে,' ঠোঁট বাঁকাল ভারনন, 'টাকা মানে তো দু'চারটে কানাকড়ি। গোটা পাঁচ-সাত গরু ধরো একেকবারে, অর্ধেক দামে বেচে দাও, যে-ক'টা ডলার পাওয়া যায় তা-ই নিয়েই খুশি থাকো। কী লাভ এভাবে জীবন কাটিয়ে?'

'তোমার না পোষালে সহজ রাস্তা আছে বেছে নেবার,' লোগান গম্ভীরভাবে বলল। 'তবে আমার কথা হচ্ছে, এ তো মাত্র শুরু–হাতের কাছে আরও অন্যান্য র‍্যাঞ্চ আছে।'

'দু'তিনশো ডলারের জন্যে গতর খাটাতে হয় অনেক,' তবু গজগজ করতে লাগল ভারনন, 'সেইসঙ্গে ঝুঁকি তো আছেই। একই রকম ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার ডলারও কামানো যায়।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, এই গরুচুরি কোন কাজের কথা নয়–কোনরকমে দু'টো মুখে দিতে পারছি শুধু, আর সিগারেট ফুঁকছি। টাকার খনি যেখানে–গাদা গাদা টাকা–সেখানে একবার চেষ্টা নিতে দোষ কী? ধরো, যদি একটা ব্যাঙ্ক–?'

ভারনন কথাটা শেষ না করলেও প্রতিক্রিয়া বুঝতে তার অসুবিধে হলো না। স্পষ্ট দেখতে পেল, কথাটা শোনামাত্র লোভে চকচক্ করে উঠল তার সঙ্গীসাথীদের চোখ। দলের সর্দার পর্যন্ত কোন আপত্তি তুলতে পারল না।

'তোমার মাথায় অল্পস্বল্প কিছু ঘিলু আছে মনে হচ্ছে,' বলল লোগান। 'নরটন বুড়োর ব্যাঙ্কে মাঝে-মধ্যে অনেক টাকা জমা পড়ে, আর ওখানে লোক বলতে তো শুধু সে আর তার বউ। তার সঙ্গে আমার একটা ফয়সালাও তা হলে হয়ে যায়।'

'রেইনবোর কিছু ধাড়ি গুয়োরের ঘুমও হারাম হয়ে যাবে,' হিংস্র ভাবে যোগ করল ভারনন।

'কাজটা করছি আমরা,' লোগান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'তবে ঠিমত সময় হিসেব করে বুঝেশুনে হানা দিতে হবে। আচ্ছা, টাসকিন, কী যেন নাম ছোকরার–হ্যাঁ, রজার–নরটনের কেরানি–ওকে দেখেছি না পিপ-ইনে?'

'হ্যাঁ, মদ গিললে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে ওকে রিপ। সানশাইনে গেলে ধরা পড়ে যাবে বলে লুকিয়ে লুকিয়ে ডার্টি ড্যানের ওখানে যায়।'

Boighar.com

'খুব ভাল। আজ সন্ধ্যায় গোপনে রেইনবোতে যাবে তুমি। ওই ছোঁড়াকে ধরে ওর পেট থেকে কথা বের করবে–ধীরেসুস্থে, কায়দা করে–যেন কিছু সন্দেহ করতে না পারে। তারপর ঠিক হবে, আমরা কীভাবে কী করব। এখন কাজে নেমে পড়ো সবাই, কাল রাতে যে ষাঁড়গুলো আনা হয়েছে সেগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে।' লম্বাকানের দিকে ফিরল সে, 'কুইন্ট, যে-ঘোড়াটা নিয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ, সেটার ব্র্যান্ড মুছে ফেলো মনে করে–ওভাবে কেউ দেখে ফেললে আর রক্ষা থাকবে না।'

সেদিন বিকেল। গ্রেগ প্রাইসকে রেস্তরাঁর বাইরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে দেখে অবাক হলো ইভলিন রয়েস। ঘোড়াটা বেঁধে গ্রেগ ভেতরে ঢুকল।

রেস্তোরাঁ একেবারে শূন্য, দুপুরের শেষ খদ্দের চলে যাবার পর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছিল ইভলিন। প্রাইস সপ্রশংস দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

'আরেব্বাস! ইভলিন, তাজ্জব কাণ্ড করে ফেলেছ দেখছি তুমি একেবারে! এর সঙ্গে তোমার রান্নাটা মানানসই কিনা দেখতে হয়। খাওয়াবে নাকি আমাকে?'

'খাওয়ানোর জন্যেই খোলা হয়েছে রেস্তরাঁ,' ইভলিনের শীতল জবাব।

টেবিলে হুইস্কি দিয়ে কিচেনের দিকে রওনা হলো ইভলিন। দু'চোখে নগ্ন লালসা নিয়ে গ্রেগ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাতৃত্ব আর মানসিক পরিতৃপ্তি মেয়েটাকে শারীরিকভাবে আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আরও সুঠাম হয়েছে তার পূর্ণ যৌবনা দেহ, সাধারণ কালো পোশাকের আবরণে শরীরের প্রতিটি বাঁক স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

সমস্ত খাবার গোগ্রাসে সাবাড় করল গ্রেগ। সব চেটেপুটে খেয়ে ইশারায় ইভলিনকে কাছে ডাকল। 'চমৎকার,' একটা চোখ টিপল সে। 'কথায় বলে, পুরুষলোকের হৃদয় জয় করতে হয় খাইয়ে। কথাটা সত্যি হলে শহরের সব লোক শিগ্‌গিরই তোমার বশ হয়ে যাবে।'

'খদ্দেরদের খুশি করতে পারলেই আমি খুশি।'

'তা তো বটেই,' গ্রেগ সায় দিল। 'তবে কি জানো, তোমার মত একজন মেয়ের এ-কাজ ঠিক মানায় না। ছোটলোক ব্যাপারি আর গরুঅলাদের খাবার ঘেঁটে ওই সুন্দর হাতদু'টো শুধু শুধু নষ্ট করবে কেন?'

'বেশ আছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল ইভলিন। 'নিজের রুটি নিজে রোজগার করতে আমার সঙ্কোচ নেই।'

'আরও সোজা রাস্তা আছে,' ইভলিনের চোখের দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসি হাসল গ্রেগ। 'বুড়ো প্রাইস তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি–ডাবল্ অ্যারোয় ফিরে এসে তুমি তাকে এক হাত দেখিয়ে দিতে পারো। তুমি যা চাইবে, তা-ই দেব আমি।'

প্রস্তাবটার কুৎসিত মর্ম উপলব্ধি করতে ইভলিনের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপরই মুখ থেকে রক্ত সরে গেল তার, বরফের মত জমে গেল দেহ। 'এত সাহস তোমার!' হিস্‌হিস্ করে উঠল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

'চটছ কেন, খুকি?' বলল গ্রেগ, 'বোকার মত কথা বোলো না। তোমাকে

আমার মনে ধরেছে, এবং সেজন্যে আমি চড়া দাম দিতে রাজি। এমনকী বিয়ের কথা বলো যদি, তাতেও রাজি আছি–ডার্টি ড্যানের ওখানে যা শুনলাম, সে-কথা না হয় না-ই তুললাম।'

'তার মানে?'

'শুনলাম, মার্শালই নাকি তোমাকে এখানে এনে তুলেছে–'

'পিপ-ইনে কারা যায়, জানি আমি,' তিক্ত স্বরে বলল ইভলিন। 'এটা মিস্টার নরটনের জায়গা, আমি তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। মিথ্যে অপবাদ রটালে সেজন্যে তোমাকে শায়েস্তা করার মত লোক আছে শহরে, মনে রেখো।'

'তাতে অপবাদটা সত্যি বলেই প্রমাণিত হবে,' দাঁত বের করে হাসল গ্রেগ। 'তার চেয়ে তুমি যদি ডাবল অ্যারোতে এসে ওঠো–তোমার অভাব থাকবে না কোনকিছুর। ভেবে দেখো একবার: প্রকাণ্ড একটা র‍্যাঞ্চের কর্ত্রী, অঢেল টাকা-পয়সা, দামী কাপড়-চোপড়, দাসদাসী, এবং–তোমার বাচ্চার জন্যে চমৎকার একটা বাড়ি।'

'আমার ছেলে যদি খেতে না পেয়ে মারা যায়, তবু আমি তোমাকে বিয়ে করব না!'

ইভলিনের ঘৃণামিশ্রিত তীব্র কণ্ঠ চাবুকের মত আঘাত হানল গ্রেগ প্রাইসকে। ক্রোধ আর কামনা একসঙ্গে ছোবল দিল তার ধমনীতে। হাত বাড়িয়ে খপ্ করে ইভলিনের কবজি চেপে ধরল সে। প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান দিল। উড়ে এসে তার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইভলিন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাত দিয়ে মেয়েটার সরু কোমর পেঁচিয়ে ধরল সে, পিষে ফেলার উপক্রম করল তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে। ইভলিন অসহায়ভাবে ছটফট করছে গ্রেগের সাঁড়াশির মত শক্ত হাতের বেষ্টনীর ভেতরে, তার ঠোঁটের সামনে থেকে নিজের মুখ সরিয়ে নেয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'গ্রেগ!'

চমকে মুখ তুলে তাকাল গ্রেগ। দেখল, মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে বেন রবসন। ইস্পাতকঠিন তার মুখ, পলকহীন চোখে শীতল দৃষ্টি–হাতের পিস্তল সোজা গ্রেগের বুকের দিকে তাক করা।

'সরে এসো,' আশ্চর্য শান্ত শোনাল বেনের গলা। 'আমি তোমাকে খুন করব।'

ইভলিন ছুটে এসে তার পাশে দাঁড়াল। 'গুলি কোরো না, বেন,' মিনতি করল সে, 'বিদায় করে দাও ওকে–আমি অনুরোধ করছি।'

ইভলিনের কণ্ঠস্বর কানে যেতে যেন সংবিৎ ফিরে পেল ডেপুটি। এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল।

'ঠিকই বলেছ, ম্যা'ম, ওর জন্যে কার্তুজ নষ্ট করা ঠিক হবে না,' অস্ফুট স্বরে বলল সে। পিস্তল নেড়ে গ্রেগকে দরজার দিকে এগোতে ইশারা করল। 'বেরোও!' গর্জে উঠল এবার।

লম্বা করে একটা শ্বাস টানল গ্রেগ প্রাইস। সে জানে, শুধু মেয়েটার হস্তক্ষেপই তাকে বাঁচিয়ে দিল এ-যাত্রা, নয়তো এতক্ষণে বুকে বুলেটের গর্ত নিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকতে হত রেস্তরাঁর মেঝেতে। কিন্তু সেজন্যে কোনরকম

Boighar.com

কৃতজ্ঞতা বোধ করছে না সে। তবে আর কোন ঝুঁকি নেয়ার জন্যেও এখন সে প্রস্তুত নয়। বিনা বাক্যব্যয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

বেনও এগোল তার পেছন পেছন। গ্রেগ হাতের ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল অমনি এক হাতে তার ঘাড় চেপে ধরল ডেপুটি, তারপর আচমকা এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে পাঠিয়ে দিল বাইরে। ছিটকে রাস্তায় চলে গেল গ্রেগ, হাতপা ছড়িয়ে সশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অদ্ভুত এই নির্গমন প্রত্যক্ষ করে ভারী পুলকিত হলো কয়েকজন পথিক।

মুখ থেকে বালি আর গালি বর্ষণ করতে করতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল গ্রেগ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে বেন। শূন্য দু'হাত ঝুলছে দু'পাশে।

'ভেবেছিলে অমনি পার পেয়ে যাবে?' চাবুকের মত হিস্‌হিসিয়ে উঠল কাউবয়ের কণ্ঠ। 'পিস্তল বের করো, বেজন্মা ইতর–সোজা দোজখে পাঠিয়ে দেব।'

কিন্তু বেনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার মত মেজাজ নেই গ্রেগের। হুইস্কির মৌতাত কেটে গেলেও ভয়ঙ্কর নাড়া খেয়েছে তার স্নায়ু।

'তোমার দেনা জমা হচ্ছে, ছোকরা,' বলল সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে। 'চিন্তা কোরো না, শিগ্‌গিরই সবকিছুর ফয়সালা হবে।'

'তোমার গরুচোরদের কয়েকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসো সাহায্য করার জন্যে,' বেন উপদেশ দিল।

ডেপুটির দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে গ্রেগ কষ্টেসৃষ্টে জিনের উপর টেনে তুলল শরীরটাকে। ঝট করে চাবুক তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে সপাং-সপাং পেটাতে আরম্ভ করল। লাফিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল সন্ত্রস্ত জানোয়ারটা।

'ঘোড়ার ওপর ঝাল ঝাড়ছে,' বিড়বিড় করে বলল বেন, 'ছোটলোক, ইতর কোথাকার!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোল সে। কপাট সামান্য ঠেলে ভেতরে উঁকি দিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা রেখে নিশ্চল বসে আছে ইভলিন রয়েস।

BOIGHAR.COM

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত কেটে গেল।

'এখন আর ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না,' স্বগতোক্তি করল বেন। দরজাটা আবার নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়ে সরে এল। নিশ্চিত সে, ইভলিন তাকে দেখেনি।

কিন্তু তাকে দেখেছে ইভলিন, তার কথাও শুনতে পেয়েছে। ডেপুটির পায়ের আওয়াজ দূরে সরে যেতেই মাথা তুলল সে। ভেজা চোখদু'টো চিক্‌চিক্ করছে।

'বেন, বেন...' ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারণ করল সে–কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে অদ্ভুত একটুকরো হাসি, 'দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া–কাপুরুষ বেন!'

সেদিন সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে পিপ-ইনে গিয়ে ঢুকল মার্শাল। সবার বিদ্বেষভরা দৃষ্টি উপেক্ষা করে বারে দাড়িয়ে ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। নিস্পৃহ চোখে চারপাশের লোকজনকে লক্ষ্য করতে করতে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল ধীরে ধীরে দু'জন লোক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। অন্য সবার কাছ থেকে

একটু দূরে কোণের একটা টেবিলে বসে আছে তারা। টাসকিন, এবং ব্যাঙ্কার নরটনের কেরানি রজার।

সস্তা একটা চুরুট ফুঁকছিল রজার, সামনে মদের গ্লাস। মার্শালকে ঢুকতে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে। 'সেরেছে,' বিড়বিড় করে বলল, 'সেলুনে বসে মদ খাচ্ছি, বুড়োকে বলে দেবে মার্শাল–আমার চাকরি চলে যাবে।'

টাসকিনও খুশি হতে পারেনি মার্শালের এই হঠাৎ আবির্ভাবে। 'অতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' রজারকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল সে, 'হয়তো কিছুই বলবে না নরটনকে। আর যদি বলেই, কিচ্ছু ভেবো না, ওই কলমপেষার চেয়ে অনেক ভাল কাজ আমি জুটিয়ে দেব তোমাকে–ব্যাটাছেলের কাজ, প্রচুর পয়সাও পাবে।'

'খুব খুশি হলাম শুনে, টাসকিন, অনেক ধন্যবাদ। সারাদিন ডেস্কে বসে থাকা খাতাপত্তর নিয়ে– ভারি একঘেয়ে জীবন।'

'আস্তে কথা বলো,' সতর্ক করে দিল টাসকিন। 'শোনো, দরকার পড়লে কীভাবে মার্শালের মুখ বন্ধ করতে হবে, বলে দিচ্ছি তোমাকে।'

'ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে সে, হঠাৎ লক্ষ করল, স্বয়ং মার্শাল এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল দু'জন।

রজারের পেছনে এসে দাঁড়াল মার্শাল। 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, রজার,' বলল গম্ভীর স্বরে। 'বাইরে চলো।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রজার। তারপর বীরত্ব জাহির করার ব্যর্থ চেষ্টায় টেবিলের গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে মার্শালের পেছন পেছন সেলুনের বাইরে বেরিয়ে এল।

'এই জঘন্য জায়গায় কেন এসেছ তুমি?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

'তুমিও তো এসেছ।'

'আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, ছোকরা,' কড়া গলায় বলল মার্শাল। 'পিপ-ইনে তোমার আসা-যাওয়া কি রিপ নরটনের পছন্দ হবে?'

'সন্ধ্যেবেলা আমি তার চাকরি করি না।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি।'

অস্বস্তির সঙ্গে বারবার এক পা থেকে আরেক পায়ের উপর দেহের ওজন চালান করছে ছেলেটা। ভুশভুশ্‌ করে বার কয়েক জোরে জোরে চুরুট টেনে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল। বিস্বাদ লাগছে চুরুট। পেছনে হাত নিয়ে আস্তে করে ফেলে দিল সেটা হাত থেকে।

'তুমি নিশ্চয় নরটনকে বলবে না গিয়ে?' মিনমিন করে বলল সে শেষ পর্যন্ত।

'বলাটা আমার কর্তব্য।'

'যদি কথা দাও, বলবে না, তোমাকে খুব দরকারী একটা খবর দিতে পারি,' সাগ্রহে প্রস্তাব দিল রজার। 'কথা দিচ্ছ?'

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোন চুক্তির ভেতর যাই না আমি,' মার্শাল বলল। 'তবে অকৃতজ্ঞ বলে কেউ কখনও আমাকে অপবাদ দেয়নি।'

নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলো রজার। এই লোকের সঙ্গে পেরে ওঠা তার কর্ম নয়। মার্শালকে ভয় এবং ভক্তি–দু'টোই করে সে; প্রায়ই মনে মনে ভাবে, যদি

Boighar.com

তার মত হতে পারত!

'বিগ এমের ওপর বড়সড় একটা আক্রমণ আসছে,' গড়গড় করে বলতে শুরু করল সে। 'ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে ওরা, সবাইকে গুলি করে মেরে সমস্ত গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে আগামীকাল রাতে।'

'এই "ওরা" কারা?' মার্শাল জানতে চাইল।

'তা জানি না, যে আমাকে বলল–'

'তার মানে, ওই টাসকিন তো?'

'না–মানে, হ্যাঁ–কিন্তু সে এসবের মধ্যে মোটেই নেই। পাইনটপে কাজ করে সে এখন, খবরটা হঠাৎ কানে এসেছে। তার ধারণা, পাহাড়ের ওদিকের কোন ডাকাতদলের পরিকল্পনা এটা। দলে বেশ ভারী হবে তারা, রেইনবো থেকে সাহায্য না পাঠালে বিগ এমের লোকজন তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।'

'সরাসরি আমাকে এসে বলল না কেন টাসকিন?'

'তা-ই বলতো, কিন্তু তুমি হঠাৎ এখানে এসে পড়লে যখন, ভাবল–'

'খবরটার বদলে আমার মুখ বন্ধ রাখার একটা সুযোগ পাবে তুমি, তাই না? বেশ, বেশ, চমৎকার গল্প–টাসকিনের কল্পনাশক্তি এত প্রখর, জানা ছিল না আমার। যাই হোক, এখন শোনো, একটামাত্র শর্তে নরটনকে কিছু বলব না আমি; তা হচ্ছে, এখন থেকে এই সেলুনের ছায়া পর্যন্ত তুমি মাড়াবে না। আর হ্যাঁ, জেনে রাখো, টাসকিন কিংবা টাসকিনের মত লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে একদিন নির্ঘাত জেলে যেতে হবে তোমাকে–চাই কি, তার চেয়ে খারাপ কিছুও কপালে জুটতে পারে।'

'ঠিক আছে, তোমার কথামত চলব আমি,' রজার বলল। 'কিন্তু, মার্শাল, টাসকিনের মুখে যা শুনেছি, আমি ঠিক তা-ই বলেছি তোমাকে। এবং আমার বিশ্বাস, মিথ্যে বলেনি টাসকিন। তার কথা হলো, বিগ এমের সঙ্গে তো তার কোন গোলমাল নেই–ডাকাতের দল এসে র‍্যাঞ্চটা তছনছ করে দিক, তা সে চায় না।'

চিন্তিত মনে বাসায় ফিরে এল মার্শাল। ছেলেটা যে শেষ কথাগুলো মন থেকে বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথাও বিশ্বাস করা শক্ত, লোগানের গুণ্ডাবাহিনীর একজন লেফটেনেন্ট র‍্যাঞ্চের বিপদ ঠেকানোর জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠবে। নিজের দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে টাসকিন?–লোগানই ডাকাতি করতে চাইছে আসলে? সেটা অসম্ভব না হলেও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। তাতে টাসকিনের লাভটাই বা কী?

নাকি এ-সবই বানোয়াট গল্প–চাকরি বাঁচাবার তাগিদে নিজে থেকে বানিয়ে বলেছে রজার?

দশ

সমস্যাটা মাথায় নিয়েই ঘুম থেকে উঠল ব্রায়ান। নাশতার টেবিলে বেন আর জিমিকে ঘটনাটা খুলে বলল। তারা বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল মার্শালের মুখের দিকে।

বইঘর.কম

'ঠিক আছে, চিন্তার কিছু দেখছি না আমি,' বেন বলল অবশেষে। 'একটাই মাত্র জিনিস এখন করতে পারি আমরা। এখান থেকে কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে বিগ এমে গিয়ে লুকিয়ে থাকব, আক্রমণ এলে একেবারে পিলে চমকে দেব গরুচোরদের। তোমারও নিশ্চয় সেই কথা, জিমি?'

'তাই তো করা উচিত, মনে হচ্ছে,' জবাব দিল জিমি। 'কিন্তু···' হঠাৎ থেমে চিন্তিতভাবে মার্শালের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

'ওটাই মুশকিল–কিন্তু,' বলল ব্রায়ান। 'যেদিক থেকেই বিচার করো না কেন, মনে কেমন খটকা লাগে। যে-জিনিসটা সবচেয়ে প্রথম মনে আসে সেটাই সবসময় ঠিক হবে, এমন কোন কথা নেই। টাসকিন আমাকে পছন্দ করে না–একেবারেই না–আমাকে অযোগ্য প্রমাণ করতে পারলেই খুশি হবার কথা তার। সে কেন যেচে এসে আমাকে আগেভাগে খবর দিয়ে সাহায্য করবে?'

সঙ্গীদের মুখে তার প্রশ্নের কোন জবাব যোগাল না।

'হয়তো আমাকে বোকা বানানোই ওর আসল উদ্দেশ্য,' শেষ পর্যন্ত নিজেই দিল উত্তরটা। 'বেশ, আমিও বসে থাকছি চুপচাপ।'

'বলছ কী তুমি?' উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল বেন, 'লেভিনকে সাহায্য করবে না? ব্রায়ান, ওদের কাছে ঋণী আছি আমরা।'

'জানি। কিন্তু আমাদের সাহায্য ওদের দরকার হবে না। শুধু আমি গিয়ে লেভিনকে সাবধান থাকতে বলে দিয়ে আসছি, তা হলেই হবে। তর্ক করে লাভ নেই হে। আমার মন বলছে, ভাঁওতা দিয়েছে টাসকিন। আমি নেই এসবের মধ্যে–যা থাকে কপালে।'

হতাশভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল বেন। কিন্তু জিমির মুখ দেখে মনে হলো, সে তুষ্ট হয়েছে–মার্শালের সমস্ত কথা তার শিরোধার্য।

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল সবাই। মার্শাল ঘোড়ায় চেপে বিগ এমের পথে রওনা হয়ে গেল। বেন আর জিমি মিসেস রয়েসের রেস্তরাঁর দিকে পা বাড়াল।

ডেপুটি এখনও উসখুস করছে। 'আমার পছন্দ হচ্ছে না ব্রায়ানের যুক্তি,' শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল সে। 'লেভিন ভাববে, তার বিপদ জেনেও আমরা সাহায্য করতে এগিয়ে যাইনি।'

'ব্রায়ান যা করে, বুঝে-শুনেই করে,' জিমির সংক্ষিপ্ত জবাব।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে দ্রুত হাতে কাজ করছিল ইভলিন রয়েস। বেনকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। খুব মিষ্টি করে ধন্যবাদ জানাল সে ডেপুটিকে, তারপর তার কাকাতো ভাইয়ের দোষক্ষালনের উদ্যোগ নিল।

'ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে ছিল গ্রেগ,' অন্যদিকে তাকিয়ে বেনকে বোঝাতে চেষ্টা করল সে, 'ওই অবস্থায় পুরুষমানুষের মাথার ঠিক থাকে না।'

'তোমার নিকট-আত্মীয় ও, মেনে নিতে সত্যি কষ্ট হয়,' বেন মন্তব্য করল।

'ঠিক অতটা নিকট নয় সে,' ইভলিন শুধরে দিল, 'যদিও কাল একটু বেশি নিকট হয়ে পড়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠল কাউবয়ের মুখ। 'আবার যদি ও তোমাকে জ্বালাতন

Boighar.com

করে, আত্মীয়ের জন্যে শোকপালন করতে হবে তোমাকে, বলে দিলাম।'

বিগ এমে পৌঁছে মার্শাল দেখল, লেভিন বেরোবার উপক্রম করছে।

'ভেতরে এসো,' তবু আমন্ত্রণ জানাল র‍্যাঞ্চার। 'কী খবর, বলো তো? নিশ্চয় শুধু গল্পগুজব করতে আসোনি?'

'আসতেও তো পারি,' মুচকি হেসে বলল ব্রায়ান। 'যাই হোক, খবর একরকম আছে একটা।'

প্রকাণ্ড অনেকগুলো চেয়ারের একটায় বসল ব্রায়ান, যা শুনেছে সব বলল র‍্যাঞ্চারকে। সবশেষে নিজের সিদ্ধান্তও জানাল।

নীরবে সব শুনে গেল লেভিন। 'তুমি তা হলে কথাটা বিশ্বাস করছ না?' বলল অবশেষে।

'না। ফাঁদ বলে সন্দেহ করছি আমি—আমাকে শহর থেকে বের করে আনতে চায় হয়তো।'

'কিন্তু কেন?'

'সেটা যদি বলতে পারতাম!' আক্ষেপ করল মার্শাল। 'বেন খুব খেপেছে তার ধারণা, তোমার সঙ্গে আমার এই আচরণ ঠিক হচ্ছে না।'

'ধেৎ!' র‍্যাঞ্চার বলল, 'বিগ এম পাহারা দেয়ার জন্যে তোমাকে বেতন দেয়া হয় না। ওটা আমাদের কাজ, আশা করি আমরাই সামলাতে পারব। তবে তুমি কোন পরামর্শ দিলে সেটা অবশ্যই আমাদের কাজে আসতে পারে।'

'হ্যাঁ, আমার কী ভাল মনে হয়, বলছি শোনো। র‍্যাঞ্চের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর একটু দূরে দূরে চার-পাঁচজন লোক রাখো পাহারায়, বিপদ দেখলেই সাবধান করে দেবে তারা—এলে ওদিক থেকেই আসবে হামলা। বাকি লোকজন নিয়ে তুমি এখানেই অপেক্ষা করতে পারো। আর হ্যাঁ, ভাল একটা ঘোড়াসহ প্রস্তুত রাখো একজনকে। সত্যি সত্যি কিছু ঘটলে সোজা রেইনবোতে গিয়ে খবর দেবে সে আমাদের। আমরা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত নিশ্চয় তুমি হামলাকারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। গোলাবারুদ যথেষ্ট আছে তো?'

'আছে,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'র‍্যাঞ্চ-হাউসের দেয়ালে ফোকর কাটাও আছে গুলি ছোঁড়ার জন্যে। ভাল পরামর্শ দিয়েছ, ব্রায়ান। আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করছি।'

একটু অন্যমনস্ক দেখাল মার্শালকে। 'যদি সত্যি সত্যি আক্রমণ আসে,' বলল সে, 'ভারী ছোট হয়ে যাব আমি নিজের কাছে। ভাল কথা আমি হলে পাহারা দেয়ার কাজে কপারকে পাঠাতাম না।'

'এখনও তুমি ওকে সন্দেহ করছ?'

'নতুন আর কোন কারণ ঘটেনি, কিন্তু সন্দেহটা ঝেড়ে ফেলতে পারছি না মন থেকে।'

চুপ করে রইল লেভিন। 'গ্রেগের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়েছে নাকি?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। 'গতকাল গিয়েছিল শহরে—নিজের সুখ্যাতি আরও কিছু ঝাড়িয়ে এসেছে।'

'তার মানে?'

রেস্তরাঁর ঘটনাটা শুনে ঘৃণায় কুঁচকে উঠল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'খুব ভাল করেছে বেন,' বলল সে। 'তবে একটু সাবধানে থাকতে বোলো ওকে; কীভাবে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে গ্রেগ, বলা যায় না।'

'আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে তাকে,' শীতল হাসি হেসে বলল ব্রায়ান। তারপরই হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'আচ্ছা, আরথার প্রাইস কি এদিকে তোমার আগে গরুবাছুর পালতে শুরু করেছিল?'

'হ্যাঁ, আমার চেয়ে বছর কয়েক আগে। তবে প্রচুর জমি ছিল, কখনও কোন ঝগড়া-বিবাদ হয়নি আমাদের মধ্যে।'

'ব্র্যান্ডের নাম ভালই বেছে নিয়েছিলে তুমি,' মার্শালের মুখে রহস্যময় হাসি।

'এ-কথা কেন বলছ?'

'তোমার ব্র্যান্ডের ছাপ তো একটা বড়সড় এম–তাই না? বেশ, এম-এর পা-দু'টো নীচের দিকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ লম্বা করে দাও, তারপর ওপরের মাথার দু'দিকে জুড়ে দাও দু'টো ছোট তেরচা দাগ–বাঁয়েরটা বাঁদিকে হেলানো, ডাইনেরটা ডানদিকে। ব্যস, হয়ে গেল জোড়া তীর–ডাবল্ অ্যারো।'

'হুঁ, অসম্ভব নয়,' বলল লেভিন। 'তা হলে বলি শোনো, আরথার প্রাইসের ব্র্যান্ড ছিল সার্কল্ পি, গ্রেগ র‍্যাঞ্চের মালিক হয়ে বসবার পর সে-ই নামটা বদলে দেয়। এসব নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি, গরুর ব্র্যান্ড পাল্টানোর কথা এদিকে কখনও শুনিনি আমরা।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার গরু চুরি যাচ্ছে, কাজেই সম্ভাবনাটা মনে রাখা দরকার।'

'ঠিক আছে, আমার লোকজনকে বলব চোখ খোলা রাখতে।'

'সবাইকে নয়,' তাড়াতাড়ি বলল ব্রায়ান। 'বেশি লোকজন মানেই সবসময় বেশি নিরাপত্তা নয়।'

'তোমার সন্দেহ সত্যি হতেও পারে, মার্শাল,' র‍্যাঞ্চার জবাব দিল, 'কিন্তু শুধু চেহারা দেখে কাউকে দোষারোপ করা বোধ হয় ঠিক হবে না।'

'দোষারোপ করছি না,' হেসে বলল ব্রায়ান, 'শুধু সন্দেহ করছি।'

সাধ্যমত সবকিছু করা হয়েছে–মোটামুটি আশ্বস্ত হয়ে শহরের পথ ধরল মার্শাল।

রেইনবো যখন আর মাত্র মাইলখানেকের পথ, হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ করে সে থেমে দাঁড়াল। তার ট্রেইল থেকে ঘোড়ার পায়ের কিছু ছাপ বাঁদিকে কোথায় যেন চলে গেছে। সংখ্যায় খুব বেশি হবে না; যতদূর মনে হয়, একজনমাত্র ঘোড়সওয়ার বারকয়েক ও-পথে আসা-যাওয়া করেছে। কে হতে পারে লোকটা? টাসকিন? এ-পথ দিয়েই কি লুকিয়ে শহরে আসে সে? জানবার উপায় নেই। কিন্তু জানতে হবে। কোথায় গিয়েছে খুরের ছাপ, এগিয়ে গিয়ে দেখে আসবে বলে সিদ্ধান্ত নিল ব্রায়ান।

খোলা জায়গায় ছাপগুলো অনুসরণ করতে মোটেই বেগ পেতে হলো না। কিন্তু একটু পরেই ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর এসে পড়ল মার্শাল, কঠিন হয়ে উঠল কাজটা। তবে চিহ্ন খুঁজে অনুসরণে ইনডিয়ানদের মত পারদর্শী ব্রায়ান। তার তীক্ষ্ণ

Boighar.com

চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ছে সামান্য একটু দেবে যাওয়া মাটি, খুরের ঘায়ে ছিটকে পড়া পাথর, ঘষা খাওয়া পাতা। সূর্যের অবস্থান বলে দিচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোচ্ছে সে। এভাবে এগোতে থাকলে একসময় নিশ্চয় সেই ঢালটার কাছে গিয়ে পৌঁছুবে, যেখানে বানি আর তার সঙ্গীর কবলে পড়েছিল ওরা।

ঘণ্টাখানেক খাটুনি খেটে শেষ পর্যন্ত একটা অগভীর গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসতেই পানির গর্জন শুনতে পেল মাশাল। দূরে দেখা যাচ্ছে সিলভার স্ট্র্যান্ড জলপ্রপাতের রুপোলি ঝিলিক। সেখান থেকে নেমে এসে দু'শো গজ দূরের দু'সারি উইলো গাছের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সরু একটা নদী। সামনে নদীর তীর পর্যন্ত অজস্র নুড়িপাথরের ধূসর বিস্তার। ঘোড়ার পায়ের ছাপ সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে শুকনো নুড়ির রাজ্যে।

ঘোড়া নিয়ে নদী পার হয়ে গেল ব্রায়ান। উপারে উঠে ডাইনে-বাঁয়ে অনেকদূর পর্যন্ত খুঁজে দেখল। কোন লাভ হলো না। এবার জলপ্রপাত পর্যন্ত গিয়ে পাথুরে প্রাচীর ঘেঁষে দক্ষিণে এগোল। লক্ষ করল, আস্তে আস্তে উচ্চতা কমে আসছে দেয়ালের। এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল সে। অনেক নিচু এখানে দেয়াল, অনায়াসে পার হওয়া সম্ভব।

'এ-পথেই আসে বোধ হয় ওরা,' আপনমনে বলল সে। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, 'চল্, জ্যাসপার, ফেরা যাক। এবার আরও সোজা একটা পথ খুঁজে নিতে হবে রেইনবোতে ফেরার জন্যে।'

যখন শহরে পৌঁছুল ব্রায়ান, তখন বেলা পড়ে এসেছে। সংক্ষিপ্ত একটা ট্রেইল ধরে ফিরে এসেছে সে শহরে, আসতে আসতে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি গেঁথে নিয়েছে মনে। যেমন অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে, তেমনি খিদেও পেয়েছে সাংঘাতিক।

অফিসে পা দিতেই বুঝল, ঝাঁঝাল হয়ে আছে ডেপুটির মেজাজ।

'চার্লস লেভিন কী ভাবছে আমাদের?' অন্যদিকে চেয়ে প্রশ্ন করল বেন।

'খারাপ ভাবছে না। বলল, ঠিকই করছি আমি।'

'তাকে বোঝাতে অনেক সময় লেগেছে মনে হচ্ছে?'

'না। কথাবার্তা বলে দরকারী সব বন্দোবস্ত করে রেখে এলাম। তা ছাড়া ফেরার পথে একটু ঘুরে দেখে এলাম আশপাশটা।'

'কোন সন্দেহজনক চরিত্র চোখে পড়ল নাকি?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল বেন।

'এখানে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত চোখে পড়েনি,' বলে বন্ধুকে অকৃত্রিম অমায়িক হাসি উপহার দিল ব্রায়ান। 'চলো, প্রেসকটের ওখান থেকে ক'টা ডলার জিতে নিয়ে আসা যাক—অনেক আছে ব্যাটার। তবে তার আগে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রেখে যেতে হবে।'

'কেন?'

'পিঠ গরম থাকবে জানোয়ারগুলোর,' হাসল ব্রায়ান। 'তা ছাড়া, রাতে যদি কোন গণ্ডগোল হয়, তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চাপবার দরকার হতে পারে আমাদের। লেভিন যে-কোন মুহূর্তে খবর পাঠাতে পারে।'

সানশাইনে গিয়ে সেলুনকীপারকে সব ব্যবস্থার কথা জানাল ব্রায়ান। দরকার

হলেই সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠতে পারবে এমন কয়েকজন লোককে প্রস্তুত রাখা হলো। কয়েক দান পোকার খেলে ঘরে ফিরে গেল মার্শাল আর ডেপুটি পোশাক-আশাক পরা অবস্থাতেই ঘুমুতে গেল দু'জন।

রাতদু'টো। সারা রেইনবো শহর ঘুমে অচেতন আকাশে চাঁদ নেই, ছড়ানো-ছিটানো কিছু তারার নির্লিপ্ত আলোয় ঘরবাড়িগুলোকে অন্ধকারের বুকে আরও অন্ধকার ছোপের মত লাগছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম।

অন্ধকারে প্রায় মিশে গিয়ে পুবদিক থেকে শহরে ঢুকল একদল অশ্বারোহী। সন্তর্পণে সার বেঁধে এগোল তারা–একজনের পেছনে আরেকজন, সতর্ক, ধীর। সংখ্যায় মোট আটজন। রাস্তা ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে, নরম বালি মুছে দিচ্ছে তাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। সবার মুখ ব্যানডানা দিয়ে ঢাকা, শুধু চোখের জায়গায় দু'টো করে ছোট ছিদ্র।

ব্যাঙ্কের সামনে এসে সবাই থেমে দাঁড়াল। দলের চারজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি চলে গেল পাশের দরজার দিকে তিনজন রইল ঘোড়াগুলোর দায়িত্বে; স্থির হয়ে জিনে বসে আছে তারা, রাইফেলগুলো হাঁটুর উপর আড়াআড়িভাবে রাখা।

দলপতি এগিয়ে গিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিল।

কোন সাড়া নেই।

আবার টোকা দিল দলপতি।

'কে?' এবার ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

'দরজা খোলো, রিপ,' আগন্তুক কর্কশ স্বরে জবাব দিল 'প্রেসকট পাঠিয়েছে আমাকে–জরুরী দরকার।'

ছিটকিনি খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা একটা মোমবাতির কম্পমান শিখা থেকে একচিলতে আলো এসে পড়ল রাস্তায়। মোমবাতির পেছন থেকে রিপ নরটনের উদ্বিগ্ন মুখ উঁকি দিল মুখোশপরা লোকগুলোকে দেখে চমকে উঠল বৃদ্ধ।

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে এক মুহূর্ত মাত্র লাগল ব্যাঙ্কারের। চট্ করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু ততক্ষণে দরজার উপর বিশাল শরীরের পুরো ওজন চাপিয়ে দিয়েছে আগন্তুক–একই সঙ্গে উঁচিয়ে ধরেছে রিভলভার।

'মুখ খুলেছ কী খতম হয়ে যাবে,' সাবধান করে দিল লোকটা চাপা গলায়। 'পিছু হটো–'

নরটন বুঝল, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে। তার নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি ত্রিশ গজ দূরে, ঘুমে অচেতন তারা এখন। পিছিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে একে একে চারজন ডাকাত ঢুকল ঘরে। শেষেরজন দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সর্দার লোকটা এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্কারের সামনে। 'সেফ খোলো,' হুকুম দিল সে। 'জলদি!'

সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি। বয়স হয়েছে ব্যাঙ্কারের, কিন্তু গোঁয়ার লোক

Boighar.com

সে-কর্তব্যবোধও আছে যথেষ্ট। এই পিশাচের সব লুটে নিয়ে যেতে চায়, অত সহজে সেটা হতে দেবে না।

'আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছ না তোমরা,' পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে।

খপ্ করে একহাতে তার শীর্ণ গলা চেপে ধরল ডাকাতসর্দার, নীচের দিকে জোরে চাপ দিয়ে তাকে হাঁটু ভেঙে বসতে বাধ্য করল।

'করো গুলি, জানোয়ার কোথাকার!' বলে উঠল নির্ভীক বুড়ো, 'সুবাই ছুটে আসবে।'

গুলি করল না ডাকাতসর্দার। তার বদলে বন্য আক্রোশে প্রচণ্ড বেগে বৃদ্ধের মাথার উপর নামিয়ে আনল রিভলভারের ব্যারেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নরটন, সাদা চুল ভেসে গেল রক্তে।

মেঝে থেকে মোমবাতিটা তুলে নিল দলপতি। সংজ্ঞাহীন ব্যাঙ্কারকে একনজর দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'কিছুটা মিটেছে পাওনা,' বলল সে। 'গেলবার লেনদেনের সময় তুমি জিতেছিলে, এবার জিতব আমি।' মোমবাতি নামিয়ে রেখে হাঁটু ভেঙে বসল অচেতন দেহটার পাশে। 'চাবির জন্যে তোমাকে একটু বিরক্ত করব, ইয়ার।'

পকেটগুলো খুঁজে দেখতে শুরু করল সে। হঠাৎ ভয়ে আঁতকে ওঠার মত অস্ফুট একটা আর্তনাদ শুনে ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল। ব্যাঙ্কারের স্ত্রী-তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে; হাঁ হয়ে গেছে মুখ, এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'মুখ বেঁধে ফেলো-জলদি!' নির্দেশ দিল সে।

লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একজন হাত দিয়ে চেপে ধরল মহিলার মুখ, আরেক হাতে তার কাঁধ থেকে শালটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল শক্ত করে। তারপর পকেট থেকে রশি বের করে হাত এবং পা-ও বেঁধে ফেলল।

'ভ্যাগিস খানিকটা দড়ি এনেছিলাম,' একগাল হাসল লোকটা। 'এখন আর জ্বালাতন করবে না।'

উঠে দাঁড়াল দলপতি ম্যাট লোগান। 'পেয়েছি চাবি,' বলল সে। 'চলো, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।'

চারজন দ্রুত অফিসঘরে গিয়ে ঢুকল। অনায়াসে সেফ খুলে ফেলল লোগান। সেফের পাশেই একটা চামড়ার ব্যাগ পাওয়া গেল।

'ঠিক এই জিনিসই তো চাই আমাদের,' উল্লসিত স্বরে বলল লোগান। 'রিপের তুলনা হয় না।'

অশ্লীল রসিকতা করতে করতে সবাই মিলে মুদ্রার থলে আর নোটের বান্ডিল দিয়ে ব্যাগ বোঝাই করে ফেলল। কিছুই পড়ে রইল না সেফে।

উঠে গিয়ে ডেস্ক এবং দেরাজগুলো খুঁজেপেতে দেখতে শুরু করল চারজন। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল। পরপর দু'টো পিস্তলের গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠেছে চারপাশ।

'কী ব্যাপার?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল লোগান।

'বাইরের ওরা সঙ্কেত দিচ্ছে বোধ হয়,' ভারনন বলল।

বইঘর.কম

'বেজন্মাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!' লোগান চটে উঠল। 'চলো, কেটে পড়ি—দামী আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে মেঝেতে পড়ে থাকা স্থির দেহদু'টোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল লোগান। যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি অনড় পড়ে আছে ব্যাঙ্কার আর তার বউ।

'গুলি ছুঁড়ল কে?' বাইরে বেরিয়ে ধমকের সুরে জানতে চাইল সে।

'তুমিই বলো,' অপেক্ষমাণ দলের একজন জবাব দিল। 'ভেতর থেকে এসেছে গুলির আওয়াজ।'

'অসম্ভব!' খেঁকিয়ে উঠল লোগান। 'আমরা কেউ গুলি ছুঁড়িনি, নরটন মরেই গেছে বলা যায়, আর বুড়িটাকে কষে বেঁধে রাখা হয়েছে। ভেতরে গুলিটা আর কে করবে শুনি?' চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক চাইল সে। 'সর্বনাশ! লোকজন এসে পড়বে এখুনি!'

মিথ্যে নয় লোগানের আশঙ্কা। এরই মধ্যে আশপাশের অনেকগুলো জানালা আলোকিত হয়ে উঠেছে। দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, লোকজনের উত্তেজিত কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে।

'শিগগির সরে পড়তে হবে এখান থেকে—জলদি, জলদি!' তাড়া দিল সে। লুটের মাল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টাসকিনের দিকে ফিরল। 'শোনো, মাল নিরাপদে সরিয়ে ফেলতে পারলেই নিরাপদ আমরা। ওরা আর কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তা হলে—তাড়া করে আমাদের ধরে ফেলে যদি, তাতেও কিছু এসে যাবে না। আর এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে যাও। যত জোরে পারো ঘোড়া ছোটাও!'

টাকাভর্তি ব্যাগসমেত ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের বেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল টাসকিন।

বাকিরা আর লুকোচুরির ধার ধারল না। ঘোড়ার পিঠে চেপে সার বেঁধে দাঁড়াল সবাই। তারপর একসঙ্গে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আকাশ-ফাটানো হুঙ্কার ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল।

দু'টো গুলির শব্দ কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেছে মার্শাল আর ডেপুটির। সবার আগে তারাই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে আরও অনেকে এসে পড়ল। অনেকে ঠিকমত কাপড়-চোপড় পরার সময় পায়নি, কিন্তু অস্ত্র রয়েছে সবার হাতেই।

একটাই প্রশ্ন সবার মুখে: কী হয়েছে?

উত্তর কারও জানা নেই।

হঠাৎ আবার অনেকগুলো গুলির আওয়াজ শোনা গেল একসঙ্গে—তারপর তীক্ষ্ণ চিৎকার। চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে সবাই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, একদল ঘোড়সওয়ার তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'ইস্!' নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষল ব্রায়ান। 'আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার—ব্যাঙ্ক!' সেলুনকীপারের দিকে ফিরল সে, 'পিটার! লোকজন

Boighar.com

নিয়ে ধাওয়া করো ওদের–হয়তো ধরে ফেলতে পারবে।'

'তুমি কী করবে?' প্রেসকট জানতে চাইল।

'অন্য একটা কাজ করতে চাই আমি–ফল হলেও হতে পারে। বেন, তোমাকে দরকার হবে আমার–তবে আগে ব্যাঙ্ক থেকে একবার ঘুরে আসি চলো।'

সেলুনকীপার আর তার দলবল রওনা হতে হতে বাকিরা ব্যাঙ্কে পৌঁছে গেল। সামনের দরজা বন্ধ দেখে পাশের দরজার দিকে এগোল সবাই। হাট করে খোলা রয়েছে কপাট। ভেতরে ঢুকে দেশলাই জ্বালল মার্শাল। পায়ের কাছে একটা মোমবাতি পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে জ্বালল। ব্যাঙ্কার আর তার স্ত্রীর ভূপাতিত দেহ স্পষ্ট চোখে পড়ল এবার।

মহিলার হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিতে ইশারা করে মার্শাল অজ্ঞান রিপ নরটনের দিকে এগিয়ে গেল ঝুঁকে পড়ে দ্রুত পরীক্ষা করল তাকে। 'জখম গুরুতর, তবে বেঁচে যাবে মনে হয়,' বলল সে। 'তুলে বেডরুমে নিয়ে যাও।'

দু'জন লোক অচেতন দেহটা ধরাধরি করে তুলতেই মেঝের উপর ভারী একটা ধাতব জিনিস খটাখট্ শব্দে গড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখল সবাই, একটা রিভলভার। বেন এগিয়ে গিয়ে সেটা হাতে তুলে নিল।

'দু'টো শূন্য খোল,' ঘোষণা করল সে। 'রিপই তা হলে গুলি ছুঁড়ে ঘুম ভাঙিয়েছে আমাদের। শাবাশ, রিপ!'

ইতোমধ্যে মিসেস নরটনের মুখ আর হাতপায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কথা বলার মত অবস্থা নেই মহিলার, এমুহূর্তে তার কাছ থেকে কিছুই জানবার উপায় নেই। তবে শূন্যগর্ভ সেফের হাঁ করে থাকা কপাটই কাহিনীর বাকি অংশ বলে দিচ্ছে

ইশারায় বেনকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল মার্শাল। 'এখানে কিছুই করার নেই আমাদের,' বলল সে। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

বেরিয়ে এল দু'জন ব্যাঙ্ক থেকে। ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে ছুটে চলল। কোথায় যাচ্ছে ওরা: ব্রায়ান বলেনি–বেনও জানতে চায়নি।

শহর ছাড়িয়ে মাইলখানেক এসে হঠাৎ ডানদিকে মোড় নিয়ে ঝোপঝাড় আর ছোট ছোট গাছপালাভর্তি একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল মার্শাল। অন্ধকারে এ-পথে চলা একরকম অসম্ভব বলে মনে হলো বেনের কাছে। কিন্তু সে লক্ষ করল, মার্শাল একবারও না থেমে ঠিকই এগিয়ে চলেছে পথ খুঁজে। এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে সে, ঘন ঘন মোড় নিচ্ছে, কিন্তু বারবার ফিরে আসছে নির্দিষ্ট একটা রেখায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা পাইনবনের কাছে এসে পৌঁছুল ওরা। 'ওই যে আমার চিহ্ন,' সন্তুষ্ট গলায় বলল মার্শাল।

বেন দেখল, অন্ধকারেও একটা গাছের গুঁড়িতে সাদা একটা দাগ পরিষ্কার চোখে পড়ছে। ছুরি দিয়ে খানিকটা ছাল তুলে ফেলা হয়েছে ওখান থেকে।

'আগে এসেছ তুমি এখানে?' জানতে চাইল বিস্মিত ডেপুটি।

'কাল বিগ এম থেকে ফেরার পথে এই ট্রেইল খোঁজার পেছনে খানিকটা সময় ব্যয় করেছি।'

'কিন্তু কেন?'

'সেটাই দেখতে যাচ্ছি এখন আমরা,' মার্শালের নির্বিকার জবাব।

'মুখ খোলো, বাবা শামুক। প্রেসকট কস্মিনকালেও ওদের নাগাল পাবে না। এদিকে আমরা এই জঙ্গলের ভেতর কীসের পেছনে ছুটছি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে?'

'তুমি যদি একটা ব্যাঙ্ক লুট করে পালাতে, প্রথম কাজটা কী করতে তুমি?' জবাব দেয়ার বদলে প্রশ্ন করল ব্রায়ান।

বেন হেসে ফেলল। 'আমি? আমি আগে টাকাগুলো সরিয়ে ফেলতাম নিরাপদ জায়গায়। তুমিও নিশ্চয় তা-ই করতে?'

'ঠিক বলেছ। ওরাও একই কাজ করবে ধরে নিয়ে একরকম জুয়া খেলতে নেমেছি আমি বলতে পারো। এখন, যদি ওরা পাহাড়ের ওদিক থেকে এসে থাকে তা হলে পাথরের পাঁচিলটা পার হতে হবে ওদের। আর তার জন্যে সবচেয়ে কাছে যে উপযুক্ত জায়গাটা আছে, সেটা যেখানে গরুচোর ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছিল সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। জায়গাটা দেখে এসেছি আমি।'

পরের পাঁচ মাইল নীরবে পার হলো ওরা। মাঝেমধ্যেই ব্রায়ানের চিহ্ন দেয়া গাছ চোখে পড়ছে, অর্থাৎ, ওরা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। তবে যত দ্রুত যেতে পারবে ভেবেছিল মার্শাল, তার চেয়ে বেশি সময় লাগছে এগোতে। অন্ধকারে দ্বিগুণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে পথ চলা। গতি বাড়ানোর চেষ্টা করে কিছুমাত্র লাভ নেই।

যখন গন্তব্য পৌঁছুল ওরা, তখন পুব আকাশে ভোরের প্রথম আলোর ধূসর আভাস ফুটে উঠেছে। নুড়িপাথরভর্তি জায়গাটার কিনারায় ঘন ঝোপের আড়ালে থামল দু'জন।

'যদি আমার অনুমান নির্ভুল হয়ে থাকে, তা হলে এ-পথেই আসবে ওরা,' মার্শাল বলল। নুড়িপাথরে ছাওয়া সামনের জায়গাটা দেখাল সে আঙুল তুলে, 'পিছু ধাওয়া করে কেউ এলে ওখানে কিছুতেই পায়ের ছাপ খুঁজে পাবে না। নদীর ওপারেও আছে এরকম। এই জায়গাটা তৈরিই হয়েছে যেন চিহ্ন না রেখে সটকে পড়ার সুবিধের জন্যে।'

কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল ওরা। আকাশের তারা নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একটি-দু'টি করে, আসন্ন হয়ে উঠছে দিনের আবির্ভাব। ভারী ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করছে দু'জন। ভোরের হিমেল বাতাস হাড়গোড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সিগারেট ধরাবে সে উপায়ও নেই, ধোঁয়া দেখে কিংবা গন্ধ পেয়ে সাবধান হয়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষ।

'বোধ হয় চলে গেছে ওরা,' বলল বেন।

ব্রায়ানও সে কথাই ভাবছিল। হঠাৎ বাঁ দিক থেকে সরু একটা ডাল ভাঙার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল—তার তীক্ষ্ণ কানে পরিষ্কার ধরা পড়ল শব্দটা। হাত তুলে সতর্ক করে দিল বেনকে। কিছুক্ষণ পরই একটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'মাত্র একজন মনে হচ্ছে,' বিমূঢ় গলায় বলল বেন।

দু'জনই রাইফেল বের করল। ধীরে ধীরে জোরাল হয়ে উঠল শব্দটা, তারপর আচমকা ঝোপ ফুঁড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল একজন ঘোড়সওয়ার। ভোরের

Boighar.com

ধূসর আলোয় ওরা দেখল, ব্যানডানায় মুখ ঢাকা লোকটার, চেনার উপায় নেই। তার জিনের পেছনে বাঁধা বড়সড় একটা ব্যাগ। ধীরগতিতে খোলা জায়গাটা পেরোতে শুরু করল সে।

ওদের কাছ থেকে অশ্বারোহীর দূরত্ব যখন একশো গজেরও কম, রাইফেল তুলল মার্শাল।

'দাঁড়াও!' জলপ্রপাতের শব্দ ছাপিয়ে গমগম করে উঠল তার গম্ভীর কণ্ঠ, 'গুলি করব নয়তো।'

ভয়ানক চমকে উঠল মুখোশধারী। মার্শাল এবং ডেপুটি খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে চকিতে একবার তাদের দিকে চাইল সে। খিস্তি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে—চোখের পলকে রিভলভার বের করে গুলি করল পরপর দু'বার। মার্শাল আর ডেপুটির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট দু'টো। গুলি ছুঁড়ে আর দেরি করেনি লোকটা—জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে নির্দয় ভাবে ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো দিতে দিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে।

'নদীর কাছে পৌঁছে গেলেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না ওকে—হাওয়া হয়ে যাবে,' বলে রাইফেল তাক করল ব্রায়ান।

একবার মাত্র গর্জে উঠল রাইফেল। শূন্যে দু'হাত ছুঁড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল অশ্বারোহী। ঘোড়াটা থামল না, আরও জোরে ছুটে চলল। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটার দিকে একপলক তাকিয়েই ঘোড়ার পেছনে ছুটল মার্শাল আর ডেপুটি। নিপুণভাবে ল্যাসো ছুঁড়ল ব্রায়ান, ঘোড়ার মাথা গলে ফাঁসটা গলায় আটকে গেল। সেটাকে কাছে টেনে এনে জিন থেকে ভারী চামড়ার ব্যাগটা খুলে নিল সে। দু'হাতে ধরে ঝাঁকাল ব্যাগটা। ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনে দাঁত বের করে হাসল।

'লুটের মাল,' বলল সে। 'চলো, এবার বাছাধনের মুখটা দেখি।'

উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা। কিন্তু একবার তাকিয়েই বলে দেয়া যায়, মারা গেছে সে। বুলেটের ঘায়ে তার মেরুদণ্ড গুঁড়ো হয়ে গেছে।

লাশটাকে চিৎ করে ফেলল মার্শাল। একটানে খুলে নিল ব্যানডানার মুখোশ। 'টাসকিন!' সবিস্ময়ে বলে উঠল সে। 'এ কথাটাও আগেই আমার মাথায় আসা উচিত ছিল।'

'কীর্তিটা তা হলে লোগানের, তাই না?' বলল বেন।

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। রেইনবো থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছে ওরা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে একসঙ্গেই থেকে যাবে। টাসকিন একা পাহাড়ে গিয়ে ডাকাতদলে যোগ দিতে পারে। যাই হোক, আপাতত লাশ নিয়ে শহরে ফিরি চলো।'

নিজের ঘোড়ার পিঠেই দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় রেইনবোতে ফিরে এল নিহত তস্কর। ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। প্রেসকটকে সেখানেই পাওয়া গেল।

'ছায়ার নাগাল পর্যন্ত পাইনি ওদের,' মার্শালের প্রশ্নের জবাবে জানাল সেলুনকীপার। 'তারপর যখন ট্রেইল হারিয়ে ফেললাম, ফিরে না এসে আর উপায় থাকল না।'

'রিপ কেমন আছে?'

'মাথার জখম মারাত্মক, তবে সেরে উঠবে মনে হয়–যদি সেরে উঠতে চায়।'

'চাইবে,' বলল ব্রায়ান। 'সারিয়ে তোলার ওষুধ আছে আমার কাছে।' চামড়ার ব্যাগটা তুলে ধরে ঝাঁকুনি দিল সে–একবার, দু'বার। 'শুনলে?'

সেলুনকীপারের চোখদু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হলো 'কী আশ্চর্য! হ্যাঁ, ঠিক বলেছ–বেঁচে যাবে নরটন।'

'ওর কাছে নিয়ে যাও এটা,' হেসে ব্যাগটা প্রেসকটের হাতে তুলে দিল মার্শাল। 'আমি আর বেন সপ্তাহখানেক ঘুমোইনি মনে হচ্ছে পরে দেখতে আসব বুড়োকে।'

বাইরে বেরোতে গিয়ে মার্শাল লক্ষ করল, সন্ত্রস্ত চেহারার এক তরুণ ভেতরে ঢুকে অফিসঘরে নিজের আসনে বসতে যাচ্ছে। তার মুখখানা কাগজের মত সাদা। মার্শাল বুঝল, বাইরের বীভৎস দৃশ্যটা দেখে এল ও এগিয়ে গেল সে ছেলেটার দিকে।

'ভয় নেই, রজার,' নিচু গলায় বলল সে, 'চুরি যাওয়া টাকা ফিরিয়ে এনেছি আমি। তোমার মনিবও সেরে উঠবে। চাকরিতে লেগে থাকো–এর চেয়েও অনেক একঘেয়ে কাজ পৃথিবীতে আছে।'

বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল রজার। ফোঁস করে প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মাথাটা নুয়ে পড়ল বুকের ওপর।

কয়েক সেকেন্ড পর যখন মুখ তুলল, খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, সুঠামদেহী লম্বা লোকটা ছোট্ট এক লাফে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে, রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

'মানুষ বটে একটা,' বিড়বিড় করে বলল সে।

এগারো

পিছু ধাওয়াকারী প্রেসকটের বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বেশি বেগ পেতে হয়নি লোগান আর তার দলবলকে। বিগ এম র‍্যাঞ্চকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তারা লম্বা একটা ঘুরপথ ধরে এগিয়েছে। মার্শাল আর ডেপুটি যখন লুটের মাল উদ্ধার করে রেইনবোতে প্রায় পৌঁছে গেছে, তখন ওরা নিজেদের আস্তানায় হাজির হলো। টাসকিন তখনও ফেরেনি দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই।

'এত দেরি হবার কারণ কী ওর?' বিড়বিড় করে বলল লোগান। 'এ সময়ের মধ্যে ইচ্ছে করলে দু'বার আসা-যাওয়া করা যায়-ওই পথ দিয়ে।'

'হ্যাঁ,' পাশ থেকে বলে উঠল ভারনন, 'ক্যালিফরনিয়ার বর্ডারেও পৌঁছে যাওয়া যায়–বেশি দূর তো নয়।'

'অনেকদিন ধরে টাসকিনকে চিনি আমি,' লোগান গম্ভীরভাবে বলল, 'বেঈমান নয় সে। আমার ওপর টেক্কা দেবার চেষ্টা ও কক্ষনো করবে না।'

Boighar.com

কিন্তু দলের আর কারুরই যে টাসকিনের ওপর অতখানি বিশ্বাস নেই তা তাদের মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক লুট করে পালাবার সময় প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তে লুটের মাল নিরাপদে পাচারের যে ব্যবস্থা লোগান করেছিল, সেটা তখন বেশ ভাল মনে হলেও এখন সবাই সন্দেহে ভুগছে। মনে মনে সবাই জানে, সুযোগটা পেলে তাদের যে কারও পক্ষেই অতগুলো টাকার লোভ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াত। তবে এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই জেনে মুখ বুজে রইল সবাই। খেয়েদেয়ে আগুনের ধারে গোমড়ামুখে বসে রইল। কানগুলো সজাগ, টাসকিনের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনার জন্যে উন্মুখ।

সকাল এবং দুপুর কেটে গেল, দিন ফুরিয়ে এল প্রায়। টাসকিনের কোন চিহ্ন নেই। সবার আশঙ্কা ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে বিশ্বাসে। তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন–সবকিছু এমন মসৃণভাবে এগোল, বছর খানেক ধরে গরু চুরি করলে যে টাকা না হত তার চেয়ে বেশি টাকা মাত্র এক রাতের অভিযানে এসে পড়ল হাতের মুঠোয়, আর তারপর কিনা···

'তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো তুমি,' দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে ভারনন বলে উঠল কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চললাম।' কম্বল নিয়ে উঠে পড়ল সে।

এক এক করে সবাই ভারননকে অনুসরণ করল। শুধু লোগান একা থমথমে মুখে বসে রইল আগুনের পাশে। চোখদু'টো লাল অগ্নিশিখার ওপর নিবদ্ধ। বাইরে কঠোর অবিচল একটা ভাব বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে। পালিয়েই গেছে টাসকিন–তা ছাড়া আর কী হতে পারে? সবাই কী ভাবছে জানে সে। ওরা ভাবছে, তারই পরামর্শমত টাকাগুলো নিয়ে সটকে পড়েছে টাসকিন, পরে দু'জন ভাগাভাগি করে নেবে। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে সে, সেই ব্যবস্থাই কেন করল না সত্যি সত্যি। মোটেই কঠিন ছিল না কাজটা–মাত্র দু'জনের মধ্যে টাকাটা ভাগ হলে কী দারুণই না হত। চাই কী, পরে সুযোগ বুঝে হয়তো পুরোটাই পাবার বন্দোবস্ত করে ফেলা যেত···

চমকে উঠল লোগান, মুহূর্তে ফিরে এল বাস্তবে। পাথরের ওপর খুরের ঘষা খাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে পরিষ্কার, একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজও ভেসে এল সেইসঙ্গে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'এসে পড়েছে!' বলে উঠল সোল্লাসে। 'কী বলেছিলাম আমি তোমাদের?'

গায়ের ওপর থেকে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে চোখের পলকে দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল গুহার প্রতিটি লোক। আগুনের লালচে আলোয় সবার চোখ চকচক করছে।

কয়েক সেকেন্ড পরই দেখা গেল, আধো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। আগুনের রক্তিম আভার ভেতর এসে থেমে দাঁড়াল লোকটা।

কপার।

বোবা হয়ে গেছে সবাই। অনড় দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা ভেবেছি–টাসকিন,' লোগানই প্রথম নীরবতা ভাঙল। বিতৃষ্ণায় কুঁচকে উঠেছে তার মুখ।

'তোমরা তার অপেক্ষায় বসে আছ, আর সে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে

বইঘর.কম

নরকে বসে,' কপার জবাব দিল।

'তার মানে?' এক পা এগিয়ে গেল লোগান, 'মারা গেছে টাসকিন?'

'কবর যখন দিয়েছে, মারাই গিয়ে থাকবে বোধ হয়।'

'সোজাসুজি বলো, কী হয়েছে!' ভারনন ধমকে উঠল।

'বলছি। তোমাদের ফাঁদে পা দেয়নি মার্শাল, শহরেই ছিল সে। তোমরা ব্যাঙ্ক লুট করে কেটে পড়ার পর সে প্রেসকটকে লোকজনসহ পিছু ধাওয়া করতে পাঠায়। আর নিজে ডেপুটিকে নিয়ে রওনা হয় সিলভার স্ট্র্যান্ডের দিকে। টাসকিনকে গুলি করে মেরে তার লাশ আর টাকা-পয়সা নিয়ে রেইনবোতে ফিরে যায়।'

কারও মুখে কথা নেই। একসার পাথরের মূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছে গুহার অন্ধকারে।

সবার মুখের ওপর চোখ বোলাল কপার। 'টাকা নিয়ে টাসকিন ও-পথে একা ফিরে আসবে, এ-খবরটা আগেভাগে মার্শালের কাছে কে ফাঁস করে দিয়েছিল?'

অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে উঠল সবাই।

'কেউ না,' লোগান বলে উঠল বিরক্তির সঙ্গে হাত নেড়ে। 'ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজ সারার পর বুদ্ধিটা মাথায় আসে আমার—আগে থেকে কেউ জানবে কীভাবে? কিন্তু টাসকিনের মারা যাবার খবর তুমি কোথায় শুনলে?'

'স্যানডি সুসংবাদটা বয়ে এনেছে র‍্যাঞ্চে।'

'সব শেষ,' ভারনন কপালে হাত ঠুকল, 'মার্কা মারা হয়ে গেলাম আমরা।'

'মোটেই না,' লোগান ভুল শুধরে দিল। 'আমরা কোথায় আছি, কিংবা টাসকিন আমাদের সঙ্গে ছিল কিনা—এসব কারও জানা নেই। কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। কাল একবার রেইনবোর দিকে যাব বরং আমি।'

'গেলে তোমার পুরনো রেস্তরাঁর চেহারাটা একবার দেখে এসো,' কপার পরামর্শ দিল। 'মিসেস রয়েস চালাচ্ছে এখন ওটা। দারুণ চলছে নাকি, স্যানডি প্রায়ই বলে।'

লোগানের চোখদু'টো সরু হয়ে এল। 'তাই নাকি? যাব তা হলে একবার—খেয়েও আসব না হয়!'

'সাবধানে কথাবার্তা বোলো তা হলে। স্যানডি বলছিল, গ্রেগও নাকি গিয়েছিল; একটু বেশি উৎসাহ দেখিয়ে ফেলেছিল—তাই ঘাড়ধাক্কা খেয়ে বের হয়ে এসেছে।'

'কে দিয়েছে ঘাড়ধাক্কা—ওই পুঁচকে মেয়েটা?' পাশ থেকে সবিস্ময়ে বলে উঠল একজন।

'না, বেন রবসন। তার আর মার্শালের খুব রমরমা অবস্থা এখন। সাবধান থাকা ভাল।'

ভ্রূ কুঁচকে কপারের মুখের দিকে চেয়ে আছে লোগান। 'গ্রেগ? তার মতলবটা কী?'

'মিসেস রয়েস তার আত্মীয়। অনেকেরই ধারণা, ডাবল্ অ্যারোর মালিক হওয়ার কথা ছিল ওই মেয়েরই। গ্রেগ তাকে বিয়ে করলে লোকের মুখ পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।'

Boighar.com

মনে হলো, চিন্তার কিছু খোরাক পেয়েছে লোগান। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাতিল করে দিল প্রসঙ্গটা। 'তা হলে দেখলে তো তোমরা, টাসকিনের কথা আমি ঠিকই বলেছি–বেঈমানি করেনি সে। এবার আমরা হেরে গেছি, তবে সুযোগ আরও আসবে। বিগ এমের গরুবাছুরের ওপর ভাল একটা দাঁও মারার কোন সুযোগ আছে নাকি এখন, কপার?'

'আপাতত সেরকম সুযোগ নেই বললেই চলে,' গুপ্তচর জবাব দিল। 'র‍্যাঞ্চের সব লোকজন চোর ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তার ওপর আবার আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, মার্শাল সন্দেহ করতে শুরু করেছে আমাকে। এমন করে ঠাণ্ডা চোখে তাকায় আমার দিকে, মনে হয় যেন মনের ভেতরটা পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার পড়ে ফেলছে।'

'ওঝা-টোঝা হবে বোধ হয় লোকটা আসলে,' কুইন্ট মিহি গলায় বলে উঠল, 'নয়তো টাসকিনের কথাটাই বা জানল কী করে?'

'বাজে বোকো না!' ধমক লাগাল লোগান। 'ঠিকমত আন্দাজ করে নিতে পেরেছে, ব্যস্, ও-পর্যন্তই তার দৌড়। ঠিক আছে, কপার, বিগ এম ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষা করব আমরা। তুমি বরং এখন ফিরে যাও র‍্যাঞ্চে–খোঁজ পড়তে পারে।'

'রাতের পাহারার দায়িত্বে আছি আমি এখন,' দাঁত বের করে হাসল কপার, 'গরুবাছুর সরাচ্ছে কারা তা-ই দেখছি।' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'শালার কপাল। চার্লস্ লেভিনকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে ফিরে এসে ফুর্তি করতে পারব ভেবেছিলাম–'

'সেটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হত না,' লোগান বলে উঠল। 'ব্যাঙ্কের কাজটা ঠিকঠাক সারতে পারতাম যদি, তা হলেও আমাদের অবস্থা তেমন নিরাপদ হয়ে উঠত না–পরিস্থিতি এরকমই ঘোলাটে থেকে যেত। তা ছাড়া বিগ এমের দফা রফা হওয়ার পর গ্রেগকে কবজা করতে হবে না আমাদের?'

'এসব অবশ্য ভাবিনি আমি,' স্বীকার করল কপার। 'তোমার মাথা বটে, ম্যাট। কিন্তু ওই ব্যাটা মার্শালের একটা ব্যবস্থা কিন্তু তোমাকে করতেই হবে।'

'সে-ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে,' ক্রূর হাসি হাসল লোগান।

সকালবেলা যত্ন করে দাড়ি কামাল ম্যাট লোগান। যতদূর সম্ভব ফিটফাট হয়ে বেরোবার উপক্রম করল। ব্যাপারটা তার জন্যে একটু অস্বাভাবিক–কৌতূহল বোধ করল তাই সবাই।

'দেবীটা কে, ম্যাট?' একজন জিজ্ঞেস করে বসল।

'ভাগ্যদেবী,' লোগানের জবাব। 'তা ছাড়া আর কোন দেবীকে নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। রেইনবো যাচ্ছি।'

'বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না?' কুইন্ট উদ্বেগ প্রকাশ করল।

'তুমি নিচ্ছ না ঝুঁকিটা,' শীতল স্বরে বলল লোগান। 'পাইনটপ থেকে ওখানে যাচ্ছি আমি–টাসকিনের খোঁজে।'

'কিন্তু সে তো কাবার হয়ে গেছে।'

'আমার কাছে খবর সেটা। শুনে সাংঘাতিক অবাক হয়ে যাব।'

ভারনন মাথা ঝোঁকাল। 'বুদ্ধিটা ভালই। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সঙ্গে আমরা জড়িত আছি–এই সন্দেহ হয়তো লোকের মন থেকে দূর হয়ে যাবে।'

দুপুর গড়িয়ে যাবার পর রেইনবো পৌঁছুল লোগান। নিজের পুরনো আস্তানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। পর্দাঢাকা জানালা দিয়ে উঁকি দিল একবার, তারপর রেস্তরাঁর ভেতর ঢুকে পড়ল।

কাঠের মেঝের ওপর ভারী জুতোর আওয়াজ পেয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল মিসেস রয়েস। লোগানকে দেখে হতবাক হয়ে গেল সে, কোন কথা যোগাল না মুখে।

'কেমন আছ, ম্যাডাম?' বলতে বলতে লোগান হ্যাট খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছ, তাই না?'

'কী–কী চাও তুমি?' অস্ফুটস্বরে বলল মিসেস রয়েস।

'সবই চলে আমার,' অমায়িক হাসি হাসল লোগান। 'খাবার নিয়ে আমি তেমন বাছবিছার করি না। তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম–যা হয় দাও।'

নিঃশব্দে খাবার পরিবেশন করল ইভলিন। লোগানও আর কিছু না বলে পূর্ণ সুবিচার করল খাবারের প্রতি। তবে তার চোখ দু'টো ইভলিনকে ঘিরে ব্যস্ত রইল সারাক্ষণ; মনে মনে ভাবছে, খাসা লাগছে মেয়েটাকে–আগের চেয়ে অনেক বেশি পুরন্ত হয়েছে শরীর…

খালি থালাবাসনগুলো সরাতে এল যখন ইভলিন, লোগান তখন সিগারেট রোল করছে।

'দারুণ,' প্রশংসা করল সে খাবারের। 'একসময় বলেছি, তুমি রাঁধতে জানো না ভুল বলেছি।'

'ধন্যবাদ,' শান্ত কণ্ঠে বলল ইভলিন।

'রেস্তরাঁর চেহারাই পাল্টে দিয়েছ,' লোগান বলে চলল। 'ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার পর্দা-টেবিলক্লথ, চমৎকার সাজানো-গোছানো পরিবেশ–সেইসঙ্গে ভাল খাবার। আমি কিন্তু সবসময়ই বলতাম, এ-জায়গা ঠিকমত চালানোর জন্যে চাই একজন মহিলা। এ-শহরের শুয়োরের দল এসবের মর্ম বুঝলে হয় এখন।'

ইভলিনের দু'ভ্রূর মাঝখানে সূক্ষ্ম একটা কুঞ্চন দেখা দিল। 'আমার খদ্দেররা এ-রেস্তরাঁ বেশ পছন্দ করে বলেই জানি,' শুধু এটুকু বলে চুপ করে রইল সে।

'ভালই চলছে তা হলে ব্যবসা, কী বলো? বিক্রি করে দিয়েছিলাম বলে এখন একরকম দুঃখই লাগছে। আরও অনেক কিছু করা যায় এখানে। এক কাজ করো–একটা ডান্স হল তৈরি করিয়ে নাও পাশে, পিয়ানো-বাজিয়ে রাখো একজন; সন্ধ্যেবেলা লোকজন আসবে আমোদফুর্তি করতে, দু'এক দান খেলবে হয়তো সেইসঙ্গে। টাকা লাগবে জানি–তবে সে-ব্যবস্থা আমি করতে পারি।'

'বিক্রি করার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'করতে বলছিও না আমি,' একটুও নিরুৎসাহ না হয়ে লোগান বলে চলল, 'তুমিই চালাবে–তোমার যেমন খুশি, বুঝেছ? তুমিই থাকবে মধ্যমণি হয়ে। আমি টাকা যোগাব–এই পার্টনার মত আরকী।' এক মুহূর্ত বিরতি দিল সে। মোলায়েম

Boighar.com

হাসি হাসল। 'আচ্ছা, ভাল কথা, একেবারে খাঁটি পার্টনার বনে গেলেই বা দোষ কী?' বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ল সামনে, লোভাতুর দুই চোখ দিয়ে গিলছে যেন ইভলিনকে।

'তার মানে, তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছ আমাকে?' শীতল কণ্ঠে ইভলিন বলল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক সেটাই বলতে চাইছি। আসলে কী জানো, তোমাকে সবসময়ই চেয়েছি আমি মনে মনে।' উৎসাহের আতিশয্যে আরও একটু সামনে ঝুঁকে এল লোগান। 'মিষ্টি মিষ্টি কথা আমার আসে না। কিন্তু তোমাকে সুখে রাখব আমি, কথা দিচ্ছি। তুমি রয়েসকে বিয়ে করার পর হয়তো আমি একটু বুনো স্বভাবের হয়ে পড়েছিলাম–তবে সেসব এখন অতীত হয়ে গেছে। আমরা দু'জনে মিলে এটাকে একেবারে বেহেশ্‌ত বানিয়ে ছাড়ব, দেখো। কী বলো তুমি?'

'না, কক্ষনো না।'

ইভলিনের অনুচ্চ অথচ দৃঢ় কণ্ঠের পরিষ্কার জবাব মুহূর্তে ধসিয়ে দিল লোগানের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা স্বপ্নসৌধ। মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। 'তোমার শ্রেণী আলাদা, আমি তাতে পড়ি না–তাই না?' ইভলিনের মুখের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল। 'ঠিক আছে, দেখে নেব–আজ যেটা মনে ধরছে না, কাল সেজন্যে আমার পায়ে ধরবে তুমি, বলে দিলাম। আমি–'

'কী খবর, মিস্টার লোগান, আবার এদিকে কী মনে করে?'

পেছন থেকে ভেসে এসেছে পুরুষকণ্ঠটা।

ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল লোগান। মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে বেন রবসন। কিন্তু চোখদুটো ধকধক করছে তার। পেছন দিক দিয়ে ঢুকে কখন সে নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, লোগান বিন্দুমাত্র টের পায়নি।

তবে উত্তর তৈরি আছে লোগানের। 'টাসকিনের সঙ্গে একটু কাজ আছে এদিকে এসেছে ও, শুনলাম–'

'ঠিকই শুনেছ,' তেমনি হাসিহাসি মুখে বলল বেন। 'যাব আমরা তার কাছে তবে বিলটা আগে চুকিয়ে ফেলো। কী খেয়েছ দেখি–' ঘাড় বাঁকিয়ে শূন্য থালাবাসনগুলোর দিকে তাকাল সে, 'স্টেক এবং ফিক্সিংস্, পাই, কফি–সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক ডলার দিয়ে ফেলো। যাই চলো তারপর।'

সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার ছায়া খেলা করছে লোগানের মুখে। আপাতদৃষ্টিতে হাসিখুশি ভালমানুষ চেহারার এই যুবকের সঙ্গে ঠিক কী আচরণ করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না সে। তবে মনে রাখা দরকার, বিশালদেহী গ্রেগের মোকাবেলা করেছে এই ছেলে–সাফল্যের সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়ে চোখে কৌতুকের ঝিলিক নিয়ে লোগানের দিকে চাইল ডেপুটি। 'একখানা কোদাল লাগবে।'

'তার মানে?' বিস্ময়ে চমকে ওঠার অভিনয়টা লোগানের খারাপ হলো না। 'টাসকিন মারা গেছে বলতে চাও?'

'ওর চেয়ে বেশি মরা আর সম্ভব নয় কারও পক্ষে,' বলল ডেপুটি। 'তুমি জানতে না?'

'সেই রেইনবো ছাড়বার পর থেকে আর দেখা হয়নি ওর সাথে,' লোগান অবলীলায় মিথ্যে বলে গেল। 'কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। কিন্তু মারা গেল কী করে তরতাজা লোকটা?'

'ভারী দুঃখজনক ব্যাপার,' করুণ চেহারা করে বলল বেন। 'অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল, ছিটকে পড়ে গিয়েছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে–পিঠে সাংঘাতিক চোট পেয়েছিল।' গলাটা একটু খাদে নামাল সে, 'মরার আগে কী সব বলছিল–কোথাকার ব্যাঙ্ক-ডাকাতি না কী নিয়ে যেন অদ্ভুত সব কথাবার্তা। তোমার নামও বলছিল থেকে থেকে।'

মুহূর্তের জন্যে লোগানের মুখে সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু জিনিসটা বেনের চোখ এড়াল না।

'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয় ওর,' জবাব দিল লোগান–মুখের নির্লিপ্ত ভাবটা আবার পুরোপুরি ফিরে এসেছে। 'মরমর একজন লোক কী প্রলাপ বকল তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। সে যাক, তোমার বক্‌বক্ শেষ হয়ে থাকে যদি, আমি রওনা হতে চাই।'

'আর একটামাত্র কথা,' বেন বাধা দিল হাত তুলে। 'মিসেস রয়েসের সঙ্গে তুমি চড়া গলায় হুমকির সুরে কথা বলছিলে শুনলাম। খুবই অন্যায় কাজ,' বলতে বলতে রূঢ় কঠিন হয়ে উঠল ডেপুটির কণ্ঠ, 'এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি আমি তোমাকে। ভবিষ্যতে আর কক্ষনো শহরে ঢুকবে না। কথা না শোনো যদি, খোদার কসম, তোমাকে টাসকিনের কাছে পাঠিয়ে দেব। বোঝা গেছে?'

একটু আগের পরিহাসরত প্রাণচঞ্চল যুবক হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়, তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কঠিন চেহারার শক্তসমর্থ একজন পুরুষ–তার দু'চোখে অগ্নিদৃষ্টি, চোয়ালদু'টো ইস্পাতে গড়া। কোন ভুল নেই, সে যা বলছে–করবে। পরিবর্তনটা এত হঠাৎ করে এসেছে যে, লোগান হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ অবস্থায় বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মনে পড়ল তার, ডেপুটি একটা নির্দেশ জারি করেছে।

'এখানেই এর শেষ ভেব না,' গম্ভীর স্বরে বলল সে।

'সেটা আগেও দেখেছি,' বেনের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'ভাগো এখান থেকে–জলদি!'

ইচ্ছে করে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল লোগান। তারপর ধীরে সুস্থে রাস্তা ধরে এগোল।

মুচকি হেসে রিভলভার বের করল বেন। ঘোড়ার পায়ের কাছে মাটি লক্ষ্য করে দু'টো গুলি ছুঁড়ল পরপর। ভয় পেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে উন্মত্তের মত ছুট দিল ঘোড়াটা। আরেকটু হলে লোগান ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল রাস্তায়।

সন্তুষ্টির হাসি হেসে ঘুরে দাঁড়াল ডেপুটি। আবার রেস্তরাঁর ভেতরে ঢুকল। ঠিক তখুনি কিচেন থেকে ভয়ার্ত মুখে বেরিয়ে এল ইভলিন।

'গুলির শব্দ শুনলাম…' শুকনো গলায় বলল সে।

'এগোতে চাইছিল না লোগানের ঘোড়া–একটু চালু করে দিলাম,' বেন ব্যাখ্যা করল। 'তা, মতলবটা কী ছিল ওর? কী চায়?'

Boighar.com

ইভলিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। উদ্বেগ মিলিয়ে গেল মুখ থেকে, তার জায়গায় গাম্ভীর্য ফুটল। 'চায়–আমাকে,' বলল অনুচ্চ স্বরে।

'বলো কী!'

'তোমার এই আশ্চর্য হওয়াটাকে কোন মহিলা ঠিক প্রশংসা হিসেবে নেবে না,' বলে মুচকি হাসল ইভলিন।

'তুমি জানো, আমি ও-রকম কিছু ভেবে বলিনি,' বেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

'আরও গুলিয়ে ফেললে জিনিসটা। মেয়েদের মন জয় করা তোমাকে দিয়ে কখনও হবে বলে মনে হয় না।'

'করতে চাইও না,' জানাল বেন। একটু থেমে যোগ করল, 'একজনের ছাড়া।'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ইভলিন। 'মার্শালকে দেখিনি আজ।'

'বিগ এমে গেছে,' বেন বলল। 'এদিকে একটু নজর রাখতে বলে গিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, আরেকজন বেয়াড়া খদ্দেরকে সামলাবার দরকার হতে পারে আজ। আশ্চর্য–আগে থেকে জানল কী করে?'

'ভারী চালাক লোক আমাদের মার্শাল,' মন্তব্য করল ইভলিন। 'আমার যদি গোপন করার মত কোন কথা থাকত, রীতিমত ভয়ে ভয়ে থাকতাম সত্যি। আর কিছু বলেনি তোমাকে?'

মিটিমিটি হাসল বেন। 'বলেছিল। ব্যাটার কাছ থেকে আগে খাবারের দাম আদায় করে নিতে বলেছিল। তাই করেছি আমি, এবার ভুলিনি।'

বিগ এমে যাবে বলেই বেরিয়েছে মার্শাল, কিন্তু যে-রাস্তা সে বেছে নিয়েছে সেটাকে লেভিনের র‍্যাঞ্চে যাবার সোজা-সরল রাস্তা কিছুতেই বলা যাবে না। সত্যি বলতে কি, রেইনবো থেকে বেরিয়ে প্রথমে সে সোজা হাজির হয়েছে সিলভার স্ট্র্যান্ডে। জায়গাটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তা ছাড়া ব্রায়ানের ধারণা, গোপন কোন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে ওখানে।

কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করেও সেরকম কোনকিছুর সন্ধান সে পেল না। ব্যর্থ হয়ে সে-চেষ্টা বাদ দিয়ে পাথুরে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে এগোল। যেখানে একেবারে নিচু হয়ে এসেছে দেয়াল, সেখানে এসে ঘোড়া থামাল।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠে ডিঙোতে শুরু করল পাথরের প্রাচীর।

একটু পরেই অন্যপাশের সুবিস্তৃত ঢাল ভেসে উঠল মার্শালের চোখের সামনে। ঢালের এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে রুক্ষ ঘাসের গোছা ছড়িয়ে আছে। আরও খানিকটা এগোবার পর কিছু গরুবাছুর চোখে পড়ল তার। এক এক জায়গায় দু'তিনটে করে দাঁড়িয়ে শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে। বেশি ভাবনাচিন্তা না করে কয়েকটার পিছু ধাওয়া করল মার্শাল। দূরত্ব কমে আসতেই মাথার উপর দড়ির ফাঁস ষাঁড়ের গলায় পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল সামনে।

ছুটন্ত একটা ষাঁড়ের গলায় নিখুঁতভাবে মালার মত আটকে গেল ফাঁস। অমনি

তার ঘোড়া পেছনের দু'পায়ে ভর করে বসে পড়ল আচমকা। প্রবল এক হ্যাঁচকা টানে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ষাঁড়টা—যেন কেউ এককোপে চারখানা পা কেটে নিয়েছে সেটার। ধাক্কা সামলে জানোয়ারটা উঠে দাঁড়াবার আগেই ব্রায়ান সেটার পাশে পৌঁছে গেল।

এক পলক দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল সে। ব্র্যান্ডটা ডাবল অ্যারোরই বটে, কিন্তু ছাপের অনেকখানি অংশ এখনও দগদগে কাঁচা। যে কেউ দেখে বুঝবে, সম্প্রতি যোগ করা হয়েছে ওটুকু।

নিশ্চিত হবার জন্যে আরও কয়েকটা ষাঁড়ের পিছু ধাওয়া করে সেগুলোর ব্র্যান্ড পরীক্ষা করল ব্রায়ান। ফাঁস পরাতে হলো না, ছুটতে ছুটতেই পরিষ্কার দেখে নিল, সবগুলোর একই অবস্থা।

'লেভিনকে জানানো দরকার ব্যাপারটা,' স্বগতোক্তি করল সে, 'বিগ এমে যেতেই ইচ্ছে দেখছি।'

কিন্তু বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হলো না তাকে। কারণ মাত্র কয়েক মাইল যেতেই চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখল, স্বয়ং র‍্যাঞ্চার তার দিকে এগিয়ে আসছে।

'কেমন আছ, ব্রায়ান?' কাছে এসে বলে উঠল চার্লস্ লেভিন, 'গরুচোর-টোর দু'একটা দেখা পেলে নাকি?'

'তা পাইনি—তবে তোমার তাড়া না থাকে যদি, একটা জিনিস দেখাতে চাই

'প্রচুর সময় আছে হাতে, চলো।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার সিলভার স্ট্র্যান্ডের পথ ধরল ব্রায়ান। লেভিন তাকে অনুসরণ করল।

'দারুণ দেখিয়েছ তুমি, ব্রায়ান,' যেতে যেতে মন্তব্য করল র‍্যাঞ্চার, 'রাত কাবার হওয়ার আগেই ডাকাতদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা।'

ব্রায়ান কোন জবাব দিল না। মুচকি একটু হাসল শুধু।

নদী পার হয়ে পাথর প্রাচীর ডিঙোল দু'জন। অচিরেই গরুবাছুরগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছুল। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে একটা ষাঁড়কে ধরাশায়ী করল মার্শাল। র‍্যাঞ্চার অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল—এমন নিখুঁত এবং অব্যর্থ নিশানা কমই দেখেছে সে।

'ব্র্যান্ডের দিকে চেয়ে দেখো একবার,' বলল ব্রায়ান। 'কী মনে হয় তোমার, বলো।'

একনজর তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে চাইল মার্শালের দিকে।

'গ্রেগ?' আচমকা বিস্ফোরিত হলো সে, 'ওই নচ্ছার—ওই বেজন্মা কুত্তাটাই আমার গরু চুরি করছে তা হলে? বজ্জাত, ছোট লোক, ইতর, খচ্চর···' একটার পর একটা তিক্ত, উত্তপ্ত, ঝাঁঝাল বিশেষণ অনর্গল নিক্ষিপ্ত হতে থাকল তাঁর মুখ থেকে।

কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না ব্রায়ান। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে, তাকিয়ে আছে লেভিনের লাল টকটকে ক্রুদ্ধ চেহারার দিকে।

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় খিস্তির মজুত এবং দম দু'টোই নিঃশেষ হয়ে এল

Boighar.com

র‍্যাঞ্চারের–নিরুপায় হয়ে ক্ষান্ত দিল। মার্শালকে হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল যেন। 'ধেৎ, কী বলছি যা-তা,' বলল অপ্রস্তুত হাসি হেসে। 'কিন্তু গালাগাল না করলে নির্ঘাত দম আটকে ফেঁসে যেতাম আমি এতক্ষণে। তুমিই বলো, গরু নিয়েই যার কারবার জীবনে, তার এই সর্বনাশ হলে মাথার ঠিক থাকে?'

'তা তো বটেই,' ব্রায়ান সায় দিল। 'কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, চার্লস্। ব্র্যান্ড বদলাবার কাজটা খুব কাঁচা হাতের–খেয়াল করেছ? গ্রেগের কাউহ্যান্ডদের কাজ বলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওর কাউহ্যান্ডদের বেশির ভাগ তো আসলে বন্দুকবাজ হিসেবেই বেশি যোগ্যতা রাখে,' লেভিন জবাব দিল। 'এখুনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী বলার আছে ওর, শুনব চলো।'

ফাঁসবন্দী জানোয়ারটাকে টেনে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দু'জন।

সামনে বন। বনের কাছাকাছি গিয়ে দেখতে পেল, পাহাড়তলী থেকে দূরে খোলা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ডাবল্ অ্যারোর র‍্যাঞ্চহাউস। একটু দূরে অন্যান্য ঘরবাড়ি এবং কোরাল। রোদে শুকোনো ইট দিয়ে তৈরি র‍্যাঞ্চহাউসটা বিগ এমের র‍্যাঞ্চহাউসের তুলনায় যথেষ্ট বড়। দেখতেও বেশ জাঁকালো। ঢোকার মুখে উঁচু চত্বর। তার নীচে ফুলের কেয়ারি–অযত্ন-অবহেলার ছাপ নগ্ন হয়ে ফুটে আছে সেখানে।

'আরথার ওই বাড়ি বানিয়েছিল ইভলিন রয়েসের জন্যে,' লেভিন গম্ভীরভাবে বলল। 'আর আজ সব ভোগদখল করছে ওই কয়োট।'

'ঠিকই বলেছ,' ব্রায়ান বলল। 'ওই যে, এদিকেই আসছে ও আমাদের দেখতে পেয়ে। সাবধান, চার্লস্–আমাদের ঘায়েল করা এখন জলের মত সহজ।'

কিছুদূর এগিয়ে এসে গ্রেগ থেমে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। চেহারায় ফুটে আছে রাগ আর বিস্ময়।

'বাহ্, বাহ্,' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে, 'এ-তল্লাটে এত লোক থাকতে তোমরা দু'জন উপহার নিয়ে আসবে আমার জন্যে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।' ব্রায়ানের ফাঁসে আটকানো ষাঁড়টার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'ব্র্যান্ডের দিকে তাকিয়ে দেখো,' সোজা কাজের কথায় এল লেভিন।

গ্রেগ আরও কাছে এগিয়ে এল। 'কাঁচা কাজ,' ব্র্যান্ডের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করল নিস্পৃহ গলায়। 'কার কাজ জানতাম যদি, পিঠের চামড়া তুলে নিতাম। উপকার করলে আমার, লেভিন–খুশি হলাম।'

'ভণিতা ছাড়ো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল লেভিন।

'তার মানে?' ভ্রূ কোঁচকাল গ্রেগ, 'আমি তোমার গরু চুরি করছি বলতে চাও?'

'তা ছাড়া আবার কী? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আমার চুরি-যাওয়া গরুর ছাপ বদলে তোমার ব্র্যান্ডের ছাপ বানানো হয়েছে। মাত্র একটা নয়, আরও আছে এরকম–সিলভার স্ট্র্যান্ডের এপাশে, তোমার রেঞ্জের মাটিতে।'

কটমট করে তাকাল গ্রেগ 'হ্যাঁ, এমন এক জায়গায়, যে জায়গা কিনা আমি

কক্ষনো ব্যবহার করি না। যাই হোক, কিছু যায় আসে না আমার। শোনো, যখন বিগ এমের ওপর নজর পড়বে আমার, এক থাবায় নিয়ে নেব-স-ব-কি-ছু-দু'টো-চারটে গরু। শুধু নয়। বোঝা গেছে? এখন তোমার ওই ভাড়াটে খুনেকে নিয়ে কেটে পড়ো দেখি সুড়সুড় করে। রেগে গেলে আমি আবার মানুষ থাকি না, বপ্ বাপ্ করে পালাবার পথ পাবে না তখন।'

কথা বলতে বলতে ইচ্ছে করেই গলার স্বর চড়িয়ে দিয়েছিল গ্রেগ। আওয়াজ পেয়ে আউটবিল্ডিং থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে—ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে তারা। চট্ করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে গ্রেগ দেখে নিল তাদের।

এবার ব্রায়ান মুখ খোলার সিদ্ধান্ত নিল। 'বেশি গলাবাজি কোরো না,' বলল ধীর গম্ভীর স্বরে, 'নিজের গোবরের গাদায় বসে আছ তো কী হয়েছে? তোমার ওই জংলীদের ওপর বেশি ভরসা কোরো না—ওরা যদি বজ্জাতি শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি শকুনের খাবার হয়ে যাবে।' আঙুল তাক করে ষাঁড়টা দেখাল, 'ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দরকার। আরও ছোটখাট প্রমাণ হাতে পেয়েও অনেক লোককে ফাঁসিতে ঝোলাতে দেখেছি আমি।'

মার্শালের শীতল, নির্লিপ্ত কণ্ঠ দ্বিধায় ফেলে দিল গ্রেগকে। থুক্ করে একগাদা থুতু ফেলল সে। 'আমার লোকজন করলে অত কাঁচা কাজ করত না,' ওকালতি শুরু করল, 'তা ছাড়া ঘা না শুকোনো পর্যন্ত তোমাদের নাকের ডাগায় ফেলেও রাখত না গরুগুলোকে। আমার ধারণা, ডাবল্ অ্যারোর ওপর সন্দেহ চাপিয়ে দেয়ার জন্যে কেউ করছে এই অপকর্ম, তাতে নিজেরাও নিরাপদে থাকতে পারছে।'

'প্রথমেই যদি এসব বলতে, বিশ্বাস করলেও করতে পারতাম আমরা,' লেভিনের মন্তব্য। 'তুমি যদি আমার গরু ঠিক না-ও সরাও, বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি কিনছ ওগুলো। দুষ্কর্ম এই তুমি প্রথম করছ না, জেলঘুঘু কোথাকার!'

লাল হয়ে গেল গ্রেগের মুখ। জবাবে কিছু বলতে পারল না। রাগে অন্ধ হয়ে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

'না—ওদিকে হাত বাড়িয়ো না!'

মার্শালের অনুচ্চ কণ্ঠে এমন এক শীতল হুমকি প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সংবিৎ ফিরে পেতে দেরি হলো না গ্রেগের। হাতটা স্থির হয়ে গেল। পরমুহূর্তে ক্রুদ্ধ একটা অঙ্গভঙ্গি করে ঘুরে দাঁড়াল সে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

শেষ একটা বাণ ছুঁড়ল লেভিন। 'তোমার কেনা গরুটা আমরা রেখে যাচ্ছি।'

কোন উত্তর এল না। লেভিনের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল মার্শাল। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে দু'জন ধীরেসুস্থে ফিরতি পথ ধরল।

অনেকক্ষণ দু'জনের কেউ কোন কথা বলল না। তারপর মার্শালই প্রথম নীরবতা ভাঙল। 'সত্যিই কি ও জেলে গিয়েছিল কখনও?'

'গিয়েছিল। সবাই জানে না কথাটা। দু'বছর জেলের ঘানি টেনেছে গ্রেগ। সেজন্যেই তো আরথারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক চুকে যায়।'

'তারপরও বলতে গেলে নিজের সমস্ত সম্পত্তি ওকেই দান করে গেল আরথার প্রাইস? ব্যাপারটা বিদঘুটে মনে হয় না?'

'এতই বিদঘুটে, বিশ্বাস করতেও বাধে আমার। কিন্তু উইলটা মোটেই জাল

Boighar.com

বলে মনে হয়নি। আরথারের অবশ্য কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ছিল–কিন্তু ইভলিনকে যে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, তাতে ভুল নেই।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটল।

'যাকগে ওসব,' র‍্যাঞ্চার বলে উঠল অবশেষে, 'নিজের চিন্তাতেই চোখে অন্ধকার দেখছি। কী করা যায় এখন, বলো তো?'

'নিশ্চিতভাবে কিছু না জানা পর্যন্ত কিছুই করার নেই,' ব্রায়ান বলল। 'গ্রেগের কথা তো সত্যিও হতে পারে–'

'ও যদি না থাকে এসরে মধ্যে তো কী বলেছি আমি!' লেভিন দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করল। 'অন্য লোক চুরি করে, আর ও কিনে নেয়–সস্তা দামে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' স্বীকার করল ব্রায়ান। 'আমি খেয়াল করেছি, ষাঁড়টা দেখে যতখানি আশ্চর্য হওয়ার কথা ছিল ওর, মোটেই তা হয়নি। কিন্তু আগে প্রমাণ চাই হাতে। সময় লাগবে বটে, কিন্তু প্রমাণ ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। মিস্টার গ্রেগ প্রাইসের ব্যাপারে সাংঘাতিক কৌতূহল করতে শুরু করেছি আমি।'

বারো

কয়েকদিন পর ব্রায়ান আবার এসেছে সিলভার স্ট্রীম, সুউচ্চ পাথুরে প্রাচীরের উপর থেকে রুপোলি জলের ধারা প্রবল বেগে অবিরাম গড়িয়ে নামছে, সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচের নদীতে, তারপর পাক খেয়ে নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে উইলোয় ছাওয়া দু'তীরের মাঝখান দিয়ে।

ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হয়ে অন্যপাড়ে গিয়ে উঠল ব্রায়ান। থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। জলপ্রপাতের দু'ধারে চিরসবুজ ঝোপঝাড়ের ঘন আচ্ছাদন। রীতিমত দুর্ভেদ্য ওগুলো। তবু সে এগিয়ে গিয়ে ঝোপের এখানে-ওখানে ঢুঁ মেরে দেখতে শুরু করল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর নিরাশ হয়ে অন্যদিকে রওনা দেবে ভাবছে, এমন সময় এক জায়গায় পাথুরে দেয়াল আর ঝোপজঙ্গলের আবরণের মাঝখানে সরু একটা ফাঁকা গলিপথ চোখে পড়ল তার। সোজা ঢুকে পড়ল ঘোড়া নিয়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরই ফুট তিনেক চওড়া একটা পাথুরে তাকের কাছে এসে দাঁড়াল মার্শাল। জলপ্রপাতের ঠিক নীচে দেয়ালের গা থেকে সোজাসুজি বেরিয়ে এসেছে তাকটা। তার নীচে হাঁ করে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা অন্ধকার গুহামুখ। বাইরে থেকে ওটার অস্তিত্ব বোঝার কোন উপায় নেই। ঘোড়া নিয়ে অনায়াসে ভেতরে ঢোকা যাবে, তবু পায়ে হেঁটে ঢুকবে বলে সিদ্ধান্ত নিল সে।

যা ভেবেছিল, তা-ই গুহাটা আসলে সুড়ঙ্গের মত হয়ে দেয়ালের গভীরে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। জলপ্রপাতের স্বচ্ছ ধারার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে আসা আলোয় ব্রায়ান লক্ষ করল, সুড়ঙ্গের মেঝেতে অসংখ্য খুরের ছাপ। শুধু ঘোড়া নয়,

গরুর পায়ের ছাপও যথেষ্ট রয়েছে। তা হলে এ-পথেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল লম্বাকানের সঙ্গী।

ধীরে ধীরে সামান্য উপর দিকে উঠে গেছে সুড়ঙ্গ। এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল বলে দেয়, প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া এই সুড়ঙ্গ–মানুষের কোন ভূমিকা এখানে নেই। গুহামুখ থেকে দূরে এসে পড়ায় আলো একেবারে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সেই আলোয় ব্রায়ান আবছাভাবে দেখতে পেল, সমানে সুড়ঙ্গপথ বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে।

বাঁকের মুখে পৌঁছে ভেতরে উঁকি দিল মার্শাল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই ঠাহর করবার উপায় নেই। দু'হাত বাড়িয়ে একপাশের দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগোতে শুরু করল।

শ'খানেক গজ এগিয়েছে, হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। সুড়ঙ্গের দেয়ালে বারবার ঘা খেয়ে কণ্ঠটা ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে অন্ধকারে।

'ঠিক আছে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা,' গজর গজর করছে কে যেন। "ধুশ্ শালা, দু'হাতি পোকারে কখনও কপাল খোলে না আমার।'

থেমে দাঁড়িয়েছিল ব্রায়ান, আবার এগোল–এবার আরও সন্তর্পণে, নিঃশব্দে। অন্ধকারে আরেকটা মোড় ঘুরতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার–সঙ্গে সঙ্গে সাঁৎ করে সরে গিয়ে আশ্রয় নিল তাতে ফাটল থেকে বেরিয়ে থাকা একটা বড় পাথরপিণ্ডের আড়ালে।

বড়সড় একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। তার পাশে কম্বল বিছিয়ে বসে তাস খেলছে দু'জন লোক। আগুনের লকলকে শিখা থেকে লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ব্রায়ান লক্ষ করল, জায়গাটা আসলে প্রকাণ্ড একটা গুহার মত। ঠিক কত বড় এবং কেমন গুহাটা, ঠাহর করা সম্ভব নয়। সুড়ঙ্গটা এসে ওটার সঙ্গে মিশেছে এখানে। উল্টোদিকেও অনেক দূরে একটা এবড়োখেবড়ো মুখ আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোর আভাস চোখে পড়ছে সেখানে।

জুয়াড়ী দু'জন নিচু গলায় কথা বলছে। তাদের কথা ভালভাবে শোনার জন্যে যতদূর সম্ভব কাছে এগিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা নেয়ার কথা ভাবছে মার্শাল, এমন সময় পেছন থেকে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়াবার আগেই দুম্ করে ভারী একটা জিনিস এসে লাগল তার পিঠে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশির মত শক্ত কর্কশ থাবা তার গলা টিপে ধরল।

হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ব্রায়ান বালিতে মুখ গুঁজে। পিঠের উপর চেপে বসে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে অদেখা আক্রমণকারী। তার প্রকাণ্ড ভারী শরীর ব্রায়ানকে সুড়ঙ্গের মেঝের সঙ্গে প্রায় গেঁথে ফেলবার উপক্রম করেছে। সেইসঙ্গে গলার উপর ক্রমাগত বাড়ছে হাতের চাপ। দম বন্ধ হয়ে এসেছে ব্রায়ানের।

অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে পিঠটা একটু বাঁকাল মার্শাল। তারপর আচমকা এক প্রাণপণ ধাক্কায় পিঠের উপর থেকে বিশালদেহী লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সামলে নিল আক্রমণকারী।

'এদিকে এসো তোমরা–জলদি!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদের ডাকল লোকটা।

Boighar.com

আগুনের পাশ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে ছুটে এল দুই জুয়াড়ী। ব্রায়ান আরেক ধাক্কায় পিঠের উপরের লোকটাকে কাত করে ফেলে দিয়েছিল প্রায়, এমন সময় দু'জন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

শ্বাস নিতে পারছে না ব্রায়ান। গলার উপর হাতদু'টো তেমনি শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে। ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি। তিনজনের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত প্রতিরোধ। মরিয়া হয়ে নবাগত একজনের পেট লক্ষ্য করে সজোরে একটা লাথি ছুঁড়ল সে। লোকটা ছিটকে গিয়ে সুড়ঙ্গের মেঝেতে সশব্দে আছড়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল চিৎ হয়ে শুয়ে।

কিন্তু ও-পর্যন্তই। বাকি দু'জনকে কাবু করার মত শক্তি অবশিষ্ট নেই ব্রায়ানের। আরও কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ওরা তার হাতদু'টো পিঠের পেছনে নিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল দু'জন। কাজটা সারতে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছে।

'বাস্‌রে, কাবু করা গেল তা হলে শেষ পর্যন্ত!' একজন বলল ঘড় ঘড়ে গলায়।

ব্রায়ানের রিভলভারদু'টো খাপ থেকে বের করে নিল ওরা, তারপর তাকে দাঁড় করিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে আগুনের ধারে নিয়ে চলল।

'আরে, এ যে দেখছি মার্শাল!' আলোর বৃত্তের ভেতর এসে পৌঁছুতেই বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল একজন। 'তুমি বেড়াতে আসবে জানলে আরও ভালরকম খাতিরের ব্যবস্থা করতে পারতাম আমরা!'

'ঠিক আছে, সেজন্যে রাগ করিনি আমি,' অম্লান বদনে বলল ব্রায়ান। লোকটাকে চিনতে পেরেছে সে—গিলি—লোগানের সঙ্গে রেইনবো ছেড়ে চলে এসেছিল। বাকি দু'জনের দিকে তাকাল। বানিকে না চেনার প্রশ্নই ওঠে না। তবে তৃতীয়জন অপরিচিত। বসে পড়ল ও। এদিক-ওদিক চাইল। 'চমৎকার জায়গা খুঁজে বের করেছ তোমরা,' বলল প্রশংসার সুরে।

'হুঁ,' লম্বাকান বানি জবাব দিল। 'হাতছাড়া করতে চাই না আমরা জায়গাটা। তুমি চিনে ফেলেছ, কাজেই ফল খুব খারাপ হতে পারে—তোমার জন্যে।'

'চিন্তা কোরো না, ম্যাটের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখব আমি সে ব্যাপারে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলল তৃতীয় লোকটা। লম্বাকানের দিকে তাকাল, 'তুমি বরং ম্যাটকে ডেকে নিয়ে এসো, কুইন্ট—কোরালে আছে সে।' তার দিকে সঙ্গীদের চোখ পাকিয়ে তাকাতে দেখে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করল, 'ধুত্তোর, বললাম তো কী হলো? মরা মানুষ মুখ খোলে না।'

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর শেষ পর্যন্ত গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল কুইন্ট। বাকি দু'জন হাঁটু মুড়ে বন্দীর দু'পাশে বসে পড়ল।

ব্রায়ানের রিভলভারদু'টো তুলে নিল গিলি। উল্টেপাল্টে দেখল।

'ভেবেছিলাম, খুন-টুন অনেক করেছ তুমি,' নিরাশ গলায় বলল সে, 'কই, একটাও তো খাঁজ কাটা দেখছি না বাঁটে?'

'এ-দু'টো রিভলভার প্রায় নতুনই বলতে পারো,' ব্রায়ান গম্ভীর স্বরে জবাব দিল। 'আগের দু'টোর বাঁটে খাঁজ কাটতে কাটতে কাঠ বলতে কিছু আর ছিলই না

বইঘর.কম

প্রায়। ভাল করে নিশানা ঠিক করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুলি করতাম দুচোখের মাঝখানে, গুলি গিয়ে বিঁধত ডান নয়তো বাঁ চোখের ভেতর। আমার আবার যাতা কাজ একদম পছন্দ নয়।'

মার্শালের কাল্পনিক খুনখারাবির দর্পভরা গল্প শুনে আড়ষ্ট হাসি হাসল দুই গরুচোর। এরপর কথাবার্তায় আর তাদের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না মার্শালের। বসার পর থেকে পিঠের আড়ালে তার হাতদু'টো ব্যস্ত রয়েছে। কবজির বাঁধন টেনেটুনে পরীক্ষা করে দেখে আশান্বিত হয়ে উঠেছে সে। রশিটা একটু বেশি মোটা, হাত বাঁধার জন্যে ঠিক উপযুক্ত নয়। দক্ষ কাউহ্যান্ডদের মত শক্ত করে বাঁধতেও পারেনি ওরা। তার উপর বাঁধবার সময় ব্রায়ান ইচ্ছে করে হাতদু'টো যতদূর সম্ভব আলগা করে রাখায় এমনিতেই বাঁধন যথেষ্ট ঢিলে হয়ে আছে। খানিকটা চামড়া ছড়ে যাবে হয়তো, কিন্তু হাত ঠিকই মুক্ত করা যাবে বলে ব্রায়ানের বিশ্বাস। এখন শুধু দরকার আর সামান্য একটু সময়। যেভাবেই হোক, লোকদু'টোর মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে।

'টেক্সাসে গেছ কখনও?' প্রশ্ন করল সে।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল দুই চোর। যায়নি।

'দারুণ জায়গা,' বলল ব্রায়ান। 'তবে আইনের লোক গিজ্ গিজ্ করছে। আর আছে কয়োট।'

অনেক আলগা হয়ে এসেছে হাতের বাঁধন।

'দু'টোর মধ্যে তফাত আছে নাকি কোন?' গিলি বিরসমুখে বলল।

'তা ঠিক,' উদারভাবে সমর্থন জানাল মার্শাল। 'চারপেয়ে আর দু'পেয়ে—এই যা।' হাত মুক্ত হয়ে এসেছে প্রায়। আর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড তার দরকার।

হো হো করে হেসে উঠল গিলি। 'ভাল বলেছ।'

'এই নাও আরও ভাল!' বলেই ব্রায়ান চোখের পলকে সদ্যমুক্ত ডান হাতের মুঠি পেছন থেকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সামনে এনে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল গিলির চিবুকে।

জ্ঞান হারিয়ে সটান ধরাশায়ী হলো গিলি। ছোট্ট একটা ক্ষিপ্র লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল মার্শাল—নিজের রিভলভারদু'টো উঠে এল তার হাতে। অন্য লোকটা ঘটনার অকল্পনীয় আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল; সংবিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই রিভলভারের বাঁটের ভয়ঙ্কর এক আঘাতে সঙ্গীর পাশে ধরাশায়ী হলো সে-ও।

দূর থেকে কথাবার্তার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল এমন সময়। এসে পড়েছে ওরা, আর সময় নষ্ট করা যায় না। ঘুরে দাঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে পড়ি কি মরি ছুটল ব্রায়ান জলপ্রপাতের দিকে। যে-কোন মুহূর্তে পা হড়কে পড়ে গিয়ে কিংবা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে জখম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই।

দ্বিতীয় বাঁক ঘুরতেই অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। আর ভয় নেই। একটু পরই নিরাপদে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। ঘোড়াটা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। একলাফে

Boighar.com

সেটার পিঠে চেপে বিগ এমের পথে রওনা হয়ে গেল ব্রায়ান।

কিছুদূর গিয়ে তার মনে পড়ল, অচেনা লোকটা মুখ ফসকে কোরালের কথা বলে ফেলেছিল। ঘোড়া রাখবার কোরাল নিশ্চয় নয়– ঘোড়া ওরা হাতের কাছেই প্রস্তুত রাখবে সবসময়। কোরালটা খুব কাছেও হবে না, নয়তো লোগানকে খবর দিয়ে বানির ফিরতে এত দেরি হবার কথা নয়।

'আস্তানার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওখান থেকে ওরা কেটে পড়বে এখন,' আপনমনে বলল ব্রায়ান। 'হয়তো কিছু গরুবাছুর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। গুহার অন্য মুখটা যদি খুঁজে বের করতে পারতাম…'

ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল সে। পরক্ষণে দুরন্ত বেগে ছুটে এসে একটা তেজী ঘোড়া তার পাশে থেমে দাঁড়াল। সেটার পিঠের উপর নুয়ে থাকা আরোহী সোজা হতেই ব্রায়ানের চোখে পড়ল বিগ এমের ফোরম্যানের হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

'গরুচোর-টোর দেখতে পেলে?' স্যানডির প্রশ্ন।

'দেখেছি। তুমি দেখতে চাও? যদি হাতে তেমন কোন কাজ না থাকে–'

'আমার? নাহ্, আপাতত কোন কাজ নেই হাতে, শুধু একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।'

'আচ্ছা, সিলভার স্ট্র্যান্ডের দক্ষিণে পাথুরে দেয়ালের দিকে আড়াআড়ি চলে আসা কোন গিরিখাত আছে?' জানতে চাইল ব্রায়ান।

'তার মানে, তুমি ডেভিলস্ ক্যানিয়নের কথা বলতে চাইছ,' স্যানডি বলল। 'জঘন্য জায়গা। এপাশে ওটার কোন খোলা মুখ নেই। আমি কি ওদিকে যেতে বাকি রেখেছি বলতে চাও? একবার রাস্তা কমাবার জন্যে ওটার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এপাশে আসতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়নি।'

'আমার মনে হয়, আরও ভাল করে খুঁজে পেতে দেখলে ফল হত।'

জায়গামত পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল দু'জন। গিরিখাতের দু'পাশ ঘন ঝোপজঙ্গলে ছেয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে পথ করে কষ্টেসৃষ্টে এগোল ওরা। দু'চারটে পাখি ছাড়া চারপাশে প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই।

'ভাগ্য প্রসন্ন মনে হচ্ছে না–এদিকে কিছু নেই,' বলল মার্শাল। 'চলো আরও সামনে গিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

পঞ্চাশ গজের মত সরে গিয়ে আরেকটা অবস্থানে পৌঁছুল ওরা। এবার পুরস্কার মিলল। নীচের ঝোপজঙ্গলে ঘেরা একটা খোলা জায়গায় কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে জিন চড়ানো রয়েছে প্রত্যেকটার। দুটোর পিঠে বোঝা।

অপেক্ষায় থাকল ওরা।

একটু পরই একপাশের ঘন ঝোপের আড়াল থেকে একদল লোক বেরিয়ে এল। সংখ্যায় আটজন। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল সবাই, ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল।

'আরে, ম্যাট আছে দেখছি!' উত্তেজিতভাবে ফিস্‌সিস্ করে বলল স্যানডি।

'হ্যাঁ। ওদের পিছু নিতে হবে। ঘোড়া নিয়ে এসো জলদি।'

বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওরা লোগান আর তার দলবলকে অনুসরণ

করে চলল। মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্যে শুধু দেখা যাচ্ছে দলটাকে, বেশির ভাগ সময় তারা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য থাকছে।

মাইলখানেক যাবার পর বোঝা গেল, গন্তব্যে পৌঁছে গেছে ওরা। গিরিখাতের দেয়াল এখানে কিছুটা ঢালু হয়ে এসেছে। গভীরতাও কমে এসেছে ধীরে ধীরে। আরও কিছুটা সামনে গিরিখাত, চারপাশের উঁচু এলাকার সমতলে উঠে গেছে। এখানেই একপাশে ঘাসে ছাওয়া একটা অবতল জায়গা। কিনারা বরাবর কাঁটাঝোপের সারি, একপাশে ছোট একটা জলাশয়। প্রবেশমুখে সরু সরু গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো একটা বাঁকাচোরা গেট। এই সেই কোরাল। ভেতরে বেশকিছু গরুবাছুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘাস চিবোচ্ছে।

লোগান ও তার দলবল কোরালের গেটের সামনে থেমে দাঁড়াল। দু'জন নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে, গেটের আড়াআড়ি পোল সরিয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করবে।

'কী করব আমরা এখন?' স্যানডি জানতে চাইল।

'ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেব ওদের,' জবাব দিল ব্রায়ান। 'শোনো, অনবরত জায়গা বদল করে করে গুলি ছুঁড়বে—খুব ঘন ঘন। ওরা ভাববে, দলে অনেক ভারী আমরা।'

মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ওরা দু'দিকে সরে গেল। আচমকা শুরু করল গুলিবৃষ্টি। ফলাফল দেখবার ফুরসত নেই—বারবার ডাইনে-বাঁয়ে সরে গিয়ে অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে দু'জন।

অদৃশ্য শত্রুদলের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লোগানের বাহিনী। ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে। গেটের লম্বা পোল ধরাধরি করে মাত্র উঁচু করেছিল দুই তস্কর, গুলির শব্দ শোনামাত্র সেটা ফেলে দিয়ে ঘোড়ার দিকে ছুট দিয়েছে। জিনের উপর উঠে বসেছে, এমন সময় একজন আর্তনাদ করে নিজের বাম বাহু চেপে ধরল। আরেকজন ঘুরে পড়ে যেতে যেতেও কোনরকমে লটকে রইল ঘোড়ার পিঠে। বোঝা পিঠে একটা ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, ছুটে পালাবার চেষ্টায় হ্যাঁচকা টান লাগাল দড়িতে।

উপর থেকে গুলিবৃষ্টি তেমনি চলছে। তস্করদের কেউ কেউ ধোঁয়া লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালিয়ে আক্রমণের জবাব দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুঝে নিয়েছে ওরা, আশা নেই কোন—এ অবস্থায় রুখে দাঁড়ালে গুলি খেয়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'লাভ নেই লড়াই করে,' চেঁচিয়ে বলল লোগান। 'থাক গরুগুলো, সরে পড়ি চলো এখনকার মত।'

ঘোড়ার পেটে ঘন ঘন স্পাবের গুঁতো মেরে গিরিখাতের শেষ মাথার দিকে ছুটল সে। দলের অন্যরাও তার পিছু নিল।

গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে ওদের চলে যাওয়া লক্ষ করছে মার্শাল।

'উত্তরদিকে যাচ্ছে ওরা—পাহাড়ের দিকে,' বলল সে।

'একজন বাদে,' স্যানডি পাশ থেকে শুধরে দিল।

মার্শাল দেখল, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমে মোড় নিচ্ছে একজন। 'লোগান,' বলল সে, 'নিশ্চয় ডাব্‌ল্ অ্যারোর দিকে যাচ্ছে।'

Boighar.com

ঘোড়ায় চাপল দু'জন আবার। গিরিখাতের শেষ মাথা পর্যন্ত গেল। তারপর ঘুরে কোরালের কাছে ফিরে এল। ঢুকল ভেতরে।

আগুনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এক জায়গায়। পোড়া কাঠকয়লার পাশে একটা লোহার শিক পড়ে আছে। কী কাণ্ড চলেছে এখানে, ওদের বুঝতে বাকি রইল না। বিগ এমের বছর তিনেক বয়সের অনেকগুলো ষাঁড় দেখা যাচ্ছে। চারটের ব্র্যান্ড যেমন-তেমন করে বদলে ডাবল অ্যারোর ছাপ বানানো হয়েছে।

রাগে তেতে উঠল স্যানডির চেহারা। 'গ্রেগের কথা ঠিকই বলেছিলে তুমি,' বলল সে। 'উপহার দেয়ার লোক ম্যাট নয়–গ্রেগ তার বাঁধা খদ্দের।'

সবগুলো গরু এক জায়গায় জড়ো করে সেগুলোকে বিগ এমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে শুরু করল দু'জন।

র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছুলে লেভিন সাগ্রহে এগিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। উদ্ধার করা জানোয়ারগুলো ভালভাবে দেখল সে। ব্র্যান্ড বদলানো ষাঁড়গুলো দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। সবশেষে র‍্যাঞ্চার সব কথা শুনবে বলে মার্শাল আর স্যানডিকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

সিলভার স্ট্র্যান্ডের নীচের গোপন সুড়ঙ্গের কাহিনী শোনাল মার্শাল। র‍্যাঞ্চার আর তার ফোরম্যানের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

'অন্য কেউ যে পেছনদিক থেকে এসে পড়তে পারে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে, তখন মাথায় আসেনি আমার,' মার্শাল বলল। কী করে ধরা পড়ল সে, কী করে পালিয়ে এল–শোনাল সংক্ষেপে। 'ভাগ্যিস স্যানডির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। নয়তো অনেক দেরি হয়ে যেতো, ওদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হতো না।'

'কাজের মত কাজ করেছ একটা,' লেভিন বলল উষ্ণ স্বরে। 'কিন্তু ওরা পালিয়ে কোন্‌দিকে গেল, তা-ই ভাবছি…'

'ট্রেইল রেখে যাবে,' বলল মার্শাল।

'পাহাড়ী অঞ্চলে কোন চিহ্নই থাকবে না,' স্যানডি বলল হতাশ সুরে।

'থাকবে,' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল মার্শালের চোখে। 'একটা ঘোড়ার পিঠে ময়দাভর্তি বস্তা ছিল। বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

নিজের হাঁটুর উপর সজোরে থাপ্পড় মারল লেভিন। 'শাবাশ! সবদিকে নজর থাকে তোমার–ধড়িবাজ কোথাকার!' প্রাণখোলা হাসি হাসল সে মার্শালের মুখের দিকে চেয়ে।

তেরো

মধ্যদিনের প্রচণ্ড সূর্যতাপে ধুঁকছে রেইনবো শহর। মার্শাল, তার ডেপুটি আর জিমি অফিসের তিনখানা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে। গরমে ঘামছে দরদর করে। চুপচাপ সিগারেট ফুঁকছে।

'এমন দিনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতে ভারী মজা,' হঠাৎ নড়েচড়ে উঠে বলল মার্শাল।

'না যেতে আরও মজা,' বেন বলল মার্শালের কথা শেষ হতে না হতেই।

'আচ্ছা, জিমি,' ব্রায়ান বলে চলল, 'আরথার প্রাইস যখন খুন হয়, তুমি এদিকে ছিলে না?'

আধো ঘুমের ভেতর ছিল জিমি, চট্ করে সোজা হয়ে বসল– চোখেমুখে প্রায় সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠেছে। 'ছিলাম। পাইনটপে থাকতাম তখন আমি।'

'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল তোমার জানা আছে?'

'যে-লোকটা···মানে, লাশটা প্রথম দেখেছিল যে-লোক, সে আমাকে একবার জায়গাটা দেখিয়েছিল।'

'আমি একবার দেখতে চাই জায়গাটা,' মার্শাল বলল।

'সে তো এক বছরেরও বেশি আগের ঘটনা,' বলল জিমি, 'এখন গিয়ে কী দেখতে পাবে ভাবছ?'

'কিছু না–কৌতূহল বলতে পারো।'

'বলো–পাগমামি,' ফোড়ন কাটল বেন।

মূল ট্রেইল থেকে যেখানে একটা সরু ট্রেইল বেরিয়ে বাঁক নিয়ে ডাবল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চের দিকে চলে গেছে, সেখান থেকে আরও মাইলখানেক এগিয়ে গেল ওরা। তারপর জিমি হঠাৎ থেমে দাঁড়াল।

'এ-ই সেই জায়গা,' জানাল সে।

ভরদুপুরে উজ্জ্বল দিনের আলোয় দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগছে, এখানে একজন মানুষ সবার অগোচরে গোপন হামলার শিকার হয়ে খুন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, উপযুক্ত জায়গাই বেছে নিয়েছিল খুনী। ওয়্যাগন চলাচলের ফলে তৈরি গভীর খাঁজে ভর্তি রাস্তা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। খোলা ট্রেইল, এখানে-ওখানে দু'একটা গাছ রয়েছে শুধু। তবে একপাশে একা দাঁড়িয়ে আছে একটা নিচু ঝোপ–ওত পেতে থাকবার জন্যে আদর্শ জায়গা।

দশ গজ দূরে কচি একটা বার্চ গাছ। 'এখানে উপুড় হয়ে পড়ে ছিল আরথার,' জানাল জিমি। 'দু'হাত ছড়ানো ছিল দু'পাশে। বোধ হয় গুলির ঘায়ে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল। টাকা-পয়সা যা ছিল সঙ্গে, পাওয়া যায়নি।'

'তার মানে, ব্যাপারটা আসলে ডাকাতিও হয়ে থাকতে পারে?'

'তা পারে,' বলল জিমি, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল, কথাটা তার কাছে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঘোড়া থেকে নামল মার্শাল। রাস্তার পাশের ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেল।

ঘন ঝোপ। তবে পেছনদিকে একটা ফাঁকামত জায়গা আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন লোক অনায়াসে রাস্তার দু'দিকে নজর রাখতে পারে। পায়ের নীচে বড় বড় ঘাস আর ঝরা পাতার রাশি। তার ভেতর হঠাৎ কী একটা ছোট্ট শক্ত জিনিসের ওপর পা পড়ল মার্শালের। চ্যাপ্টা পাথর-টাথর হবে হয়তো। রিভলভার বের করে নল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে লাগল। ধাতব নলের সঙ্গে ধাতব কোন জিনিসের সংঘর্ষের আওয়াজ শুনতে পেল সে পরিষ্কার। শুকনো পাতার ভেতর হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা তুলে আনল।

Boighar.com

ছোট একটা পেতলের টোব্যাকো-বক্স। অনেকদিন আবর্জনার ভেতর পড়ে থেকে উজ্জ্বলতা হারিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। খুলে দেখল, খালি। ঢাকনার ভেতরদিকের লেখাটার ওপর চোখ পড়ল মার্শালের। কোনকিছু দিয়ে আঁচড় কেটে লেখা রয়েছে দু'টোমাত্র হরফঃ আর.এইচ.।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল মার্শাল। জিনিসটা দেখাল। 'কার নামের প্রথম অক্ষর ওগুলো, বলতে পারো?' প্রশ্ন করল জিমির দিকে চেয়ে।

জিমি এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল।

'তা হলে এটা আমাদের কোন কাজে আসছে না,' বলল মার্শাল।

'অনেক লোক আসা-যাওয়া করে এই রাস্তা দিয়ে,' বেন বলল। 'যে-কেউ ওটা ওখানে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।'

'তা ঠিক,' বলে টোব্যাকো-বক্সটা পকেটে রেখে দিল মার্শাল। 'জিমি, যে ধড়িবাজ উকিলের কথা বলেছিলে আমাকে, তার সম্পর্কে তুমি কতখানি জানো?'

'ব্রিট কুইগলি? বেশি কিছু জানি না; ফাঁসিতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করা যাবে না—খুব দুঃখের কথা।'

'তোমার কী ক্ষতি করেছে ও, বলো তো?'

'কিছু না। আমার তো হারাবার কিছু নেই, তাই ওসব লোককে আমার ভয়ও নেই।'

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, লোকটাকে তুমি পছন্দ করো না,' ব্রায়ান বলল। 'কিন্তু আরথার প্রাইস তাকে বিশ্বাস করত...'

'বলা উচিত—"ব্যবহার করত",' জিমি জবাব দিল। 'তবে যাই হোক না কেন, ভোঁদড় চিনতে আরথার কখনও ভুল করত না— দু'পেয়ে হোক আর চারপেয়ে হোক।'

'ওকে দিয়ে উইল করিয়েছিল আরথার,' মার্শাল সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

বাঁকা হাসি হাসল খুদে লোকটা। 'এই ঘোড়াটায় চড়ছি আমি—কিন্তু এটাকে বিশ্বাস করছি না।'

পেতলের টোব্যাকো-বক্সটা নেড়েচেড়ে দেখে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল প্রেসকট। 'এ-জিনিস ওখানে পাওয়াটা একটু আশ্চর্যের ঠেকছে বটে, কিন্তু এ-থেকে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না,' বলল সে। 'তুমি চালাক লোক, ব্রায়ান, কিন্তু আরথার প্রাইসের খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে কিছু সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক,' ব্রায়ান বলল। 'আমি ভেবেছিলাম, অক্ষরদু'টো থেকে হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

আচ্ছা, পাইনটপ শহরটা কেমন?'

'রেইনবোর চেয়ে অনেক বড়,' জানাল প্রেসকট। 'কঠিন জায়গা। শেরিফ একজন আছে ওখানে—ব্রুস—কিন্তু গ্রেগ প্রাইসের কেনা গোলাম সে। ওখানে গেলে তোমার সময় নষ্ট করাই সার হবে।'

'জায়গাটা একবার দেখে আসব ভাবছি,' আত্মমগ্নভাবে বলল ব্রায়ান।

পরদিন সকালবেলা সে রওনা হয়ে গেল। বন্ধুদের বলল, কৌতূহল। কিন্তু

মনে মনে আশা করছে, আরথারের খুনের ব্যাপারে কোন তথ্য হয়তো ওখানে পাওয়া যেতে পারে। নিশ্চয় আরথারের বন্ধুবান্ধব ছিল পাইনটপে। হয়তো দু'চারজন শত্রুও ছিল।

প্রায় অর্ধেক রাস্তা পার হয়ে এসে সামনে একটা ছোট জঙ্গল দেখতে পেল ব্রায়ান। রোদের ভেতর অনেকক্ষণ একটানা রুক্ষ পথ পাড়ি দিয়ে বেশ ক্লান্ত বোধ করছে। গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নেবে ভাবল। ঘোড়া থেকে নামবার জন্যে জিনের ওপর একটু ঘুরেই স্থির হয়ে গেল সে। ডানদিকে সমতলভূমির দিগন্তে একজন ঘোড়সওয়ার উদয় হয়েছে।

গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ব্রায়ান। আগন্তুক অশ্বারোহী ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ পর যখন লোকটা কাছে এসে পৌঁছুল, অবাক হয়ে গেল ব্রায়ান। ঘোড়সওয়ার আর কেউ নয়—গ্রেগ প্রাইস।

'পাইনটপে কী কাজ ওর?' নিজেকেই প্রশ্ন করল ব্রায়ান। 'দেখা যাক, ওখানে গেলে হয়তো জানা যাবে।'

বিশ্রামের এখানেই ইতি। গ্রেগকে সামনে এগিয়ে যেতে দিয়ে ব্রায়ান তার পিছু নিল।

দেখে মনে হচ্ছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন র‍্যাঞ্চার। মাথা খানিকটা নুয়ে আছে সামনে। আশপাশে কিংবা পেছনে কী ঘটছে না ঘটছে, কোন খেয়াল নেই। এতে সুবিধেই হলো ব্রায়ানের, দু'জনের মাঝখানের দূরত্ব প্রয়োজনমত কমিয়ে বাড়িয়ে সহজেই গ্রেগকে গোপনে অনুসরণ করতে পারছে। পাইনটপে ঢোকার পর বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল কাজটা। বড় শহর, সন্দেহ নেই—কিন্তু সেটা অসুবিধারও কারণ একদিক থেকে। খোলামেলা দীর্ঘ সরল রাস্তায় গা-ঢাকা দিয়ে কাউকে অনুসরণ করা সহজ নয়। মালবোঝাই একটা ওয়্যাগনের আড়ালে থেকে ব্রায়ান কষ্টেসৃষ্টে গ্রেগের পেছনে লেগে রইল।

শেষ পর্যন্ত পাইনটপ হোটেলের সামনে পৌঁছে থামল র‍্যাঞ্চার। ঘোড়া থেকে নেমে হোটেলের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মার্শাল। উঁকিঝুঁকি দিয়ে বুঝল, বারে কোন খদ্দের নেই। ঢুকে পড়ল ভেতরে। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে বারটেনডারকে তার সঙ্গে চুমুক দেবার আমন্ত্রণ জানাল। ঠিক তখুনি তড়িঘড়ি করে ভেতরে ঢুকল বেঁটে, শুকনো, সাদাচুলো এক বুড়ো। তার নাকটাকে পাখির বাঁকা ঠোঁট বলা চলে অনায়াসে; ঠোঁটদু'টো এত পাতলা যে, নাকের নীচে সরু একটা রেখা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না।

'গ্রেগ এসেছে?' রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল লোকটা।

'এসেছে, মিস্টার কুইগলি,' বারটেনডার জবাব দিল। 'সাত নম্বর রুমে উঠেছে।'

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বুড়ো সিঁড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ভারী মুশকিল হলো দেখছি,' টেনে টেনে কিছুটা জড়ানো স্বরে বলল ব্রায়ান। 'আজ রাতের জন্যে আমার একটা রুম দরকার—আর সাত হচ্ছে আমার লাকি নাম্বার।'

Boighar.com

'সাত নম্বরে যে উঠেছে সে সাধারণত রাতে থাকে না,' বারটেনডার বলল। 'শুধু অল্প কিছু সময়ের জন্যে ওঠে হোটেলে–খুব সম্ভব ব্যবসাসংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সারার জন্যে। ওই লোক চলে গেলেই তুমি রুমটা পেয়ে যাবে।'

'কিন্তু ঘর যে আমার এখুনি চাই! সেই ভোরবেলা পথে বেরিয়েছি–এখন একটু ঘুমিয়ে না নিলে সন্ধ্যায় আমোদফুর্তি করব কী করে?'

'ছ'নম্বর রুমটা খালি আছে–একদম একরকম।' হাসল বারটেনডার, 'জুয়া খেলতে বসে আমি কিন্তু প্রথম দান হারাটাই ভাল মনে করি।'

'মন্দ বলোনি,' ব্রায়ান স্বীকার করল। 'তা হলে আর দেরি কেন, এখুনি যাই। স্পারদু'টো খুলে রাখতে হবে–কেমন ষণ্ডামত লাগছে না আমাকে দেখতে?'

অনাবিল হাসি হেসে উঠে পড়ল মার্শাল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার করিডরে উঠে এল। একপাশে সারবাঁধা দরজা। বেড়ালের মত হালকা পায়ে এগিয়ে গিয়ে ছ'নম্বর রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতের ঢুকে পড়ল।

যেমন আশা করেছিল, ভেতরে দু'পাশে কাঠের পার্টিশান। সাবধানে সাত নম্বর রুমের দিকে পার্টিশানের ওপর কান ঠেকাল সে। ও-ঘরের কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার ধরা পড়ল কানে।

'তা হলে বিগ এমের লোকেরা তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে?' কুইগলির ধারাল কণ্ঠ শোনা গেল। 'কেমন কথা হলো এটা? এই তোমার সাবধান থাকা?'

'কিছু প্রমাণ করতে পারবে না ওরা–কিছু করতেও পারবে না,' জবাব দিল গ্রেগ। 'করার ক্ষমতা থাকলে তো!'

'ম্যাট সব লেজে-গোবরে করে ফেলেছে মনে হচ্ছে,' উকিল বলল। 'খুব দুঃখের কথা–লেভিনকে ধসিয়ে দেয়ার ভারী চমৎকার একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল।'

'আসলে কপাল মন্দ ম্যাটের,' গ্রেগ সাফাই গাইতে চেষ্টা করল, 'ওই শালা মার্শাল–'

'দোষ তোমার,' প্রায় ধমকে উঠল কুইগলি। 'আগেভাগে ব্যাটার সঙ্গে খাতির জমাবার বন্দোবস্ত করলে না কেন? তা না করে তুমি কী করলে? ওকে বিগ এমের কোলে তুলে দিলে। আরে বাবা, এসব লোক হাতে রাখার আলাদা একটা মূল্য আছে। এখন আমাকেই কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। তোমার মাথাটা শুধুই শোভা, গ্রেগ–তা-ও এমনকিছু আহামরি গোছের নয়!'

উত্তরে গ্রেগ যা বলল, শুনে অবাক হয়ে গেল ব্রায়ান। 'তোমার মত মাথা ক'জনের আছে, ব্রিট?' উকিলের কথায় একটুও না চটে সে মিনমিন করে বলল। 'কিন্তু লোগানকে মার্শাল বানাতে চাইলাম, মাঝখানে ওই লোক এসে পড়াতেই তো সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। তাই–'

'হাতের তাস দেখিয়ে দিয়ে ওকে শত্রু বানিয়ে নিলে,' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল উকিল। 'মার্শাল যে-ই হোক, কিছু আসে-যায় না–যদি পয়সা দিয়ে বশ করতে পারো। মেয়েটার সঙ্গে কেমন সম্পর্ক যাচ্ছে তোমার?'

'ভাল–বেশ ভাল,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল গ্রেগ। 'তবে কিনা তাড়াহুড়া করতে

গিয়ে পণ্ড করতে চাই না আমি জিনিসটা।'

'তা বটে, এই জ্ঞানটুকু তুমি লাভ করেছ তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই–তাই না? চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কুইগলি। 'আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে এসো না। রেইনবোতে কী ঘটে না ঘটে, সব খবর রাখি আমি।'

'তখন আমার মাথা একটু গরম ছিল আসলে,' জবাবদিহি করার চেষ্টা করল গ্রেগ। 'ঠিকমত বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় রাজি হবে।'

'রাজি হতে হবে,' উকিলের খন্‌খনে গলা শোনা গেল। 'কিন্তু শুনে রাখো, ওটা আরেকটা উৎকৃষ্ট গাধামি হয়েছে তোমার। এখনও সময় আছে, সাবধান হয়ে যাও–নয়তো…'

কথাটা শেষ করল না কুইগলি।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ। তারপর আবার গ্রেগের গলা শোনা গেল। 'আচ্ছা, ব্রিট একটা কথা ভাবছিলাম আমি সেদিন। যদি হঠাৎ কখনও তোমার অফিসে আগুন-টাগুন লেগে সব পুড়ে যায়, কিংবা ধরো, তোমার কিছু একটা হয়ে-টয়ে যায়, তা হলে কাগজপত্রগুলো–'

'অফিসের চেয়ে অনেক নিরাপদ একটা জায়গায় আছে ওগুলো,' বাধা দিয়ে বলল কুইগলি। 'আর বিপদ-আপদের কথা বলছ? আমার যদি এরকম কিছু হয়, বুঝলে বন্ধু, ভারী মুশকিলে পড়বে গ্রেগ প্রাইস নামের একজন।'

'কিন্তু, তুমি বুঝতে পারছ না–তোমার বয়েস হয়েছে, তুমি তো যে-কোনদিন এমনিতেই মারা যেতে পারো। এবং তা হলে–'

'আমার সমস্ত জ্বালা জুড়োবে, এবং তোমার দুর্ভোগের শুরু হবে,' কুইগলির অবিচল উত্তর শোনা গেল। 'টাকাটা এনেছ?'

'এনেছি, কিন্তু অনেক কষ্টেসৃষ্টে,' গ্রেগের গলায় অসন্তোষ। 'ম্যাট আর তার লোকজন এখন হিসেবের বাইরে, ফলে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।'

'বেকুবের মত কথা বোলো না। বিগ এমের পেছনে লেগে থাকতে হবে ওদের, গরুবাছুর সরানোর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এভাবেই চলতে থাকবে, যতদিন না লেভিন র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়–আমরা যে দাম বলব সেই দামে। শুনলাম, ইভলিন রয়েসের রেস্তরাঁ বেশ ভাল চলছে–তার ব্যবসা থেকে কিছু ফায়দা লোটার রাস্তা নেই, না?'

'সে চিন্তা বাদ দাও–মার্শাল আর তার চেলা মিলে গোটা শহর দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওর পেছনে।'

'সাহস আছে মেয়েটার, যোগ্যতা আছে, চেহারা আছে,' উকিল বলল। 'যদি হাতের তাস ঠিমত ফেলতে পারো, তোমার ভাগ্য দেখে লোকে হিংসে করবে। আজ যদি বিশ বছর কম হত আমার বয়স…'

'আচ্ছা?'

অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোল কুইগলির গলা দিয়ে–সেটাকে হাসিও বলা যায়, কাশিও বলা যায়। 'বয়স তো আর বললেই কমছে না, কাজেই কিছু লাভ নেই দুঃখ করে।…ঠিক আছে, এদিকে আর অনর্থক ঘোরাফেরা না করে ডাবল্ অ্যারোয় ফিরে যাও তুমি এখন।'

Boighar.com

বোঝা গেল, র‍্যাঞ্চারের মোটেও পছন্দ হলো না কথাটা। 'আহ্‌হা, ব্রিট, আমি তো এখনও বুড়ো হইনি, একটু আমোদফুর্তি না করলে চলবে কেন? তুমি একটু বেশিই দাবি করছ–'

'দাবি করছি না কিছু,' ফোঁস করে উঠল কুইগলি, 'আদেশ করছি।'

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল পরমুহূর্তে। একজোড়া হালকা পায়ের বিদঘুটে আওয়াজ করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

'রক্তচোষা জোঁক কোথাকার!' পাশের ঘরে গ্রেগের ক্রুদ্ধ স্বগতোক্তি শুনতে পেল ব্রায়ান। 'ওই শুকনো গলা একদিন টিপে ধরে জানটা ঠিক বের করে দেব!' একটু পরে সে-ও বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

ব্রায়ান আরও কিছুক্ষণ ঘরের ভেতর অপেক্ষা করল। যখন বুঝল, গ্রেগ এতক্ষণে হোটেল ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়ে থাকবে, ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল সে।

গাট্টাগোট্টা অস্বাভাবিক চওড়া একজন লোক বারে দাঁড়িয়ে বারম্যানের সঙ্গে কথা বলছে। তার ভেস্টের ওপর বেশ লক্ষণীয়ভাবে শোভা পাচ্ছে শেরিফের তারকা। ঘামাচিতে ভরা ফোলা ফোলা প্রকাণ্ড মুখের ভেতর প্রায় ডুবে আছে শুয়োরের মত দু'টো কুঁত কুঁতে চোখ। সেই চোখে পরিষ্কার বিদ্বেষ নিয়ে ব্রায়ানকে খুঁটিয়ে দেখল সে। ব্রায়ানের মার্শালের ব্যাজ কাপড়ের নীচে ঢাকা পড়ে আছে।

'বাইরের লোক মনে হচ্ছে?' মুখ খুলল শেরিফ।

'তা-ই,' ব্রায়ান বলল শান্ত কণ্ঠে। 'শেরিফ–দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক। ব্রুস–নামটা হয়তো শুনে থাকবে,' জাঁকের সঙ্গে বলল শেরিফ।

'এদিকে আগে আসিনি কখনও। যাবার পথে পড়ল জায়গাটা, ভাবলাম...'

'কাউপাঞ্চ–না?'

'হ্যাঁ, তবে এখন কিছুদিন ছুটি কাটাচ্ছি। আচ্ছা, আমোদফুর্তি করতে চাইলে এ-শহরে কোথায় গেলে ভাল হয়, বলো তো?'

'বাটারফ্লাই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল শেরিফ। 'ভাল মদ, সুন্দর সুন্দর মেয়ে, পরিষ্কার খেলা–সব পাবে ওখানে।'

'তোমার–জায়গাটা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভেবো না, সেজন্যে যেতে বলছি। গেলে নিজের চোখেই দেখবে সব। সোজা কথার মানুষ আমি–কী বলো, পল?' শেষ কথাটা বারটেন্ডারের উদ্দেশে বলা।

মাথা নেড়ে সায় দিল বারটেনডার, এবং পরমুহূর্তে গোপনে চোখ টিপল ব্রায়ানের দিকে তাকিয়ে।

গ্লাস খালি করে শেরিফ হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। লোকটা চোখের আড়াল হতেই বারম্যানের দিকে ফিরল ব্রায়ান।

'ছোটখাট হাতি একটা,' মন্তব্য করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল বারম্যান। 'সে আর কুইগলি মিলে যেমন ইচ্ছে চালাচ্ছে এই শহর। দু'জনই হাড়বজ্জাত। বাটারফ্লাই-এ খেলে যদি বাজি জেতো, হলদেচুলো ছেনালদের কেউ একজন সেটা তোমার ট্যাঁক থেকে খসিয়ে নেবে। আর তা যদি

না নেয়, বাইরে ওত পেতে থাকা মোটাতাজা ভদ্রলোকেরা ভারী খুশি হবে তোমাকে পেয়ে।'

'তাই নাকি?' বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মার্শাল। 'তা হলে কপালে দুঃখ আছে আজ ওই ব্যাটাদের।'

'ভুলে যাও ওসব,' পল বলল। 'কাজ সারতে ওদের তেমন অসুবিধা হয় না। কারণ, ওখানকার মদ একটু বিশেষ ধরনের—খেয়ে খদ্দেররা একেবারে···'

'বুঝেছি। সেরকম হলে অবশ্য আলাদা কথা। যাই হোক, সাবধান করে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ, পল।'

হোটেলের আস্তাবলে ঘোড়া রেখে জিন আর রাইফেল ওপরে নিজের কামরায় নিয়ে রাখল ব্রায়ান। তারপর হালকা পায়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্তরাঁ দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। খাবারের অর্ডার দিল। খিদে পেয়েছিল বেশ, তবু ভাল করে খেতে পারল না। পরিমাণে যথেষ্ট হলেও ভাল নয় খাবারটা। রান্নাও বাজে।

'মিসেস রয়েস আমার অভ্যেসটা খারাপ করে দিয়েছে,' রেস্তরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে বিড় বিড় করে বলল মার্শাল। 'খুব কম জায়গার খাবারই এখন মুখে রোচে।'

ব্যস্ত শহর পাইনটপ। প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও লোকজনের চলাফেরা, ব্যস্ততার অন্ত নেই। সাইডওয়াক ধরে অসংখ্য নারীপুরুষ হেঁটে যাচ্ছে—কেউ ব্যস্ত পায়ে কেউ ধীরেসুস্থে। পানশালাগুলোর বাইরে লোকজন আনাগোনা করছে, সিগারেট ফুঁকছে, গল্পগুজব করছে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ধীর পায়ে হাঁটছিল ব্রায়ান। হঠাৎ একটা দোকান থেকে পরিচিত একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াল। চট্ করে দোকানের কোণ ঘুরে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল সে।

গিলি চোখের উপর হ্যাটটা অনেকখানি টেনে দিয়ে হনহন করে হাঁটছে লোগানের সাঙাত। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ব্রায়ান তার পিছু নিল।

বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলো গিলি। একটুও গতি না কমিয়ে ব্রায়ান সোজা হেঁটে বাড়িটা পার হয়ে গেল। অবশ্য দরজার ওপর লেখা নামটা আড়চোখে দেখে নিতে ভুলল না: 'বি. কুইগলি।'

আবার নিজের পথ ধরল মার্শাল। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে তার। দেখা যাক, কাজ হয় কিনা।

প্রথম যে সেলুনটা চোখে পড়ল, ঢুকে পড়ল সেটার ভেতরে। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে ধীরেসুস্থে পকেট থেকে পেতলের টোব্যাকো-বক্সটা বের করল। এখন আর খালি নয় বাক্সটা। সেটার ভেতর থেকে তামাক বের করে প্রচুর সময় নিয়ে একটা সিগারেট বানাল। অনেকেই মুখ ফিরিয়ে দেখল তাকে, কিন্তু বিশেষ ধরনের কোন আগ্রহের চিহ্ন কারও মুখে ফুটল না।

সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল ব্রায়ান। একে একে আরও অনেকগুলো সেলুনে ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই।

'ধুত্তোর, কাজ হবে না এভাবে,' স্বগতোক্তি করল সে, 'একটু বেশি আশা

Boighar.com

করা হয়ে যাচ্ছে।'

শেষ পর্যন্ত যখন বাটারফ্লাই-এ ঢুকল মার্শাল, তখন রাত নেমে এসেছে প্রায়। প্রকাণ্ড সেলুন। উৎকট সাজসজ্জায় কুরুচির ছাপ। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো দেয়াল চেঁছে সমতল করে নেয়া হয়েছে। তার উপর সেঁটে রাখা হয়েছে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় আয়না আর অশ্লীল ধরনের সব ছবি। মেহগনি কাঠের চক্‌চকে বারে শোভা পাচ্ছে সারি সারি ঝক্‌ঝকে বোতল। ডানদিকে নানারকম ভাগ্যপরীক্ষার খেলার আয়োজন রয়েছে, বাঁয়ে কাঠের মেঝের একাংশ নির্ধারিত রয়েছে নাচের জন্যে। মাঝখানের পুরো জায়গা জুড়ে প্রচুর চেয়ার-টেবিল।

উপস্থিত মেয়েদের বেশির ভাগ হোটেল কর্তৃপক্ষই মোতায়েন রেখেছে—খদ্দেরদের মনোরঞ্জন তাদের কাজ। রঙচঙা মুখ আর সস্তা ঝক্‌মকে পোশাকই তাদের পরিচয় বলে দিচ্ছে।

লোকে গমগম করছে সেলুন। পিয়ানোর বিরামহীন ঝঙ্কারের সঙ্গে লোকজনের কলকোলাহল মিশে একাকার হয়ে গেছে। মার্শাল ভেতরে পা দিতে না দিতেই সোনালি চুলের একটা মেয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাহু জড়িয়ে ধরল। মেয়েটার কোঁচকানো মসলিনের ফ্রক শরীরের অনেকখানি অংশই বেশ উদারভাবে উন্মুক্ত করে রেখেছে।

'একটা ড্রিঙ্ক কিনে দেবে আমাকে?' মেয়েটার কণ্ঠে আমন্ত্রণ। 'কাউবয়দের খুব পছন্দ আমার।'

ব্রায়ান একখানা নোট ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'কিনে নাও,' বলল নিচু স্বরে। 'অন্য খেলা খেলব আমি আজ।'

নগ্ন কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'ভাগ্যদেবীকে জয় করা বড্ড কঠিন,' বলল সে। 'তার চেয়ে অনেক সহজ হত আমাকে জয় করা।' বুকের উপর থেকে ফ্রকটা আঙুলের ডগা দিয়ে টেনে একটু আলগা করে টাকাটা ভেতরে চালান করে দিল।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ব্রায়ান, মেয়েটা তার আস্তিন খামচে ধরল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটার চোখে কোমল দৃষ্টি।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি, বন্ধু; কিন্তু...হুইলে বেশি বাজি ধোরো না,' ফিস্‌ফিস্ করে খুব নিচু গলায় কথাক'টা বলেই আধপাক ঘুরে আরেকজন লোকের বাহুলগ্ন হয়ে ডান্সিং ফ্লোরের দিকে চলে গেল মেয়েটা।

রুলেট বোর্ড ঘিরে থাকা লোকজনের ভিড়ের ভেতর গিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে বুঝতে পারল, মেয়েটার সতর্কবাণী আসলে অমূলক নয়। হুইল ঘোরাচ্ছে যে লোক, সে-ই সবকিছু সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছে। ছোট ছোট বাজি সে জিতে নিতে দিচ্ছে; কিন্তু বড় বাজি ধরছে যারা, তারা প্রায় প্রত্যেকবার হারছে।

কয়েক ডলার কামিয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে বারে এসে দাঁড়াল মার্শাল। বছর চল্লিশেক বয়েসের উসকোখুসকো চেহারার প্রায় মাতাল এক লোক বারম্যানের সঙ্গে তর্ক করছে।

'তুমি তো আমাকে চেনো, বিল,' রুষ্ট স্বরে বলল লোকটা, 'অনেক টাকা খরচ করি আমি এখানে। আর এখন আমার পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে—তুমি আমাকে

একটা ড্রিঙ্ক বাকি দিতে চাইছ না!'

'এখানকার নিয়ম কী, তোমার জানা আছে, হাডি,' বলে বারম্যান বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে তার পেছনে সাঁটা বড় একটা নোটিস দেখিয়ে দিল। নোটিসে বড় বড় হরফে লেখা: 'নো ট্রাস্ট।'

'আমার সঙ্গে খাও একটা ড্রিঙ্ক,' ক্ষুব্ধ লোকটাকে আমন্ত্রণ জানাল ব্রায়ান। একটা ডলার বারম্যানের দিকে ঠেলে দিল।

'ভারী ভাল লোক তো হে তুমি,' বলতে বলতে হাডি সাগ্রহে বিলের বাড়িয়ে দেয়া গ্লাস আঁকড়ে ধরল।

'ও কিছু নয়,' অমায়িক হেসে বলল ব্রায়ান, 'আমারও ভারী তেষ্টা পেয়েছে।'

'বড় খারাপ জিনিস,' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল হাডি। 'একবার আমি তিন বছর মদ ছুঁইনি, তবু–' আচমকা থেমে গেল সে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ব্রায়ানের হাতের দিকে। 'তুমি অন্য লোক, কিন্তু ওর টোব্যাকো-বক্স দেখছি তোমার হাতে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'নাকি সেই রকমই আরেকটা…'

'এরকম বক্স আরও কারও কাছে দেখেছ নাকি?' সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মার্শাল।

'অবিকল এই জিনিস–তবে বহুকাল তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই আমার।'

'জঘন্য অবস্থা ঘরের ভেতর, বেশিক্ষণ এখানে থাকলে দম আটকে মারা পড়ব,' বলল ব্রায়ান। 'বাইরে টাটকা বাতাসে যাচ্ছি আমি। যাবে নাকি?'

গ্লাস খালি করে মার্শালের পেছন পেছন বাইরে বেরিয়ে এল মাতাল হাডি। প্রায় অন্ধকার রাস্তা, আশপাশের দু'একটা জানালা থেকে আলোর সামান্য আভা এসে অন্ধকার একটু ফিকে করেছে মাত্র।

'ওই টোব্যাকো-বক্সের মালিক কে ছিল জানতে পারলে বিশ ডলার দেব আমি,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ব্রায়ান।

মাতালের চোখদু'টো চকচক করে উঠল, বিশ ডলারের বদলে সে তো এখন জান কোরবান করে দিতেও রাজি।

বেশি কিছু বলার নেই। বছর দুয়েক আগে ব্রিঙ্কলিতে সেই লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তার–লোকটা নিজের নাম বলত 'রডনি হুভার'। পরে কী হয়েছে তার, জানে না হাডি।

কথাগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল ব্রায়ান। নামটা টোব্যাকো-বক্সের ঢাকনিতে খোদাই করা আদ্যক্ষরদু'টোর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। লোকটা সম্পর্কে বেশিকিছু জানে না হাডি। রেইনবো থেকে প্রায় একশো মাইল উত্তরে ব্রিঙ্কলি শহর। একটা জেলখানা আছে ওখানে। হাডির তিন বছরের বাধ্যতামূলক কৃচ্ছ্রতাসাধনের মর্ম খানিকটা আঁচ করতে পারল সে।

'হুভার কী করত ওখানে?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'জেল খাটত,' অম্লানবদনে জানাল হাডি। 'আরেক বন্ধু ছিল তার, গ্রেগ নামে–তবে গ্রেগের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।'

'চেহারা কেমন ছিল ওদের, বলো তো?'

'চেহারা?' বিমূঢ় দেখাল হাডিকে। 'ল্যাঠা হলো দেখছি–খোঁয়াড়ের ভেতর সব

Boighar.com

লোককে তো প্রায় একইরকম লাগে দেখতে। দু'জনই বেশ লম্বা-চওড়া ছিল, চেহারায়ও মিল ছিল বেশ।'

'দু'জনের একজনকেও আর কখনও দেখোনি?'

'নাহ্।'

আর কোন তথ্য লোকটার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে কথামত তার হাতে বিশ ডলার গুঁজে দিয়ে হোটেলে ফিরে এল ব্রায়ান।

অন্ধকার যখন মাত্র ফিকে হতে শুরু করেছে, ফুটি ফুটি করছে দিনের আলো–মার্শালের ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। কে যেন আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে কামরার দরজায়! একবার, দু'বার, বারবার। উঠে গিয়ে দরজা খুলল সে। বারটেণ্ডার দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন-মুখে।

'আজ সকালে কেউ একজন ফাঁসি যাচ্ছে,' চাপা গলায় বলল লোকটা। 'আমি হলে আর এক মুহূর্ত দেরি করতাম না। পেছনদিক দিয়ে রাস্তা আছে একটা আস্তাবলে যাবার। ঘরবাড়ির আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারো তুমি–কেউ দেখতে পাবে না।'

'খুনটুনের ব্যাপার মনে হচ্ছে?' মার্শাল বলল। 'আমার সঙ্গে সেসবের কী সম্পর্ক?'

'কোন সম্পর্ক নেই, আমার ধারণা। সেজন্যেই তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। লোকটাকে শেষবারের মত তোমার সঙ্গেই দেখা গিয়েছিল কাল রাতে, তুমি তাকে বাটারফ্লাইয়ের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে। কোথায় গিয়েছিলে তারপর?'

'ওই লোকের কথা বলছ? আমি তো তার সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। একটা খবর দিয়েছিল লোকটা আমাকে, তার বদলে আমি ওকে বিশ ডলার বকশিশ দিয়েছিলাম।'

'আজ ভোরে লাশ পাওয়া গেছে তার। তার নিজের ছুরি গাঁথা ছিল পিঠে, পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি। শেরিফকে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকজন, এবং ব্রুসকে ভাল করেই চিনি আমি–তোমার রক্ষা পাওয়ার কোন আশা নেই।'

'পালিয়ে গেলে খুনের দায়টা সোজা আমার ওপর এসে পড়ছে,' ধীরে ধীরে বলল ব্রায়ান।

'হয়তো তাই,' বারম্যানের গলা শুকনো গলায়। 'কিন্তু প্রাণে বেঁচে যাচ্ছে। এ-শহরের লোকজনকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি।'

বারম্যানের কথায় যুক্তি আছে, ভেবে দেখল ব্রায়ান। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি আস্তাবলে চলে গেল। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়ল শহর ছেড়ে।

তির্যক পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব প্রথম কয়েক মাইল পার হয়ে এল সে। তারপর মূল ট্রেইলে ফিরে এসে গতি কমিয়ে দিল। তাড়া করে কেউ আর ধরতে পারবে না। কোন্ পথে এসেছে সে, কারও জানার উপায় নেই–পেছনে ফেলে এসেছে শক্ত পাথুরে জমির বিস্তার।

মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। অনেকক্ষণ পর মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। 'নাহ্, সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।' তাড়া দিল ঘোড়াকে, 'পা একটু তাড়াতাড়ি চালা না, জ্যাস্পার–নাশতা খেতে হবে। খালি পেটে চিন্তাভাবনা আমি একদম করতে পারি না, মাথা খোলে না মোটেই।'

চোদ্দ

'লাশ কোথায়?' মার্শাল ঘোড়া থেকে নামতেই বেন বলে উঠল তামাশার সুরে।

'রেখে এসেছি,' ব্রায়ান সত্যি কথাই বলল। এবং তারপর তালা দিয়ে ফেলল মুখে।

তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করে এনে দিল জিমি। একটাও কথা না বলে মার্শাল সমস্ত খাবার যত্নের সাথে চেটেপুটে সাবাড় করল।

'পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে তোমার দেহযন্ত্রকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা তো সম্পন্ন হলো,' বেন গাম্ভীর্যের সাথে বলল। 'আর কিছু চাই তোমার?'

'হ্যাঁ, একটা সিগারেট,' মুচকি হাসল ব্রায়ান, তামাকের সরঞ্জাম বের করল পকেট থেকে। সিগারেট রোল করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'রডনি হুভার নামের কোন রত্নের কথা শুনেছ কখনও?'

বেন, জিমি দু'জনই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

'লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলল মার্শাল। 'এই টোব্যাকো-বক্সটা তারই। আরও একটা কাজ আছে। ব্রিট কুইগলি নামের ওই হাড়-জিরজিরে বুড়ো উকিল গ্রেগকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে–খোঁজখবর করে দেখতে হবে, ভেতরের রহস্যটা কী।'

বেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছিল। 'সে সুযোগ তুমি এখুনি পেয়ে যাচ্ছ,' বলে উঠল সে। 'গ্রেগ প্রাইসকে দেখতে পাচ্ছি আমি–সানশাইনের দিকে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি! বাহ্, বাহ্,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মার্শাল। 'তোমরা দু'জন থাকো এখানেই, ভিড় করা ঠিক হবে না।'

সেলুনে পৌঁছে ব্রায়ান দেখল, পেসকট এবং গ্রেগ ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

'এসো, এসো, মার্শাল,' গ্রেগই প্রথম উষ্ণ সম্ভাষণ জানাল, 'তুমি এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। পিটারের সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝির একটা ইতি ঘটাতে চাইছিলাম–তোমার সঙ্গেও সেটা হওয়া দরকার। ম্যাট সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ছিল আমার। আসলে লোকটা পাক্কা শয়তান। ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে আমার; এরই মধ্যে ভোগান্তি কম হয়নি আমার ওর জন্যে।'

সেলুনকীপারের সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে ব্রায়ানের চোখাচোখি হলো। চোখে পড়ে কি পড়ে না, এমনভাবে সামান্য মাথা নোয়াল প্রেসকট।

Boighar.com

'সে তো খুব ভাল কথা, মিস্টার প্রাইস,' সোৎসাহে বলে উঠল মার্শাল, চেহারায় অকপট সারল্য। 'শুধু শুধু আক্রোশে পুষে রাখবার লোক আমি কোনদিন ছিলাম না।'

'বেশ, বেশ,' আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলল গ্রেগ। 'গ্লাস ভর্তি করো, পিটার।'

সেলুনকীপার তিনটে গ্লাস সাজিয়ে দিল। বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল সেগুলোর ভেতর।

একটা গ্লাস হাতে তুলে নিল র‍্যাঞ্চার। অসহায় একটা হাসি উপহার দিল। 'অবশ্য চার্লস্ লেভিনের সঙ্গে আপোষ করা আমার জন্যে খুব উপাদেয় হবে না–কিন্তু না করেই বা উপায় কী!'

নিজের গ্লাস তুলে ধরল মার্শাল। 'ভুল বোঝাবুঝির অবসানের উদ্দেশে–'টোস্ট করল সে।

কথাবার্তার ফাঁকে গ্রেগ চুরুট চাইল। চুরুটের বদলে মার্শাল বের করল সিগারেটের সরঞ্জাম।

পেতলের টোব্যাকো-বক্সটা দেখামাত্র ভূত দেখার মত চমকে উঠল গ্রেগ। কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মুখে সহজ একটা ভাব ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'বাহ্, বেশ তো ওটা,' অবশেষে স্বর বেরোল তার, কিন্তু কেমন যেন শুকনো নিষ্প্রাণ। 'কোথায় পেয়েছ?'

'এই তো ক'দিন আগে হঠাৎ পেয়ে গেলাম,' তৈরি ছিল মার্শালের জবাব।

'এ-রকম নাকি শয়ে শয়ে পাওয়া যায়; কই, আমি তো কোথাও পেলাম না আজ পর্যন্ত–এই প্রথম চোখে দেখছি। কত চাই তোমার, বলো?'

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল মার্শাল। দাঁত বের করে হাসল। 'ভারী পছন্দ হয়ে গেছে আমার জিনিসটা। তামাকও বেশ ভেজা ভেজা থাকে।' সিগারেট ধরিয়ে বাক্সটা আবার পকেটে রেখে দিল সে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'শুনেছি, পাইনটপ শহরটা দিন দিন দেখার মত হয়ে উঠছে। একদিন বেড়াতে যাব ভাবছি।'

'বহুদিন যাইনি ওদিকে,' অবলীলায় মিথ্যে কথা বলল গ্রেগ। 'কী-ই বা আছে তেমন দেখার মত। শুধু সেলুন আর ডান্স-হল গিজগিজ করছে।' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার মুখ খুলল, 'বুঝলে–ভাবছি, এবার একটু স্থির হয়ে বসতে হয়। নিজের একটা মেয়েমানুষ চাই আগে সেজন্যে।'

'আচ্ছা?' সেলুনকীপার মুখ খুলল। 'কনে খোঁজার ইচ্ছে থাকে যদি এদিকে, তা হলে বলি, রেইনবো সেদিক থেকে একেবারে খাঁখাঁ মরুভূমি।'

'কী যে বলো!' প্রেসকটের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল গ্রেগ। 'একটাই মাত্র মেয়ে আছে এ-তল্লাটে, যার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাব আমি, এবং সে এই শহরের মেয়ে–ইভলিন রয়েস।' শ্রোতাদু'জনের কেউ কোন মন্তব্য না করায় সাগ্রহে যোগ করল, 'যেখানে আজ তার থাকবার কথা ছিল, সেখানেই সে ফিরে যাবে–দারুণ একটা ব্যাপার হবে সেটা তার জন্যে।'

'হুঁ, কিন্তু আমি বোধ হয় শুনেছি, এ-ব্যাপারে মেয়েটা খুব একটা উৎসাহ

দেখায়নি,' সেলুনকীপার বলল।

'ও কিছু নয়। সেদিন পেটে একটু বেশি পড়ে যাওয়ায় আমি সামান্য বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। সে যাক, আবার যাচ্ছি আমি তাকে কথাটা বলতে। রুটির কোন্ পিঠে মাখন, বুঝবে সে আশা করি।'

'হ্যাঁ,' ব্রায়ান যোগ করল, 'হয়তো মনেই থাকবে না, পেটে যাবে দু'পিঠই।'

কীভাবে নেবে মন্তব্যটা, গ্রেগ চট্ করে স্থির করে উঠতে পারল না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে নিল, ঠাট্টাচ্ছলে বলেছে মার্শাল কথাটা। একগাল হেসে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মার্শাল আর সেলুনকীপার।

'নিশ্চয় ও ধরে নিয়েছে, আক্কেলদাঁত গজায়নি আমাদের এখনও,' প্রেসকট মুচকি হেসে বলল।

গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে দু'জন, হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঢুকল বেন।

'মিসেস রয়েসের ওখানে ঢুকেছে গ্রেগ,' অস্থির স্বরে জানাল সে। 'মতলবটা কী ওর?'

'সাধারণের খাবার জায়গা ওটা—হয়তো খেতেই গেছে,' মার্শাল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল। 'আর একান্তই যদি জানতে চাও, তা হলে বলি, সে গেছে মিসেস রয়েসকে ডাব্‌ল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চ উপহার দেবার প্রস্তাব নিয়ে—সেইসঙ্গে নিজের অতিশয় অযোগ্য মনুষ্য জীবন তো নিবেদন করবেই।'

ক্ষিপ্রহাতে হোলস্টারে ভরা রিভলভারটা ঢিলে করে নিল বেন। পা বাড়াল দরজার দিকে।

মার্শাল পথ আগলে দাঁড়াল। 'আমাদের ভদ্রমহিলাটি নিজের ব্যাপার নিজেই সামলাতে পারবে। তা ছাড়া, তুমি কী অধিকারে নাক গলাতে যাবে?'

বেনের কোন উত্তর নেই। কোন কথা না বলে সে আত্মমগ্নভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পনেরো মিনিটও পার হয়নি, ওরা দেখতে পেল, দুমদাম পা ফেলে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল গ্রেগ। একলাফে চেপে বসল নিজের ঘোড়ার পিঠে, পরমুহূর্তে স্পার আর চাবুক দিয়ে অসহায় জানোয়ারটাকে নির্দয়ভাবে পীড়ন করতে করতে ভয়ঙ্কর বেগে রাস্তা দিয়ে ছুটে চোখের আড়াল হয়ে গেল। ভুলেও একবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়নি সে।

'পাদ্রী আনতে গেল বলে তো ঠিক মনে হলো না,' ব্রায়ানের সকৌতুক মন্তব্য।

'মুখখানা দেখেছ ওর?' নিজের মুখখানা উজ্জ্বল করে বলল বেন।

'দেখেছি। নিশ্চয় যা বলার পরিষ্কার বলে দিয়েছে মিসেস রয়েস।'

'সেভাবে বলা তাকে দিয়ে কখনও হয় না,' হেসে বলল বেন, এবং পরক্ষণে ছেলেমানুষের মত লজ্জায় কাঁচমাচু হয়ে উঠল। 'মানে, আমি বলছিলাম কী—'

'তোমার যা বলার তুমি পরিষ্কারই বুঝিয়ে দিচ্ছ,' কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল মার্শালের চোখে। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'এখনও মিসেস রয়েসের সঙ্গে গ্রেগের বোঝাপড়া শেষ হয়নি।'

Boighar.com

মিথ্যে বলেনি মার্শাল। দুর্দান্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে যেতে যেতে ইভলিন রয়েসের কথাই ভাবছে উন্মত্তপ্রায় গ্রেগ। মেয়েটা প্রথমে শান্তভাবে তার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনেছে, তারপর দ্বিধাহীনভাবে কয়েকটামাত্র শব্দে পরিষ্কার নাকচ করে দিয়েছে তার লোভনীয় প্রস্তাব। দ্বিতীয়বার কিছু বলার বিন্দুমাত্র অবকাশ রাখেনি।

ডাবল্ অ্যারোয় পৌঁছেই লোগানকে জরুরী খবর পাঠাল গ্রেগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে দেখা করার জন্যে। কয়েক ঘণ্টা পর যখন লোগান এসে পৌঁছুল, তখনও ঠিক একইরকম আক্রোশে অধীর, উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে র‍্যাঞ্চার।

'আমাকে দরকার?' লোগান জানতে চাইল।

'তোমাকে একটা কাজ দেব—যদি করতে চাও। না করতে চাইলে আসতে পারো, অন্য লোক দেখব আমি।'

'বেশ, তা-ই দেখো না হয়,' অবহেলায় কথাটা বলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল লোগান।

ভাঁওতা দিতে গিয়ে এভাবে ফেঁসে যাবে, ভাবতে পারেনি গ্রেগ। 'বেকুবের মত কথা বোলো না,' বিব্রত গলায় বলল সে। বোতলটা টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল। 'ভাল পয়সা কামাবার সুযোগ পাচ্ছ তুমি কাজটা হাতে নিলে। বোসো এদিকে, গলায় ঢালো একটু।'

দু'টোর একটাও করল না লোগান। কলকাঠি এখন তার হাতে, যতদূর সম্ভব ফায়দা লুটে নিতে হবে।

'কত?' জানতে চাইল সে।

'এক হাজার ডলার।'

'মাথাপিছু একশো ডলারের মত,' লোগান ঠোঁট বাঁকাল, 'হাতের ময়লা। কাজটা কী, শুনি?'

সংক্ষেপে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল গ্রেগ। লোগান চুপচাপ শুনে গেল—সেইসঙ্গে মনে মনে তলিয়ে দেখল, ব্যাপারটার সঙ্গে তার নিজের পরিকল্পনার কোন বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা আছে কিনা। যখন বুঝল সবদিক থেকে বরং সুবিধাই হবে তার, চেয়ার টেনে বসে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিল।

'মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাও তুমি সত্যি সত্যি?'

'অবশ্যই। যাকে বলে, প্রকাশ্যে জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে করব। শুধু এই বিশেষ ব্যবস্থাটুকু করতে হচ্ছে যাতে ওর পক্ষে মনস্থির করা সহজ হয়।'

'তোমার হয়তো ভাবনার কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হচ্ছে,' লোগান বলল।

'তার মানে, বলতে চাও, টাকার পরিমাণটা তোমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না—তাই তো?'

'গ্রেগ, মাঝে মাঝে তুমি সত্যি দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দাও,' চওড়া হাসি হেসে বলল লোগান। খুব মজা পাচ্ছে সে।

গ্রেগ ভাবল কিছুক্ষণ। 'ঠিক আছে, দ্বিগুণ করে দিচ্ছি অঙ্কটা,' বলল তারপর।

'কিন্তু তার বেশি আর এক পয়সাও নয়।'

মাথা কাত করে সম্মতি জানাল লোগান। সময় আসুক, তারপর যা করার করবে। 'টাকাটা কখন পাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সে।

'আমি যখন মাল বুঝে নিচ্ছি। তোমরা ওকে জিম্মি রাখছ, আমি আসছি উদ্ধার করতে–মুক্তিপণ নিয়ে। কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা ওর, তাই না? তোমাদের ভূমিকা তোমরা ঠিকমত পালন করলে কৃতার্থ না হয়ে যায় না সে। মরণের চেয়েও খারাপ একটা জিনিসের ভয় ঢুকিয়ে দেবে মনে, বুঝেছ?'

'বুঝিনি আবার!' দাঁত বের করে হাসল লোগান। 'দিনক্ষণ ঠিক করেছ কিছু?'

'না,' বলল গ্রেগ। 'তোমরা তৈরি হয়ে থাকো, সময় হলেই আমি খবর দেব।'

শেষ একটা চুমুকে গ্লাস খালি করে লোগান উঠে দাঁড়াল। 'কাজটা তাড়াতাড়ি সারলেই ভাল,' বলল সে, 'আমাদের পকেট প্রায় ফাঁকা।'

চলে গেল লোগান। গ্রেগ নতুন আরেকটা বোতলের ছিপি খুলল।

পরদিন সকালে ভয়ানক মাথাব্যথা এবং তারও চেয়ে ভয়ানক বদমেজাজ নিয়ে ঘুম থেকে উঠল গ্রেগ প্রাইস। পরপর দু'কাপ কালো কফি খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলো সে। তবু লিভিং-রুমে অপেক্ষমাণ ব্রিট কুইগলির সঙ্গে দেখা করার জন্যে যখন সেখানে হাজির হলো, তখনও তার পা-দু'টো টলমল করছে।

উকিলের পিঙ্গল চোখদু'টো প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে গ্রেগকে আপাদ-মস্তক লক্ষ করল। 'মদ গিলেই তুমি রসাতলে যাবে,' খনখনে গলায় বলে উঠল বুড়ো।

তার দিকে তাকিয়ে পেঁচার মত চোখ পিটপিট করল গ্রেগ। 'একটা বিশেষ উপলক্ষ ছিল,' জবাব দিল সে। 'আমার আসন্ন বিয়ের কথা ভেবে একটু–'

'রাজি হয়েছে মেয়েটা?' ঝুঁকে এল উকিল।

'এখনও হয়নি, তবে হতে আর বেশি বাকিও নেই। ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বুঝলে?'

'বুঝলাম। বুঝলাম, তুমি এখনও মাতাল হয়ে আছ।' কটমট করে গ্রেগের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কুইগলি, 'বলো, কী ব্যবস্থা করেছ?'

সোৎসাহে নিজের পরিকল্পনা বর্ণনা করতে শুরু করল গ্রেগ। শুনতে শুনতে কুইগলির মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল, বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখদু'টো। র‍্যাঞ্চারের সেদিকে খেয়াল নেই। কথা শেষ করে বিজয়ীর ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'কেমন মনে হচ্ছে বলো দেখি?'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কুইগলি। 'শুধু মাতাল হওনি তুমি, উন্মাদও হয়ে গেছ,' রাগে ফেটে পড়ল সে। 'এই কাণ্ড করে তুমি কী করে পার পাবে শুনি? তোমার নাম থেকে দুর্গন্ধ ছুটবে।'

'কানে শুনতে পাচ্ছ না তুমি ঠিকমত,' গ্রেগ পাল্টা টিটকারি দিল। 'নাটকের ভিলেন হচ্ছে ম্যাট; আমি শুধু দয়াপরবশ হয়ে অবলা অসহায়া নারীর উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি তার মুক্তিপণ নিয়ে।'

এমন সময় বাইরে দ্রুতধাবমান পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, কে যেন দৌড়ে আসছে। পরমুহূর্তে লিভিং-রুমের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল গ্রেগের একজন লোক।

Boighar.com

'বস্, একটা খবর দিতে এলাম। আজ সকালে মার্শাল ব্রিঙ্কলি রওনা হচ্ছে।'

র‍্যাঞ্চারের মুখে বিস্ময় এবং শঙ্কা দুই-ই ফুটে উঠল। 'ব্রিঙ্কলি? সেখানে তার কী কাজ?'

লোকটা দু'হাত দু'পাশে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে ঠোঁট ওল্টাল। 'বলেনি সে আমাকে—বোধ হয় ভুলে গেছে বলতে।'

অনেক কষ্টে রাগ সংবরণ করল গ্রেগ, ঠোঁটের একেবারে প্রান্তে এসে আটকে গেল ক্রুদ্ধ গালাগাল। আউটফিটের কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের সময় এটা নয়।

'একা?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

ওপর-নীচে মাথা ঝাঁকাল তার চেলা।

লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে বসে রইল গ্রেগ। 'হয়তো ভয়ের কিছুই নেই,' বলল শেষ পর্যন্ত, 'এমনি বেড়াতে যাচ্ছে।'

'মনে হয় না,' কুইগলি বলল। 'তুমি হাডি নামের কাউকে চিনতে?'

'ন্-নাহ্,' গ্রেগ জবাব দিল।

'আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে কী লাভ?' ধারাল গলায় তিরস্কার করল উকিল। 'হাডির সঙ্গে তোমার জানাশোনা হয়েছিল কোথায়? ব্রিঙ্কলিতে?' গ্রেগকে ইতস্তত করতে দেখে যোগ করল, 'তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না, খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তোমার অবস্থা।'

'"আমাদের অবস্থা" বলাটাই বোধহয় ঠিক,' গ্রেগ শুধরে দেয়ার চেষ্টা করল।

শীর্ণ কাঁধদু'টো ঝাঁকাল কুইগলি। 'পুরো জবাব সাজানো আছে আমার,' বলল সে। 'কিন্তু তোমার অবস্থা ভেবে দেখেছ? মার্শাল যদি অতীত খুঁড়ে বের করে ফেলে কিছু...'

'হাডি আমাকে কখনও...মানে, ওই সময়ের পর আর কোনদিন দেখেনি; দেখলে ঠিক এসে হাজির হয়ে যেত,' গ্রেগ যুক্তি দেখাল। 'শুধু শুধু ভয় পাচ্ছি বোধহয় আমরা।'

'ব্রায়ানের মত লোক শুধু হাওয়া খাওয়ার জন্যে দু'শো মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে যাবে না,' উকিল বলল। 'একটাই মাত্র উপায় আছে এখন হাতে—তোমার পরিকল্পনাটা কাজে লাগানো।'

'সেকী! মত পাল্টে ফেললে?'

'অবস্থা বদলে গেলে মত পাল্টাতে হয় বইকী!' গম্ভীরভাবে বলল কুইগলি। 'ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তা নয়। তবে যদি কাজটা করো, হয়তো হাতে রাখতে পারবে ডাব্‌ল্ অ্যারো; যদি করতে না পারো, তবে একটাই পথ খোলা থাকবে তোমার জন্যে: কোরালের সবচেয়ে তেজী ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে যতদূর সম্ভব সরে পড়া।'

র‍্যাঞ্চার রক্তচক্ষু মেলে অস্থিচর্মসার বিদঘুটে কুঁজো লোকটার দিকে চেয়ে রইল। ওই লোক বলতে চাইছে, তার যা-কিছু আছে, এমনকী হয়তো নিজের জীবন পর্যন্ত এখন নির্ভর করছে একটিমাত্র বেপরোয়া চালের ওপর।

শিরদাঁড়া খানিকটা সোজা হলো কইগলির। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে

আমাদের,' নিজেকেও অভিযানের অংশীদার করে নিল সে, 'ওই বন্দুকবাজ মার্শাল ফিরে আসবার আগেই কাজ সারতে হবে। তার মানে, আজ রাতেই।'

'এখুনি ম্যাটকে খবর পাঠাচ্ছি আমি,' বলে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল গ্রেগ। একটু পরেই মুখে সন্তুষ্টির হাসি নিয়ে ফিরে এল। 'তা হলে সব পাকাপোক্ত হয়ে গেল। কাল আমি আর ইভলিন পাইনটপে গিয়ে শুভ কাজ সেরে ফেলব। তা হলেই–'

'হ্যাঁ, তা হলেই সবাই বুঝে নেবে, তুমিই তাকে গুম করিয়েছ–গলা পর্যন্ত আটকে যাবে চোরাকাদায়,' গ্রেগের উচ্ছ্বাসে রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠল কুইগলি। 'শোনো: খবরটা যখন কেউ তোমাকে দেবে, তখনই তুমি পাবে–তার আগে নয়। এবং খবরটা শুনে ঠিকমত অবাক হওয়া চাই। কয়েকদিন চুপচাপ কাটবে, তারপর মেয়েটার একমাত্র স্বজন হিসেবে তুমি মুক্তিপণের দাবির চিঠি পাবে।'

'তার আগেই যদি লোকজন মেয়েটাকে খুঁজে বের করে ফেলে?'

'সেটা কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না। মেয়েটাকে তুমি উদ্ধার করে আনলে রেইনবোর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আবার ভাল হয়ে যাবে। তোমার স্বভাবসিদ্ধ আহাম্মকির কারণে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সে তো আর বলার নয়। একটা গাধাও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে।'

'ব্রিট, শুধু শুধু আমার ওপর এত হম্বিতম্বি করার মানেটা কী?' অভিমানাহত গলায় প্রতিবাদ জানাল গ্রেগ। 'এমনিতেই আমার মাথার ঠিক নেই–বোতল একটু বেশি টেনে ফেলেছি বোধহয়। তুমি আমার জন্যে কত কী করেছ, আমি কি সেসব ভুলে যাচ্ছি?'

'না ভুললেই ভাল করবে,' গম্ভীর স্বরে বলল কুইগলি। 'মনে রেখো, আমিই বস্; বুঝে-শুনে চলতে হবে তোমাকে, আমার হুকুমেই সব চলবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'যখন যা হয় আমাকে জানিয়ো।'

বেরিয়ে গেল কুইগলি। গ্রেগ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ঘোড়ার পিঠে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে কালো কোট পরা জবুথবু মূর্তিটা ধীরে ধীরে সামনের সমতল জায়গাটা পার হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

কেন যেন গা ছমছম করে উঠল গ্রেগের। কাঁপা কাঁপা হাতে বোতলটা তুলে নিয়ে গ্লাসের ওপর উপুড় করে ধরল। গ্লাসের কিনারা ছাপিয়ে উপচে পড়ল অনেকখানি মদ।

পনেরো

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে রেইনবো শহর। পাঁচজন মুখোশধারী অশ্বারোহী শহরের উপকণ্ঠে এসে থামল। তাদের সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ঘোড়া রয়েছে।

সবাই নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ঘোড়াগুলোর কাছে পাহারায় রইল

Boighar.com

দু'জন। বাকি তিনজন শহরের রাস্তা ধরে সাবধানে এগিয়ে চলল।

রেস্তরাঁর পেছনে এসে দাঁড়াল তিন মুখোশধারী। অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, দরজাটা অত্যন্ত মজবুত।

'জোর খাটিয়ে খুলতে গেলে শব্দ হবে,' একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল পাশে দাঁড়ানো লম্বা লোকটার উদ্দেশে।

'গর্দভ নই আমি, ভারনন,' উত্তর দিল দীর্ঘদেহী দলপতি। 'এ-দরজার তালার দু'টো চাবি ছিল। একটা এখনও আছে আমার কাছে।'

অন্ধকারে দরজার ওপর ঝুঁকে পড়ল লম্বা দেহটা। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘষা খাওয়ার মৃদু কর্কশ আওয়াজ হলো। খুলে গেল দরজা।

বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে তিনজন ভেতরে ঢুকে পড়ল। সন্তর্পণে এগোল বেডরুমের দিকে। অন্ধকারে দু'ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না। বেডরুমে ঢুকতে গিয়ে একজন হোঁচট খেলো হঠাৎ।

'কে?' ভয়ার্ত নারীকণ্ঠ ভেসে এল অন্ধকারে।

সঙ্গে সঙ্গে লোগানের কর্কশ হাত মিসেস রয়েসের মুখ চেপে ধরল। 'আর একটাও যদি শব্দ করেছ, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে,' হিস্‌হিস্ করে বলল সে। হাত সরিয়ে নিল মুখ থেকে। 'কাপড় পরে নাও। আর যদি ছেলের জীবন বাঁচাতে চাও, আবার বলছি, একদম মুখ বুজে থাকো। ভাল করে কাপড়চোপড় জড়িয়ে নাও গায়ে—বাইরে খুব ঠাণ্ডা।'

'আমার ছেলে কোথায়?' আশঙ্কায় কেঁপে গেল মিসেস রয়েসের গলা। 'কী করেছ তোমরা ওকে নিয়ে?'

'তোমাকে কথা বলতে বারণ করেছি আমি,' কঠিন স্বরে বলল লোগান। 'নিরাপদেই আছে তোমার বাচ্চা—এখন পর্যন্ত। ওকে নিয়ে কী করব আমরা, সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তাড়াতাড়ি করো—পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।'

ঘরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট ছায়াগুলো সরে গেল। উন্মাদের মত অসম্ভব ত্রস্ত হাতে কাপড়চোপড় পড়ছে ইভলিন রয়েস, ভয়ে বুক ঢিপ্‌ঢিপ করছে তার। কারা এরা? কী চায়? দলপতি লোকটা গলার স্বর বিকৃত করে কথা বলছে—কেমন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে তার কথার সুর।

দরজা খুলে গেল আবার। 'সময় শেষ।'

'কোথায় নিয়ে যাবে তোমরা আমাকে?' সাহস করে জিজ্ঞেস করল ইভলিন রয়েস।

'সময় হলেই জানতে পাবে।'

ফুঁপিয়ে উঠল ইভলিন। নিরাশায় ছেয়ে গেছে তার মন। নিজেকে এদের ইচ্ছের কাছে সঁপে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রেস্তরাঁ থেকে বের করে ওরা তাকে নির্জন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে শহরের বাইরে ঘোড়াগুলোর কাছে নিয়ে গেল। তারপর তুলে দিল অতিরিক্ত ঘোড়াটার পিঠে। রাতের অন্ধকারে দীর্ঘ অনিশ্চিত যাত্রা শুরু হলো। একবার চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখল ইভলিন—বাচ্চার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না। অবশ্য একজন ঘোড়সওয়ার অনেকখানি দূরত্ব রেখে সবার পেছন পেছন আসছে,

বইঘর.কম

হয়তো ওরই কাছে আছে বেনজামিন···

আশঙ্কায়-দুর্ভাবনায় ইভলিনের হাত-পা শীতল হয়ে এসেছে। পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছে না সে কিছুই, আকস্মিক এই বিপর্যয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। শিথিল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে জিনের ওপর।

চলছে তো চলছেই। থামার কোন লক্ষণ নেই। ইভলিনের মনে হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা একইভাবে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ আছড়ে পড়া জলের ক্ষীণ শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সে। দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। তার মানে, সিলভার স্ট্র্যান্ডের আশপাশে কোথাও রয়েছে ওরা এখন–ওটা ছাড়া এদিকে আর কোন জলপ্রপাত নেই। তা হলে কি তাকে ডাবল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? গ্রেগেরই কাজ এটা? কিন্তু দলপতি লোকটা গ্রেগ নয়, তার গলা একেবারেই অন্যরকম।

সিলভার স্ট্র্যান্ড গড়িয়ে নেমেছে যে-পাথর প্রাচীরের ওপর দিয়ে, সেটা পার হয়ে ওরা উত্তরে বাঁক নিল। দীর্ঘ একটা ঢাল বেয়ে উঠে জলপ্রপাতের ওপরের নদী পার হয়ে পাহাড়ী এলাকার দিকে রওনা হলো। পাষাণের মত ভারী হয়ে উঠল ইভলিনের বুক। দুর্গম ওই বিপদসঙ্কুল অঞ্চলের অনেক গল্প সে শুনেছে। দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল, গরুচোর আর আউট-লরা ওখানেই পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে।

ভোর হয়ে এসেছে। নিজের অজান্তেই ব্যাকুল চোখে বারবার পেছন ফিরে চাইছে ইভলিন। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নেই। আবছা আলোয় পেছনের ঘোড়সওয়ারকে ধূসর একটা ছোপের মত লাগছে শুধু।

'ঘোড়ার ওপর চোখ রাখো,' কর্কশ একটা কণ্ঠ নির্দেশ দিল। 'সামনে সবচেয়ে কঠিন রাস্তা।'

সেই দীর্ঘদেহী দলপতি লোকটা।

লোকটাকে তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখল ইভলিন। কে হতে পারে, ভেবে পেল না। চোখ ফিরিয়ে নেবে, হঠাৎ উদ্ঘাটিত হয়ে গেল তার পরিচয়।

ম্যাট লোগান!

ঘোড়ার পা হড়কে যাচ্ছিল বলে চট্ করে লাগাম টেনে ধরেছিল সে। তখুনি মুহূর্তের জন্যে ইভলিনের চোখ পড়েছে তার হাতের উল্টোদিকের একটা সাদা দাগের ওপর। পুরনো একটা ক্ষতচিহ্ন–মাত্র ক'দিন আগেও ইভলিন একবার খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছে ওটা।

আবিষ্কারটা মোটেই স্বস্তিদায়ক হলো না।

শ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে ইভলিন। উৎকণ্ঠায় ছেয়ে আছে মন। বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে; পরিষ্কারভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। চোখের সামনে এখন শুধু দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য খাড়া কালো গাছের গুঁড়ির অন্তহীন মিছিল। সেগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নির্ভুলভাবে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে দলটা। পরিবর্তনহীন এই দৃশ্যপটের কেমন একটা সম্মোহনী প্রভাব রয়েছে। ইভলিনের মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে একইভাবে এগিয়ে চলেছে ওরা–এই দীর্ঘ যাত্রার যেন শেষ নেই।

Boighar.com

'নামো!'

কর্কশ হুকুমটা কানে যেতেই সংবিৎ ফিরে পেল ইভলিন। কখন দলটা থেমে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি। অন্ধকার জঙ্গল ছেড়ে আলোকিত একটা খোলা জায়গায় এসে পড়েছে ওরা। সামনে মজবুত একটা দোতলা কাঠের বাড়ি।

ঠাণ্ডা এবং ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে গেছে ইভলিনের হাত-পা। নামতে চেষ্টা করছে, পারছে না। লোগান এগিয়ে এসে তাকে জিন থেকে তুলে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকটার হাতের স্পর্শে ঘৃণায় রিরি করে উঠল তার সর্বাঙ্গ। মুহূর্তে শক্তি ফিরে পেল সে, ছিটকে দূরে সরে গেল।

লোগান আবার এগিয়ে এসে তার একখানা হাত চেপে ধরল—হাঁটতে সাহায্য করবে।

হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ইভলিন। 'আমি—একাই—হাঁটতে পারব...'

কিন্তু লোগান হাত ছাড়ল না। প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল তাকে বাড়ির ভেতর। বড় একটা ঘর পেরিয়ে বিদঘুটে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। ছোট একটা কামরায় ঢুকল দরজা ঠেলে। ভেতরে খড়ের গদিপাতা বিছানা। গোটাকতক সস্তা কম্বল বিছানো তার ওপর।

'আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা নেই,' বলল লোগান, 'তবে বেশিদিন থাকতে হবে না তোমাকে এখানে, যদি বোকামি না করো।'

বেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল সে। পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এল সে আবার। হাতে হুইস্কিভর্তি একটা গ্লাস।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ইভলিন। খাবে না।

'খাও,' হুকুমের সুরে বলল লোগান। 'অসুস্থ মেয়েমানুষ নিয়ে কারবার করতে চাই না আমি।'

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে ইভলিন ঝাঁঝাল পানীয়টুকু কোনরকমে গলায় ঢেলে দিল। দম আটকে যাবার উপক্রম হলো তার। কিন্তু একটু পরই ঠাণ্ডা অসাড় শরীরে সতেজ একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল।

'আমার ছেলেকে দাও এখন,' বলল সে। 'তোমরা যা বলেছ, করেছি।'

'করতে থাকো, পাবে ওকে—পরে।' মুখোশের ফুটো দিয়ে চেয়ে চোখ টিপল লোগান, 'কথা না শুনলে তোমাকে একটু বিশেষরকম শিক্ষা দেবার ইচ্ছে আছে—এবং আশা করছি, কথা শুনবে না তুমি। বোঝা গেছে?' বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

দু'হাতে মুখ গুঁজে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল ইভলিন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তালার ভেতর চাবি ঘোরানোর মৃদু তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন চিৎকার করে জানিয়ে দিল তার নিরুপায় অসহায় অবস্থার কথা। যতক্ষণ বেনজামিনকে ওরা হাতে রাখছে, ওরও হাত-পা বাঁধা থাকছে ততক্ষণ। যা বলবে ওরা, তা-ই করতে হবে।

যখন গন্তব্যে পৌঁছুল ব্রায়ান, তখন রাত প্রায় নেমে এসেছে। ব্রিস্কলি শহরটাকে

যত বড় ভেবেছিল সে, শহরটা আসলে তারও চেয়ে বড়। অন্যান্য ছোটখাট শহরের মত বড় রাস্তা মাত্র একটা নয় এখানে; এবং সব রাস্তাই লোকে গিজগিজ করছে। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে অসংখ্য দোকানপাট আর বড় বড় সেলুন। অন্য সময় হলে শহরের এই নয়নাভিরাম দৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকত মার্শালকে। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চেপে দীর্ঘ একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসে অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে সে, এখন আর ঘোরাঘুরি করার ইচ্ছে অবশিষ্ট নেই। তা ছাড়া নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে বেড়াবার বাসনাও নেই তার। কাজেই সোজা ছোটখাট একটা হোটেলে ঢুকে একটা কামরা ভাড়া করল সে। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে। শহর থেকে জেলখানা বেশি দূরে নয়, বড়জোর আধ মাইল হবে। সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

লোহার ফটকের সামনে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ব্যক্ত করল মার্শাল। ছোট্ট একটা সেলের মত কামরায় তাকে বসতে দেয়া হলো। দু'খানা লম্বা কাঠের বেঞ্চ আর একটা টেবিল ছাড়া কামরায় আর কোন আসবাব নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ডাক পড়ল। পথ দেখিয়ে তাকে প্রশস্ত একটা আঙিনা ছাড়িয়ে জেলখানার মূল ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো।

যে-কামরায় এসে ঢুকল মার্শাল, সেটা আগের ছোট কামরাটা থেকে একেবারেই আলাদা। চমৎকার সাজানো-গোছানো একটা অফিসঘর এটা। সার সার বইয়ে দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে। চেয়ারগুলোর দিকে চাইলে বসতে ইচ্ছে করে—সামনে চামড়া-মোড়ানো একটা প্রকাণ্ড ডেস্ক। ডেস্কের পেছনে বছর পঞ্চাশেক বয়সের পাকাচুল এক ভদ্রলোক বসে আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে অতিথিকে।

'বসুন, মার্শাল,' কথা বলে উঠল লোকটা। 'বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি।'

'আমি বিশেষ একটা ব্যাপারে খোঁজখবর করছি,' ব্রায়ান বলল, 'ভাবলাম, আপনি হয়তো কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন।'

'অবশ্যই চেষ্টা করব আমি। বলুন, কী জানতে চান।'

'শুনেছি, কয়েক বছর আগে এখানে গ্রেগ প্রাইস নামের একজন লোক জেল খেটেছে। কথাটা ঠিক কিনা জানা দরকার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের দেয়ালের দিকে চলে গেল ওয়ার্ডেন। শেলফ থেকে ভারী একটা রেজিস্টার নামিয়ে পাতা উল্টে চলল একের পর এক। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার হাতদু'টো। 'এই যে, গ্রেগ প্রাইস, কেরানি—যে-ব্যাঙ্কে চাকরি করত, সেখানেই ডাকাতি করেছিল। বিচারে জেল হয়েছিল দু'বছরের। ছবিও আছে তার, দেখতে পারেন।'

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে রেজিস্টারখানা নিল মার্শাল। কিন্তু ছবিটার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। 'এ-লোক তো গ্রেগ প্রাইস নয়,' হতাশ সুরে বলে উঠল।

Boighar.com

'জেলে আসবার পর তার এই ছবি তোলা হয়েছিল,' অবিচলিতভাবে জানাল ওয়ার্ডেন। 'আর নামটা খুব বেশি লোকের নেই, অন্তত আমি প্রাইস নামের আর কোন কয়েদী এখানে দেখিনি।'

'তা হলে অনেক বদলে গেছে চেহারা···' সশব্দে চিন্তা করছে ব্রায়ান।

ঝট্ করে মুখ তুলে চাইল ওয়ার্ডেন। 'তা-ই যাবার কথা–মাটির নীচে চাপা পড়লে লোকের চেহারা বদলে যায় বলেই জানি।' একটু থেমে বিরস মুখে যোগ করল, 'জেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গ্রেগ প্রাইস মারা যায়–জেলখানায় সেবার হঠাৎ ভয়ানক জ্বরের মহামারী শুরু হয়েছিল।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ব্রায়ানের। 'মনে হচ্ছে, ভুল পথে এগিয়েছি আমি–অনর্থক বিরক্ত করছি আপনাকে।' একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'আচ্ছা, আর একটামাত্র কথা: এই প্রাইস লোকটার কি কোন সহযোগী ছিল হুভার নামে?'

আরেকখানা রেজিস্টার খুলল ওয়ার্ডেন। কিছুক্ষণ পৃষ্ঠা উল্টে আঙুল রাখল এক জায়গায়। 'এই লোকের কথাই বলছেন নিশ্চয়: রডনি হুভার–প্রাইসের সঙ্গে একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে একই সাজা পেয়েছিল। দু'বছর জেল খেটে ছাড়া পায়। তারও ছবি আছে, এই দেখুন।'

ছবির দিকে চেয়ে চমকে উঠল মার্শাল। বিমূঢ় হতবাক হয়ে গেছে সে।

'কী ব্যাপার, মার্শাল?' সামনে ঝুঁকে এল বিস্মিত ওয়ার্ডেন।

'এই লোককেই আমি চিনি গ্রেগ প্রাইস নামে,' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে বলল ব্রায়ান। 'ছবি বদল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই নিশ্চয়?'

'মোটেই না,' ওয়ার্ডেন নির্দ্বিধায় বলল। 'আর তা-ই যদি হবে, তা হলে তো এই লোক–' হুভারের ছবির ওপর টোকা দিল সে, 'কবরে থাকবে এখন।'

'ঠিক বলেছেন, অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলে ব্যাপারটা,' ব্রায়ান স্বীকার করল। 'আমার ভয় হচ্ছিল, শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আপনি যেসব তথ্য দিয়েছেন সেগুলো সাংঘাতিক কাজে আসবে।'

'আর কোন সাহায্য করতে পারি আমি?'

'যদি একটা কাগজে লিখে দেন, গ্রেগ প্রাইস মারা গেছে; তা হলে খুব ভাল হয়,' মার্শাল বলল। 'আমাকে কেউ হয়তো মিথ্যেবাদী বলতে পারে।'

মুচকি হাসল ওয়ার্ডেন। তার সপ্রশংস দৃষ্টি মার্শালের মজবুত পেশীবহুল দেহ, ইস্পাতকঠিন চোয়াল ছাড়িয়ে স্থির হলো নিষ্পলক দুই চোখে। 'সে-সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, তবু যদি দরকার হয়···' কয়েক লাইন লিখে স্বাক্ষর করল সে, কাগজটা এগিয়ে দিল মার্শালের দিকে, 'বাদানুবাদ এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে এটা।'

ধন্যবাদ জানিয়ে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল ব্রায়ান। হ্যাট তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'অনেক সাহায্য করেছেন আপনি। আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনার কাজে আসতে পেরে খুশি হয়েছি আমি, মার্শাল,' উত্তর দিল ওয়ার্ডেন। 'আর কোন সাহায্যের দরকার হয় যদি, চলে আসবেন, কিংবা পাঠিয়ে দেবেন কাউকে।'

হোটেলে ফিরে আর দেরি করল না ব্রায়ান। ঘোড়ায় চেপে সঙ্গে সঙ্গে

বইঘর.কম

রেইনবোর পথে রওনা হয়ে গেল। সদ্য-আবিষ্কৃত তথ্যগুলোর কথা ভেবে মনে মনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। গ্রেগ প্রাইস মরে ভূত হয়ে গেছে অনেকদিন আগে, ওদিকে ডাবল্ অ্যারো রেঞ্জ হাতিয়ে নেয়ার মতলবে তার নাম নিয়ে জেঁকে বসেছে রডনি হুভার। গ্রেগের বন্ধু ছিল সে, কাজেই যথেষ্ট জানে গ্রেগ সম্পর্কে—সেজন্যেই জালিয়াতিটা তার জন্যে কোন সমস্যা হয়নি। তা ছাড়া আরও সুবিধে হয়েছে এইজন্যে যে, গ্রেগ কোনদিন রেইনবো শহরে যায়নি। ব্রিট কুইগলির কথা মনে পড়ল ব্রায়ানের। নিশ্চয় বুড়ো সব জানে, এবং সম্ভবত পুরো পরিকল্পনাটা ফাঁদবার কৃতিত্ব তারই।

'সেই মদদ যোগাচ্ছে নিশ্চয় হুভারকে,' স্বগতোক্তি করল মার্শাল। 'আরথারকে কে খতম করেছে তা-ও বেশ বোঝা যাচ্ছে।' ঘোড়াকে তাড়া দিল সে, 'একটু তাড়াতাড়ি পা চালা, জ্যাস্পার!'

উত্তরে মৃদু একটু আওয়াজ করল ঘোড়াটা। দীর্ঘ সাবলীল হয়ে উঠল তার পদক্ষেপ, গতি বেড়ে গেল—পায়ের নীচে দ্রুত পিছলে যেতে থাকল ট্রেইল।

এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটতে পারবে জ্যাস্পার।

BOIGHAR

সন্ধ্যা নামছে। প্রকাণ্ড একটা লাল আগুনের গোলকের রূপ নিয়ে পশ্চিমের দিগন্তরেখার আড়ালে ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। রেইনবো শহর এখনও প্রায় দশ মাইল দূরে। তবু সন্তুষ্ট পরিতৃপ্ত বোধ করছে মার্শাল। ছোপ ছোপ ঝোপে ভর্তি একটা বিস্তৃত ঢালের গোড়ায় পৌঁছে ঘোড়ার গতি ইচ্ছে করেই একটু কমিয়ে দিল। বিশ্বস্ত সঙ্গীকে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিতে চায়।

ঝুঁকে পড়ে জ্যাস্পারের চকচকে ঘাড় চাপড়ে দিতে যাবে, হঠাৎ রাইফেলের গুলির প্রচণ্ড আওয়াজে জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মাথা থেকে যেন কেউ হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল হ্যাটটা, পাক খেতে খেতে উড়ে গিয়ে সেটা আছড়ে পড়ল ধুলোর ভেতর। পরমুহূর্তে জিনের ওপর থেকে মাটি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল মার্শাল। প্রায় একই সঙ্গে আরেকটা গুলি ছুটে এল। চার হাত-পায়ে ভর করে মাটিতে পড়েই মার্শাল সবচেয়ে কাছের ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল। তীরবেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল জ্যাস্পার। বেশিদূর যাবে না, ব্রায়ান জানে।

ঝোপের পাতার ফাঁক দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল মার্শাল। লক্ষ করল, প্রায় বিশ গজ দূরের আরেকটা ঝোপের ভেতর থেকে সরু একটা অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাত পাশের দিকে বাড়িয়ে একটা ডাল ধরে ঝাঁকুনি দিয়েই সে সটান শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গর্জে উঠল রাইফেল, মাথার ওপর থেকে কয়েকটা পাতা ঝরিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে ব্রায়ানও গুলি ছুঁড়ল—তবে আত্মগোপনকারী রাইফেলধারীকে এভাবে ঘায়েল করতে পারার আশা ক্ষীণ, অনেকটা গায়ের ঝাল মেটানোর জন্যেই গুলি ছোঁড়া।

অজ্ঞাতপরিচয় শত্রুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আড়াআড়ি শুয়ে পড়ল ব্রায়ান। পা দিয়ে কয়েকটা ডালপালা নাড়া দিল। অমনি আরেকটা বুলেট ছুটে এসে পায়ের কাছের কিছু শাখা-প্রশাখা ছিন্নভিন্ন করে চলে গেল। দ্রুতহাতে আগুনের

Boighar.com

ঝলকের ডাইনে-বাঁয়ে দু'টো গুলি করেই জায়গা বদল করল মার্শাল। জবাব এল তৎক্ষণাৎ, সরে না গেলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যেত।

আবার নীরবতা নামল। এই অদ্ভুত লড়াইয়ের সমাপ্তি কী করে হবে, ভেবে পেল না ব্রায়ান। দু'জনের মাঝখানে কোন আড়াল না থাকায় এগোনো সম্ভব নয়। অন্ধকার পুরাপুরি না নামা পর্যন্ত দু'জনের কেউ আশ্রয় ছেড়ে নড়তেও পারছে না।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ব্রায়ানের মাথায়। চেষ্টা করে দেখা যাক, কাজ হলেও হতে পারে।

ঘুরে শত্রুর দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে। দু'হাতে দু'টো রিভলভার নিয়ে সামান্য উঁচু করল মাথা। যে-ঝোপের আড়ালে রাইফেলধারী লুকিয়ে আছে সেটার গোড়ার দিকে শত্রুর আনুমানিক অবস্থানের ওপর লক্ষ্যস্থির করল। সেখান থেকে শুরু করে দু'পাশে ফুটখানেক করে দূরত্ব রেখে রেখে পরপর বারোটা গুলি ছুঁড়ল সে অত্যন্ত দ্রুত। তারপর ক্ষিপ্রহাতে রিভলভারে আবার গুলি ভরে জবাবের অপেক্ষায় রইল।

জবাব এল না। একমিনিট দু'মিনিট করে প্রায় আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। কোন সাড়াশব্দ নেই আর রাইফেলধারীর। ইতোমধ্যে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে নামতে শুরু করেছে। এবার কিছুটা ঝুঁকি নিতে মনস্থ করল মার্শাল। রিভলভার হাতে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। ঝোপটাকে শত্রু আর নিজের মাঝখানে রেখে সন্তর্পণে পিছিয়ে আসতে শুরু করল। যখন বুঝল, ঘনায়মান অন্ধকারে দূর থেকে তাকে আর দেখতে পাবার সম্ভাবনা নেই, বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে শত্রুর পেছনদিকে চলে গেল। তারপর ইনডিয়ানদের মত সম্পূর্ণ নিঃশব্দে সামনে এগোল।

মাটির ওপর কালো একটা ছোপ। অনড়। পামেলা ইফেল।

'রিভলভার তাক করে আছি আমি,' সাবধান করে দিল ব্রায়ান, 'নোড়ো না।'

কোন উত্তর না পেয়ে কাছে এগিয়ে গেল। চিৎ করে ফেলল সংজ্ঞাহীন দেহটা। দেশলাই জ্বালল।

ট্যাপার।

চোখের পাতাদু'টো কেঁপে উঠল ট্যাপারের। একটুখানি ফাঁক হলো।

'খোদার দোহাই, একটু পানি দাও,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল সে।

অনুচ্চ, দীর্ঘ একটা শিস্ দিল ব্রায়ান। অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজির হলো জ্যাস্পার। জিন থেকে পানির বোতল খুলে নিয়ে মার্শাল আহত লোকটার ঠোঁটে তুলে ধরল।

'কাজটার জন্যে কত দিচ্ছে গ্রেগ?'

'পাঁচশো,' জবাব দিয়েই কাঁচুমাচু হয়ে গেল ট্যাপার, 'কী বলতে চাইছ তুমি? এসবের সঙ্গে গ্রেগের কোন–'

'থাক, থাক, বোঝা গেছে,' মার্শাল বাধা দিয়ে বলে উঠল। 'গুলি লেগেছে কোথায়?'

'বুকে–জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে,' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করতে চেষ্টা করছে ট্যাপার, 'তুমি চলে যাও–খতম হয়ে গেছি আমি।'

'আরে না না, এখনও দিব্যি ফাঁসিতে ঝুলতে পারবে,' জখম পরীক্ষা করতে করতে ব্রায়ান টিপ্পনী কাটল। কাপড় ছিঁড়ে ফালি করে মোটামুটি একটা ব্যান্ডেজ বাঁধল সে ক্ষতস্থানে। 'রেইনবোতে পৌঁছুনো পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না?'

'শহরে যাব না আমি,' ট্যাপার তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'অবশ্য, আর একটা মাত্র বুলেট খরচ করে এখানেই পুঁতে রেখে যেতে পারি...' ধীর গলায় বলল ব্রায়ান—যেন ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখছে।

আর আপত্তি করল না ট্যাপার। তার ঘোড়া ঝোপের ভেতর লুকনো ছিল। সেটা খুঁজে নিয়ে এসে ব্রায়ান তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে জিনের ওপর বসিয়ে দিল। তারপর রওনা হলো দু'জন।

'শুনলাম, তুমি নাকি লোগানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ?' ব্রায়ান আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল।

চোরা চোখে চকিতে একবার মার্শালের দিকে তাকাল ট্যাপার। 'তার নামই শুনিনি কখনও,' বলল সে।

'মিথ্যে কথাও ভাল করে বলতে শেখোনি। সে যাক, গ্রেগ তোমার নাগাল পেল কী করে?'

'পকেটে পয়সা ছিল না—কাজ খুঁজতে গিয়েছিলাম তার কাছে।'

'এবং কাজ একখানা দেখিয়েছ বটে—এখন নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। যাই হোক, দুশ্চিন্তা কোরো না, কাজ কিছু একটা আমি জুটিয়ে দেব। তোমার কপাল ভাল, এখনও প্রাণে বেঁচে আছ...'

ট্যাপার শিউরে উঠল। একজনকে খুন করতে চেষ্টা করেছে সে পয়সার লোভে, এবং ব্যর্থ হয়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় ধরা পড়েছে কী করে বেঁচে আছে সে তারপরও?

ষোলো

মার্শাল আর তার বন্দী যখন রেইনবোতে পৌঁছুল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল ব্রায়ান, এত রাতেও পুরো শহর জেগে আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে আলো জ্বলছে। তাকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে জিমির মুখে একই সঙ্গে স্বস্তি আর উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'ঈশ্বরের অশেষ দয়া, তুমি ফিরেছ,' বলে উঠল সে। 'এদিকের খবর খুব খারাপ—কী করব আমরা, বুঝতে পারছি না।'

'খারাপ খবর পালিয়ে যাবে না,' ব্রায়ান জবাব দিল। আহত ট্যাপারকে দেখাল সে, 'একে কয়েদখানায় আটকে রাখো। খাওয়াও-দাওয়াও, বুকের ফুটো মেরামত করো। আর, দরজায় তালা লাগাতে ভুলো না।'

'কিন্তু ব্রায়ান—'

'যা বলছি, করো। হাড়গোড়সুদ্ধ ক্লান্ত আমি, তবে কোনরকমে টলতে টলতে সানশাইনে গিয়ে পৌঁছুতে পারব মনে হয়—পিটারের কাছ থেকে শুনে নেব সব।'

Boighar.com

সেলুনে অনেক লোক। তবে অন্য সব দিনের মত নয় দৃশ্যটা। লোকজন গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু হইচই নেই–খেলা পুরোপুরি বন্ধ। খদ্দেররা এখানে-ওখানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে মার্শাল বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে পেল, সেখানে গরহ্যাম, পাওয়েল এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সেলুনকীপার গভীর আলাপে মগ্ন।

'কী ব্যাপার–কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল প্রেসকট। 'ব্রায়ান! কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে! ঘটনা শোনোনি?'

'আমি এইমাত্র ফিরেছি,' ব্রায়ান জবাব দিল। 'জিমি কী যেন বলতে চাইছিল, আমি বলতে দিইনি।'

'মিসেস রয়েস নিখোঁজ হয়েছে।'

অপলক চেয়ে রইল মার্শাল। 'নিখোঁজ হয়েছে?' পুনরাবৃত্তি করল সে কথাটার।

'হ্যাঁ। আজ সকালে অন্যান্য দিনের মতই মিস্ ডিগবি গিয়েছিল তার ওখানে। পেছনের দরজায় নক্ করে কোন জবাব পায়নি। ভেতর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছিল, তাই অনবরত দরজায় ঘা দিতে থাকে সে। শেষ পর্যন্ত কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে ভয় পেয়ে ফিরে এসে ডিগবিকে খবর দেয়। তালা ভেঙে দু'জন ভেতরে ঢুকে দেখে, সব ঠিক আছে–শুধু মিসেস রয়েসের কোন চিহ্ন নেই। তবে বেডরুমের চেহারা দেখে বোঝা যায়, বাইরে বেরোবার জন্যে তাড়াহুড়ো করে কাপড়চোপড় পরে নিয়েছে সে। আমি চারদিকে দলে দলে লোক পাঠিয়েছি। বিগ এমের লোকজনকে খবর দিয়ে আনিয়ে তাদেরকেও এদিক-ওদিক পাঠিয়েছি খুঁজতে। কিন্তু মিসেস রয়েসের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঘোড়া ছিল না তার, পায়ে হেঁটে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। ওদিকে কোনকিছু খোয়াও যায়নি। এসবের কী মানে হতে পারে, ব্রায়ান?'

'বলতে পারি না–এখন পর্যন্ত। বেন কোথায়?'

'সে-ও গেছে মিসেস রয়েসকে খুঁজতে–কোথায়, জানি না। খবর শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে রওনা হয়ে গেছে। তার চোখমুখ দেখে সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস হয়নি কারও। কোথায় যাচ্ছে, বলেনি; তবে পশ্চিমে রওনা হতে দেখেছি আমরা তাকে। অত জোরে ঘোড়া ছোটাতে আমি কাউকে কখনও দেখিনি!'

'হুঁ, আজ রাতে আর আমরা কিছু করতে পারছি না,' মার্শাল বলল। 'তার চেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক–কাল অনেক ধকল যাবে হয়তো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হচ্ছিল ব্রায়ান, সেলুনকীপার তাকে থামাল। 'ব্রিঙ্কলিতে কোন সুবিধে হলো?'

'অনেক। আগে মিসেস রয়েসকে খুঁজে বের করি, তারপর সব বলব।'

'কোন রত্নকে নিয়ে এসেছ সঙ্গে?'

বইঘর.কম

'ওর নাম ট্র্যাপার। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে একটু ফ্যাসাদ হয়েছিল। আমাকে খতম করতে চেয়েছিল ও, তার বদলে ও-ই ঘায়েল হয়ে যায়। জিমি ওর বুকের ফুটোয় তালি দিচ্ছে—আমার ধারণা, বেঁচে যাবে।'

'তোমার ঢাকনার অবস্থা তো দেখছি খারাপ,' পাওয়েল বলল মার্শালের হ্যাটের দিকে চেয়ে। 'ফুটো দেখে মনে হচ্ছে, পেছন থেকে গুলি করেছিল।'

'হ্যাঁ,' হালকা গলায় জবাব দিল মার্শাল, 'ট্র্যাপারের ধারণা, কাউকে মারতে হলে নিজের চেহারা দেখানো মোটেই কাজের কথা নয়।'

'কিন্তু তোমার পিছু নেয়ার দরকার হলো কেন ওর?' প্রেসকটের প্রশ্ন।

'ভুল করে পাঁচশো ডলারের একটা থলে ভেবে বসেছিল আমাকে,' বলল মার্শাল 'দুরবস্থায় পড়ে গ্রেগের কাছে গিয়েছিল—'

'গ্রেগ পাঠিয়েছিল ওকে তোমাকে খতম করার জন্যে!' রাগে ফেটে পড়ল পাওয়েল 'কথাটা জেনেও চুপ করে বসে থাকব আমরা?'

'না,' ব্রায়ান বলল, 'তবে জবাব দেয়ার সময় এখনও আসেনি

সোনা ডাবল অ্যারো র‍্যাঞ্চের পথে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে বেন রবসন। মাথার ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে ক্রোধের আগুন।

মিসেস রয়েসের অন্তর্ধানের খবর শুনে প্রথমে বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ডেপুটি মার্শাল নৈরাশ্যে ছেয়ে গিয়েছিল তার মন। একটু ধাতস্থ হতেই সে ছুটে গিয়েছিল রেস্তরাঁয়। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল।

'কেন?' দাঁতে দাঁত পিষে জিজ্ঞেস করেছিল নিজেকেই

চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠেছিল। ইভলিনের আতঙ্কিত ফ্যাকাসে মুখের ওপর ঝুঁকে আছে একজোড়া কামার্ত কুৎসিত ঠোঁট। নিজের মুখ সরিয়ে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় পেছনে হেলে পড়েছে ইভলিন—তাকে জাপটে ধরে আছে দু'টো লোমশ হাত—গ্রেগ!

নামটা মনে আসতেই গ্র্যানিটের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল বেনের মুখ। কোরালে গিয়ে সে তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে জানতে চেয়েছিল জিমি, জবাব দেয়নি। রেইনবোর হতবাক লোকজনের চোখের সামনে রাস্তা দিয়ে দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে বেন, কিন্তু দিশেহারা হয়নি। সম্পূর্ণ সজাগ, সতর্ক রয়েছে সে। বিবেকবর্জিত নিষ্ঠুর এক পাষণ্ডের ওপর সে চড়াও হতে যাচ্ছে, তারই গুহায়। অন্তত এক ডজন ভাড়াটে বন্দুকবাজ ঘোড়সওয়ার রয়েছে লোকটার। ওখানে পা দেয়ার আগেই গুলি খেয়ে মরলে তাতে ইভলিন রয়েসের কোন উপকার হবে না। কাজেই খুব সাবধানে এগোতে হবে।

র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে বেন গতি কমিয়ে রাস্তা ছেড়ে বনভূমির ভেতর ঢুকে পড়ল গাছপালার আড়ালে আড়ালে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল মাত্র কয়েকশো গজ পথ বাকি যখন, এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল সে। ডালপালার ফাঁক দিয়ে এখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে র‍্যাঞ্চের ঘরবাড়ি। চুপচাপ অপেক্ষা করবে এখানে—ডেপুটি মার্শাল সিদ্ধান্ত নিল

Boighar.com

কিছুক্ষণ পরই লোকজনের চিৎকার, হাঁকাহাঁকি, এবং সেইসঙ্গে একাধিক ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ ডাক শুনে সে বুঝল, দিনের কাজকর্ম শুরু করার প্রস্তুতি চলছে। একটু পরই দু'জন তিনজন করে ঘোড়সওয়ার বাইরে উদয় হলো। একেক দল একেক দিকে রওনা হয়ে গেল তারা। বারোজন পর্যন্ত গুনল বেন, তবু নিরাপত্তার খাতিরে জায়গা ছেড়ে নড়ল না। এক এক করে যখন আরও বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, আর ধৈর্যে কুলোলো না তার।

'আর নেই,' নিজেই নিজেকে আশ্বাস দিল, 'যদি থাকেও দু'একটা, পরোয়া করি না।'

র‍্যাঞ্চেহাউসের পাশে এক জায়গায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখে সে পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। কাচের দরজা দিয়ে লিভিং-রুমের ভেতর দৃষ্টি পড়তেই উল্লাসে অধীর হয়ে উঠল সে মনে মনে। পেয়ে গেছে, যাকে খুঁজছে।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে ঘরের ভেতর একা বসে আছে গ্রেগ প্রাইস সামনের টেবিলে সকালের নাশতার কিছু অবশেষ।

দরজার হাতলে হাত রেখে আস্তে মোচড় দিল বেন। তালা নেই। কপাট ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে পা রাখল।

'মর্নিং, গ্রেগ।'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল র‍্যাঞ্চার। তার বিমূঢ় চোখের দৃষ্টি আটকে গেল পাঁচফুট দূর থেকে তার বুকের দিকে চেয়ে থাকা রিভলভারের ওপর। সেটার পেছনে থমথম করছে দৃঢ় কঠিন একটা মুখ। সে-মুখের প্রতিটি রেখায় লেখা রয়েছে ভয়ঙ্কর বিপদ।

'উঠে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল ডেপুটি মার্শাল। 'আর শোনো, মুখ দিয়ে টুঁ-শব্দ করেছ কী তোমার পাপের দুনিয়ার ইতি ঘটে যাবে।'

নির্দেশ মান্য করল গ্রেগ। বুঝতে পারছে, এই লোক তাকে খতম করার জন্যে একটা অজুহাত চায় শুধু—সেটা সরবরাহ করার ইচ্ছে তার নেই।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে গ্রেগের হোলস্টার থেকে রিভলভার তুলে নিল বেন, ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এককোণে। র‍্যাঞ্চারের শরীরের এখানে-ওখানে দ্রুত হাত চালিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো, আর কোন অস্ত্র নেই তার কাছে।

'এবার কথা বলা যায়,' বলল সে। 'মিসেস রয়েস কোথায়?'

মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল গ্রেগের কাছে। কাজটা সারতে পেরেছে ম্যাট; এবং এই গর্দভ ছোকরা ঘটনাটা শোনামাত্র ধরে নিয়েছে, কীর্তিটা তার।

মুখে নিখাদ বিস্ময় ফুটিয়ে তুলল র‍্যাঞ্চার। 'আমি কী করে বলব? আমি তো তাকে শেষবারের মত দেখেছি সেই—'

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না কোন,' বাধা দিয়ে বলে উঠল বেন, 'আমি সত্যি কথা শুনতে চাই। সোজা কথায় কাজ না হলে…'

মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না ছেলেটা, গ্রেগ ভাল করেই জানে। বরফশীতল দু'টো চোখ আর ইস্পাতের মত শক্ত চোয়াল বলে দিচ্ছে, তার সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ। যেভাবেই হোক, ডেপুটি মার্শালকে বিশ্বাস করাতে হবে, সে নির্দোষ।

'সত্যি কথাই বলছি,' মুখ গোমড়া করে বলল সে। 'কী হয়েছে মিসেস রয়েসের?'

বেন বলল ঘটনাটা।

ভাবলেশহীন মুখে শুনে গেল গ্রেগ–তার মুখের ওপর নিবদ্ধ ডেপুটি মার্শালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ সে।

'এসবের কিছুই শুনিনি আমি,' জানাল র‍্যাঞ্চার। 'এখানে নেই মিসেস রয়েস–ইচ্ছে হলে খুঁজে দেখতে পারো।'

'তোমার দয়া,' বিদ্রূপের সুরে বলল বেন। 'একসঙ্গেই করব আমরা কাজটা। কোন গোলমাল করো যদি, বেওয়ারিশ হয়ে যাবে ডাব্‌ল্ অ্যারো। বোঝা গেছে?'

'আমার লোকজন সব বেরিয়ে গেছে–তোমার কপাল ভাল,' র‍্যাঞ্চার বলল তিক্ত কণ্ঠে।

রিভলভার নেড়ে ইশারা করল ডেপুটি। গ্রেগ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। পিঠের মাঝখানে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। জানে, পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করে আসছে রিভলভারের উদ্যত নল, যে-কোন মুহূর্তে একটিমাত্র বুলেট ছুটে এসে সাঙ্গ করে দিতে পারে তার ইহলীলা।

কামরার পার কামরা পার হয়ে দু'জন এগিয়ে চলেছে।

'শুধু শুধু সময় নষ্ট,' অনেকক্ষণ পর গ্রেগ রুষ্ট স্বরে মন্তব্য করল। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ফিরে এসেছে তার। অপেক্ষা করছে। আগে তল্লাশি শেষ হোক, তারপর তার কথা বলার পালা আসবে।

বাঙ্কহাউস, গোলাঘর, কামারশালা কিছুই খুঁজতে বাকি রাখা হলো না। কোন চিহ্ন নেই ইভলিন রয়েসের। শেষ পর্যন্ত দু'জন আবার র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল।

'এবার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে, আমি নেই ওসব নোংরামির মধ্যে?' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে শুরু করল গ্রেগ।

'চুপ! তড়পাবে না মোটেও,' সাবধান করে দিল বেন, 'এখনও রিভলভার নামাইনি আমি, এবং বিশ্বাসও আমার মোটেই হয়নি।'

'খুব বাহাদুরি হচ্ছে, না?' গ্রেগ খোঁচা দিল। 'হাত থেকে নামাও না ওটা, তারপর দেখি কত তেজ আছে!'

হেসে উঠল বেন বরসন। 'আশা করছিলাম, তুমি প্রস্তাবটা দেবে। সেই যে, ব্রায়ানকে ফাঁসিতে লটকাতে যাচ্ছিলে–দৃশ্যটা দেখবার পর থেকে এতদিন অনবরত হাত নিশ্‌পিশ করেছে আমার, তোমাকে বাগে পাওয়ার আশায়।' জানালার কাছে একটা চেয়ারের ওপর রিভলভারটা নামিয়ে রাখল সে। মাথা থেকে হ্যাট খুলে সেটার ওপর চাপা দিল। হালকা পায়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানাল, 'আয়, বেজন্মা কুত্তা! জন্মের মত সাধ মিটিয়ে দিই!'

একলাফে সামনে এগিয়ে গেল গ্রেগ। কুটিল মুখ দেখে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইছে সে। বেনের চেয়ে অনেকখানি বেশি তার উচ্চতা, পেশীবহুল পেটা শরীর–ছোটখাট একটা দৈত্য বললে ভুল হবে না। লড়াইয়ের ফলাফল সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বেন তার চোখে এক দর্পিত বাচাল ছোকরা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে মনে ঠিক করেছে, যেটুকু দম্ভ আছে ছোকরার, এখুনি নিংড়ে বের করে দেবে।

Boighar.com

কিন্তু হিসেবে ভুল করল গ্রেগ এখানেও।

বেন মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে পুরোপুরি। বহু প্রতীক্ষার পর যে-সুযোগ শেষ পর্যন্ত এসেছে, বেশি উত্তেজিত হয়ে সে সেটা পণ্ড করতে চায় না। গ্রেগ প্রবল বেগে তেড়ে আসতেই লক্ষ্যস্থির করে মোক্ষম এক আঘাত হানল সে। প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল গ্রেগ। একটা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেটা গুঁড়িয়ে দিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

পরমুহূর্তে আবার উঠে দাঁড়াল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার। চেয়ারের ভগ্নস্তূপ লাথি দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে আবার সামনে বাড়ল। একলাফে এগিয়ে গেল বেন, দু'হাতে পরপর বেশ কয়েকটা ঘুসি চালাল দ্রুত। এবার গ্রেগও পাল্টা জবাব দিল।

প্রথম দশ মিনিট দানবটা দুর্দান্ত লড়াই চালিয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এভাবে চলতে থাকলে তার চেয়ে বয়সে নবীন ওজনে হালকা প্রতিদ্বন্দ্বী একসময় পরাস্ত হতে বাধ্য

কিন্তু শিগ্‌গিরই দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে শুরু করল গ্রেগের। দশাসই জোয়ান হলেও লড়াইয়ের জন্যে উপযুক্ত শারীরিক প্রস্তুতি দরকার। সেদিক থেকে তার অবস্থা সুবিধার নয়। কাউবয়ের দেহের পেশী শক্ত অথচ নমনীয়–ক্ষিপ্র সাবলীল ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে সে, পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দ্রুত ঘরছে ডাইনে-বাঁয়ে। তার সুঠাম শরীরের কোথাও একফোঁটা মেদ নেই। অন্যদিকে, নড়তে-চড়তে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে গ্রেগ। ভারী শরীর তার, মেদবহুল প্রকাণ্ড পেট। তার ওপর অতিরিক্ত মদ খাবার ফলে ধকল সইবার শক্তি অনেক কমে গেছে। অনভ্যাসের কারণে এরই মধ্যে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। হাঁ করে হাঁপাচ্ছে অনবরত, মুখ দিয়ে সশব্দে শ্বাস নিচ্ছে।

বুঝতে পারছে গ্রেগ, সে হেরে যাচ্ছে। ভাবতেই তার মাথায় আগুন ধরে গেল। দ্বিগুণ হিংস্রতা নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে বেনের ওপর। আবার শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। সামনে-পেছনে দুলছে দু'জন, পা হড়কে যাচ্ছে, আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে একেকবার–কিন্তু আঘাতের বিরাম নেই। মেঝের ওপর বুটের ঘষা খাওয়ার শব্দের ফাঁকে ফাঁকে ভোঁতা আওয়াজ উঠছে মাংসের সঙ্গে মুষ্টির সংঘর্ষের।

লড়াইয়ের ইতি ঘটল নাটকীয় দ্রুততার সঙ্গে। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলছে র‍্যাঞ্চার, একটা চোখ সম্পূর্ণ বুজে গেছে, ভাঙা পাঁজর দপ্ দপ্ করছে অসহ্য ব্যথায়। সে জানে, এখন লড়াইয়ের মোড় ফেরাবার একটাই সম্ভাব্য উপায়–অতর্কিত একটা মোক্ষম আঘাত। আচমকা কয়েক পা পিছিয়ে এল সে, তারপর মাথা নিচু করে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ভীমবেগে ছুটে গেল প্রতিপক্ষের দিকে।

এমন আগেও দেখেছে বেন। ওই মাথার গুঁতো খেলে আর রক্ষা নেই, পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব থেঁতলে যাবে–প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নয়। গ্রেগ কাছে আসামাত্র ঝপ্ করে বসে পড়ল সে, দু'হাত বাড়িয়ে তার হাঁটু পেঁচিয়ে ধরল। পরমুহূর্তে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তাকে পেছনদিকে। দানবের নিজের গতির সঙ্গে বেনের ছোঁড়ার গতি যোগ হওয়ায় সে অসম্ভব দ্রুতবেগে

শূন্যের ভেতর দিয়ে উড়ে গিয়ে লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে সশব্দে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপরও থামল না ভারী দেহটা। হড়কে গিয়ে টেবিলের ওপরের সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে নিয়ে অন্য মাথা থেকে ধড়াস করে খসে পড়ল মেঝের ওপর।

বেন ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিলের কিনার ঘুরে এগিয়ে গেল। ভাঙা বাসনপত্রের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন দেহটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'মরে গিয়ে থাকো যদি, তা হলে কিছু বলার নেই,' কর্কশ স্বরে বলল সে, 'কিন্তু যদি বেঁচে যাও, আর আমি জানতে পারি, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, তা হলে এর চেয়ে অনেক বেশি খারাবি আছে তোমার কপালে। আমি যদি না পারি, সে-ব্যবস্থা ব্রায়ান করবে।'

চেয়ারের ওপর থেকে হ্যাট এবং রিভলভার তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ডেপুটি মার্শাল।

ক্ষতবিক্ষত বীভৎস মুখটা সামান্য একটু উঁচু করে তার চলে যাওয়া দেখল গ্রেগ লিভিং-রুমের কাচের দরজার ভেতর দিয়ে। তার ফুলে ওঠা থেঁতলানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কুৎসিত গালাগাল বেরিয়ে এল। মারা যাওয়া দূরের কথা, অজ্ঞানও হয়নি সে। কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মত শক্তি অবশিষ্ট নেই তার দেহে, আর বেশি ঝুঁকি নেয়ারও সাহস নেই।

'জিতেছ তুমি, কিন্তু কী কচু লাভ হলো তাতে, শুনি?' বিদ্রূপ করল সে অনুপস্থিত ডেপুটিকে। আমার হাতে আছে তুরুপের তাস—ওই ছুকরি। ওর ওপর এসবের শোধ তুলব আমি—সুদে-আসলে। ব্রায়ান আমাকে দেখে নেবে, অ্যাঁ? বাহ্, বাহ্! কিন্তু আমরাই যদি তাকে আগে দেখে নিই, মিস্টার?—তা হলে?'

সতেরো

বেন রবসন যখন ডাব্‌ল্ অ্যারো থেকে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো, তখন তার দেহ ক্লান্ত-শ্রান্ত হলেও মনে উদ্দাম উল্লাস। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকে যে-লোকটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে এসেছে, অবশেষে আজ তাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে শায়েস্তা করতে পেরেছে সে।

কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না বেন মোটেই, উদ্বেগ বেড়েছে বই কমেনি। নিখোঁজ ইভলিন রয়েসের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি ডাব্‌ল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চে এখন কোথায় খুঁজতে যাবে তাকে?

ঘোড়া থামাল সে। মুখ তুলে তাকাল ডার্ক মাউনটেনসের ধূসর শৃঙ্গরাজি পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সবুজে ছাওয়া ঢালগুলোর দিকে। ওই নিবিড় দুর্গম প্রদেশেরই কোথাও ম্যাট লোগান আর তার দলবল লুকিয়ে আছে।

লোগান! নামটা আলোড়ন তুলল বেনের মস্তিষ্কে।

'লোগান!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে, 'সে-ও তো চেয়েছিল ইভলিনকে। তা ছাড়া সে গ্রেগের হয়েও কাজ করতে পারে।' ঘোড়ার ঘাড় চাপড়ে

Boighar.com

দিল ডেপুটি, 'চল, স্পিয়ার, খোঁজ নিয়ে দেখব আমরা।'

ঘণ্টাখানেক ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছুল বেন। এখানেই সঙ্কটের শুরু, আর এগোনো সহজ নয়। পায়ের ছাপ চোখে পড়তে পারে ভেবে সে পাহাড়ের কিনারা বরাবর চলতে শুরু করল। একটু পরেই হতাশ হয়ে ছেড়ে দিল সে-চেষ্টা। তার বদলে এক জায়গায় আধো-অন্ধকার একটা ফাঁকমত দেখতে পেয়ে ঘোড়াসহ ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ফিকে আলোয় ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে মন্থর গতিতে এগোনো সম্ভব হলেও বেন ভেতরে ভেতরে নিরাশ বোধ করছে। কারণ, পথটা আদৌ ওপরদিকে উঠছে বলে তার মনে হচ্ছে না। আরও কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল, তার সংশয় অমূলক নয়। সামনে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে নিরেট পাথরের খাড়া দেয়াল। অর্থাৎ, যেটাকে প্রথমে ওপরে ওঠার পথ বলে মনে করেছে সে, সেটা আসলে পর্বতের গায়ের সরু একটা বদ্ধমুখ ফাটল ছাড়া আর কিছু নয়।

ফিরে গিয়ে আবার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ফাটলের বাইরে বেরোনো সেটার ভেতরে ঢোকার চেয়ে কোন অংশে কম কঠিন হলো না। সময় এবং ধৈর্য দু'টোই প্রচুর দরকার হলো।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এসে বেন আবার ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজতে শুরু করল। কঠিন, ক্লান্তিকর কাজ। ফাঁক-ফোকর বেশ কয়েকটা খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভাগ্যে জুটল নির্মম ব্যর্থতা।

অগভীর একটা জলাশয়ের কিনারায় এসে দাঁড়াল যখন বেন, তখনও তার মন হতাশায় ছেয়ে আছে। উঁচু পার্বত্য ভূমি থেকে যেসব ঝর্না নেমে এসেছে, তারই একটা থেকে জল চুঁইয়ে এই খুদে পুকুরটা তৈরি হয়েছে। স্বচ্ছ জলের নীচে নুড়িপাথরের রাশি। অনেকক্ষণ হলো তেষ্টা পেয়েছে বেনের। ঘোড়া থেকে নেমে পুকুরের দিকে এগোল। তখনই তার চোখে পড়ল নাল পরানো খুরের ছাপগুলো।

ছাপগুলো খুঁটিয়ে দেখল বেন। মুখ তুলে সামনে তাকাল জল পার হয়ে ওদিকে গিয়ে উঠেছে ওরা? তা-ই হবে।

জলাশয়ের কিনার ঘুরে অন্যপাড়ে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল ডেপুটি। কিন্তু আর কোন খুরের দাগ তার চোখে পড়ল না।

'এদিকে আসেনি,' নিজের সঙ্গে কথা বলছে বেন। 'পানি খেয়ে ওপাড় থেকেই ফিরে গিয়ে থাকতে পারে অবশ্য; কিন্তু কথা হচ্ছে, এত জায়গা থাকতে পানি খেতে এখানে কেন আসবে?'

চিন্তামগ্নভাবে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। গেল কোথায় ওরা? ট্রেইল অদৃশ্য হয়ে গেল কীভাবে? হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ—এবার বোধহয় ধরতে পেরেছে রহস্যটা। যদি ওরা সোজা ঝর্নার ভেতর দিয়ে ওপরদিকে উঠে যায়, কোন চিহ্ন থাকবে না ট্রেইলের। চেষ্টা করে দেখা যাক। একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ডেপুটি।

জলাশয় ছেড়ে মূল ঝর্নায় নেমে স্রোতের উজানে রওনা হলো। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে জল ছিটকে উঠছে। দু'পাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বেন।

শুকনো একটা ডাল ঝুলে রয়েছে ঝর্নার কিনারায়। ভাঙা। নিশ্চয় ডালটা

জলের ওপর ঝুঁকে থাকায় ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরও মজবুত হলো বেনের ধারণা। ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে।

জলের শব্দ জোরাল হয়ে উঠল। একটু পরেই বেন দেখতে পেল, সামনে অনিবার্য বাধা–ছোট একটা জলপ্রপাত। দশ ফুট উঁচু একটা খাড়া পাথরের ওপর থেকে বিপুল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলের রাশি।

এদিক-ওদিক চাইল ডেপুটি। বাঁদিকে ছোট ছোট ঘাসে ঢাকা সমতল একটা তাক। সেটার ওপর ঘোড়ার খুরের ছাপ।

'পেয়েছি,' অস্ফুটস্বরে বলল সে।

সংকীর্ণ একটা পথ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। বারবার বাঁক নিয়েছে ডাইনে-বাঁয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে ওপরদিকে উঠে গেছে। পথের ওপর কাটা গাছের গুঁড়ি চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে। অর্থাৎ, মানুষের তৈরি পথ এটা।

ঘণ্টাখানেক রাস্তাটা ধরে ওঠার পর জঙ্গলের একটা ফাঁক দিয়ে বেন দেখতে পেল, আরও ওপরে ঘন সবুজ পাইনবনের পটভূমিতে এক জায়গায় সাদা ধোঁয়ার রেখা পাক খেয়ে উঠে গাছপালার ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে। খুব বেশি দূরে মনে হলো না জায়গাটা। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তখন আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এবার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। ঘন একটা ঝোপের ভেতর আশ্রয় নিয়ে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল বেন।

ট্রেইলটা আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে একটা চওড়া থাকের ওপর পৌঁছে শেষ হয়েছে। দূরে, থাকের একেবারে শেষপ্রান্তে, পর্বতগাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মজবুত ধাঁচের একটা কাঠের দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের এবং দু'পাশের জঙ্গল কিছুদূর পর্যন্ত কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে; যেসব গাছ দিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ি, সেগুলোর গুঁড়ি শুধু রয়ে গেছে মাটিতে। পর্বতের খাড়া গা বাড়ির পেছনদিকের নিরাপত্তা রক্ষা করছে। জায়গাটা বেশ ভাল বেছে নেয়া হয়েছে, স্বীকার করতেই হবে। পাইনের দুর্ভেদ্য অরণ্যের আবরণে ঢাকা এই নির্জন আবাস পলাতক দুর্বৃত্তদলের আস্তানা হিসেবে নিঃসন্দেহে আদর্শ।

বাড়ির আশেপাশে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর দূরপ্রান্তের জঙ্গলের ভেতর থেকে একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। ঘোড়া থেকে নেমে সে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল। সূর্য অনেক ঢলে পড়ায় আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু লোকটাকে চিনতে পারল বেন–ভারনন।

'আর ভাবনা নেই,' বিড়বিড় করে বলল সে, 'ম্যাট লোগানকে পেয়ে গেছি।'

অবশেষে রাত নামল একসময়। ভৌতিক ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত রহস্যময় মনে হতে লাগল জায়গাটা। বাড়ির ভেতরে একটা ম্লান আলো জ্বলে উঠল।

আর দেরি করতে পারল না বেন। ঘোড়াটা ঝোপের ভেতর বেঁধে রেখে দড়ির গোছা হাতে আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে নিঃশব্দে চলে গেল বাড়ির পেছনদিকে। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে উৎকর্ণ হয়ে অনড় দাঁড়িয়ে রইল।

Boighar.com

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। পা টনটন করছে বেনের। ভেতরে ঢোকার চেষ্টা নেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় কাঠের সিঁড়ির ওপর বুট পরা ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা খোলার মৃদু খুটখাট আওয়াজ, তারপরই মাথার ওপরের দু'টো বন্ধ জানালার একটার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ এক চিলতে আলো এসে পড়ল বাইরে।

'খেয়ে নাও,' কর্কশ একটা গলা শোনা গেল। 'মোমবাতিটা রেখে যাচ্ছি।'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল পায়ের আওয়াজ।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একজন বন্দী রয়েছে ওপরতলার ঘরে। যাকে খুঁজছে বেন, সে–নাকি অন্য কেউ?

যতদূর মনে হয়, কাছেপিঠে কেউ নেই। খুব মৃদু শব্দে শিস্ দিয়ে একটা গানের সুর ভাঁজতে শুরু করল বেন। এক কাউবয়ের বিলাপের গান–বেনের খুব প্রিয় বলে বহুবার তা নিয়ে ঠাট্টা করেছে ইভলিন।

কয়েকটামাত্র মুহূর্ত, তারপরই ওপরের জানালার ওপাশ থেকে ভেসে এল ব্যগ্র একটা চাপা কণ্ঠঃ

'কে? বেন?'

'ঠিক ধরেছ!' চট করে দু'পাক যুদ্ধের নাচ নেচে নিল বেন; গলাটা ইভলিনের, তা-ই শুধু নয়–সে তাকে ডাকনাম ধরে ডেকেছে।

'বেন!' আবার ডাকল ইভলিন।

'তোমাকে কি ওরা বেঁধে রেখেছে?'

'না,' গলাটা কেঁপে গেল ইভলিনের, 'কিন্তু আমার ছেলেকে না নিয়ে এখান থেকে যাব না আমি।'

কয়েক মুহূর্ত কথাটার কোন অর্থ খুঁজে পেল না বেন। তারপরই হঠাৎ ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে ক্রোধ দমন করল সে।

'ওকে নিয়ে আসেনি ওরা,' দৃঢ় সংযত কণ্ঠে জানাল।

চমকে উঠে জোরে শ্বাস টানল ইভলিন। 'সত্যি বলছ?' ব্যাকুল প্রশ্ন ভেসে এল।

'হ্যাঁ। ওরা তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'ঈশ্বর…' কৃতজ্ঞতায় বুজে এল ইভলিনের গলা।

'ল্যাসো ছুঁড়ে দিচ্ছি–মাথাটা কোনকিছুর সঙ্গে বেঁধে দড়ি ধরে নেমে আসতে পারবে?'

'পারব…পারব মনে হয়!'

'খাবারটা সঙ্গে নিয়ে এসো–কাজে লাগবে।

জানালার কপাট খুলে গেল। দড়ির ফাঁসটা ওপরে ছুঁড়ে দিল বেন। ইভলিন হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সেটা, কিন্তু একটার সঙ্গে বাঁধতে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে এল সে জানালার কাছে। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে বেন ল্যাসোর প্রান্ত ধরে সাবধানে ঝুলে দেখল ঠিক আছে কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে ইভলিনকে নেমে আসতে ইঙ্গিত দিল।

বইঘর.কম

কষ্টেসৃষ্টে জানালার চৌকাঠের ওপর উঠে পড়ল ইভলিন। দু'হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে নীচের দিকে চেয়ে আছে।

মুখ তুলে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে বেন। 'বেশি দূর নয়,' অভয় দিল সে, 'দড়ি শক্ত করে চেপে ধরে আস্তে আস্তে নেমে এসো।'

ঠিকমত তাল সামলাতে পারল না তবু ইভলিন দড়ি ধরে ঝুলে পড়তেই দ্রুত হড়কে নীচে নেমে এল। বেন শেষ মুহূর্তে ধরে না ফেললে আছড়ে পড়ত মাটিতে।

'ইস্, হাতদু'টো···জ্বলে যাচ্ছে· অস্ফুট কাতরোক্তি করল সে। বেনের হাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার মুখের দিকে চাইল। 'জানো, জীবনে কাউকে দেখে এত খুশি হইনি আমি। কিন্তু আমি জানতাম—মানে, আমার মনে হয়েছিল—তুমি আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে···'

ছায়ার ভেতর দিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ির একপ্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। তারপর এক দৌড়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। গাছপালার ভেতর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পা চালিয়ে লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার দিকে এগোল। ডালপালা সরিয়ে নির্দিষ্ট ঝোপটার ভেতর ঢুকল বেন। তার পেছনে ইভলিন।

নেই। অদৃশ্য হয়েছে ঘোড়া।

'জায়গা ভুল হয়নি তো?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল ইভলিন।

'না এই যে, এই ডালটার সঙ্গে বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম; বাঁধবার দরকার ছিল না অবশ্য—জায়গা ছেড়ে স্পিয়ার নিজে থেকে কক্ষনো নড়বে না।'

আশপাশের সমস্ত ঝোপঝাড় খুঁজে দেখল দু'জন। ফল হলো না। ঘোড়ার কোন চিহ্ন নেই।

ইভলিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করাল বেন। 'পায়ে হেঁটে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। তুমি দাঁড়াও এখানে। ওদের একটা ঘোড়া সরিয়ে আনতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখি।'

'তার আগে বরং আরেকটু ভেবে দেখো, রবসন,' পেছন থেকে বিদ্রূপমাখা একটা ঘড়ঘড়ে গলা শোনা গেল হঠাৎ। 'একজন ডেপুটি মার্শালের তো ঘোড়া চুরি করা সাজে না। তা ছাড়া, করতে চাইলেও সম্ভব নয় কাজটা।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল বেন, ডান হাত রিভলভারের বাঁটের ওপর। কাউকে দেখতে পেল না।

'এ-মুহূর্তে ছ'টা রাইফেল তাক করা আছে তোমার দিকে,' আবার শোনা গেল গলাটা। 'তুমি বজ্জাতি করো—দারুণ মজা হবে আমাদের।—হ্যাঁ, এবার ওকে জিনিসগুলো একটু দেখিয়ে দাও তোমরা।'

চারদিকের ডালপালা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ছ'টা রাইফেলের নল। চাঁদের আলোয় চকচক্ করছে মসৃণ ইস্পাত।

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। বাধা দিয়ে লাভ নেই—আত্মহত্যার শামিল হবে সেটা।

'তোমরাই জিতলে এ-দান,' বলল সে শান্ত কণ্ঠে।

ছ'জন রাইফেলধারী এগিয়ে এসে ওদের দু'জনকে ঘিরে ফেলল। বেনের

Boighar.com

রিভলভারটা হোলস্টার থেকে তুলে নিল একজন। সবার মুখে মুখোশ–দেখে ডেপুটির গা জ্বালা করে উঠল।

'ন্যাকড়াটা সরিয়ে ফেলতে পারো, লোগান,' দলপতির উদ্দেশে বলল সে। 'অবশ্য স্বীকার করছি আমি, ওতেই তোমার চেহারা খুলেছে ভাল।'

'খুব চালাক হয়েছ, তাই না?' বলল পালের গোদা। 'গুলি করে এই মুহূর্তে তোমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলতে পারি, কিন্তু তা করব না। তোমার জন্যে অন্য জিনিসের ব্যবস্থা আছে–ভারী মজার জিনিস। একটু সবুর করো।'

'ঠিক আছে,' বেন অবলীলায় ফোড়ন কাটল, 'যা দাম হয় মিটিয়ে দেব।'

'বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার, ছোকরা,' লোগান চড়া গলায় বলল, 'মজাটা টের পাবে।' চেলাদের নির্দেশ দিল, 'হাত-পা বেঁধে ওকে কাঠ গুদামে আটকে রাখো।'

'শোনো–' গমনোদ্যত লোগানকে থামাল বেন, 'সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি আমার। উপোস থাকি যদি, শাস্তি শুরু হলে বেশিক্ষণ টিকব না।'

'গিলতে দিয়ো ওকে,' পাশের এক চেলাকে বলল লোগান, 'কাল ওকে তরতাজা অবস্থায় চাই। আমি যাচ্ছি এই মেয়েলোকটার ব্যবস্থা করতে।'

হতাশ বিষণ্ন ইভলিন রয়েসকে ম্যাট লোগানের সঙ্গে আবার দোতলার সেই বন্দিশালায় গিয়ে ঢুকতে হলো। মোমবাতিটা তখনও জ্বলছে। সেটার অস্থির হলুদ আলোয় ইভলিনকে আপাদমস্তক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লোগান। নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল। চোখদু'টো লোভে চক্‌চক্ করছে–মূর্তিমান পিশাচের মত লাগছে তাকে দেখতে।

'কেমন বুঝছ এখন?' লোগানের গলায় জান্তব উল্লাস।

'মিথ্যেবাদী ভণ্ড শয়তান তুমি একটা!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ইভলিন। শাণিত চোখে কয়েক মুহূর্ত স্থির চেয়ে থেকে অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, 'তোমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, ম্যাট লোগান।'

মুহূর্তের জন্যে ভয়ানক চমকে উঠল লোগান কথাটা শুনে। তারপরই অস্বস্তি কর অনুভূতিটা ঝেড়ে ফেলে কর্কশ গলায় হেসে উঠল। 'তা হলে তো যেটুকু আয়ু আছে সেটুকুর সদ্ব্যবহার করতে হয়,' বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। ইভলিনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার দিকে।

অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল ইভলিনের। সভয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। আবার হেসে উঠল লোগান, দারুণ উপভোগ করছে সে ইভলিনের অসহায় অবস্থা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ইভলিনের, দু'চোখ থেকে আতঙ্ক ঠিকরে পড়ছে। বুঝতে পারছে, অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে তার ভাগ্য।

শেষ পর্যন্ত হীন লালসার পথরোধ করে দাঁড়াল সোনার লোভ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে গেল ম্যাট লোগান। জানালার দিকে এগিয়ে গেল। বেনের ল্যাসো তেমনি জানালার চৌকাঠের ওপর দিয়ে ঝুলে রয়েছে। সেটা টেনে তুলে নিয়ে দড়ির গোছা হাতে আবার ইভলিনের কাছে এসে দাঁড়াল। তার দু'হাতের কবজি এবং দু'পা বাঁধতে শুরু করল দ্রুতহাতে।

বইঘর.কম

কাজ শেষ করে দু'হাত কোমরে রেখে সন্তুষ্টচিত্তে ইভলিনের মুখের দিকে তাকাল লোগান। হাসল। 'তোমার নাগরের সঙ্গে ফয়সালা হয়ে যাক আগে, তারপর আবার একটু রগড় হবে আমাদের–কেমন?'

মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

ইভলিন রয়েস বিছানায় মুখ গুঁজে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সকালে যখন জিমির সঙ্গে দেখা হলো মার্শালের, তাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। 'গ্রেগ প্রাইস ডাব্‌ল্ অ্যারো রেঞ্জের দখল নিতে আসবার আগে কখনও তাকে দেখেছ?' প্রশ্ন করল সে।

'না, তাকে চিনতাম না আমি।'

'পাইনটপের লোকেরা তাকে চেনে?'

'ওদিকে সে কখনও গেছে বলে শুনিনি,' বলেই জিমি তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'ব্রায়ান, কী হলো ইভলিনের, বলো তো–মানে, মিসেস রয়েসের কথা বলছি; নাম ধরেই ডাকি আমি ওকে, ও আমার মেয়ের মত।'

'জানি না, জিমি। কিন্তু খুঁজে ঠিকই বের করব আমরা তাকে–রেইনবোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসব,' মার্শাল বলল আন্তরিক গলায়।

'ব্রিঙ্কলিতে যে-জিনিসের খোঁজে গিয়েছিলে, পেয়েছ নিশ্চয়?' খুদে মানুষটা হঠাৎ জানতে চাইল। 'তুমি যা চাও, তা-ই পেয়ে যাও সবসময়–তাই না, ব্রায়ান?'

'নাহ্,' বলে মুচকি হাসল ব্রায়ান, 'এই যেমন ধরো, এখন আমার নাশ্‌তা চাই, কিন্তু আদৌ পাবার আশা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

সঙ্গে সঙ্গে পড়ি কি মরি কিচেনের দিকে ছুটল জিমি।

আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল, ব্রায়ান মনোযোগ দিয়ে রেস্তরাঁর পেছনের আঙিনা পরীক্ষা করছে। মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ, তবে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সে একজন মহিলা এবং কয়েকজন পুরুষলোকের পায়ের চিহ্ন আলাদা করে চিনে নিতে পারল। ছাপগুলো রেস্তরাঁর পেছন থেকে শুরু হয়ে বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। সেগুলো অনুসরণ করে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল মার্শাল। শহরের উপকণ্ঠে এসে এক জায়গায় অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের এলোমেলো গভীর ছাপ তার চোখে পড়ল। তার মানে, এখানেই ঘোড়াগুলো অপেক্ষা করেছে। ঘোড়ার খুরের ছাপ ধরে আর অল্প কিছুদূর মাত্র এগোনো গেল, তারপরই পুবের রাস্তার অজস্র পদচিহ্নের ভেতর সেগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সানশাইনে ফিরে এল মার্শাল।

'ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিসেস রয়েসকে,' সবাইকে জানাল সে। 'পাঁচজন ছিল দলে, আমার ধারণা। একটা অতিরিক্ত ঘোড়া ছিল তাদের সঙ্গে। শহর থেকে বেরিয়ে ওরা পুবদিকে গেছে। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না, কিছুদূর যাওয়ার পর মোড় নিয়ে যে-কোনদিকে যেতে পারে।'

'ওদের কারও কাছে নিশ্চয় রেস্তরাঁর দরজার চাবি ছিল,' প্রেসকট মন্তব্য করল। 'ডিগবি ভেঙেছে তালা–তার আগ পর্যন্ত ওটা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল।'

'তালাটা ম্যাটকে আমি বানিয়ে দিয়েছিলাম' কামার ফ্যারেল সামনে এগিয়ে

Boighar.com

এল ভিড় ঠেলে। 'দু'টো চাবি ছিল। মিসেস রয়েসকে আরেকটা দিয়ে যাবার কথা হয়তো ভুলে গিয়েছিল ম্যাট,' বলে মুখ টিপে হাসল সে।

'মিসেস রয়েসের ওপর তার নজরও ছিল বহুদিন ধরে,' কসাই ক্লেটন যোগ করল। শেষ পর্যন্ত মিসেস রয়েসই তার সবচেয়ে বড় খদ্দের হয়ে দাঁড়িয়েছিল–তার পক্ষে চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

'গ্রেগ প্রাইসেরও নজর ছিল,' ব্যাঙ্কার বলল।

'কিন্তু তার কাছে চাবি থাকবার কথা নয়,' গরহ্যাম বলল এবার। 'অত সাহসও সে করবে না।'

'যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করে লাভ নেই,' ব্রায়ান বলে উঠল সবশেষে। 'আমার ধারণা, কাজটা লোগানের। তাকে খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আমি। সম্ভবত বেনও একইরকম ধারণা করেছে সে ফিরছে না এখনও–দুশ্চিন্তার কথা।' কয়েকজনকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখে হাত তুলল মার্শাল, 'একাই যাব আমি আপাতত। কিছু আবিষ্কার করতে পারি যদি, তখন তোমাদের পালা আসবে।'

নানান আপত্তি সত্ত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল ব্রায়ান। প্রস্তুতি যেটুকু নেয়ার তাড়াতাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

কর্কশ ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বেনের। আস্তে আস্তে চোখ মেলল। চেলাকাঠের গাদা থেকে মাথাটা সামান্য তুলে দেখল, কাঠ-গুদামের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে লোগানের একজন অনুচর। পোশাক দেখে চিনতে পারল লোকটাকে। কাল রাতে এই লোকই আরও দু'জনের সহায়তায় তাকে এখানে বন্দী করে রেখে গিয়েছিল।

খোলা দরজা ঠেলে বাইরে তাকানোর ফলে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল ডেপুটির। কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে সে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকাল। কৌতুকমেশানো কৌতূহলের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে লোকটা। আজ তার মুখে মুখোশ নেই।

ডেপুটি লক্ষ করল, লোকটা সুদর্শন।

'তোমার দাঁতব্যথা সেরে গেছে দেখছি,' বলল সে।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'শুধু সন্ধ্যার পর ব্যথা হয়।' পরমুহূর্ত গম্ভীর হয়ে গেল সে, 'যদি জানতে তোমার কপালে কী আছে, মেজাজ এত ফুরফুরে থাকত না।'

'নাশতা আসছে আশা করি?' কারারক্ষকের বাণী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল বেন।

'এসে পড়েছে–নিয়ে এসেছি আমি,' বলতে বলতে লোকটা খোলা দরজার ওপাশ থেকে বাড়িয়ে দিল একটা থালা আর ধোঁয়া-ওঠা একটা মগ। 'রুটি, মাংস, আর কফি।'

বেনের কবজির বাঁধন একটু শিথিল করে দিল কারারক্ষক। রাইফেল হাতে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। বন্দীর দিকে তাকিয়ে আছে সে, চেষ্টা করেও সমীহ আর প্রশংসার ভাবটা লুকোতে পারছে না।

বইঘর.কম

'নারী আর খাদ্য–এ দু'টো জিনিস সামনে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে নেই,' বক্তৃতার ঢঙে বলল বেন। যেন বক্তব্যের সমর্থনে একটা উদাহরণ দিচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল খাবারের থালা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শূন্য হয়ে গেল থালা আর মগ।

একটা সিগারেট বানিয়ে ধীরেসুস্থে ধরাল সে। লম্বা করে টান দিয়ে চেলাকাঠের গাদায় ঠেস দিল। নিখুঁত একটা ধোঁয়ার রিং মুখ থেকে ছুঁড়ে দিল ঘরের নিস্তরঙ্গ বাতাসে। 'লোগানের মত একটা জঘন্য বদমাশের লেজুড় হয়ে আছ কোন্ দুঃখে, বলো দেখি?' ধোঁয়ার রিং থেকে চোখ না সরিয়েই বলল সে। 'তা-ও যদি ওর সে-রকম যোগ্যতা বলে কিছু থাকত! দেখলে না, ব্যাঙ্কের কাজটা কেমন লেজে-গোবরে করে ছাড়ল?'

'বক্‌বক্ থামাও, রবসন–এরপর তুমি হয়তো আমাকে পর্যন্ত বিপথে টানতে চেষ্টা করবে!'

লোগানের গলা। কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সে কাঠ-গুদামের দরজায়, কেউ লক্ষ করেনি।

'তোমাকে? আমি?' আকাশ থেকে পড়ল যেন বেন; 'জেনেশুনে সময়ের এমন মর্মান্তিক অপচয় করব? বিপথই যার ঠিকানা, তাকে বিপথে টানার চেষ্টা পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে!' কারারক্ষককে দেখল সে ইঙ্গিতে, 'সুদর্শন বলছিল, আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে তুমি খুব চিন্তিত আছ। ভাবনার কিছু নেই–খাসা আছি আমি।'

লোগানের হলদেটে মুখ কঠিন, থমথমে হয়ে উঠল। 'খুব ভাল কথা। যত তরতাজা থাকবে, ততই জমবে খেলাটা।'

চারপাশে তাকাল বেন। 'এখানে মরতে আমার তেমন ভাল লাগবে না। খোলা জায়গায় সূর্যের আলোয় মৃত্যু চেয়েছি আমি সবসময়।'

ক্রূর হাসি হাসল লোগান। 'ইচ্ছে অপূর্ণ থাকবে না তোমার।' গলা চড়াল সে, 'এই, নিয়ে চলো তোমরা একে।'

আরও চারজন উদয় হলো। বেনকে টেনে দাঁড় করিয়ে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। তারই ঘোড়ার জিনের ওপর বসিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর নিজেদের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল তারা। সবশেষে ঘোড়ায় চাপল লোগান।

'বিদায়, সুদর্শন,' কারারক্ষকের দিকে চেয়ে বলল বেন। 'খুব দুঃখের কথা, এই শেয়ালগুলোর দলে ভিড়েছ তুমি–চাইলে অনায়াসে একজন ভাল লোক হতে পারতে।'

কারারক্ষক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে দেখল, ছ'জনের দলটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভেতর। 'বুকের পাটা আছে ছেলেটার,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কাজটা খুব খারাপ হচ্ছে–কিন্তু আমার কিছুই করার নেই।'

বেন নীরবে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। ঠোঁটদু'টো সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে, মুখের চেহারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাথার ওপর বিস্তর পাতাভর্তি ঘন ডালপালার

Boighar.com

ছাউনি তার ভেতরের ফাঁকফোকর দিয়ে দু'এক জায়গায় রোদ চুঁইয়ে এসে পড়েছে মাটিতে। তা ছাড়া প্রায় সমস্ত পথই গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সংকীর্ণ একটা সমতল খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুল। উজ্জ্বল রোদে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। বালির ভেতর থেকে ছোট ছোট ঘাস মাথা তুলে আছে। চারদিক থেকে জায়গাটাকে বেষ্টন করে রয়েছে খাটো ঝোপঝাড়।

দলপতি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল।

'এখানেই বেশ হবে,' বলল সে। 'যথেষ্ট রোদ আছে—যেমন কথা দিয়েছিলাম।'

অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে বেন। বড় গাছ আশেপাশে একটাও নেই। তা হলে?

লোগান বুঝে নিল, কী ভাবছে ডেপুটি মার্শাল।

'না, তোমার গলায় দড়ি পরাতে যাচ্ছি না আমরা,' মুচকি হেসে জানাল সে, 'সেটা একেবারে সহজ হয়ে যাবে—তোমার ঋণ শোধ হবে না তাতে।' নিজের লোকদের তাড়া দিল, 'জলদি হাত লাগাও।'

জিন থেকে টেনে নামিয়ে খোলা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে চিৎ করে শুইয়ে ফেলল ওরা বেনকে। এটুকু করতেই চারজন লোক গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেল, হাত-পা ছড়ে গেল তাদের এখানে-ওখানে। বন্দী এখনও একটুও দমেনি।

ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে তা না বুঝলেও এটুকু অনুমান করতে পারছে বেন, তাকে খুব ধীরে ধীরে যন্ত্রণাময় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার কোন নিষ্ঠুর পরিকল্পনা রয়েছে ওদের। ত্বরিত মৃত্যুর কোন ব্যবস্থা যদি করা যেত···। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে—হাত-পা বাঁধা ওর, কিন্তু জিভ তো মুক্ত···

'কাপুরুষ জানোয়ার তুমি একটা, লোগান!' আচমকা বিস্ফোরিত হলো ডেপুটি, 'একটা খরগোশের যা সাহস আছে, তোমার তা-ও নেই; নয়তো একাই ফয়সালা করতে আমার সঙ্গে। নিজের মুরোদ নেই বলে আরও চারটে নোংরা নেড়িকুত্তা সঙ্গে জুটিয়ে এনেছ!'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে তার। রিভলভারের বাঁট চেপে ধরে ঝট করে তার দিকে এক পা এগিয়ে এসেছিল লোগান, চোখে ফুটে উঠেছিল হত্যার নগ্ন নেশা। কিন্তু পরমুহূর্তে হোহো করে হেসে উঠল সে, ইশারায় কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিল চেলাদের।

কায়দাটা নিঃসন্দেহে অভিনব। দু'জন বেনকে মাটিতে চেপে ধরে রাখল, বাকি দু'জন তার দুই কবজি এবং দুই পায়ের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধল চারপ্রস্থ শক্ত রশি। তারপর তার দেহ থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে চারদিকে চারটে মোটা খুঁটি পুঁতল মাটিতে। একেকটা রশির প্রান্ত একেকটা খুঁটির সঙ্গে টানটান করে টেনে বাঁধল। ফলে মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত-পা চারদিকে পুরোপুরি ছড়িয়ে অনড় পড়ে থাকতে হলো বেনকে।

সমস্ত গিঁট ভালভাবে পরীক্ষা করল লোগান। সোজা হয়ে দাঁড়াল তারপর বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি হাসল।

'যত খুশি রোদ গিলতে পারো এবার—এতই যখন প্রিয় তোমার জিনিসটা,

বলল সে। অশ্লীল ভঙ্গিতে চোখ টিপল একটা, 'তুমি যখন এখানে সেদ্ধ হবে, আমি কোথায় থাকব জানো?–ইভলিনের সঙ্গে।'

'ব্রায়ান তোমাকে নরকে পাঠাবে,' নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত পিষে বলল বেন।

'আমার আগেই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে আশা করি,' লোগান বলল। 'দিন দুয়েক পর একবার এসে তোমার ছড়ানো-ছিটানো হাড়গোড় দেখে যাব আমি। মাংস বলতে কিছু থাকবে না তখন আর ওগুলোর সঙ্গে–সব চেটেপুটে খুঁটে খেয়ে যাবে নেকড়ে, কয়োট, শকুন, কিংবা–অন্য কোনকিছু।'

বেন দেখতে পেল না, লোগানের দৃষ্টি চট্ করে একবার ঘুরে এল খোলা জায়গাটার একপাশের একটা ছোট্ট বালির ঢিপির ওপর থেকে।

'দু'দিন?' বলল ডেপুটি, 'তার আগে তোমার নিজের হাড়গোড়ের কী দশা হয়, দেখো! মনে রেখো, মরণ ঘনিয়ে এসেছে তোমার।'

বিশ্রী কিছু গালাগাল দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল লোগান। একজন চেলা নিচু গলায় কী একটা প্রশ্ন করায় এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল। 'এমনিতেই এসে হাজির হবে,' বলল সে। 'দেরি করে এলেও ক্ষতি নেই–বরং তা-ই চাইছি আমি।'

চলে গেল ওরা। কিছুক্ষণ বেন নড়াচড়ার কোন চেষ্টা করল না। কে জানে, হয়তো আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা এদিকেই তাকিয়ে আছে–ওদের চিত্তবিনোদনের খোরাক হওয়ার কোন বাসনা তার নেই। কিছুটা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর খুব ধীরে ধীরে যে-ক'ইঞ্চি সম্ভব মাথাটা উঁচু করল। না, পুলকিত কোন হাসির আওয়াজ ভেসে এল না। পাখির ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই চারপাশে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল সে। তারপর চোখ বুজে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে দু'হাতের কবজিতে বাঁধা দড়িতে টান দিল। কোন ফল হলো না। এবার পায়ের রশিতে টান দিল প্রাণপণ শক্তিতে। এবারও যেমন ছিল তেমনি রইল বাঁধন। মাটিতে পোঁতা খুঁটিগুলো একচুল নড়ানো সম্ভব নয়। দড়ির গিটগুলোও দিয়েছে ওরা খুব যত্নের সঙ্গে। তা ছাড়া, এমন অবলম্বনহীন অবস্থায় শুয়ে রয়েছে বেন যে, অন্যকোনভাবে কোন চেষ্টা নেয়ারও উপায় নেই। তবু মরিয়া হয়ে বারবার হাত-পা ছুঁড়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকল সে। দড়ির ঘষায় চামড়া ছড়ে গেল, আড়ষ্ট হয়ে গেল পেশী, সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল কিন্তু হাত-পায়ের বাঁধন একবিন্দু শিথিল হলো না।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে চেষ্টা ছেড়ে দিল সে। নীল আকাশের বুকে চোখ রেখে নিঃসাড় শুয়ে রইল। ঝকঝকে উজ্জ্বল একটা চাকতির মত গনগনে সূর্যটা একটু কাত হয়ে ঝুলে আছে–তার প্রচণ্ড দাবদাহ নিস্তেজ করার মত লেশমাত্র মেঘ নেই আকাশে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্য মাঝ-আকাশে উঠে আসবে, খাড়া রশ্মিগুলো জ্বলন্ত অগ্নিবাণের মত সোজা নেমে এসে বিদ্ধ করবে তাকে–তার শরীর থেকে শুষে নেবে আর্দ্রতা।

'দু'দিন...' বিড়বিড় করল বেন, 'খাবার ছাড়া টিকে থাকা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পানি...'

আরও ওপরে উঠে এসেছে সূর্য, তার শরীরের খোলা জায়গাগুলো ঝলসে

Boighar.com

দিচ্ছে। একই ভঙ্গিতে অনড় পড়ে থাকবার ফলে অসাড় আড়ষ্ট হয়ে এসেছে হাত-পা। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল বেনের, কিন্তু সূর্যের উজ্জ্বল উত্তপ্ত রশ্মি যেন চোখের পাতা ভেদ করে ঢুকে পড়ছে–ভোঁতা একটা ব্যথার জন্ম দিচ্ছে চোখের গভীরে।

কিন্তু দুর্দশা যতই কঠিন হোক, তরুণ স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জীবন আঁকড়ে ধরে থাকে। বেনও সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোর অবিশ্রাম অত্যাচারে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে সে, প্রচণ্ড উত্তাপে গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে, সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে নিঃশব্দ চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে পানির জন্যে। তবু সে চৈতন্য হারায়নি। শুয়ে আছে চিৎ হয়ে–নিশ্চল, অবসন্ন, অপেক্ষমাণ।

কুট্ করে ছোট্ট একটা কামড়। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা। তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছিল বেন–মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। অতিকষ্টে মাথাটা একটু কাত করে নিজের ডানহাতটা শুধু দেখতে পেল। লাল রঙের খুব ছোট ছোট কয়েকটা কীট ঘোরাফেরা করছে হাতের ওপর, আরও অনেকগুলো সার বেঁধে বালির ওপর দিয়ে পিলপিল করে এগিয়ে আসছে।

পিঁপড়ে!

লোগানের শেষ কথাগুলোর মর্ম এবার পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারল বেন। এই ক্ষুদ্রাকার অথচ ভয়াল সর্বভুকের দল তার সন্ধান পেয়ে গেছে, এবার হাজারে হাজারে এসে ছেঁকে ধরবে তাকে। শরীরের প্রতিটি ইঞ্চিতে হামলা চালাবে ওরা, কুরে কুরে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে পুরো লাশ।

প্রখর রোদে পড়ে থাকবে শুধু কয়েকখানা খট্‌খটে শুকনো সাদা হাড়।

আঠারো

সহকারীর খোঁজে বেরিয়ে সোজা ডার্বল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হলো মার্শাল। মনে মনে ভেবে দেখেছে সে, বেনের সন্দেহ সবচেয়ে প্রথম গিয়ে পড়বে গ্রেগ প্রাইসের ওপর। কাজেই, নিরুদ্দেশ ডেপুটির সন্ধান সেখানেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ডার্বল্ অ্যারোয় পৌঁছে অবাক হলো ব্রায়ান। খাঁ খাঁ করছে র‍্যাঞ্চহাউস। লোক বলতে একমাত্র রয়েছে নিগ্রো বাবুর্চি। লোকটা সুস্পষ্ট আতঙ্ক চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল তার বুকে আটকানো মার্শালের ব্যাজের দিকে।

'তোমার মনিব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

'জানি না, সাহ্,' উত্তর এল। 'বাইরে গেছে–সবাই বাইরে।'

পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করল মার্শাল। টোকা মেরে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। ঘুরতে ঘুরতে সেটা নীচে নেমে আসতেই লুফে নিল আবার চট্ করে। আড়চোখে লক্ষ করল, চক্‌চক্ করে উঠল বিশালদেহী নিগ্রোর চোখ।

'সত্যি কথা বললে সাধারণত লাভই হয়, পোলো–তা-ই তো তোমার নাম, নাকি?'

'হ্যাঁ, সাহ্,' নিগ্রো তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে জানাল।

'বেশ। তুমি হয়তো আমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। গতকাল গ্রেগের কাছে একজন লোক এসেছিল। নাম, রবসন—বয়স বেশি হবে না। দেখেছ তাকে?'

ইতস্তত করতে লাগল পোলো। সন্ত্রস্ত চোখে তাকাচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে।

ব্রায়ানের আঙুলের টোকা খেয়ে মুদ্রাটা আবার উঠে গেল শূন্যে।

স্পারের গুঁতো খেলো যেন পোলো। 'কখন এসেছিল ছেলেটা, আমি দেখতে পাইনি, সাহ্,' সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল। 'সামনের ঘরে জোরে জোরে কথাবার্তা হচ্ছে শুনে উঁকি দিয়ে দেখি, দু'জন লড়াই করছে—খালি হাতে। বাস্‌রে, সে কী লড়াই! দমাদম ঘুসি মারতে মারতে সারা ঘরে দাপাদাপি করছে। হঠাৎ দেখি, ছেলেটা বসকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাথার ওপর দিয়ে পেছনে। পাখনা গজিয়ে গেল বসের, উড়ে গিয়ে নাশতার টেবিলের ওপর গিয়ে নামল। অত তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার হতে বাপের জন্মে দেখিনি, সাহ্। অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর মরার মত পড়ে রইল বস্। ছেলেটা একবার তাকিয়ে দেখল তার দিকে, তারপর রিভলভারটা তুলে নিয়ে শিস্ দিতে দিতে চলে গেল!'

পোলোর গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল ব্রায়ান। 'নরকে যাওয়ার সময়ও শিস্ দিতে দিতে যাবে ও,' বলল সে। 'কোন্‌দিকে যেতে দেখলে?'

'দেখিনি, সাহ্—সুযোগ পাইনি; বস্ তখুনি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল কিনা।'

আবার শূন্যে ছুঁড়ে দিল ব্রায়ান মুদ্রাটা—এবার সেটা পোলোর দিকে উড়ে গেল। 'এমন জায়গায় রাখবে, তোমার বস্ যেন চুরি করতে না পারে,' পরামর্শ দিল সে। 'আর, আমি যে এসেছিলাম, কাউকে বলার দরকার নেই।'

বাবুর্চির কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের অকুণ্ঠ নিশ্চয়তার ঘোষণা মাঝপথে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল সে।

এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে পারে বেন? ম্যাট লোগানকে খুঁজতে বেরোবে সে, সন্দেহ নেই।

ডেভিল্‌স্ ক্যানিয়ন আর উত্তরের পাহাড়শ্রেণী একটা কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে যোগ করে সে-রেখাকে আড়াআড়ি অতিক্রম করার জন্যে এগোতে শুরু করল ব্রায়ান। কিছুক্ষণ পরই বেশ কয়েকটা ঘোড়ার খুরের ছাপ খুঁজে পেল। দিক বদলে ছাপ ধরে এগিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। ঘোড়ার পায়ের ছাপের পাশাপাশি আরও একটা জিনিসের চিহ্ন মাঝে মাঝে তার চোখে পড়ছে—একধরনের সাদা মিহি গুঁড়ো।

সূত্রটা ধরে কিছুদূর পর্যন্ত দ্রুত এগোতে পারল মার্শাল। তারপর সাদা গুঁড়োর চিহ্ন ক্ষীণ হয়ে এল—অর্থাৎ, ময়দার বস্তা ক্রমে খালি হয়ে এসেছে এদিকে। তবু সেই অস্পষ্ট সাদা সঙ্কেতও যথেষ্ট কাজে এল। শক্ত মাটির ওপর শুধু সেই সাদা ময়দার সামান্য আভাস খুঁজেই অনেকখানি পথ পার হয়ে গেল ব্রায়ান—ঘোড়ার পায়ের ছাপ সে-পথে আদৌ পড়েনি। পর্বতের পাদদেশ ছেয়ে থাকা গহীন কালো অরণ্যের পাশ দিয়ে এগিয়ে গোপন একটা পথের খোলা মুখে এসে পৌঁছুল সে

Boighar.com

চিহ্ন অনুসরণ করে। দূর থেকে এ-জায়গাটাকে বুনো ঝোপজঙ্গলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এ-পথের সন্ধান বেনের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না, সে হয়তো খুঁজে পেতে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। তবে সে-পথ নিঃসন্দেহে এ-পথের তুলনায় দীর্ঘ এবং কঠিন হবে।

অবারিত সূর্যালোক ছেড়ে ব্রায়ান গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল। ক্রমে ওপরে উঠে গেছে পথ–খাড়াই কমাবার জন্যে বারবার ডাইনে-বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল মার্শালের–পাথরের ওপর ঘোড়ার খুর পিছলে যাওয়ার শব্দ। প্রায় একই সঙ্গে কারও খিস্তিও শোনা গেল। তাড়াতাড়ি রাস্তার পাশের একটা ঘন ঝোপের পেছনে চলে গেল সে। ঘোড়া থেকে নেমে রিভলভার বের করল।

সামনের বাঁক ঘুরে উদয় হলো একজন অশ্বারোহী। ঘোড়ার পিঠে শিথিলভাবে বসে আছে।

'দাঁড়াও! হাত তোলো মাথার ওপর!'

অপ্রত্যাশিত নির্দেশ শুনে চমকে উঠল লোকটা, কিন্তু মাথার ওপর হাত তুলতে ইতস্তত করল না।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মার্শাল, হাতে উদ্যত রিভলভার 'তোমার হাতুড়িটা দিয়ে ফেলো দেখি চট্‌পট্–আগে বাঁটের দিকটা দেবে আমার হাতে।'

এবারও লোকটা বিনাবাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল।

রিভলভারটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল মার্শাল 'এবার যা জিজ্ঞেস করব, ঝট্‌পট্ জবাব দেবে। লোগানের আস্তানা কোথায়?'

'কখনও তার নামই শু–' মার্শালের ভয়ালদর্শন রিভলভারের নল এক ইঞ্চি উঁচু হতেই খাবি খেয়ে থেমে গেল লোকটা।

'ফের মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করেছ কি খতম হয়ে যাবে,' কঠিন স্বরে সাবধান করে দিল মার্শাল। 'কোথায় লোগানের ডেরা?'

'এই ট্রেইল ধরে আরও কিছুদূর সামনে এগোলে দেখতে পাবে,' গোমড়ামুখে বলল লোকটা।

'বেশ। রবসন নামের কাউকে দেখেছ তুমি এদিকে?'

'কাল সারারাত আটক করে রাখা হয়েছিল তাকে। আজ সকালে ম্যাট এবং আরও চারজন তাকে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, তারপর আর সে ফেরেনি–তার ঘোড়াটা শুধু ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ওরা। কী হয়েছে রবসনের, আমি জানি না।'

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা সরল না ব্রায়ানের মুখে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে। চোখমুখ কঠিন, থমথমে। 'তুমি আর আমি রবসনকে খুঁজতে যাচ্ছি। যদি না খুঁজে পাই, তোমার কপালে খারাবি আছে।' রিভলভার নেড়ে এগোতে ইশারা করল লোকটাকে, 'আগে বাড়ো।'

'আমার যতটা সাধ্য, চেষ্টা করব। কিন্তু ম্যাটকে চিনি আমি–সময় নষ্ট ছাড়া

আর কিছু হবে বলে মনে হয় না।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পুবদিকে যেতে শুরু করল লোকটা।

ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে দু'জন এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সামনের ঘোড়সওয়ারকে নীরবে অনুসরণ করছে মার্শাল। হঠাৎ লোকটা এক জায়গায় থেমে দাঁড়াল।

সরু একটা জলের ধারা ওপর থেকে নেমে এসেছে। এখানে এসে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা। কাদাভর্তি একটা অগভীর ডোবার জন্ম দিয়েছে।

ডোবার আরও একটু কাছে এগিয়ে গেল লোকটা। 'অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে এখানে, কিন্তু এর ভেতর থেকে...' কথাটা শেষ করল না সে।

'রবসন তার নিজের ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল, বললে না তুমি?'

লোকটা মাথা নোয়াল। 'হ্যাঁ।'

ঘোড়া থেকে নেমে খুরের ছাপগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল ব্রায়ান। 'পেয়েছি,' বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। আঙুল দিয়ে একটা ছাপ দেখাল, 'ঘোড়ার একটা নালে সবসময় ক্রস খোদাই করিয়ে রাখে বেন—সৌভাগ্যের চিহ্ন।'

ছাপ অনুসরণ করে দু'জন আবার এগোল। বড়সড় একটা ডোবার ধারে এসে পৌঁছুল এবার। চওড়া একটা জলের স্রোত এখানে পাহাড়ের একটা প্রশস্ত গর্তে পড়ে গতি হারিয়ে ফেলেছে। পানি খাবার জন্যে থামল ব্রায়ান। লোগানের দলও নিশ্চয় এখানে একই উদ্দেশ্যে থেমেছিল, তাদের প্রচুর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে নরম মাটিতে।

বনভূমির ভেতর দিয়ে আরও কয়েকশো গজ এগোবার পর আচমকা একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। প্রখর রোদের উজ্জ্বল আভায় চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হলো। সামনে সমতল বালিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিৎ হয়ে নিশ্চল পড়ে আছে বেন রবসন।

'সর্বনাশ!' আর্তনাদ করে উঠল মার্শালের সঙ্গী। 'পিঁপড়ে! শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে!'

কিন্তু বেনের ফুলে ওঠা ঠোঁটদু'টোর ক্ষীণ একটু নড়াচড়া চোখে পড়েছে ব্রায়ানের। একলাফে ছিটকে নেমে পড়ল সে ঘোড়ার পিঠ থেকে। 'দড়ি কেটে মাটি থেকে তুলি চলো ওকে—জলদি!' কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল কাজটা করতে। থামল না ব্রায়ান। 'ছোটো! এইমাত্র যে-ডোবাটা পেরিয়ে এলাম, সেখানে নিয়ে যেতে হবে।'

খানিকটা বয়ে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে বেনকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল ওরা যত দ্রুত সম্ভব। জলের ধারে পৌঁছুবার আগেই দু'জনের শরীর বেয়ে উঠে পড়ল পিঁপড়ের রাশি, সারা দেহের এখানে-ওখানে অসংখ্য তীক্ষ্ণ কামড় অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দিল। মনে মনে বেনের অবস্থা কল্পনা করে শিউরে উঠল ব্রায়ান।

'উহ্, শালা রাক্ষসের দল!' কাতরাতে কাতরাতে বলল ব্রায়ানের সঙ্গী। 'কামড় ছাড়া আর কিছু বোঝে না বেজন্মারা!'

'সাঁতরাতে পারে কিনা দেখি চলো,' মার্শাল বলল। পৌঁছে গেছে ওরা জলের

Boighar.com

ধারে। 'সোজা ডুব দাও।'

বেনকে সামনে নিয়ে জলের ভেতর নেমে পড়ল সে। ডেপুটিকে আঁকড়ে ধরে রেখে ভুশ্ করে ডুব দিল। শীতল জল স্বর্গীয় ব্যাথানাশকের মত সারা শরীরে স্নিগ্ধ প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। মার্শালের সঙ্গীও ইতোমধ্যে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আরও বার কয়েক বেনকে নিয়ে ডুব দিল ব্রায়ান। সবার শরীর রাক্ষুসে অতিথিদের কবলমুক্ত হতে বেশি দেরি হলো না।

পানি থেকে উঠে বেনকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল ব্রায়ান। সবার পরনের ভেজা কাপড় রোদে শুকোতে দেয়া হলো।

একটু পরেই ডেপুটির জ্ঞান ফিরে এল পুরোপুরি।

'ব্রায়ান, সত্যি অদ্ভুত তুমি,' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল সে। 'আমি তোমার কাছে–'

'কৃতজ্ঞ–তাই না?' বেনের মুখের কথা কেড়ে নিল ব্রায়ান। 'শোনো: রেইনবো নামে এক শহর আছে, একটা বড় গাছ আছে সেই শহরের বাইরে…'

বন্ধুকে বেশ চেনে বেন। আর কথা বাড়াল না। অন্য লোকটার দিকে চোখ ফেরাল। ভাল করে চাইতেই বিস্ময় আর কৌতুক ফুটে উঠল তার চোখে। 'আরে, সুদর্শন যে! কী খবর? তোমার সঙ্গে আবার কখনও দেখা হবে ভাবিনি। তুমি এখানে কী করে এলে?'

একটু ইতস্তত করল লোকটা। 'আমার নাম মিগুয়েল,' বলল অস্বস্তিভরে। 'সময়মত এসে পড়া গিয়েছিল বলে আনন্দ হচ্ছে।'

'ও-ই আমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে,' ব্রায়ান ব্যাখ্যা করল।

'আচ্ছা!' মাথা ঝোঁকাল বেন, কীভাবে কী হয়েছে মোটামুটি অনুমান করতে পারছে সে এখন। মিগুয়েলের দিকে ফিরল। 'মিস্টার, স্বয়ং শয়তান যদি ওই নরক থেকে আমাকে তুলে আনত, তা হলে তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাতাম। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। এখনও ম্যাট লোগানের দলের হয়ে থাকো যদি তুমি, তা-ও।' বিশ্রীরকম ফুলে ওঠা একখানা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

সাবধানে হাতখানা ধরল মিগুয়েল। 'লোগানের দলে আর এখন নেই আমি,' জবাব দিল সে। 'তোমাকে ওখানে ওই অবস্থায় দেখামাত্র আমি ওর দল ছেড়ে দিয়েছি। কারও ওপর রাগ থাকলে তাকে খতম করে দেয়া যায়–সে অন্য জিনিস। কিন্তু তাই বলে শুধু শুধু জঘন্য নির্যাতন! আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

'তোমাকে পছন্দ হয়ে যাচ্ছে আমার,' বলল ডেপুটি। বিমর্ষভাবে নিজের শরীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল সে। 'আমার ওজন নিশ্চয় অনেক কমে গেছে,' বলল মৃদু কণ্ঠে।

'দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে, বেড়েছে,' ব্রায়ান তিক্ত হাসি হেসে বলল।

নিজের এবং মিগুয়েলের রিভলভার শুকিয়ে মুছে গুলি ভরার কাজও শেষ করেছে মার্শাল ইতোমধ্যে। মিগুয়েলের হাতে তারটা ধরিয়ে দিয়ে কাপড়চোপড়গুলোর অবস্থা দেখতে গেল সে।

রিভলভার হাতে পেয়ে মিগুয়েলের চোখদু'টো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল।

হাসতে গেল বেন, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। 'তার মানে, তুমি আমাদের একজন হয়ে গেলে, সুদর্শন,' বলল সে।

'সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাস মার্শালের,' মিগুয়েল বলল, 'একটু বেশিই ঝুঁকি নেয় বলতে হয়।'

'ব্রায়ানের অভ্যাসই ওরকম, তবে হিসেবে সাধারণত ভুল হয় না ওর।'

'আমার মনে হয়, লড়তেও জানে লোকটা।'

'ম্যাট লোগানকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'দরকার নেই–তার চেহারা দেখার কোন খায়েশ আর নেই আমার।'

'তা না থাকলেও একবার বোধ হয় তোমাকে যেতে হচ্ছে ওর আস্তানায়,' ব্রায়ানের গলা। কাছে এসে পড়ায় ওদের কথার শেষের কিছু অংশ সে শুনতে পেয়েছে। 'তুমি নিশ্চয় জানো, মিগুয়েল, একজন মহিলা বন্দী হয়ে আছে লোগানের হাতে। সান্ত্বনা এবং সাহায্য দরকার তার। আমার কিংবা বেনের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছ। কিন্তু তুমি অনায়াসে যেতে পারো–কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না। লোকজন নিয়ে আমরা শিগ্‌গিরই আবার ফিরে আসব। কী বলো তুমি, যাবে?'

'অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মিগুয়েল। বেনের দিকে চাইল সে, 'তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই; আমারটা নাও।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, কিন্তু অস্ত্র দরকার হচ্ছে না ওর এখন,' ব্রায়ান বলে উঠল। 'এখন ওর দরকার একটা ঘোড়া।'

'কোন অসুবিধে নেই, আমি সামলে নিতে পারব। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় আমার ঘোড়ার একটা পা ভেঙে গিয়েছিল–বাধ্য হয়ে গুলি করে মেরে ফেলতে হয়েছে।'

'দিব্যি চলবে। কিন্তু জিন-লাগাম নিয়ে যেতে হবে তোমাকে, নয়তো ওদের সন্দেহ হতে পারে।' ডেপুটির দিকে ফিরল মার্শাল, 'লাগাম না থাকে যদি, ঘোড়ায় চড়তে পারবে তুমি, বেন?'

'পিঠ না থাকলেও পারব,' তরুণ ডেপুটির জবাব।

'বেশ, তা হলে এখুনি যার যার পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি আমরা। তুমি সোজা রেইনবো ফিরে গিয়ে কিছু লোকজন জড়ো করবে। আচ্ছা, মিগুয়েল, লোগানের লোকজনের সংখ্যা কেমন?'

'তেরোজন ছিল, সে-সুদ্ধ। এখন বারো।'

'বিগ এমের কিছু লোকও তা হলে যোগাড় কোরো,' ডেপুটিকে বলল মার্শাল, 'ডাবল্ অ্যারোর লোকজনের সঙ্গেও হয়তো আমাদের লড়াই করতে হবে।'

বেন ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিজের কাপড় তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল। 'সুদর্শন, তোমার ঘোড়া আর অস্ত্র দাও আমাকে–যা দাম চাও তা-ই পাবে,' প্রস্তাব দিল সে।

'ওর কথায় কান দিয়ো না, মিগুয়েল,' ব্রায়ান মুচকি হেসে বলল, 'নিতান্ত ছেলেমানুষ।' বেনের দিকে ফিরল, 'কেমন লাগছে তোমার, বুঝতে পারছি, কিন্তু গ্রেগ প্রাইসকে গুলি করে মারতে যাওয়ার মত অবস্থা নেই এখন তোমার। একবার তুমি তাকে পিটিয়ে ছাতু করেছ–'

'কী করে জানলে তুমি সে-কথা?'

Boighar.com

'তোমার খোঁজে ওখানে গিয়েছিলাম–গ্রেগের সঙ্গে দেখা হয়নি, ওর বাবুর্চির মুখে শুনলাম সব।'

বেন হাসল। 'ঠিক আছে, থাক তা হলে। তুমি বোধ হয় ডাব্‌ল্ অ্যারোতেই যাচ্ছ, তাই না? গ্রেগের গায়ে হাত দেবে না, বলে রাখলাম–ও আমার জিনিস।'

'একদম ছোঁব না আমি ওকে, আমি শুধু জানতে চাই ও কী করছে। তোমরা এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আমিও ফিরে আসব।'

কাপড়চোপড় পরে তিনজন একসঙ্গে রওনা হলো। ব্রায়ানের সঙ্গে তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো বেন। লোগানের আখড়ার কাছাকাছি এসে মিগুয়েল তার ঘোড়ার জিন-লাগাম নিয়ে অদৃশ্য হলো, বেন উঠে বসল ঘোড়ার নগ্ন পিঠে। ব্রায়ান যে-ট্রেইল ধরে এসেছিল সেটা ধরে চলতে থাকল দু'বন্ধু। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পর্বতের পাদদেশে দু'জন বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে।

'তোমার জুতোয় স্পার লাগানো আছে, সেটা মিগুয়েলের ঘোড়াকে একটু বুঝতে দিয়ো,' ডেপুটিকে বলল মার্শাল 'ভোরের দিকে এসে পৌঁছুতে পারবে তুমি আশা করি–মিসেস রয়েসের অবস্থা চিন্তা করলে সেটাকেও হয়তো খুব শিগ্‌গির ফেরা বলা যাবে না।'

মার্শালের কথা শেষ হওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠল বেনের ঘোড়া, বিদ্যুতের বেগে ছুটে চলে গেল রেইনবোর পথে।

ব্রায়ান তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ডাব্‌ল্ অ্যারো রেঞ্জের দিকে।

উনিশ

ডাব্‌ল্ অ্যারোর মালিকের সারাদিন কেটেছে শরীরের ও মনের জখমের শুশ্রূষায়। নতুন আরেক দুশ্চিন্তা যোগ হয়েছে তার দুর্দশার সঙ্গে–তার ভাড়াটে খুনী এখন পর্যন্ত ফেরেনি। কাজ সেরে অনেক আগেই এসে টাকা দাবি করার কথা লোকটার, অথচ এখনও তার কোন হদিস নেই।

সন্ধ্যার কিছু আগে একজন অচেনা লোক এসে একটা খাম দিয়ে গেল। ভেতরে হিজিবিজি অক্ষরে লেখা একখানা ছোট্ট চিঠি:

তোমার বোন মিসেস রয়েস আমার হাতে বন্দী। নগদ চার হাজার ডলার দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। একা আসবে তুমি, তা না হলে লেন-দেন নেই। যদি টাকা না পাই, মেয়েটার কপালে–দুর্ভোগ আছে।

পড়তে পড়তে গ্রেগের ঠোঁট বেঁকে গেল। 'মেয়েটার কপালে–দুর্ভোগ আছে,' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'যথেষ্ট ছিমছাম–ম্যাটের চিঠি হিসেবে। কীসের হুমকি দিয়েছে ম্যাট, বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমার সুন্দরী আত্মীয়া নিশ্চয় এরপর খুবই খুশি হবে আমাকে দেখলে।...চার হাজার ডলার–আমি যা বলেছিলাম তার দ্বিগুণ, অ্যাঁ? দেখা যাক, মিস্টার লোগান, দেখা যাক...' কুৎসিত একটা গালি যোগ করে চিঠিটা পকেটে গুঁজে রাখল সে। নিজের লোকদের কিছু

বইঘর.কম

নির্দেশ দেবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে গ্রেগ দেখল, ব্রিট কুইগলি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভারী অস্বস্তিকর একটা দৃশ্য।

'কী ব্যাপার, আবার কী হলো?' নিরুত্তাপ গলায় বলল সে।

'আমার কিছুই হয়নি,' উকিল জবাব দিল। 'হয়ে থাকলে তোমারই কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। ঈশ্বর, নাকি শয়তান, মুখের যে-আদল তোমাকে দিয়েছিল, আমাদের বন্ধু মার্শাল সেটা বদলে দেবার চেষ্টা করেছে নাকি?'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল গ্রেগের। প্রায় নিশ্চিত সে, কুইগলি আসল ঘটনা ভাল করেই জানে। খুব সম্ভব আরও কিছুক্ষণ আগে এসেছে ধূর্ত উকিল, পোলোর পেট থেকে সব কথা বের করে নিয়েছে। সে-ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলাটাই ঠিক হবে।

'না, ডেপুটি বাছুরটার কাজ। হঠাৎ আক্রমণ করে আমাকে কাবু করে ফেলেছিল। ওর বুক ফেড়ে কলজে বের করে নেব আমি–'

'আগে তা হলে ওকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ো,' কুইগলি উপদেশ দিল, 'অস্ত্রোপচার সহজ হবে তাতে–নিরাপদও হবে তোমার জন্যে। সে যাক, কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে বলো?'

'জলের মত,' বলল গ্রেগ। লোগানের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা বের করে দেখাল।

'আমাদের অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে দেখছি,' চিঠি পড়ে মন্তব্য করল উকিল। 'মেয়েটাকে কখন আনতে যাচ্ছ?'

'কাল খুব ভোরে। ম্যাটের জিম্মায় আরেক রাত থাকুক। তেজ আরও কমে আসবে তা হলে–এরপর আমাকে পেলে বর্তে যাবে একেবারে। বাচ্চাটাকে আটকে রেখে আরও কাবু করে ফেলেছি আমরা ওকে। ওদিকে ব্রায়ানের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে–আর কে আসবে আমার সঙ্গে লাগতে?' বলতে বলতে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল গ্রেগ।

খুদে লোকটার কোটরে বসা চোখের শ্যেনদৃষ্টি র‍্যাঞ্চারের মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'মর্টগেজের টাকাটা তা হলে এখন দিয়ে ফেলতে পারো?' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

যেন কঠিন এক ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল গ্রেগ প্রাইস। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে তার সামনে বসা মানুষ নামের ওই হাড়জিরজিরে অদ্ভুত জীবটির কথা ভুলে গিয়েছিল। প্রশ্নটা শুনে দম বন্ধ হয়ে এল তার। ব্রিট কুইগলির ওই শুকনো নিস্তেজ হাতদু'টো তাকে ইস্পাতের কঠিন সাঁড়াশির মত কবজা করে রেখেছে।

'তুমি ভাল করেই জানো, ব্রিট, আমার হাতে টাকা নেই,' গোমড়ামুখে বলল সে।

'ওই চার হাজার ডলার বোধ হয় আপাতত দিতে পারো, কী বলো?'

'ওটা লোগানকে দিয়ে দিতে হচ্ছে–এ ছাড়া উপায় নেই–' হঠাৎ কুইগলিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল গ্রেগ।

হিংস্র একটা শকুনের মত লাগছে কুইগলিকে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। 'মিথ্যে কথা!' হিস্ হিসিয়ে উঠল তার কর্কশ কণ্ঠ। 'একটু আগে

Boighar.com

বাঙ্কহাউসের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছি আমি, তোমার লোকদের কী বলছিলে। শোনো: ম্যাটকে ধাপ্পা দিয়ে টাকাটা ফিরিয়ে আনো, ভাল কথা; কিন্তু তাকে দেবার নাম করে গোপনে নিজের পকেটে ভরো যদি, সেটা হবে আমার সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা–এবং সেজন্যে তোমাকে ফাঁসিতে লটকাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

এ-ধরনের হুমকিতে বরাবর যেমন ফল হয়েছে, এবার তার ব্যতিক্রম হলো। 'আমার কিছু হলে তুমিও রেহাই পাবে না,' একটুও না ঘাবড়ে জবাব দিল গ্রেগ। 'তোমার-আমার একই নিয়তি, মনে রেখো।'

'যত বড় গর্দভ তোমাকে ভেবেছিলাম, তুমি আসলে তারও চেয়ে বড় গর্দভ একটা,' দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল উকিল। 'আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনবে লোকে? আমি কখনও গ্রেগ প্রাইসকে দেখেছি বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তার সব খবরাখবর আমার জানা ছিল; কাজেই তুমি যখন এসে গ্রেগ প্রাইস বলে নিজের পরিচয় দিলে, তখন তোমাকে বিশ্বাস না করার কোন কারণ দেখিনি।'

'উইলটা তুমি লিখেছ।'

'অবশ্যই–তোমার কাকার কথামত, তার উকিল হিসেবে। তার সই নয়, কার সাধ্য আছে প্রমাণ করার? দেনা শোধ করার জন্যে আর র‍্যাঞ্চ চালাবার জন্যে তোমার টাকার দরকার ছিল, আমি সরল বিশ্বাসে ধার দিয়েছি–বিনিময়ে র‍্যাঞ্চ মর্টগেজ দিয়েছ তুমি। খুবই স্বাভাবিক এবং আইনসঙ্গত ব্যাপার। উঁহুঁ, আমার কোন দোষ নেই–আমি তোমার জালিয়াতির নিরীহ শিকারমাত্র। একমাত্র যে-দোষটা আমাকে দেয়া যেতে পারে তা হচ্ছে, নিজের যে-পরিচয় তুমি দিয়েছিলে তা আমি খুব সহজে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম।'

লাল টকটকে হয়ে উঠল গ্রেগের মুখ, যেন রক্ত ফেটে বেরোবে এখুনি। সে জানে, কুইগলি যা বলছে, পরিস্থিতি সত্যি তা-ই দাঁড়াবে। ধুরন্ধর ধাড়ি শয়তানটা সযত্নে নেপথ্যে রেখেছে নিজেকে, তার ধূর্ত কৈফিয়তগুলো তাকে ঠিকই বাঁচিয়ে দেবে। ফাঁদে পড়া বুনো জানোয়ারের মত আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টায় মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠল গ্রেগ।

গলা খাঁকারি দিল ব্রিট কুইগলি। 'আরথার প্রাইসের খুনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' খন্‌খনে গলায় আবার বলে উঠল সে, 'সরকারের কাছে আমি যে সাক্ষ্য দেব, তার ফলে কেউ আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কিন্তু তুমি নির্ঘাত ফাঁসি যাবে, রডনি হুভার! তখন আমার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসব আমি–ডাব্‌ল্ অ্যারো আমার হয়ে যাবে।'

মাকড়সার জালে আটকে পড়া তুচ্ছ পতঙ্গের মত নিজের অসহায় অবস্থাটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে গ্রেগ। বুঝতে পারছে, পরিস্থিতি যা-ই দাঁড়াক, ব্রিট কুইগলি যতদিন বেঁচে থাকবে, তার হাতের নগণ্য পুতুলমাত্র হয়ে থাকবে সে–ধূর্ত উকিলের স্বার্থসিদ্ধির তুচ্ছ একটা হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু আসলে সে নয়। প্রবল আতঙ্ক আর তীব্র ঘৃণা অস্থির উন্মত্ত করে তুলল তাকে ভেতরে ভেতরে।

কথা শেষ করে জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে আছে কুইগলি। চলে যাওয়ার জন্যে

ঘুরে দাঁড়াল সে। অমনি বিদ্যুৎ খেলে গেল গ্রেগের হাতে। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরিটা তুলে নিয়েই আমূল বসিয়ে দিল সে কুইগলির নুয়ে পড়া বাঁকা শীর্ণ পিঠের ঠিক মাঝখানে।

গুঙিয়ে উঠে ঝুপ্ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বুড়ো উকিল। বিদঘুটে একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত মেঝের ওপর নিশ্চল পড়ে রইল। পাশে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল গ্রেগ। মুখে নেকড়ের হাসি–দাঁতগুলো হিংস্রভাবে বেরিয়ে পড়েছে।

'নরকে গিয়ে চিঁ-চিঁ করোগে যাও এবার,' বলল হিস্‌হিস্ করে।

হ্যাঁচকা এক টানে ছুরিটা বের করে নিয়ে কুইগলির কাপড়ে ঘষে রক্ত মুছে সেটা আবার কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখল। নিস্পন্দ দেহটাকে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। খালি একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রেখে দিল। তারপর র‍্যাঞ্চহাউসের বাইরে বেরিয়ে উকিলের ঘোড়াটা একটা পরিত্যক্ত চালাঘরে লুকিয়ে রাখল।

'কাল পুঁতে রাখব ওকে,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ঘোড়াটাকেও।' দুশ্চিন্তার একটা রেখা ফুটল তার কপালে, 'কাগজপত্রগুলো কোথায় রেখেছে, কে জানে!'

নিজের ভেজা চটচটে আঙুলগুলো অন্যমনস্কভাবে শার্টের বুকে মুছে ফেলল সে। তারপর হঠাৎ গাঢ় লাল ছোপগুলোর ওপর চোখ পড়তেই বিরক্তিতে বেঁকে গেল তার মুখ।

'ধুশ্ শালা, এই রক্তমাখা জামা নিয়ে প্রেমনিবেদন করতে যাব নাকি? একটু ফিটফাট হয়ে নিই, যাই।'

মার্শাল যখন ডাব্‌ল্ অ্যারোতে পৌঁছুল তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকারে আচ্ছন্ন পুরো রেঞ্জ; শুধু র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনের কিচেনে ক্ষীণ একটু আলোর আভাস চোখে পড়ছে। সেদিকেই এগোল মার্শাল।

পোলোকে পাওয়া গেল কিচেনে। তার কাছ থেকে জানা গেল, গ্রেগ আর তার লোকজন কিছুক্ষণ আগে ঘোড়ায় চেপে দল বেঁধে বেরিয়ে গেছে। কোন্ দিকে গেছে, জানে না বাবুর্চি।

'আজ কোন লোকজন এসেছিল গ্রেগের সঙ্গে দেখা করতে?' ব্রায়ান জিজ্ঞেস করল।

'মিস্টাহ্ কুইগলির ঘোড়াটাকে একবার দেখেছিলাম মনে হয়, সাহ্–বাইরে বাঁধা ছিল,' বলল পোলো। 'কিন্তু একটু পরে আর দেখতে পাইনি ওটাকে।'

বিদায় নিয়ে ডাব্‌ল্ অ্যারো ছেড়ে বেরিয়ে এল ব্রায়ান। কিছুদূর এসে যখন বুঝল, র‍্যাঞ্চ থেকে আর দেখা যাচ্ছে না তাকে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আবার র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল। লিভিং রুমের দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দেশলাই ঠুকে টেবিলের ওপর রাখা মোমবাতিটা জ্বালল।

কিছু একটা খুঁজে পাবে বলে আশা করেছিল বটে মার্শাল, কিন্তু কার্পেটের ওপর টকটকে লাল একটা ছোপ দেখতে পাবে ভাবেনি।

রক্ত। এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। গজখানেক দূরে আরও একটা ছোপ, তারপর আরও–এগিয়ে গেছে দরজা পর্যন্ত। দরজার হাতলেও চট্‌চটে আঠাল

Boighar.com

রক্ত। মোমবাতি হাতে দাগ অনুসরণ করে এগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল মার্শাল। তালাবন্ধ একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পিছিয়ে এল কয়েক পা, তারপর ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল। দড়াম করে খুলে গেল দরজা।

ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে নিশ্চল একটা দেহ। ছোটখাট, শীর্ণ। মোমবাতিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে লোকটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল ব্রায়ান। কালো কোটের পিঠে সরু একটা চিড়—চারপাশের অনেকখানি জায়গা রক্তে ভিজে আছে।

'পিঠে ছুরি মারা হয়েছে,' বলতে বলতে দেহটা চিৎ করে ফেলল ব্রায়ান। 'কুইগলি!' আঁতকে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গে।

প্রাণের কোন সাড়া নেই দেহে। উঠে দাঁড়াল মার্শাল। নীচে নেমে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে পোলোকে জানাল তার আবিষ্কারের কথা।

'খুব সম্ভব মরে গেছে, তবু দেখো কিছু করার আছে কিনা,' বলল সে। 'আমি যাচ্ছি খুনেটাকে খুঁজতে।'

শৃঙ্খলমুক্ত এখন গ্রেগ প্রাইস। এখন যদি সে লোকজন নিয়ে লোগানের আস্তানার দিকে রওনা হয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, গুরুতর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এবং সেটা নিঃসন্দেহে ঘটতে যাচ্ছে ইভলিন রয়েসকে কেন্দ্র করে।

'মিগুয়েলের ন্যাড়া ঘোড়ার পিঠে বেন লটকে থাকতে পারল কি না শেষ পর্যন্ত, কে জানে!' বিড়বিড় করে বলল ব্রায়ান। 'তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে—ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারব না আমরা কিছুতেই।'

বেন শুধু ঘোড়ার পিঠে লটকেই থাকেনি, জানোয়ারটাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে, গতিই আপাতত প্রধান বিবেচ্য বিষয় ওদের। তবে আধাবন্য একটা ঘোড়ার উলঙ্গ পিঠে চেপে শুধু একটা হ্যাকামোরের সাহায্যে সেটাকে এবড়ো-খেবড়ো পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া কতখানি কঠিন এবং কষ্টসাধ্য, তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে।

ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে অবশেষে রেইনবো পৌঁছুল ডেপুটি। টলতে টলতে সানশাইনে গিয়ে ঢুকল সে, সামনে প্রথম যে-টেবিলটা পড়ল সেটার ওপর থেকেই এক ঝটকায় তুলে নিল গ্লাস আর বোতল। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল। আবার ভর্তি করল গ্লাস।

বিশটা কণ্ঠ একসঙ্গে একই প্রশ্ন করল তাকে: মিসেস রয়েসের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

'হ্যাঁ। লোগান তাকে পাহাড়ে লুকিয়ে রেখেছে। ব্রায়ান আছে ওদিকে, আমি এসেছি লোকজন যোগাড় করতে। পিটার, তুমি শহরের লোক জড়ো করো—আমি বিগ এমের লোকজন আনতে যাচ্ছি।'

'আমি করছি সব ব্যবস্থা,' সেলুনকীপার বলল। 'তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বরং—অবস্থা খারাপ তোমার। জিমি, ওকে নিয়ে যাও।'

'ব্রায়ান ভাল আছে তো?' কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে জানতে চাইল জিমি।

বইঘর.কম

'হ্যাঁ, ভালই দেখে এসেছি আমি।'

'আর, মিসেস রয়েস?'

'কী করে ভাল থাকবে–লোগানের মত একটা ইতর জানোয়ারের হাতে বন্দী থেকে?' অকারণ ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল বেন। 'ব্রায়ানের ধারণা, কাজটা করিয়েছে গ্রেগ…'

'গ্রেগ!–তাই যদি হয়, আমি…'

'কী?'

'কিছু না। শুয়ে পড়ো তুমি; আমি সময়মত তুলে দেব।'

'ঘোড়া, রাইফেল আর একটা সিক্স-শুটার তৈরি রেখো আমার জন্যে,' বেন বলল। 'আমারগুলো ওরা নিয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ কথা।'

'হ্যাঁ, খারাপ, ঠিকই বলেছ–ওদের জন্যে,' জবাব দিল ডেপুটি।

অদ্ভুত এক নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য ভর করেছে ইভলিন রয়েসের ওপর। ক্ষোভ আর হতাশা নির্বাক পাথরে পরিণত করেছে তাকে। পালাতে গিয়ে ধরা পড়বার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। আর কোন আশা নেই। এখন আর কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

রাতের খাবার নিয়ে এল নতুন একজন লোক। ইভলিনের মুখের দিকে একবারমাত্র তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল লোকটা।

'তোমার বন্ধু পালিয়ে যেতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত,' খাবার নামিয়ে রাখতে রাখতে ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে। 'আবার শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে।'

রক্ত ছলকে উঠল ইভলিনের বুকের ভেতর। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই লোকটা দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনেক অনেকক্ষণ কেটে গেল তারপর। অন্ধকারে স্থির দৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে রইল ইভলিন। খাবার তেমনি অস্পৃষ্ট পড়ে রইল।

আশ্চর্য এক ভাললাগায় আপ্লুত হয়ে আছে তার মন।

লোগানের গোপন আস্তানায় গ্রেগ পৌঁছুল মধ্যরাতের পর। একা। লোগানকেও একা পেয়ে একটু অবাক হলো সে।

'তোমার লোকজন কোথায়?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'আছে ধারেকাছেই,' লোগানের উত্তর। 'মুক্তিপণ এনেছ?'

'নইলে আর এসেছি কী করতে? মেয়েটা আছে তো?'

'নইলে আর তোমাকে খবর পাঠিয়েছি কেন?' পাল্টা জবাব দিল লোগান। 'দেখতে চাও আগে?'

'আমি না দেখা পর্যন্ত তুমি টাকা পাচ্ছ না।'

'এত রাতে মেয়েটাকে জাগানো ঠিক হবে না; তবে অসুবিধে নেই–হয়তো খুশিই হবে ও তোমাকে দেখলে,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দিল লোগান, 'সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাও ওপরে–তারপর বাঁয়ের দরজা।'

Boighar.com

'ভয় হচ্ছে না, নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি?' গ্রেগ ফোড়ন কাটল।

'বেশিদূর যেতে পারবে না,' লোগানের শীতল জবাব।

ডাকাতসর্দারের একা থাকার রহস্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের কাছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল সে–তার লোকজনও 'ধারেকাছেই' আছে।

গভীর প্রশান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ইভলিন রয়েস। তালা খোলার মৃদু কর্কশ আওয়াজ কানে যেতেই তার ঘুম ভেঙে গেল–সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তে। বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল সে। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

'ভয় পেয়ো না, ইভলিন,' পরিচিত একটা কণ্ঠ। 'আমি গ্রেগ।'

ঘরে ঢুকল সে। মোমবাতি জ্বালল।

ইভলিন নীরবে চেয়ে আছে।

'ইস্, কী বিশ্রী, নোংরা জায়গা,' চারপাশে তাকিয়ে মন্তব্য করল র‍্যাঞ্চার। 'আর ভয় নেই, তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। মাত্র বিকেলবেলা খবর পেয়েছি–তারপর টাকা তুলতেই যা দেরি হয়েছে।'

'টাকা?'

লোগানের চিঠিটা ইভলিনের হাতে তুলে দিল গ্রেগ। 'ম্যাটের কাছে তোমার দাম চার হাজার ডলার; দশগুণ দিলেও আমি তোমাকে হারাতে চাইব না।'

চিঠিটা পড়ল ইভলিন। এই আজব পরিস্থিতির পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না সে। পৃথিবীতে যে-দু'জন লোককে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে, ভয় পায়, তাদের একজন তাকে জিম্মি রেখেছে, আরেকজন এসেছে মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে উদ্ধার করতে।

'চলো তা হলে, যাওয়া যাক,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

হেসে উঠল গ্রেগ। 'অত সোজা নয় ব্যাপারটা,' জবাব দিল সে। 'আগে আমাকে ম্যাটের সঙ্গে রফা করতে হবে–তারপর তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে?' বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ইভলিন।

'অবশ্যই,' সাগ্রহে বলল গ্রেগ। 'আমি কী চাই, তুমি তো জানো, ইভলিন–আগেও বলেছি তোমাকে। তুমি আর আমি এখান থেকে সোজা পাইনটপে চলে যেতে পারি, জুটি বেঁধে ফেলতে পারি আজই। তুমি তা হলে দিব্যি হয়ে যাচ্ছ ডাবল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চের কর্ত্রী।'

'লোগান যে মুক্তিপণ দাবি করছে, এটাও তার অংশ নাকি?'

কথাটা লুফে নিল গ্রেগ। 'সত্যি বলতে কি, তা-ই,' মিথ্যে কথা বলল সে। 'কথাটা তোমাকে বলতে চাইনি। ভারী আজব মানুষ ম্যাট। তার কথা হচ্ছে, আরথার তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছিল, তার প্রতিকার সম্ভব শুধু এভাবেই। আমার কী মনে হয় জানো, তোমার ব্যাপারে তারও কিছুটা দুর্বলতা আছে।'

'কিন্তু চার হাজার ডলারের বদলে আমাকে তোমার হাতে তুলে দিতে তার আপত্তি নেই। তা হলে শুনে রাখো: আমি বিক্রি হতে চাই না।'

গ্রেগ গম্ভীর হয়ে গেল। 'চিঠির সবটা তুমি ভাল করে পড়োনি,' ধীরে ধীরে

উচ্চারণ করল সে। 'এখন পর্যন্ত লোগান আর তার লোকজন তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কেন করেছে, জানো? ওদের আশা, তোমাকে পুঁজি করে কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারবে। সেই সম্ভাবনা যদি লোপ পায়…'

'কী করবে?– মেরে ফেলবে ওরা আমাকে?'

'না,' পৈশাচিক হাসি ফুটল গ্রেগের মুখে, 'কিন্তু বেঁচে থেকে তোমার মনে হবে, মেরে ফেললেই ভাল হত। আর হ্যাঁ, যদি ভেবে থাকো, অন্য কেউ এসে উদ্ধার করবে তোমাকে, তা হলে শুনে রাখো, ব্রায়ান এবং বেন দু'জনই মরে ভূত হয়ে গেছে–এবং রেইনবোর কেউ জানে না, তুমি কোথায় আছ।'

ইভলিন জানে, মিথ্যে কথা বলছে গ্রেগ–বেন বেঁচে আছে, আবার আসছে সে এখানে অচিরেই। যে করেই হোক, এখন কিছুটা সময় চাই।

'কিন্তু আমার ছেলেকে না নিয়ে এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না আমি,' বলল সে।

'তা-ই বলো,' গ্রেগ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'খুব ন্যায্য কথা। দাঁড়াও, নিয়ে আসছি ওকে এখুনি।'

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল সে।

সাগ্রহে মুখ তুলে তাকাল লোগান।

'ছেলে না পেলে নড়বে না বলছে,' গ্রেগ জানাল। 'কোথায় সে?'

'রেইনবোতে–যতদূর জানি। বাচ্চা নিয়ে ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইনি আমরা। মেয়েটাকে ধারণা দিয়েছি, আমাদের হাতেই আছে ওর বাচ্চা–সে বিশ্বাস করেছে, ব্যস্, শুধু ওটুকুই দরকার ছিল আমাদের, ওতেই কাজ হয়েছে।'

'গোল্লায় যাও, গর্দভ কোথাকার!' ফেটে পড়ল গ্রেগ, 'আবার সেই লেজে-গোবরে করে ছেড়েছ। তোমাকে বলিনি আমি–'

'কবে থেকে তোমার হুকুমের চাকর হলাম আমি, শুনি?' বাধা দিয়ে বলে উঠল লোগান 'মেয়েলোকটাকে যদি না নিতে চাও তুমি, কে তোমাকে সাধাসাধি করছে? রেইনবোর লোকেরা ওঁদো তুলে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে–বেকুবের দল ওকে সাংঘাতিক কিছু একটা মনে করে।'

কপাল কুঁচকে উঠল র‍্যাঞ্চারের। সময়মত একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে এই বেয়াদব নচ্ছারটাকে, প্রতিজ্ঞা করল সে মনে মনে। 'কী করা যায় এখন, বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল রাগ চেপে।

'অবশ্যই সোজা বলে দাও, তোমাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত বাচ্চা ফেরত পাবে না সে। তাতেও যদি কাজ না হয়, হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবে। যেটা খুশি–বিবাহবন্ধন, নয়তো রজ্জুর বন্ধন,' বলে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল লোগান।

গ্রেগ আবার ইভলিন রয়েসের কাছে ফিরে গেল। 'আমাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ম্যাট তোমার ছেলেকে ফেরত দেবে না বলছে,' জানাল সে। 'অনেক তর্ক করেছি আমি, কিছুতেই সে শুনবে না।'

ইভলিন নিশ্চিত হয়ে গেল, বেন ঠিকই বলেছে–বেনজামিন নিরাপদ আছে। আরও দৃঢ় হলো তার সংকল্প।

Boighar.com

'তা হলে এখানেই থেকে যাচ্ছি আমি,' নির্লিপ্ত শীতল গলায় জানিয়ে দিল সে।

মেয়েটার একগুঁয়েমি এবং সেইসঙ্গে তার অসামান্য রূপ হঠাৎ অসহ্য মনে হলো গ্রেগের কাছে। তার মাথার ভেতর একইসঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ক্রোধ আর কামনার আগুন। দ্রুত দু'পা এগিয়ে গেল সে, খপ্ করে খামচে ধরল ইভলিনের দুই কাঁধ। দশটা নখ নরম মাংসের ভেতর কেটে বসে যাবার উপক্রম হলো। র‍্যাঞ্চারের রক্তিম হিংস্র মুখ উদগ্র কামনায় ঝুঁকে পড়ল ইভলিনের মুখের ওপর। গরম নিঃশ্বাসের হলকা যেন তার চোখমুখ পুড়িয়ে দিল।

আতঙ্কে দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ইভলিনের। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু গ্রেগের নির্মম কঠিন থাবা অসাড় করে দিয়েছে তার মাংসপেশী। চিৎকার করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু স্বর বেরোল না–গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'তোমাকে চাই আমি,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল গ্রেগ, 'তুমি আমার মেয়েমানুষ–এখুনি চাই তোমাকে–'

বাইরে ত্রস্ত পায়ের আওয়াজ। এক ঝটকায় খুলে গেল দরজা, লোগান ঢুকল ঘরে। একনজর তাকিয়েই ব্যাপার কী বুঝে নিল সে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

'থামো, গ্রেগ! তোমার আহাম্মকির সময় এটা নয়। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার–বাইরে চলো, জলদি!'

এত জোরে ইভলিনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল গ্রেগ যে, চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল সে। ভূপাতিত দেহটার দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে লোগানের পিছু পিছু বাইরে বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার।

'যত্তসব!' গজর গজর করতে লাগল সে, 'বিয়ে করতে যাচ্ছি যাকে, তাকে নিরিবিলি একটা চুমু খাওয়া যাবে না?–ঠিকই তোমাকে বাগড়া দিতে যেতে হবে একেবারে সময়মত? কীসে খেয়ে ফেলল তোমাকে, শুনি?'

'এইমাত্র খবর পেলাম, এক ডজনেরও বেশি সশস্ত্র লোক নিয়ে প্রেসকট এদিকেই এগিয়ে আসছে–'

'বেশ তো, কী হয়েছে তাতে? একপাল আনাড়ি ব্যাপারির ভয়ে তুমি নিশ্চয় ভিরমি যাচ্ছ না–নাকি?'

'তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা তার চেয়ে গুরুতর। গুলি-টুলি ছুঁড়তে জানে, এমন দু'চারজন লোকও দলে আছে। এবং ওদের পথ দেখিয়ে আগে আগে আসছে–মার্শাল।'

হঠাৎ ভাবলেশহীন হয়ে গেল গ্রেগ প্রাইসের মুখ। শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে লোগানের মুখের দিকে। 'মার্শাল?' ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারণ করল, 'কিন্তু, সে তো–মরে গেছে!'

'তাই নাকি!' বিদ্রূপে বেঁকে গেল লোগানের ঠোঁট। তিক্ত হাসি হেসে বলল, 'তা হলে মার্শালের যমজ ভাই-টাই হবে নিশ্চয়। গিলি নিজের চোখে দেখেছে তাকে–এবং সে একটু বেশিই ভাল চেনে মার্শালকে। যাই হোক, আমি ভাবছি, এ-

জায়গাটা মার্শাল চিনল কী করে, এবং বিগ এমের লোকজনই বা এখন কোথায়?'

'শুধু তোমার দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে বলে ধরে নিয়েছে ওরা,' হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বলল গ্রেগ। 'হিসেবে ভুল হয়েছে ওদের–আমার লোকজনও এখানেই আছে। ডাকছি দাঁড়াও,' বলতে বলতে ভেস্টের পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করল সে।

'তা হলে এই মতলব ছিল তোমার?' ঝট্ করে এক পা পিছিয়ে গিয়ে র‍্যাঞ্চারের চোখে চোখ রেখে প্রায় চিৎকার করে উঠল লোগান, 'টাকা, মেয়ে দুই-ই নিয়ে ভেগে যেতে চেয়েছিলে?' চোখের পলকে রিভলভার বেরিয়ে এল তার হাতে। 'চার হাজার ডলার দিয়ে ফেলো এই মুহূর্তে–নয়তো সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব!'

কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, জানে গ্রেগ। পকেটে হাত ঢোকাল, টাকার বড় একটা তোড়া বের করে বাড়িয়ে দিল সামনে। ক্রূর হাসি হেসে সেটা ছোঁ মেরে লুফে নিয়ে তৎক্ষণাৎ পকেটস্থ করল লোগান।

'তোমার লোকদের এবার ডাকতে পারো,' বলল দস্যুসর্দার, 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমি তোমার কাছাকাছিই আছি–বজ্জাতির কোন চেষ্টা করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে শুইয়ে দেব। পরিষ্কার?'

জবাব না দিয়ে আগে বাঁশিতে জোরে ফুঁ দিল র‍্যাঞ্চার। 'এখানে আমার থেকে কাজ নেই,' বলল তারপর। 'আমার কথা আমি রেখেছি। এমনকী যত টাকা দেবার কথা ছিল, তার দ্বিগুণ দিয়েছি তোমাকে–জঘন্য শয়তানি করেছ তুমি যদিও এ-নিয়ে। মেয়েটাকে নিয়ে আমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাব।'

'সেটি হচ্ছে না,' বাঁকা হাসি হেসে বলল লোগান। 'শোনো: তোমার কথামত কাজ করতে গিয়েই এই ঝামেলায় পড়েছি আমি, তুমিই আমাকে এখন উদ্ধার করবে। তোমার লোকজন সাহায্য করলে আমরা প্রেসকটের দলকে ঠেকিয়ে দিতে পারব। মনে রেখো, আমি যদি ধরা পড়ি, সব বলে দেব গড়গড় করে। তখন তোমার কী অবস্থা দাঁড়াবে, তুমি ভাল করেই জানো। এখন–মেয়েটার কাছে যাই চলো। কুবুদ্ধি চাপতে পারে ওর মাথায়, হাত-পা বেঁধে রাখব।'

ওপরে উঠে গেল দু'জন। ইভলিনের হাত-পা বাঁধল লোগান শক্ত করে। তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল।

'লড়াই বাধবে মনে হচ্ছে,' বলল সে, 'সাংঘাতিক গোলাগুলি হতে পারে। ভাল চাও তো চুপচাপ শুয়ে থাকবে।'

নীচে নেমে এসে দু'জন দেখল, ডাকাতদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিচ্ছে কাউবয়েরা।

র‍্যাঞ্চার হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করল।

'আমার সঙ্গে যারা এসেছ, শোনো। রেইনবোর ওই মার্শাল শুয়োরের বাচ্চা দলবল নিয়ে এখানে আসছে সব সাফসুতরো করতে। আমরাও ছেড়ে কথা বলব না–কী বলো তোমরা?'

হইহই করে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানাল সবাই।

আবার হাত তুলল গ্রেগ। 'বেশ। ওই শেয়ালগুলোকে গর্তে পাঠিয়ে নিই

Boighar.com

আগে, তারপর অন্য কাজ করা যাবে। যার যার মত গা-ঢাকা দিয়ে থাকো সবাই, দেখেশুনে গুলি ছুঁড়বে–মনে রাখবে, হয় ওরা খতম হবে, নয় আমরা।'

বুক ফুলিয়ে নানান রকম আস্ফালন করতে করতে লোকগুলো জায়গামত অবস্থান নেয়ার জন্যে চলে গেল।

লোগানও তার লোকদের দরকারী নির্দেশ দিতে লাগল। কিন্তু তার মনের ভেতর চলছে অন্য চিন্তা–গ্রেগ যে 'অন্য কাজের' কথা বলল, কী সেটা? মার্শালের বাহিনী মার খেয়ে ফিরে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর? ডাব্‌ল্ অ্যারোর লোকেরা সংখ্যায় তার লোকদের চেয়ে বেশি–গ্রেগ ইচ্ছে করলেই জোর খাটাতে পারবে। মুক্তিপণের টাকাটা নিশ্চয় ফেরত চাইবে সে?

'ধেৎ! নদীর তীরে না পৌঁছেই নদী পেরোতে চাইছি!' মুখে বলল লোগান বিড়বিড় করে–কিন্তু তার কুটিল মনের গভীরে ধীরে ধীরে অবয়ব পেতে শুরু করেছে নিজস্ব গোপন পরিকল্পনা।

বিশ

ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকার আকাশের বুকে ধূসর আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। তারাগুলো নিবে যাচ্ছে একে একে, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। এমনি সময়ে রেইনবো বাহিনীর সঙ্গে দেখা হলো মার্শালের।

লক্ষ্য করল ব্রায়ান, শহরের লোকজন ছাড়াও বিগ এম র‍্যাঞ্চের প্রায় প্রতিটি লোক দলে যোগ দিয়েছে; ফলে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে শক্তি। পর্বতের পাদদেশে বনভূমির কিনারায় সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়ে থেমে দাঁড়াল পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করার জন্যে।

'কী করতে চাইছ এবার, ব্রায়ান?' প্রেসকট জানতে চাইল।

'লোগানের আস্তানায় যাবার দু'টো পথ আছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে, দু'দলে ভাগ হয়ে দু'টো পথ ধরে এগোব আমরা। প্রথম দল আক্রমণ শুরু করার পরপরই দ্বিতীয় দল চড়াও হবে–পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে কোণঠাসা করে ফেলবে ওদের।'

'খুব ভাল কথা,' চার্লস্ লেভিন সায় দিল। 'বিগ এম যাবে দুই নম্বর পথে–তোমরা পৌঁছুবার পরপরই আমরা হাজির হয়ে যাব, ব্রায়ান।'

তা-ই ঠিক হলো। মার্শাল, বেন এবং রেইনবোর অন্যান্য লোকেরা তৎক্ষণাৎ মূল রাস্তা ধরে পর্বতের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল। বিগ এমের কাউবয়বাহিনী দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল অন্য পথের উদ্দেশে।

সূর্য না উঠলেও খোলা জায়গা মোটামুটি আলোকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অরণ্যের ভেতর এখনও রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। সবার আগে আগে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে ব্রায়ান। কালো ঘোড়ার পিঠে আসীন সচল একটা ছায়ামূর্তি মনে হচ্ছে তাকে অন্ধকারে।

সংকীর্ণ ট্রেইল। একজনের পেছনে আরেকজন অবস্থান নিয়ে লম্বা হয়ে

ছড়িয়ে পড়েছে দলটা। তেমন দ্রুত এগোনো সম্ভব হচ্ছে না। চারদিকের জমাট নিস্তব্ধতার ভেতর শুধু শোনা যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের মৃদু আওয়াজ।

বিরতিহীনভাবে এগিয়ে চলল ওরা। দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যখন শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছল, তখন উদীয়মান সূর্যের তির্যক আলোকরশ্মির সোনালি আভায় গাছপালার শীর্ষদেশ রঙিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু বনভূমির সৌন্দর্য দেখার সময় নেই অশ্বারোহীদের; তাদের মাথায় রক্তের নেশা।

ডাকাতদলের আস্তানা থেকে কিছুটা দূরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল সবাই। ঘোড়াগুলো ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখে এবার পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলো।

খোলা জায়গাটা দৃষ্টিসীমায় আসতেই নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল প্রেসকট। 'গাছের গুঁড়িগুলো রেখে দিয়ে ওরা খুব ভাল করেছে–চমৎকার আড়াল হিসেবে কাজ দেবে আমাদের।' এদিক-ওদিক চাইল সে। 'কাছেপিঠে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। সোজা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়, ব্রায়ান?'

'খুব ঝুঁকির কাজ হবে সেটা,' মার্শাল জবাব দিল, 'ওরা আমাদের অপেক্ষায় ওত পেতে বসে থাকতে পারে।' পেছন ফিরে চাইল সে, 'সবাই ছড়িয়ে পড়ে সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে অবস্থান নাও। কিন্তু লক্ষ্যস্থির না করে একটাও গুলি ছুড়বে না–সাবধান!'

বাড়ির সামনের দিকে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল ওরা। যার যার পছন্দমত জায়গা বেছে নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রস্তুত সবাই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকটা আবার খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল মার্শাল। রাইফেল তুলল। ফাঁকা গুলি ছুঁড়ল একটা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল বাড়ির দরজা। লোগান উদয় হলো। হাতে রাইফেল।

'কে তুমি?' চিৎকার করে জানতে চাইল সে, 'কী চাও?'

মার্শাল উঠে দাঁড়াল। 'তুমি চেনো আমাকে। আমি মিসেস রয়েসকে চাই।'

'কে বলল তোমাকে, সে এখানে?'

'আমি বলেছি,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বেন রবসন।

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল লোগান। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে তার, যেন জলজ্যান্ত ভূত দেখছে চোখের সামনে। অতিকষ্টে সে কিছুটা ধাতস্থ হলো।

'চলে গেছে মেয়েটা,' জানাল শুকনো গলায়। 'গ্রেগ এসে তাকে নিয়ে গেছে–দু'জন পাইনটপ রওনা হয়ে গেছে বিয়ে করতে।'

দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করল বেন।

মার্শাল অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নিজের চোখে দেখতে চাই আমরা, সে এখানে নেই।'

'তা হলে গোলাগুলি ছাড়া উপায় নেই,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল লোগান। 'এসো, শুরু করা যাক!' রাইফেল তুলেই গুলি করল সে।

মাত্র এক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল ব্রায়ান। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও জবাব দিল। কিন্তু গুলি ছুঁড়েই অদৃশ্য হয়েছে লোগান, মার্শালের বুলেট গিয়ে বিঁধল বন্ধ দরজায়।

Boighar.com

পরমুহূর্তে শার্সিবিহীন জানালার ফাঁক দিয়ে অনেকগুলো ইস্পাতের নল বেরিয়ে এল। একসঙ্গে গর্জে উঠল একাধিক রাইফেল। পর্বতের গায়ে আছড়ে পড়ল গুলির শব্দ–ভয়াল প্রতিধ্বনি জেগে উঠল। লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

প্রথমদিকের গোলাগুলিতে কোন পক্ষেরই কোন ক্ষতি হলো না। এমনিতে আলো কম, তার ওপর গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার তাগিদ থাকায় কেউই নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না। বিপক্ষদলের কারও নড়াচড়ার সামান্যতম আভাস পাওয়া মাত্র একসঙ্গে অনেকগুলো রাইফেল গর্জে উঠছে। কোন দলই প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিতে রাজি নয়; ফলে থেমে থেমে হঠাৎ দু'একটা করে গুলি চলতে লাগল।

সময় বয়ে যাচ্ছে। অধীর উত্তেজিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে সবাই। একটা জানালা দিয়ে সন্তর্পণে একটা রাইফেলের নল বেরিয়ে এসেছিল, রোদ পড়ায় হঠাৎ ঝিক্ করে উঠল সেটা। একসঙ্গে অনেকগুলো গুলি ছুটে গেল সেদিকে। নেপথ্যের রাইফেলধারীর নিস্তেজ আঙুল থেকে খসে গেল অস্ত্রটা–সড়াৎ করে নেমে এসে আছড়ে পড়ল নীচের মাটিতে।

'ঘায়েল হয়েছে, একজন কমল ওদের,' বলল ব্রায়ান। 'কিন্তু বিগ এমের ওরা এখনও এসে পৌঁছুল না কেন?'

'অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হবে ওদের,' বেন বলল। 'আচ্ছা, সোজা পথটা তুমি কী করে আবিষ্কার করলে?'

'লোগান যাতে আমার জন্যে চিহ্ন রেখে যায় তার ব্যবস্থা করেছিলাম,' মুচকি হেসে বলল ব্রায়ান। খুলে বলল সে ব্যাপারটা।

'শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত তুমি,' বেনের কণ্ঠে প্রশংসা ঝরে পড়ল। 'তোমাকে বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়।'

আরও অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। সূর্যের তেজ বেড়ে উঠছে। সেইসঙ্গে ক্রমে সঙ্কট বাড়ছে মার্শালের বাহিনীর। গুড়ি মেরে লুকিয়ে বসে থাকতে থাকতে সবার হাতে-পায়ে খিল ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে। তাড়াহুড়োয় জলের বোতল সঙ্গে আনবার কথা কারও মনে হয়নি–এখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে। কষ্টভোগ করছে সবাই, দরদর করে ঘামছে; কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না।

'সোজা গিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই বোধহয় ঠিক হত, ব্রায়ান,' শেষ পর্যন্ত প্রেসকট বলে উঠল আর থাকতে না পেরে। তার চোখে ভাসছে সানশাইনের শীতল বারের দৃশ্য; তাকভর্তি সারি সারি সুস্বাদু পানীয়ের কাল্পনিক ছবি তার তৃষ্ণা শতগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ব্রায়ান। 'ডাবল্ অ্যারোর লোকেরা আছে ওদের সঙ্গে, ফলে সংখ্যায় এখন ওরা আমাদের দ্বিগুণ,' বলল সে। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়; দেখা যাক কাজ হয় কিনা। সবাইকে বলো দরজাটা গুঁড়িয়ে দিতে।'

অনেকক্ষণ পর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু পেয়ে খুশি হয়ে উঠল দলের সবাই। নির্দেশ পালন করতে কারও দেরি হলো না। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট অতর্কিতে ছুটে গিয়ে আঘাত হানল দরজায়। আকস্মিক এই আক্রমণের পাল্টা জবাবও এল সঙ্গে

সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে।

বুলেটের ঘায়ে প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে মজবুত কাঠের দরজা। তবু গুলি ছোঁড়ার বিরাম নেই।

'জানালার দিকে লক্ষ্য রাখো,' নিচু গলায় বেনকে বলল ব্রায়ান। 'আমরা শুধু দরজার দিকে গুলি ছুঁড়ছি দেখে ওরা হয়তো কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়বে—ঝুঁকি নেবে।'

তা-ই দাঁড়াল ব্যাপারটা। জানালার দিকে কোন বুলেট আসছে না দেখে কয়েকজন মুহূর্তের জন্যে উঁকি দিল, এবং ঘায়েল হলো সঙ্গে সঙ্গে।

একটা কবজা খুলে গেছে দরজার। মাতালের মত কাত হয়ে ঝুলছে। নিজের লোকজনের সাহায্যে লোগান জায়গাটা সামাল দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় বাড়ির পেছনদিক থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো রাইফেল প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল।

চমকে উঠল দস্যুসর্দার। নিশ্চয় বিগ এমের লোকজন এসে আক্রমণ করেছে। এবার সবাই মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করবে। বিপদ বুঝে চঞ্চল হয়ে উঠল সে।

'গ্রেগ কোথায়?' অস্থিরভাবে চাইল এদিক-ওদিক।

'ওপরে উঠতে দেখেছি তাকে,' গিলি জানাল।

রাগে তেতে উঠল লোগানের মুখ। একেকবারে তিনটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। ইভলিন রয়েসের ঘরের দরজা ভেজানো রয়েছে। কান পাতল সে।

'এই আমাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ, ইভলিন,' গ্রেগের গলা ভেসে এল ভেতর থেকে, 'এই সুযোগের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার ঘোড়া লুকানো আছে ঝোপের ভেতর। লোকজন সবাই সামনের দিকে লড়াইয়ে ব্যস্ত; কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'তোমার লোকদের বিপদের মুখে রেখে তুমি চলে যাবে?' ইভলিনের প্রশ্ন।

'নিজেদের ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করতে পারবে। আমি ভাবছি তোমার কথা।'

'বাইরে আমার বন্ধুরা আছে,' ইভলিন জবাব দিল। 'তাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

ইভলিনের চোখে নগ্ন ঘৃণা; তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফল হবে না, বুঝতে পারছে গ্রেগ। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

মুখোশ খসে পড়ল র‍্যাঞ্চারের। 'অত সহজে আসতে পারবে না ওরা,' ফুঁসে উঠল সে, উত্তেজনায় কাঁপছে গলা। 'আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে, তুমি চাও আর না চাও। এবং তারপর যত শিগগির সম্ভব…'

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে আরও একটা গুলি হলো। গ্রেগের বাকি কথা এবং সেইসঙ্গে লোগানের পায়ের আওয়াজ—দুই-ই গুলির শব্দের নীচে চাপা পড়ে গেল। রিভলভার হাতে দরজা ঠেলে একলাফে ভেতরে ঢুকে লোগান দেখল, হাত-পা বাঁধা ইভলিন জড়সড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, এবং তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে নরপিশাচ র‍্যাঞ্চার। রিভলভারের বাঁট দিয়ে ক্ষিপ্রহাতে একবারমাত্র ঘা মারল

Boighar.com

সে সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল গ্রেগ। তার অচেতন দেহে লোগান বুনো আক্রোশে একটা লাথি ঝাড়ল।

'বেঈমান জানোয়ার একটা,' বলে ইভলিনের দিকে চাইল সে, 'একটা কথা অবশ্য ও ঠিক বলেছে–এ জায়গাটা তোমার জন্যে মোটেই নিরাপদ নয়। আমার জন্যেও নয়।'

'ওকে–ওকে মেরে ফেললে নাকি?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল ইভলিন।

'মনে হয় না,' মুখে ক্রূর হাসি নিয়ে ইভলিনের চোখে চোখ রাখল লোগান। 'তবে–তবে তুমি বললে শেষ করে দিতে পারি এখুনি।'

শিউরে উঠল ইভলিন, কোন জবাব দিল না।

চারদিকে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি চলছে। শব্দে কান পাতা দায়। পুরো বাড়িটাই যেন ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। কিন্তু এ-ঘরের জানালার দিকে যেন ইচ্ছে করেই কেউ একটাও গুলি ছোঁড়েনি। মার্শালের দলবল নিশ্চয় জানে, এ-ঘরে ইভলিন বন্দী রয়েছে, সেজন্যেই এই সাবধানতা। তবু ব্যাপারটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে লোগান নিজের হ্যাটটা জানালার সামনে বাড়িয়ে দিল একপাশ থেকে–অবশ্য আগে সেটার ভেতর থেকে নিজের মাথাটা সরিয়ে নিতে ভুলল না।

একটাও গুলি ছুটে এল না হ্যাট লক্ষ্য করে।

হ্যাটটা আবার মাথায় বসিয়ে নিয়ে লোগান মেঝের ওপর পড়ে থাকা দড়িটা তুলে নিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইভলিন, বেনের ল্যাসো ওটা। ওটারই একটা অংশ দিয়ে তার হাত-পা বাঁধা হয়েছে।

দড়ির একপ্রান্ত ইভলিনের দুই বাহুমূলের নীচ দিয়ে গলিয়ে লোগান একটা ফাঁস তৈরি করল।

'যদি চিৎকার করো, কিংবা হাত-পা ছোঁড়ো, তোমার মুখ বন্ধ করে দেব আমি–চুমু দিয়ে,' ভয় দেখাল সে।

কিছু বলল না ইভলিন। দু'হাত শূন্যে তুলে লোগান তাকে জানালার কাছে নিয়ে গেল, শক্ত করে দড়ি ধরে রেখে জানালার বাইরে নামিয়ে দিল। ল্যাসোর প্রান্তে ঝুলছে ইভলিন, শক্ত দড়ি মাংসের ভেতর কেটে বসে যেতে চাইছে। মুখ বুজে যন্ত্রণা সহ্য করল সে। ঝুলে রইল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। লোগান দড়ি ছাড়তে শুরু করল, দ্রুত নেমে এল সে মাটিতে। অবিলম্বে দড়ি বেয়ে লোগানও নেমে এল।

এখন পর্যন্ত কেউ ওদের দেখতে পায়নি। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকতে হলে আগে বিশ গজ খোলা জায়গা পার হতে হবে–ধরা পড়তেই হবে প্রতিপক্ষের চোখে।

লোগান কথাটা ভাবেনি, তা নয়। ইভলিনকে কাঁধের ওপর ফেলে নির্দ্বিধায় পা বাড়াল সে। মুখে বিজয়ীর হাসি–জানে, ইভলিনের গায়ে লাগতে পারে ভেবে কেউ গুলি ছোঁড়ার সাহস করবে না।

তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। তবে ঘন গাছপালার ভেতর ইভলিনকে নিয়ে সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়াল মার্শাল আর ডেপুটি। আশ্রয় ছেড়ে একলাফে বেরিয়ে দু'জন ছুটল লোগানের পিছু ধাওয়া করতে। বুলেট এড়ানোর জন্যে এঁকেবেঁকে দৌড়ুচ্ছে। নিরাপদেই পৌঁছুল জঙ্গলের কিনারায়।

ঝোপঝাড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেল, হাত-পা বাঁধা ইভলিনকে ঘোড়ার পিঠে আছড়ে ফেলে একলাফে জিনের ওপর উঠে বসল ম্যাট লোগান–ঘোড়ার পেটে সজোরে স্পারের গুঁতো লাগাল।

'পালিয়ে গেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল বেন।

চট্ করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ব্রায়ান। রাইফেল তুলেই ট্রিগার টিপে দিল।

ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, কিন্তু তার আগেই বন্দীকে জাপটে ধরে লাফ দিয়ে নিরাপদে মাটিতে নেমে পড়েছে লোগান। ছুরি ঝিকিয়ে উঠল তার হাতে, ক্ষিপ্র কয়েকটা টানে ইভলিনের হাতপায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে এক ঝটকায় তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল।

'দৌড় দাও!' ইভলিনের চোখের সামনে ছুরি নাচিয়ে চাপা হিংস্র গলায় গর্জন করে উঠল লোগান, 'ওরা যদি আমাদের ধরে ফেলে, খুন হয়ে যাবে তুমি!' এক বাহু খামচে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাকে।

ইভলিন বুঝতে পারছে, মরিয়া হয়ে উঠেছে লোগান, সত্যি সত্যি খুন করতেও সে পিছপা হবে না। হোঁচট খেতে খেতে অন্ধের মত ছুটে চলল সে লোকটার পেছন পেছন। কাঁটাঝোপে আটকে কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, গায়ের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে এখানে-ওখানে। কিন্তু থামবার উপায় নেই।

এঁকেবেঁকে ছুটছে ওরা। ইভলিন লক্ষ করল, মার্শালের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া লোগানের প্রধান চেষ্টা হলেও একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে এগোবার চেষ্টা সবসময় অব্যাহত রেখেছে সে। একটা বুদ্ধি এল ইভলিনের মাথায়। নিজের ছিন্নভিন্ন ফ্রক থেকে ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে কিছুদূর পরপর ফেলে যেতে শুরু করল সে লোগানের অজ্ঞাতে। পেছনে গোলাগুলির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, অনেক দূরে সরে এসেছে ওরা এরই মধ্যে।

হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ইভলিন হাঁপাতে হাঁপাতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কিন্তু রেহাই দিতে রাজি নয় লোগান। 'ওঠো!' ইভলিনের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে, 'চলো শিগ্‌গির, যদি বাঁচতে চাও।'

ঝোপঝাড় আর গাছপালায় ভর্তি গভীর একটা খাদের ঢালের মাথায় এসে পড়েছে ওরা। খাদের কিনারা বরাবর এগিয়ে গেছে সরু একটা পাথুরে তাক। তার ওপর দিকে পায়ে হেঁটে এগোনোও রীতিমত বিপজ্জনক। যদি সামান্য একটু হড়কে যায় পা; খাড়া ঢালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে সোজা শত শত ফুট নীচের পাইনবনের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। উঁকি দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়ে সভয়ে পিছিয়ে এল ইভলিন। লোগান পেছন থেকে তার কাঁধ খামচে ধরল, হাত তুলে আকাশের দিকটা দেখাল গম্ভীর মুখে। ইভলিন মুখ তুলে চেয়ে দেখল, নীল আকাশের গায়ে অনেক উঁচুতে কয়েকটা কালো কালো বিন্দু ঘুরপাক খাচ্ছে।

'বাজার্ড–অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে,' বলল লোগান। 'আগে বাড়ো, সাবধানে–নয়তো নারীমাংস দিয়ে ভোজ সারার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা

Boighar.com

অচিরেই।' মার্শাল আর ডেপুটি ঘন ঝোপঝাড়ের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে অন্ধের মত হাতড়ে ফিরছে। দু'একটা সরু ভাঙা ডাল আর মাড়ানো ঘাস ছাড়া পথের নির্দেশ পাবার আর কোন উপায় নেই। সেসব চিহ্ন খুঁজে বের করে দেখে এগোতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপর শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় এসে পড়ল যে, সবরকম চিহ্নই হঠাৎ লোপ পেয়ে গেল। হতবুদ্ধি হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন।

তারপরই ব্রায়ানের চোখ পড়ল কাঁটাঝোপে আটকে থাকা ছোট্ট একখণ্ড ছেঁড়া সুতিকাপড়ের ওপর।

বেন চিনতে পারল জিনিসটা। 'ইভলিনের পরনের কাপড়,' বলল সে। 'এসো।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে আরও একখণ্ড কাপড় পাওয়া গেল। তারপর একটার পর একটা আরও অনেক।

পথের নিশানা পেয়ে এবার বেশ দ্রুত এগিয়ে চলল দু'জন। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল। চঞ্চলভাবে তাকাল এদিক-ওদিক।

দেখতে পেল ওরা লোগানকে, কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সামনের খাদের কিনারা বরাবর এগিয়ে যাওয়া সরু পথের ওপর এক জায়গায় বেশ উঁচু প্রকাণ্ড একটা ঢিপির মত রয়েছে। ইভলিনের হাত ধরে টানতে টানতে লোগান ঢিপি ঘুরে অন্যপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একছুটে সামনে ঢিপির কাছে এগিয়ে গেল মার্শাল। 'তুমি ওর পেছনে সেঁটে থাকো, বেন,' বলল সে। 'পর্বতের গায়ের একটা কুঁজের মত মনে হচ্ছে ঢিপিটা। আমি যদি সোজা ওটার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পার হয়ে যেতে পারি, তা হলে হয়তো ওদের ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে যেতে পারব।' সময় নষ্ট না করে দ্রুত ঢিপির গা বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

বেন আবার ছুটতে আরম্ভ করল। অবাধে এগোতে পারছে এখন, তবে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল লোগানকে। ছুটতে ছুটতে ইভলিনকে অনবরত গালাগাল করছে পাষণ্ডটা, ভয় দেখাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রাখতে চেষ্টা করছে ইভলিন প্রাণপণে, কিন্তু প্রচণ্ড গরমে বিরামহীন পরিশ্রমের ফলে তার দেহের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

জঙ্গল ছেড়ে বেরোবার পর আর পেছন ফিরে তাকাবার দরকার মনে করেনি লোগান। সে ধরেই নিয়েছে, মার্শাল আর ডেপুটিকে ধোঁকা দিয়ে তাদের আওতার বাইরে পালিয়ে আসতে পেরেছে সে ইভলিনকে নিয়ে। ইভলিনের দুরবস্থা দেখে তাই শেষ পর্যন্ত তাকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেবার অনুমতি দিল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে বসে পড়ল ইভলিন। চোখের ভারী পাতাদু'টো আপনি বুজে এল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র পার হয়েছে, এমন সময় লোগানকে বিড়বিড় করে খিস্তি বকতে শুনে আবার চোখ মেলে তাকাল সে। পেছনে ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে লোগান, উৎকর্ণ হয়ে কোনকিছু শুনতে চেষ্টা করছে।

পঞ্চাশ গজ দূরের বাঁকের মাথায় পরিচিত একটা মূর্তি উদয় হলো। ধীরে

ধীরে আরও কাছে এগিয়ে আসছে সে।

রিভলভার তুলেই গুলি ছুঁড়ল লোগান।

ডেপুটি প্রস্তুত ছিল। লোগানের হাত নড়ে উঠতে দেখেই সাঁৎ করে সরে গেল একপাশে। রাইফেল তোলার সময় হলো না, নলটা সোজা করেই ট্রিগার টেনে দিল। তার চিবুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল লোগানের বুলেট। একই সঙ্গে লোগানের হাতের রিভলভার লাফিয়ে উঠল শূন্যে, পরমুহূর্তে পাক খেতে খেতে নেমে গেল সেটা খাদের অতলে। ডেপুটির গুলি বৃথা যায়নি।

আবার এগোতে শুরু করল বেন। রাইফেল তাক করে রেখেছে; লোগানের কাছে আরও একটা সিক্স-শুটার লুকনো থাকা অসম্ভব নয়, হয়তো মনে মনে দ্বিতীয় একটা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে সে।

কিন্তু লোগানের একমাত্র চিন্তা আসলে এখন আত্মরক্ষা। সম্বল বলতে এখন শুধু একখানা ছুরি আছে তার কাছে। এ অবস্থায় রাইফেলধারী বেনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার অর্থ, কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরা।

ইভলিনকে পেছনে রেখে দু'পাশ থেকে তার দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরে টানতে টানতে ছুটতে শুরু করল সে। ইভলিনের দেহ তার দেহ আড়াল করে আছে–বেন গুলি ছোঁড়ার সাহস পাবে না। যেভাবেই হোক এখন পালিয়ে বাঁচতে হবে।

মনে মনে শেষ একটা কুটিল মতলব আঁটছে সে। ইভলিনকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ইভলিনের বদৌলতে লাভ যা হবার তা তো হয়েই গেছে; মুক্তিপণের চার হাজার ডলার রয়েছে পকেটে, অন্য কোথাও গিয়ে অনায়াসে নতুন জীবন শুরু করা যাবে। চেখে দেখা হলো না অবশ্য মেয়েটাকে–কিন্তু পৃথিবীতে মেয়েলোক আরও অনেক আছে।

'সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতাম যদি, তা হলেও তো এক মাসেই ঘেন্না ধরে যেত,' বিড়বিড় করে সান্ত্বনা দিল সে নিজেকে। চট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনদিকে তাকাল একবার।

বেন অনেক কাছে এসে পড়েছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। তার অমানুষিক মতলব হাসিল করার পক্ষে বেশ উপযুক্ত একটা জায়গা সামনেই দেখা যাচ্ছে। ওখানকার ঢাল কিছুটা কম খাড়া, এবং ফুট ত্রিশেক নীচে পর্বতের রুক্ষ কঠিন গা ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গোটাকতক খর্বাকার ওক।

ওকগুলোর সোজাসুজি পৌঁছে থামল লোগান। ইভলিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে পাথুরে তাকের ওপর লম্বালম্বি শুইয়ে দিল। তারপর আচমকা এক ধাক্কায় তাকে গড়িয়ে ফেলে দিয়েই মাথা নিচু করে তীরের বেগে ছুটে পালাল।

অকল্পনীয় এই দৃশ্যের একমাত্র দর্শক বেন জমে গেল পাথরের মত। গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করল না সে। আতঙ্কে বিস্ফারিত তার দু'চোখের দৃষ্টি আটকে আছে ইভলিনের ওপর। অসহায়ভাবে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ইভলিনের নিস্তেজ দেহ–নীচে ওত পেতে আছে অবধারিত মৃত্যু।

হঠাৎ একট ঝাঁকুনির সঙ্গে স্থির হয়ে গেল পড়ন্ত দেহটা। ওকগাছগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আটকে গেছে ইভলিন, গভীর একটা খাদের খাড়া পাড়ের ঠিক

Boighar.com

কিনারায় মারাত্মক বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে আছে।

বাক্‌শক্তি ফিরে পেল বেন। 'ইভলিন!' চিৎকার করে উঠল, 'নোড়ো না, ইভলিন! চুপচাপ শুয়ে থাকো।'

ইভলিন কথাটা শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে, আর যদি ওই অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে হঠাৎ নড়ে ওঠে···আর ভাবতে পারল না বেন, আতঙ্কের একটা হিমস্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ড বেয়ে।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ইভলিনের সোজাসুজি গিয়ে থামল সে। ঢালের দিকে পা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর তাকের কিনারার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষটে নেমে যেতে শুরু করল। পর্বতগাত্রের যেখানে যেটুকু চিড় কিংবা খাঁজ আওতার মধ্যে পাচ্ছে, হাত-পায়ের আঙুল দিয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে নামার গতি যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। হাত-পা ছড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত আঙুল দিয়ে অমসৃণ পাথর খামচে ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে ক্রমশ।

'এই বিপদ থেকে যদি উদ্ধার পাই, আর কখনও দড়ি ছাড়া একপা-ও নড়ব না কোথাও,' প্রতিজ্ঞা করল বেন বিড়বিড় করে।

সাবধানে ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল, দোমড়ানো বেঁটে ওকগাছগুলো আর মাত্র কয়েকফুট নীচে রয়েছে। মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল সে সেখানে। ইভলিনের পাশে সাবধানে হাঁটু মুড়ে বসল।

'ইভলিন! ইভলিন!' ডাকল বেন মৃদু কণ্ঠে।

ফরসা কপালের একপাশ খানিকটা ছড়ে গেছে। পরম মমতায় রক্ত মুছিয়ে দিল বেন। ইভলিন নড়ে উঠতে পারে এই ভয়ে এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

একটু পরই চোখ মেলে তাকাল ইভলিন।

'বেন–বেন, কী যে ভাল লাগছে তুমি ভাল আছ দেখে···' লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে।

প্রবল আবেগে দুলে উঠল বেনের বুক। এত দুর্ভোগের পরও ইভলিনের প্রথম চিন্তা ওকে নিয়ে। হাতের বাঁধন আরও নিবিড় হলো তার।

'তোমার যোগ্য লোক পৃথিবীতে কেউ নেই,' নরম গলায় বলল সে। 'তবু তুমি আমাকে একটু চেষ্টা করে দেখতে দেবে, ইভলিন?' ঝুঁকে পড়ে চুমু খেলো সে ইভলিনের আরক্ত ঠোঁটে। 'রাগ করলে না তো?'

কাঁপা কাঁপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষীণ একটু হাসল ইভলিন। কিছু বলল না।

'আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল বেন। ইভলিনের কবজি ছেড়ে দিতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, ফরসা চামড়ার ওপর কর্কশ দড়ির ঘষায় কালচে লাল দাগ ফুটে উঠেছে। 'ব্রায়ান দেখে নেবে ওকে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বেন। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টায় মগজ তোলপাড় করছে। সাহায্যের জন্যে লোক ডাকতে গেলে ইভলিনকে এই অবস্থায় একা ফেলে যেতে হয়। সেটা সে করতে

চায় না। সামনে ব্রায়ানকে দেখে লোগান ফিরে আসতে পারে এ-পথে। তা ছাড়া আরও একটা বিপদ আছে–আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে একপাল বাজার্ড। ব্রায়ান নিশ্চয় ওদের খুঁজতে আসবে, যদি না···চিন্তাটা বাতিল করে দিল বেন। একটু নড়েচড়ে বসতেই ওকের গুঁড়ি মটমট করে উঠল। সাবধান হয়ে গেল সে–এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ হচ্ছে না, গাছের শেকড় খুব বেশি গভীরে যাওয়ার কথা নয়।

'ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে যেতে হবে আমাদের,' শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করল সে। ইভলিনকে জড়সড় হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল, 'বেশি উঁচু নয়–আর তোমার ঠিক সামনেই থাকব আমি। ভয় করছে?'

'হ্যাঁ,' ইভলিনের অকপট স্বীকারোক্তি। 'তবে তুমি যখন সঙ্গে রয়েছ···'

'ঠিক উঠে যেতে পারব আমরা,' আশ্বাস দিল বেন।

সাবধানে উঠে দাঁড়াল সে। পা রাখবার জন্যে খাঁজ কাটতে হবে। ছুরি বের করে কাজ শুরু করে দিল। দুরূহ কাজ। শক্ত পাথরে পিছলে যায় ছুরি, পা টলে যায়। হাত দিয়ে যতদূর পর্যন্ত নাগাল পাওয়া যায়, তার ভেতর অপেক্ষাকৃত কম শক্ত জায়গা খুঁজে খুঁজে কিছুদূর পরপর বেশ কয়েকটা খাঁজ কাটল সে। তারপর ইভলিনকে শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করল।

'অবস্থা যা-ই হোক, তুমি আমার বেল্ট ধরে থাকবে,' বলল সে। 'আমি যেখানে পা রাখি, ঠিক সেখানে পা রাখবে। এবং ভুলেও নীচের দিকে তাকাবে না।'

খাঁজে পা রেখে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বেয়ে উঠতে লাগল দু'জন। কিছুক্ষণ পরপরই থেমে দাঁড়াচ্ছে। একহাতে প্রাণপণ শক্তিতে পাথর খামচে ধরে অন্য হাতের সাহায্যে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বেন নতুন কয়েকটা খাঁজ কাটছে। নিজের ভার যতটুকু সম্ভব নিজে বহন করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছে ইভলিন, তবু তার দেহের ওজন বেনের জন্যে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করছে–প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, পা হড়কে ইভলিনকে নিয়ে ছিটকে পড়ে যাবে নীচের অতল গহ্বরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি মাংসপেশী ব্যথায় টনটন্ করতে লাগল।

অবিরাম ঘামছে বেন, কিন্তু ঘামের বিন্দু চামড়ার ওপর ফুটে বেরোতে না বেরোতেই সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে সম্পূর্ণ নেই হয়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত পাথর পুড়িয়ে দিচ্ছে নগ্ন হাত। পাথুরে দেয়ালের ওপর আঠার মত সেঁটে আছে বেনের দৃষ্টি; বোঝার উপায় নেই, কতদূর উঠল। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে উঠে যাচ্ছে–এর যেন কোন শেষ নেই।

অবশেষে তাকের কিনারায় হাত পড়ল বেনের। দেহের শেষ শক্তিটুকু এক করে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে এবং ইভলিনকে টেনে তুলল তাকের ওপর নিরাপদ জায়গায়। তারপর অবসন্ন দেহে লুটিয়ে পড়ে রইল মাটিতে মুখ গুঁজে। আহ্, কী শান্তি!

'বেন, বেন···'

ফিস্‌ফিস্ ডাক শুনে আচ্ছন্নতা কেটে গেল বেনের। চোখ মেলে দেখল, তার

Boighar.com

মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে ইভলিনের উদ্বিগ্ন মুখ, হাত দিয়ে ইভলিন তার মুখ থেকে সযত্নে ঝেড়ে দিচ্ছে জমাট ধুলোর আস্তরণ। দু'টি নীল চোখের গভীরে এমন কিছু একটা দেখতে পেল বেন যে, তার নির্জীব দেহে শক্তি ফিরে আসতে দেরি হলো না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে।

'ঠিক আছি আমি,' আশ্বস্ত করল ইভলিনকে, 'তবে মনে হচ্ছে, পায়ে দড়ি বেঁধে কেউ প্রায় এক লক্ষ মাইল টেনে নিয়ে এসেছে।' পরমুহূর্তে চোখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল তার। 'ব্রায়ানের কী হলো দেখা দরকার। তুমি হাঁটতে পারবে তো একটু–আমি সাহায্য করি যদি?'

'অনেক করেছ তুমি,' ইভলিন জবাব দিল। 'আমি একাই হাঁটতে পারব।'

তবু যখন বেন তাকে এক হাতে বেষ্টন করে কাছে টানল, সে আপত্তি করল না।

মার্শালেরও কঠিন সময় যাচ্ছে। পাহাড়ের কুঁজ সরাসরি ডিঙিয়ে পথ কমাবার বুদ্ধিটা বেশ ভাল হলেও শিগ্‌গিরই সে বুঝতে পারল, কাজটা নিতান্ত সহজ নয়। তবু যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলল। তাড়াতাড়ি অন্যপাশে পৌঁছবার স্বাভাবিক তাগিদ ছাড়াও তার মনের ভেতর কাজ করছে প্রবল উদ্বেগ। কারণ, বেনকে ছেড়ে আসবার কিছুক্ষণ পরেই দু'টো গুলির আওয়াজ তার কানে এসেছে–একটা ক্ষীণ, অন্যটা কিছুটা জোরাল।

টিপির চূড়া পেরিয়ে ঢাল বেয়ে হোঁচট খেতে খেতে নামতে লাগল মার্শাল। এবং কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারল, তার হিসেবে ভুল হয়নি–সামনেই আবার দেখা যাচ্ছে পাথুরে তাকটা। সমতল তাকে নেমে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ধীরে ধীরে অনেকটা সময় গড়িয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মার্শাল। হয়তো দেরি হয়ে গেছে তার, লোগান আগেই এ-জায়গা পেরিয়ে সামনে চলে গেছে।

হঠাৎ অটুট নিস্তব্ধতা ভেদ করে ক্ষিপ্র পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ঝোপের ফাঁক দিয়ে চেয়ে ব্রায়ান অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কয়েক মুহূর্ত পরই বাঁকের মুখে উদয় হলো ম্যাট লোগান। একা।

উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান।

'হাত তোলো, লোগান!' রাইফেল তাক করে নির্দেশ দিল গম্ভীর স্বরে।

যেন বুলেটের ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেল লোগান। স্তম্ভিত বিষয়ে অপলক চোখে রাইফেলের চকচকে নলের দিকে তাকিয়ে রইল। মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীরে ধীরে হাত তুলল মাথার ওপর। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সে, কী করে মার্শাল তার আগেই এখানে এসে পৌঁছল। ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল তার।

'মিসেস রয়েস কোথায়?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান।

'পেছনের ট্রেইলে ছেড়ে এসেছি–ওর জন্যে ছুটতে অসুবিধে হচ্ছিল আমার,' লোগান গোমড়ামুখে জানাল। 'আমি শুধু ওকে গ্রেগের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

'তা বটে, কুকুরের ওপর কুকুরের ডাকাতি,' মার্শালের তিক্ত মন্তব্য। 'চলো,

কোথায় ছেড়ে এসেছ তাকে, নিয়ে যাবে চলো আমাকে সেখানে। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাব বলে যদি প্রতিজ্ঞা না করে থাকতাম, তা হলে একটা বুলেট খরচ করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতাম এখুনি। ঘোরো–ঘুরে দাঁড়িয়ে আগে বাড়ো। এমন কিছু করে বোসো না যাতে আবার আমাকে মত বদলাতে হয়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সুবোধ ছেলের মত হাঁটতে শুরু করল লোগান। ঠিক তার পেছনেই সেঁটে রয়েছে মার্শাল। বুঝতে পারছে সে, ভারী সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এখন তার। মনের ভেতরের হিজিবিজি ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে বাঁচার একটা উপায় খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বারবার ফিরে আসতে হচ্ছে সেই একই ভয়াবহ সত্যের কাছে: নিজের মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছে সে।

হাঁটতে হাঁটতেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লোগান। তার বিহ্বল মুখ ধীরে ধীরে সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠল। সবকিছু বাজি রেখে শেষ আর একটিমাত্র চাল দেবে সে–যে জীবন নিশ্চিতভাবে হারাতে বসেছে তা রক্ষা করবার জন্যে এই হবে শেষ জুয়াখেলা। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, পেছনের ধুরন্ধর লোকটা যেন একটুও সন্দেহ করতে না পারে।

মাথা নিচু করে, কাঁধ ঝুঁকিয়ে নিতান্ত ক্লান্ত-বিষণ্ণ ভঙ্গিতে পা টেনে টেনে হাঁটছে সে। সেই অবস্থাতেই মার্শালের অগোচরে চোখ তুলে সামনের পথের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আরও কিছুদূর এগোবার পর উপযুক্ত একটা জায়গা সে পেয়ে গেল। বেশ কয়েকগজ পথ প্রস্থে এখানে প্রায় দ্বিগুণ। নড়াচড়ায় তেমন ঝুঁকি নেই।

ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠার মত কাতর একটা শব্দ করে হঠাৎ পেট চেপে ধরল সে, কুঁজো হয়ে প্রায় পড়ে যাওয়ার ভান করল। কী হলো দেখবার জন্যে পেছন থেকে দ্রুত দু'পা এগিয়ে এল মার্শাল। অমনি তড়াক করে লাফ দিয়ে সোজা হয়ে গেল লোগান–বাঁ হাতের ক্ষিপ্র এক ঝটকায় একপাশে সরিয়ে দিল রাইফেলের নল, অন্য হাতে কোমরের বেল্ট থেকে হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করে নিয়েই বিদ্যুতের বেগে সেটা বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল মার্শালের বুকে।

আক্রমণটা খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু একেবারে অসতর্ক হয়ে পড়েনি ব্রায়ান। বিস্ময়ের ধাক্কা মুহূর্তে সামলে উঠে রাইফেল ঘুরিয়ে নল দিয়ে ছুরির আঘাত ঠেকিয়ে দিল সে। এত জোরে সংঘর্ষ ঘটল দুই অস্ত্রে যে, দু'টোই দু'জনের হাতছাড়া হয়ে উড়ে চলে গেল দূরে। মার্শাল রিভলভার বের করবার আগেই লোগানের লম্বা দুই হাত আঁকড়ে ধরল তার হাতদু'টো।

পরস্পরের বজ্র-আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে একে অন্যকে কাবু করবার চেষ্টায় সর্বশক্তি দিয়ে লড়ছে দু'জন। দু'জনেরই মজবুত দেহ, লোহার মত শক্ত পেশী। বারবার শোচনীয় পরাজয় মানতে হয়েছে যার কাছে, তাকে পরাস্ত করতে আবারও ব্যর্থ হওয়ায় খুন চেপে গেছে লোগানের মাথায়, খ্যাপা ষাঁড়ের শক্তি ভর করেছে তার দানবাকার দেহে।

পা হড়কে যাচ্ছে দু'জনের, অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে মোচড় খাচ্ছে শরীর, কখনও কখনও লড়তে লড়তে চলে যাচ্ছে খাদের একেবারে কিনারায়। একবার মার্শাল একটু সুবিধা করতে পারছে তো পরমুহূর্তে সুবিধা করে নিচ্ছে লোগান।

Boighar.com

ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ আর পাথরের সঙ্গে বুটের ঘষা খাওয়ার কর্কশ আওয়াজ ছাড়া চারপাশে আর কোন শব্দ নেই।

একখানা হাত ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে একবার চেষ্টা করল মার্শাল। কিন্তু লোগান অকটোপাসের মত লটকে রইল–ঠেলে নিয়ে গেল তাকে ট্রেইলের প্রান্তসীমায়। লোকটার দৈহিক শক্তি সত্যি অকল্পনীয়। মার্শাল বুঝতে পারছে, অবিলম্বে লোগানের কবলমুক্ত না হতে পারলে দু'জনেরই ধ্বংস অনিবার্য।

হঠাৎ আলগা একটা পাথরের ওপর পা পড়ায় গোড়ালি ঘুরে গেল ব্রায়ানের। টাল সামলাতে গিয়ে হাঁটু বাঁকা হয়ে গেল। লোগানের হিংস্র রক্তাভ চোখে বিজয়ের উল্লাস ঝিকিয়ে উঠতে দেখল সে।

'হেরে গেছ তুমি, ব্রায়ান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোগান। 'বাজার্ডের খাদ্য হওগে এবার, যাও–বেজন্মা কোথাকার!'

ঘাড় ঘুরিয়ে চট্ করে একবার পেছনে তাকাল মার্শাল। কিছু নেই–মুখব্যাদান করে থাকা সুবিশাল শূন্যতা শুধু।

মৃত্যু আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করে ব্রায়ান ঝুঁকে এল সামনে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে আচমকা এক ধাক্কায় লোগানকে খানিকটা সরিয়ে দিল। দ্রুত পাক খেয়ে আবার উঠে এল কঠিন জমিতে।

প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেল লোগান। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তার। নিজের জীবনের পরোয়া পর্যন্ত না করে আবার ভয়ঙ্কর বেগে সামনে তেড়ে যাবার উপক্রম করল মার্শালকে নিয়ে।

'গুলি কোরো না, বেন!' ব্রায়ান বলে উঠল।

থমকে গিয়ে ঝট্ করে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল লোগান। নিজের অজান্তেই মুহূর্তের জন্যে তার থাবা সামান্য শিথিল হলো। চোখের নিমেষে মোচড় মেরে নিজের ডান হাত ছাড়িয়ে নিল ব্রায়ান, লোগানের চিবুক লক্ষ্য করে বিদ্যুৎবেগে আঘাত হানল। যদিও সংঘর্ষের আগে মাত্র কয়েক ইঞ্চি জায়গা অতিক্রম করল ঘুসিটা, তবু সেটার ফল হলো মারাত্মক–মার্শালের শরীরের অবশিষ্ট প্রতিটি বিন্দু শক্তি সেটার পেছনে ওজন যুগিয়েছে।

চোখে অন্ধকার দেখল লোগান। হাতদু'টো নিস্তেজভাবে ঝুলে পড়ল দু'পাশে। পাক খেয়ে ঘুরে মাতালের মত টলতে টলতে এক পা এগিয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

টাল সামলাতে গিয়ে পর্বতগাত্রের দিকে ছিটকে চলে গেল মার্শাল। পাথরে মাথা ঠেকিয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল। মনে হচ্ছে, শরীরে আর একফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

'আর পারছি না–আমি শেষ,' গুঙিয়ে উঠে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল লোগান মুখ গুঁজে থাকা অবস্থাতেই।

কষ্টেসৃষ্টে শরীরটা টেনে তুলে হাঁটু মুড়ে বসল সে। পরমুহূর্তে আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। হাতে ধরা মার্শালের রাইফেল–ঘুসি খেয়ে ভাগ্যক্রমে সেটার ওপর গিয়েই পড়েছিল সে। কালবিলম্ব না করে টিপে দিল ট্রিগার।

কিন্তু ঝপ্ করে বসে পড়েছে মার্শাল ততক্ষণে, এক হাত চলে গেছে উরুর কাছে। একবার মাত্র গর্জে উঠল তার রিভলভার, লোগান আধপাক ঘুরে গেল, তার একটা পা পড়ল শূন্যে, এবং তারপর–শুধু নৈঃশব্দ্য।

টলতে টলতে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে ছায়ায় বসে পড়ল ব্রায়ান। লোভীর মত হাঁ করে বাতাস গিলে চোপসানো ফুসফুস ভর্তি করতে লাগল। শ্বাস নেয়া জিনিসটা যে এত উপভোগ্য, তার জানা ছিল না।

দূর থেকে নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে বেন এবং ইভলিন। কয়েক মুহূর্ত পরই মার্শালের পাশে এসে দাঁড়াল তারা।

'তোমাকে লড়াই করতে দেখে ছুটতে ছুটতে এসেছি আমরা, কিন্তু পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সব শেষ হয়ে গেল,' বেন বলল। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল ইভলিনের দিকে, 'আমি বোধহয় কিছু বাজে গালাগাল দিয়ে ফেলেছি···'

'তাই নাকি?' মুচকি হাসল ইভলিন, 'আমি তো ভেবেছি, প্রার্থনা করছ।'

'তা বলতে পারো–একরকম প্রার্থনাই তো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল বেন। 'ব্রায়ান, আর একটু হলে তুমিও তো ওর সঙ্গে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে!'

চোখ সরু করল মার্শাল। 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, বেন।'

'তার মানে? আমি তো ছিলামই না এখানে!'

'লোগান ভেবেছে, তুমি ছিলে–ভাঁওতার বদলে আমিও ভাঁওতা দিয়েছি,' ব্রায়ান জবাব দিল। খুলে বলল সে ঘটনাটা। 'দু'জনের একজনের না গিয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু ও ওভাবে গেল বলে আমার দুঃখ লাগছে।–তোমাদের কী হয়েছিল?'

বেন বিস্তারিত বর্ণনা করল। শুনতে শুনতে কঠিন হয়ে উঠল মার্শালের মুখ।

'মানুষ বড় সহজে মরে যায়,' আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করল সে। 'সে যাক, এক বদমাশ গেছে, কিন্তু আরও একজনের সঙ্গে বোঝাপড়া বাকি আছে আমাদের। পালের গোদা সে-ই।'

একুশ

দস্যুদলের আস্তানার কাছে আবার যখন এসে পৌঁছুল ওরা, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেছে, কিন্তু পোড়া বারুদের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে। তিনজন থেমে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ।

'লড়াই শেষ, মনে হচ্ছে,' ব্রায়ান বলল, 'তবে সোজা গিয়ে হাজির না হয়ে আগে দেখতে হবে কারা টিকেছে শেষ পর্যন্ত–নয়তো আমাদের সংবর্ধনাটা বেশি উষ্ণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমরা দাঁড়াও, আমি আগে গিয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

খোলা জায়গার কিনারায় পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। একনজর তাকিয়েই মার্শাল বুঝতে পারল, ডাকাতের দল পরাস্ত হয়েছে; বুলেটের ঘায়ে

Boighar.com

ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বাড়ির ভেতরে-বাইরে যারা আনাগোনা করছে তারা সবাই রেইনবো বাহিনীর লোকজন।

'এই যে, স্যানডি!' গলা চড়িয়ে ডাকল ব্রায়ান।

বিগ এমের ফোরম্যান চমকে ফিরে তাকাল। তার ধুলোমাখা ঘর্মাক্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, দু'কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল হাসি।

'ব্রায়ান! চোখ জুড়িয়ে গেল সত্যি তোমাকে দেখে,' বলল কাউবয়, 'কোথায় নিখোঁজ হলে ভেবে ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আসল মজাই তুমি দেখতে পেলে না—আফসোস হচ্ছে আমার।'

'তা বটে,' মুখ টিপে হাসল ব্রায়ান। 'গ্রেগ প্রাইস কোথায়?'

'ওপরতলায় পেয়েছি আমরা ওকে। কে যেন তার খুলির ওপর আস্ত একটা সিরু-গান বাঁকা করেছে। তবে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে আবার। কিন্তু, ব্রায়ান, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়; বলে কী জানো?—লোগান নাকি মেরেছে ওকে, তারপর মিসেস রয়েসকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পিটার অবশ্য বলছে, কথাটা সত্যি; তোমাকে আর বেনকে নাকি ওদের পিছু ধাওয়া করে যেতে দেখেছে সে।'

'হ্যাঁ,' বলল ব্রায়ান, 'মিসেস রয়েসকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি আমরা।'

'তাই নাকি! আর ম্যাট?'

'সে···পা পিছলে পড়ে গেছে পাহাড় থেকে—শ'তিনেক ফুট নীচে, পাথরের ওপর।'

'বেশ হয়েছে,' কঠিন স্বরে বলল ফোরম্যান, 'একটা দড়ি নোংরা করতে হলো না।'

নীচতলার লিভিং-রুমে অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে। ঘর-ভর্তি লোকজন। কিন্তু সবাই গম্ভীর, চুপচাপ। সবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তিনজন লোকের ওপর: মার্শাল, প্রেসকট এবং চার্লস্ লেভিন। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। একটু দূরে একটা চেয়ারে রুষ্ট মুখে বসে রয়েছে গ্রেগ প্রাইস, মাথায় কাঁচা হাতের ব্যান্ডেজ। ঘরের অন্যপ্রান্তে পাঁচজন বন্দী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাত রশি দিয়ে বাঁধা।

বেন ঢুকল ঘরে। তিন নেতার দিকে এগিয়ে যেতেই তারা মিসেস রয়েসের অবস্থা জানতে চাইল।

'ঘুমুচ্ছে,' বলল বেন, 'ভাল আছে।' হাতের ইশারায় বন্দীদের দেখাল, 'ওদের কী করবে ভাবছ?'

'ফাঁসিতে ঝোলানো হবে,' লেভিনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'একজনকে ছাড়া,' ডেপুটি বলল। 'আমার জীবন বাঁচিয়েছে সে। ওর নাম মিগুয়েল।'

'কিন্তু সে গরুচোর, আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে,' র‍্যাঞ্চার জেদী সুরে বলল।

'না, আমাদের বিরুদ্ধে লড়েনি ও,' বলল বেন। 'এবং সত্যি বলতে কি, ও না সাহায্য করলে আমরা এ-মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'মার্শাল বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। 'একে ছেড়ে দিচ্ছি, চার্লস্,' মিগুয়েলের কবজির বাঁধন খুলে দিতে দিতে বলল সে। 'লড়াই শুরু হওয়ার আগেই লোগানের দল ছেড়ে দিয়েছিল ও–এখানে ফিরে এসেছিল শুধু আমাদের সাহায্য করবার জন্যে।'

লেভিন আর কোন আপত্তি তোলার আগেই আরেকদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হলো সবার।

গ্রেগ উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। পা টলছে তার।

'কার সঙ্গে কথা বলব?' জানতে চাইল সে।

'কী বাণী দেবে, দাও–সবাই শুনছি আমরা,' প্রেসকট জবাব দিল।

'আমি জানতে চাই, কেন আমার কয়েকজন লোককে গুলি করে মারা হয়েছে, এবং বাকিদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে?'

'তুমি এবং তোমার লোকজন এখানে কী করতে এসেছিলে সেটাই না হয় আগে শোনা যাক,' বিরস গলায় বলল মার্শাল।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেগ পকেট থেকে লোগানের চিঠিটা বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'এখানে আছে সে কথার জবাব,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সে। 'এটা পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বদমাশটার কবল থেকে ইভলিনকে উদ্ধার করার জন্যে এখানে ছুটে এসেছিলাম। বজ্জাতটা যদি কোন ভাঁওতাবাজি করতে চেষ্টা করে এই ভয়ে আমার আউটফিটের লোকজনকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম আমি।'

ব্রায়ান চিঠিটা পড়ল। তারপর সেটা প্রেসকটের হাতে দিয়ে আবার গ্রেগের দিকে ফিরল। 'টাকাটা কোথায়?'

'লোগানকে দিয়ে দিয়েছি। মাঝখানে তোমরা গর্দভের দল যদি নাক গলাতে না আসতে, বহু আগেই ইভলিন ডাবল্ অ্যারোতে পৌঁছে যেত। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আমার র‍্যাঞ্চে।'

'যদি সে যেতে রাজি হয়,' মার্শাল যোগ করল। 'ভাল আছে সে, সুস্থ হয়ে উঠছে। এর মধ্যে আমরা তোমার বিচারের কাজটা সেরে ফেলতে চাই, গ্রেগ। বসো, সময় লাগতে পারে।'

'আমার বিচার করবে?' খেঁকিয়ে উঠল গ্রেগ। 'কীসের অভিযোগে? আমি কেন এসেছি এখানে, বলেছি। তোমাদের দিকে আমি একটাও গুলি ছুঁড়িনি। এমন কোন আইন নেই–'

'আইন একটা বানিয়ে নিচ্ছি আমরা। প্রেসকট, তোমাকে বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হলো; জুরি বেছে নাও।' পাশের একজনকে নির্দেশ দিল মার্শাল, 'রিভলভার নিয়ে নাও আসামীর।'

আসামী গ্রেগ ডাইনে-বাঁয়ে চাইল। সারি সারি কঠিন মুখ দেখতে পেল শুধু। যত আদিমই হোক বিচারের পদ্ধতি, পরিবেশের অটল গাম্ভীর্য তার মনে শীতল একটা ভয়ের অনুভূতি জন্ম দিল। মনে মনে এই বলে নিজেকে সাহস যোগাতে চেষ্টা করল সে যে, এখানকার কারও কিছু জানা থাকবার কথা নয়। ডাবল্ অ্যারোয় চলে গেল তার মন–দোতলার খালি কামরায় তালাবন্ধ মৃতদেহটার কথা ভাবছে। ওটা সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল। যদি ওই ব্যাটা নিগ্রো ঘুরঘুর করতে করতে···

Boighar.com

'আমরা তৈরি, মার্শাল,' বিচারকের গম্ভীর কণ্ঠ গমগম করে উঠল।

ঘরে অটুট নিস্তব্ধতা। ব্রায়ান এগিয়ে এসে আসামীর সামনে দাঁড়াল। আঙুল তুলল একটা। 'এই লোককে সবাই গ্রেগ প্রাইস বলে জানে–নিজের পরিচয় তা-ই দিয়ে এসেছে সে,' শুরু করল। 'কিন্তু এর আসল নাম রডনি হুভার। ব্রিস্কলির জেলখানায় আসল গ্রেগের মৃত্যু হয় তার কাকা আরথার প্রাইস খুন হওয়ারও আগে। আমার কথার সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ওয়ার্ডেনের লেখা একটা কাগজ আমি দেখাতে পারি।'

মার্শালের ধীর গম্ভীর কথাগুলো প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক করল শ্রোতাদের ভেতর। মৃদু গুঞ্জনে ছেয়ে গেল ঘর। সবাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে চেয়ারে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকা বিশালদেহী লোকটার দিকে।

আঘাতটা গুরুতর হলেও অপ্রত্যাশিত নয় গ্রেগের কাছে। ব্রিস্কলিতে মার্শালের যাওয়ার কথা শোনার পর থেকেই সে মনে মনে আশঙ্কা করছিল, এরকম পরিস্থিতির মুখে তাকে পড়তে হতে পারে। জবাব প্রস্তুত রয়েছে তাই তার।

'তা হলে সেজন্যেই গিয়েছিলে তুমি ব্রিস্কলিতে?' জোর করে মুখে বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে তুলল সে।

'আদৌ গিয়েছিলাম কিনা তুমি কী করে জানলে?' মার্শালের জবাব।

'খবর ঠিকই পৌঁছে যায়।'

'তা বটে,' বলল ব্রায়ান। 'এবং খবর পাওয়ামাত্র তুমি ট্যাপারকে পাঠিয়ে দিলে আমার মুখ বন্ধ করে দিতে–পাকাপাকিভাবে; তাই না?'

'অমন কোন লোকের নামই শুনিনি কখনও,' গ্রেগ জবাব দিল।

'ঠিক আছে, তাতে কিছু আসে যায় না। আগের কথায় ফিরে যাই চলো।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলতে বলতে সোজা হয়ে বসল বন্দী। বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠতে শুরু করেছে সে। 'একটা নতুন কথা শোনাচ্ছি তোমাকে, যে-কথা ব্রিস্কলিতে গিয়েও তুমি জানতে পারোনি–কারণ ওদেরও সেটা জানা নেই। আমি যে-ব্যাঙ্কে কাজ করতাম সেই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করেছিল হুভার। তার বন্ধু ছিলাম আমি–তাকে সহযোগিতা করার মিথ্যে অভিযোগে আমাকেও অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। একই মেয়াদের সাজা হয় আমাদের, দু'জনকে একইসঙ্গে জেলে পাঠানো হয়। রাস্তায় আমরা গোপনে পরামর্শ করে পরিচয় বদলা-বদলি করে নিই। মজা করাই ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য, ওয়ার্ডেনের ওপর একটু টেক্কা দেয়া আরকী; কিন্তু সেইসঙ্গে ক্ষীণ একটা আশাও ছিল মনে–জেল থেকে বেরোবার পর হয়তো জিনিসটা কোন কাজে আসতে পারে। চালাকিটা শেষ পর্যন্ত টিকে যায়; জেলের লোকজন খুঁটিনাটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাত না, তা ছাড়া আমাদের দু'জনের বয়স, দেহের গঠন, মুখের ছাঁদ ছিল প্রায় একইরকম। ফলে হুভার যখন মারা গেল, আমার নাম নিয়েই কবরে গেল সে–এ ধরনের জটিলতার কথা অবশ্য আগে আমাদের মাথায় আসেনি। যাই হোক, হুভার চলে গেল–তার পরিচয়ে টিকে রইলাম আমি গ্রেগ। পরে সময় এলে আমি আবার আসল আমি হয়ে গেলাম।' মুচকি একটু হাসি উপহার দিল সে মার্শালের দিকে চেয়ে, 'এবার

নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তোমার ওই কাগজের এক কানাকড়িও দাম নেই?'

ভণ্ডটার দিকে প্রায় শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে রইল ব্রায়ান—যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি ধূর্ত এই লোক। গল্পটা বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না; কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, যা বলছে ও সেটা ঘটা অসম্ভব নয়।

'তুমি যা বলছ তা সত্যি বলে প্রমাণ করবার মত কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করল মার্শাল।

মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিল গ্রেগ; তার গল্প যে-লোক সমর্থন করতে পারত সে এখন মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে ডাবল্ অ্যারোর নির্জন র‍্যাঞ্চহাউসে।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'জেল থেকে বেরিয়ে আবার নিজের আসল পরিচয়ে সবার মধ্যে ফিরে আসি আমি, এবং স্বাভাবিক কারণেই আগের কথা কাউকে বলিনি। আমি জানি না কেউ—'

'আমি পারি ওর মুখোশ খুলে দিতে,' কে যেন বলে উঠল গ্রেগের কথার মাঝখানে, 'দেখিয়ে দিতে পারি, একগাদা মিথ্যে কথা বলছে ওই ভণ্ড!'

সবাই চমকে ফিরে তাকাল বক্তার দিকে।

জিমি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী জানো তুমি এর সম্পর্কে?' মার্শাল জিজ্ঞেস করল।

'আমি জানি, নিজেকে যে-লোক বলে দাবি করছে ও, সে-লোক ও নয়।'

নতুন এই সাক্ষীর দিকে আসামী উপহাসের চোখে তাকিয়ে আছে। 'মাতাল,' বলল সে, 'নিশ্চয় ম্যাটের ব্যক্তিগত মদের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছিল।'

'পাইনি—মাতালও হইনি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জিমি। 'যদি মাতাল হতামও, নিশ্চয় নিজের ছেলেকে অন্তত চিনতে পারতাম।'

গুঞ্জনে ছেয়ে গেল সমস্ত ঘর। বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সবাই।

চারদিকে চেয়ে আলোড়নটা উপভোগ করল জিমি। এগিয়ে এল এক পা। 'বুঝতে পারছি, তোমরা সবাই ভাবছ, আমি বেসামাল হয়ে পড়েছি—কিন্তু তা নয় মোটেই।' ঝট্ করে একটা আঙুল তাক করল সে আসামীর দিকে। 'তোমার বাবার নামের প্রথম শব্দটা কী?'

ভিত নড়ে উঠল গ্রেগের। বুঝতে পারছে, আবার মাটি সরে যাচ্ছে তার পায়ের তলা থেকে। উত্তরটা দিতে পারছে না সে।

'বিয়ের আগে তোমার মায়ের নাম কী ছিল?' আবার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করল জিমি।

কোণঠাসা গ্রেগ সামলে ওঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিছু একটা অজুহাত দেখাতেই হবে। 'এসব খুঁটিনাটি জিনিস মনে করতে পারি না আমি—একবার আমার কঠিন অসুখ হয়েছিল—'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল বুদে লোকটা। 'নোংরা চালিয়াৎ তুমি একটা। প্রাইস পরিবার সম্পর্কে তোমার আরও একটু ভালভাবে খোঁজখবর নেয়া উচিত ছিল। শোনো সবাই: আমি জিমি হ্রেচ্। আসলে অ্যালান প্রাইস—আরথারের একমাত্র ভাই, গ্রেগের বাবা। আমি জানিয়ে দিতে চাই, ওই ভণ্ড টিনের বাঁশি আমার ছেলে-টেলে নয় মোটেই

Boighar.com

ঘরের মধ্যে বেশ হইচই শুরু হয়ে গেছে। কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছে, প্রশ্ন করছে কেউ, কেউ জবাব দিচ্ছে। রীতিমত উত্তেজিত সবাই।

টেবিলের ওপর সশব্দে রিভলভারের বাঁট ঠুকল প্রেসকট। শোরগোল থেমে গেল। কড়া চোখে তাকাল সে জিমির দিকে।

'যদি গোড়া থেকেই তোমার জানা থাকে, এই লোক গ্রেগ প্রাইস নয়, এতদিন সে-কথা বলোনি কেন?'

'ভয়ে, পিটার,' অকপটে স্বীকার করল জিমি। 'আরথারের লাশ আসলে প্রথম দেখেছিলাম আমিই। আমি তখন মাত্র দিন কয়েক হলো পাইনটপে এসেছি; আরথারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম–কথাবার্তা বলে নিজেদের ভেতরের খিটিমিটির একটা সুরাহা করার ইচ্ছে নিয়ে। রাস্তায় দেখি ওই দৃশ্য। এখনও পরিষ্কার চোখে ভাসছে আমার, কেমন করে ট্রেইলের ধারে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল আরথার। মারাত্মক জখম হয়েছিল, কিন্তু মরার আগে দু'চোখ খুলে তাকিয়েছিল হঠাৎ–আমাকে দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, "তা হলে তোমার কাজ? কিন্তু কিছুই লাভ হলো না তোমার, একটা পয়সাও তুমি পাবে না–প্রাইস বংশের কলঙ্ক ওই জেলখাটা কুকুরের বাচ্চাটাও পাবে না কিছুই; সব পাবে ইভলিন।"' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল জিমি। 'তাতে আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু ভারী বেকায়দা অবস্থায় পড়লাম আমি; যদি জানাজানি হয়ে যায়, আমি খুনের সময় ধারেকাছে ছিলাম, আরথারের মতই সবাই চোখ বুজে ধরে নেবে, সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার লোভে আমিই করেছি কাজটা। তাই ওর ঘোড়াটা র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়লাম। পরে যখন শুনতে পেলাম, আরথারের উইল অনুযায়ী ডাব্‌ল্ অ্যারোর মালিক হচ্ছে আমার ছেলে, তখন আমার ভয় আরও বেড়ে গেল–আমার হাতে আরথারের খুন হওয়ার পেছনে সেটাকে আরও বড় কারণ বলে ধরে নেবে সবাই; কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, আমি নিরপরাধ। আমার জানা ছিল না, গ্রেগ মারা গেছে। তার নাম ভাঁড়িয়ে যখন এই লোক ডাব্‌ল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিক হয়ে বসল, তখনও মুখ বুজে থাকতে হলো আমাকে। কারণ, আমাকে সন্দেহ করার অবকাশ তখনও থেকেই গিয়েছিল–উইলটাকে কেউ জাল বলে মনে করেনি। কাজেই আমি কাপুরুষের পথই বেছে নিলাম, দাড়িগোঁফ গজিয়ে উঠতে দিয়ে একদিন অচেনা লোকের বেশে রেইনবোতে এসে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিলাম কোনরকমে। মনে মনে অপেক্ষায় রইলাম, কোনদিন একটা সুরাহা হয়তো হবে এই অন্যায়ের। বৃথা যায়নি আমার অপেক্ষা–একদিন ব্রায়ান এসে হাজির হলো রেইনবো শহরে...'

জিমি থামতে না থামতেই হেসে উঠল গ্রেগ–বিদ্রূপের হাসি। 'মাতাল নয়, উন্মাদ,' বলল সে। 'বিশ্বাস করার মতই গল্প বটে একখানা, তাই না? চমৎকার একটা প্রকাণ্ড রেঞ্জ তার ছেলেকে দিয়ে গেল একজন, আরেকজন এসে সেটা হাতিয়ে নিল–সে কিছুই বলল না। নিজেকে সে আমার বাবা অ্যালান প্রাইস বলে দাবি করছে; আমি বলছি, ও আমার বাবা নয়। আমার বিশ্বাস, আরথারকে আসলে ও-ই সরিয়ে দিয়ে এখন সুযোগ বুঝে খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে

বইঘর.কম

দেয়ার চেষ্টা করছে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। অনেকেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জিমির দিকে। এমন সময় মার্শালের হাতের তালুতে ছোট একটা পেতলের বাক্স দেখা গেল।

'এটা আমি পেয়েছি আরথার প্রাইস যেখানে খুন হয়েছিল, সেখানে,' বন্দীর উদ্দেশে বলল সে। 'জিনিসটা চিনতে পারছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ওটা তুমি একবার আমাকে দেখিয়েছিলে।'

'এবং দেখামাত্র তুমি এটা কিনতে চেয়েছিলে। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেগ। 'পছন্দ হয়েছিল, তাই।'

কথাটা যেন মার্শাল শুনতেই পায়নি। 'ঢাকনার ভেতরের পিঠে আর.এইচ. অক্ষর দু'টো খোদাই করা আছে কিনা দেখবার জন্যে–তাই না?' বলল সে। এক মুহূর্ত গ্রেগের চোখের দিকে চেয়ে থেকে যোগ করল, 'হ্যাঁ, আছে।'

সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রইল গ্রেগের মুখভাব। 'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি তোমার কথার,' বলল সে। তারপরই ঝট্ করে ফিরল জিমির দিকে, 'তুমি যে অ্যালান প্রাইস, তার কোন সাক্ষী আছে?'

থতমত খেয়ে গেল জিমি। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ভাবল। 'দাড়িগোঁফ বাদ দিই যদি, পাইনটপের কেউ হয়তো চিনতেও পারে,' অনিশ্চিত গলায় বলল সে। 'তবে ওদিকে বেশিদিন ছিলাম না আমি…'

'ইভলিন নিজের কাকাকে চিনতে পারবে না, এ কেমন কথা?' গ্রেগ চাঙা বোধ করছে আবার।

জিমি এবার একগাল হাসি উপহার দিল। 'কারণ, সেই একেবারে বাচ্চা বয়সের পর থেকে সে আর একবারও কাকাকে দেখেনি। কথাটা তোমার জানা থাকত, যদি তুমি সত্যি গ্রেগ প্রাইস হতে।'

'খুব জানা আছে,' শীতল কণ্ঠে বলল গ্রেগ, 'তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম শুধু।' দ্রুত চিন্তা চলছে তার মাথায়। শুধু একটু ফাঁক পেত যদি–যদি ডাব্‌ল্ অ্যারোয় গিয়ে কয়েকটা কাজ সারতে পারত–উকিলের কাগজপত্রগুলো খুঁজে বের করে নষ্ট করে ফেলতে পারত…। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সাহসী হয়ে উঠল সে। বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে জিমিকে দেখাল, 'ওর কথা তোমরা শুনলে। নিজেকে ও অ্যালান প্রাইস বলে দাবি করছে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারছে না সেটা। ও বলছে, আমি গ্রেগ প্রাইস নই; কিন্তু যদি কিছুটা সময় দাও, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, আমিই গ্রেগ। যদি এখানে ব্রিট কুইগলি থাকত–'

'আছে সে এখানে,' খন্‌খনে ভাঙা একটা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল গ্রেগের কথা শেষ হওয়ার আগেই।

দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল যারা, তারা দু'পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিয়েছে। অদ্ভুত একজোড়া মানুষ এগিয়ে আসছে সেই পথ ধরে–বিশালদেহী এক নিগ্রো, আর হাড়-জির-জিরে জবুথবু এক লোলচর্ম বুড়ো।

নিগ্রো লোকটা হাঁটতে সাহায্য করছে বুড়োকে, পেছন থেকে জাপটে ধরে তাকে প্রায় বয়ে নিয়ে আসছে। বুড়োর কাগজের মত সাদা মুখে আর কোটরাগত দুই চোখে ধিকিধিকি জ্বলছে ক্ষমাহীন ঘৃণা–ভয়াবহ এক সংকল্প। মৃত্যুর মতই

Boighar.com

অমোঘ ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে; দাঁড়াল অভিযুক্ত গ্রেগের ঠিক মুখোমুখি।

রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় নিয়ে সবাই নবাগত দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভেতর অখণ্ড নীরবতা। গ্রেগের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অকল্পনীয়। চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্ক যেন খামচে ধরেছে তার হৃৎপিণ্ড। লাশ ভেবে যাকে ফেলে রেখে এসেছিল ডাবল্ অ্যারো র‍্যাঞ্চহাউসে, সে হঠাৎ প্রেতের মত উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। প্রতিহিংসার আগুনে ভরা ওই দু'চোখে স্পষ্ট লেখা দেখতে পাচ্ছে সে তার অনিবার্য ধ্বংস।

অনড় দাঁড়িয়ে আছে ব্রিট-কুইগলি। সময় নিচ্ছে সে, পলকহীন চোখে গ্রেগের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

থিরথির করে কেঁপে উঠল গ্রেগের ঠোঁট। 'ব্রিট, বাঁচাও আমাকে,' বিকারগ্রস্তের মত ফিস্‌ফিস্ করে আকুল আবেদন জানাল সে। 'এখনও শেষরক্ষা করতে পারি আমরা। আমি কথা দিচ্ছি–'

উকিলের খনখনে ভয়াল অট্টহাসির আওয়াজে থমকে থেমে গেল গ্রেগ।

'শোনো ওর কথা–' হাসি থামিয়ে বলল কুইগলি। 'নরকের যন্ত্রণা সহ্য করে যে এসেছে ওকে বিনাশ করতে, তার কাছে ও ক্ষমাভিক্ষা চাইছে!' এক মুহূর্ত থেমে থেকে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে নিল সে। তারপর শুকনো কাঠির মত একটা আঙুল ঝট করে বাড়িয়ে দিল রক্তশূন্য বিধ্বস্তপ্রায় চেহারার গ্রেগের দিকে। 'ও হচ্ছে রডনি হুভার–মিথ্যাবাদী, চোর, বিশ্বাসঘাতক, খুনী!' তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল হঠাৎ। 'শোনো: ডাবল্ অ্যারো রেঞ্জের ওপর আমার বরাবরই খুব লোভ ছিল। আরথার প্রাইস যখন আমাকে তার কাজকর্মের দায়িত্ব দিল, আমি রাস্তা পেয়ে গেলাম। তার ছেলে গ্রেগকে ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু সে যখন জেলে মারা গেল, এই–এই ইতর জানোয়ারটাকে নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো। উইল জাল করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন কিছু হয়নি, তার ওপর গ্রেগ প্রাইসকে এ-তল্লাটে কেউ চেনে না বলে সাফল্য নিশ্চিত বলে মনে করেছিলাম আমি।'

আবার থামল কুইগলি। মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই তার, কিন্তু প্রতিশোধের ব্যবস্থা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবার জন্যে সে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চলেছে। রক্তমিশ্রিত ফেনা উঠে এসেছে মুখে, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘরভর্তি মানুষ বোবা হয়ে গেছে–নিশ্চল দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছে এই অপার্থিব ভয়াবহ দৃশ্য। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ নিয়ে গ্রেগ সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে কুইগলির রক্তমাখা ঠোঁটের দিকে, যে-ঠোঁটের অমোঘ উচ্চারণে অনিবার্য হয়ে উঠছে তার সর্বনাশ–চির-অন্ধকারময় নির্বাসন।

'আরথারকে খুন করার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না,' আবার মুখ খুলল কুইগলি, 'কিন্তু রডনির তর সয়নি। রেঞ্জ আমাদের হাতে এসে গেল–কেউ কিছুই সন্দেহ করেনি। কিন্তু এরপর যখন নতুন মার্শাল দায়িত্ব নিল রেইনবো শহরের, এই গর্দভ তার সঙ্গে বিবাদ শুরু করে দিল। শত্রুতার বদলে যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করত…'

কুইগলির জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যেও গ্রেগের মুখের ওপর

বইঘর.কম

থেকে সরছে না। যে অনির্বাণ ঘৃণা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দুর্বিষহ যন্ত্রণা সয়ে ডাবল্ অ্যারো থেকে ঘোড়ার পিঠে চেপে এতদূর আসবার মত দুরূহ কাজে শক্তি যুগিয়েছে, সে-ই ঘৃণাই এখনও টিকিয়ে রেখেছে তাকে।

'ইভলিন রয়েসকে গুম করার জন্যে তুমি লোগানকে পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছ–মেয়েটাকে জোর করে বিয়ে করে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেয়ার মতলব ছিল তোমার; কিন্তু ভেস্তে গেছে সে-পরিকল্পনা। মার্শালকে খুন করার জন্যে পাঁচশো ডলারের চুক্তিতে একজনকে ভাড়া করেছিলে; সে-চেষ্টাও বৃথা গেছে।' কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে ছোট একতাড়া কাগজ টেনে বের করল সে। 'এগুলো খুঁজে বের করাও তোমার সাধ্যে কুলোয়নি। আমার স্বীকারোক্তি আছে এখানে, আর আছে আরথারের আসল উইল–সব সম্পত্তি ইভলিন রয়েসকে দিয়ে গেছে সে উইলে।' বীভৎস হাসি ফুটে উঠল উকিলের রক্তমাখা ঠোঁটে, 'তোমাকে বলেছিলাম না, এগুলো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি? তা-ই রেখেছিলাম আসলে–ওর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর হতে পারে না। ঠিক তোমার নাকের নীচে, তোমারই র‍্যাঞ্চে ছিল–দিনে অন্তত দশবার এগুলোর ওপর দিয়ে তুমি হেঁটে গেছ। কী, খুব আফসোস হচ্ছে?'

তীব্র যন্ত্রণায় কুইগলির চোখমুখ কুঁচকে উঠল। হাঁপাচ্ছে সে, প্রবল শ্বাসকষ্টে ভুগছে। 'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে,' প্রায় ফিসফিস্ করে কোনরকমে বলল আবার, 'কিন্তু আমি–বেঁচে ফিরে এসেছি–তোমাকে–ফাঁসিতে ঝোলাবার–ব্যবস্থা করতে···

শেষের কয়েকটা শব্দ প্রায় শোনাই গেল না। বুকের ওপর নুয়ে পড়ল উকিলের মাথা, হাঁটু বাঁকা হয়ে গেল–পরমুহূর্তে নিস্তেজ দেহটা লুটিয়ে পড়ল পোলোর হাতের ভেতরে। আস্তে করে কুইগলিকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিল দশাসই নিগ্রো বাবুর্চি। ঝুঁকে পড়ে এক মুহূর্ত দেহটা পরীক্ষা করল।

'এবার মরেছে–সত্যি সত্যি,' ঘোষণা করল সে।

কেউ কোন কথা বলল না। মাথা থেকে হ্যাট খুলল মার্শাল। দেখাদেখি অন্য সবাইও তাই করল।

যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের ভেতর থেকে জেগে উঠল গ্রেগ। কুইগলির মৃতদেহের ওপর থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে একবার সন্তর্পণে চারপাশের গম্ভীর মুখগুলোর ওপর দৃষ্টি বোলাল। সবার মুখ একই কথা বলছে নীরবে, দয়ামায়া কিংবা করুণার লেশমাত্র নেই কারও মুখে।

গ্রেগ প্রাইসের মাথার ভেতরটা ফাঁকা, শূন্য হয়ে গেল।

'রডনি হুভার, তোমার কিছু বলবার আছে?' প্রেসকটের গলা।

হুভার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। 'সব কুইগলির ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস করো,' অসংলগ্নভাবে বলে যেতে থাকল সে, 'ও যা বলেছে, তা-ই করেছি আমি–না করে উপায় ছিল না–আমাকে কবজা করে রেখেছিল সে। কাল যখন র‍্যাঞ্চে অস্বীকার করেছি ওর কথামত কাজ করতে, আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল; আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে ছুরি মেরেছিলাম আমি। দোহাই ঈশ্বরের–দয়া করো···'

Boighar.com

'আরথার প্রাইসকে তুমি কেমন দয়া দেখিয়েছিলে?' গম্ভীর স্বরে বলল বিচারক।

'কুইগলি জোর করে আমাকে দিয়ে–' বলতে বলতে থেমে গেল হুভার; দেখতে পাচ্ছে, বিচারক প্লেসকট জুরির দিকে তাকিয়ে আছে।

জুরির প্রতিটি সদস্য একে একে মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক।

থরথর করে কেঁপে উঠল রডনি হুভার। কপালে ফুটে বেরোল বড় বড় ঘামের বিন্দু। তার ফোলা ফোলা মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কোটর ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছে বিস্ফারিত দুই চোখ। দু'ঠোঁট বীভৎসভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। কোন মানুষের বলে মনে হচ্ছে না মুখটা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে সবাই।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল হুভার। কিন্তু হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার–গুঙিয়ে উঠে সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কুইগলির মৃতদেহের ওপর।

প্রেসকটই প্রথম তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যয় হলো তার।

'শেষ,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল সেলুনকীপার। 'ভয়েই মারা গেছে, যতদূর মনে হয়। এরকম দেখিনি কখনও।–ব্রায়ান কোথায়?'

ঘরে যখন প্রবল উত্তেজনা বিরাজ করছে, সেসময় সবার অলক্ষ্যে মার্শাল বেরিয়ে গেছে। একটু পরেই আবার ভেতরে ঢুকল সে।

'ঝামেলা কমে গেল অনেক,' পাশে দাঁড়ানো বিগ এমের একজন কাউবয়কে মন্তব্য করতে শুনল ব্রায়ান, 'ক'টা দড়ি লাগবে এখন?'

'একটাও না,' ব্রায়ান তার কথার জবাব দিল। 'আজ এরই মধ্যে বহুলোক দড়ি ছাড়াই পরপারযাত্রা করেছে। এ-পর্যন্তই থাক।'

'মোটেই না,' আপত্তি করল চার্লস্ লেভিন, 'ওই চার বজ্জাতকে ছাড়ছি না। আমার গরু চুরি করেছে ওরা, আমার লোকজনের ওপর গুলি চালিয়েছে। ওদের আমি ঝোলাবই।'

'ধরতে পারলে তো ঝোলাবে,' মিটিমিটি হাসল ব্রায়ান, 'জানতাম, তোমার রাগ পড়বে না–তাই ওদের আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাজি রেখে বলতে পারি, এ-তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছে ওরা এখন প্রাণ নিয়ে।'

রেগে গেল র‍্যাঞ্চার। 'কোন্ অধিকারে তুমি ছেড়ে দিলে ওদের? মার্শাল হলেও তুমি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারো না!'

'না, তা পারি না,' ব্রায়ান অম্লানবদনে স্বীকার করল। 'কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে; এখন যদি তোমার রাগ না-ই পড়ে, আমাকে ঝুলিয়েই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে,' বলে সহাস্যে চেয়ে রইল সে লেভিনের মুখের দিকে।

বিদঘুটে এই প্রস্তাব শুনে চারপাশের সবাই সশব্দে হেসে উঠল।

প্রেসকট এগিয়ে এল সামনে। 'শোনো, লেভিন, আমাদের জন্যে যা করেছে ব্রায়ান, এরপর আর তার ওপর রাগ করে থাকা চলে না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল চার্লস্ লেভিন। তার বিচারবুদ্ধি এখনও আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। 'ঠিকই বলেছ, পিটার,' স্বীকার করল র‍্যাঞ্চার। 'দুঃখিত, ব্রায়ান,

বইঘর.কম

তোমার ওপর রেগে যাওয়া উচিত হয়নি আমার। তোমাকে ছাড়া রেইনবোর চলবে না। এসো, হাত মেলাই–'

মার্শাল হাত বাড়িয়ে দিল। 'পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কারও জন্ম হয়নি, যাকে ছাড়া চলে না,' মন্তব্য করল সে দার্শনিকের মত।

বাইশ

কয়েকটা দিন পার হয়ে গেছে। বিজয়ের উল্লাস স্তিমিত হয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। আবার আপন ছন্দে গড়িয়ে চলেছে রেইনবোবাসীর নানা বর্ণের দিন।

মার্শাল আর তার ডেপুটি অফিসের সামনে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সকালের নরম রোদ পোহাচ্ছে। রাস্তার দিকে চেয়ে চুপচাপ সিগারেট টানছে দু'জন।

'দু'একদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব, ব্রায়ান,' নীরবতা ভেঙে হঠাৎ কথা বলে উঠল বেন।

'তার মানে?' বিস্মিত চোখে ডেপুটির দিকে ফিরে তাকাল মার্শাল। 'যাবে কোথায়? পাগলামি ছাড়ো–এখানেই থাকছ তুমি।'

'আমি–থাকছি–না,' জোর দিয়ে বলল বেন। 'অনেক আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল–কেন যে নিজেকে জড়ালাম এ-সবের সঙ্গে! সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল...'

মার্শাল তার দিকে স্থিরচোখে তাকাল। 'এসব কথা মিসেস রয়েসকে বলেছ নাকি?'

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল বেন। 'কী ভাবো তুমি আমাকে?'

'দুনিয়ার সেরা গর্দভ,' মিষ্টি করে কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল ব্রায়ান। রাস্তায় নেমে পায়চারি শুরু করল। থেমে দাঁড়াচ্ছে মাঝে মাঝে, দু'একজন পথচারীর সঙ্গে কথা বলছে।

বিষণ্ন চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল বেন। 'ব্রায়ান বুঝতে পারছে না...' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল সে।

খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে মার্শাল। ধীর পায়ে হাঁটছে সে রাস্তা দিয়ে, রেস্তরাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তাকে দেখামাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল ইভলিন রয়েসের মুখ। মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু পরক্ষণে দু'চোখে বিষণ্নতা ঘনিয়ে এল তার। মার্শাল একা।

'বেন এসেছিল এদিকে?' হালকা গলায় জানতে চাইল ব্রায়ান।

'না–গতকালও আসেনি খেতে,' ইভলিন জানাল। মুখে নির্বিকার একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। 'রুচি নেই বোধহয়।'

'ও কিছু নয়,' ব্রায়ান বলল, 'একটু দৌড়ঝাঁপ দরকার শুধু। রওনা হয়ে যাক–দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

Boighar.com

'চলে যাচ্ছে বেন?' মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইভলিনের মুখ। 'কিন্তু কেন?'

'গত দু'একদিনে বেন অনেক বদলে গেছে। আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি, নিজেকে ও এতটা দীনহীন ভাবতে পারে; নিঃসম্বল ছন্নছাড়া এক পাঞ্চার ছাড়া আর কিছু নাকি নয় ও। ভয়ঙ্কর সব কথাবার্তাও বলতে শুরু করেছে–টাকার পাহাড় নাকি চাই তার, অবিলম্বে।'

'কীসের জন্যে?'

'জানি না। হয়তো এমন কিছু পেতে চায়, যা এ-মুহূর্তে ওর নাগালের বাইরে।'

ছলছল করে উঠল ইভলিনের চোখ। 'ব্রায়ান,' নরম গলায় বলল সে, 'তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তোমার কী মনে হয়…'

'ঠিক আছে, দেখছি আমি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ব্রায়ান। রেস্তরাঁ ছেড়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল।

একই ভঙ্গিতে চেয়ারে গা এলিয়ে নিশ্চল বসে আছে বেন। দূর থেকে তাকে দেখে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মার্শাল।

'মিসেস রয়েস মারাত্মক আঘাত পেয়েছে,' ডেপুটির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে গম্ভীর স্বরে বলে গেল সে।

তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেন। ছুট দিল রেস্তরাঁর দিকে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বেন থমকে দাঁড়াল।

একটা টেবিলে ঠেস দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভলিন। বেনের সাড়া পেয়ে চোখ তুলে চাইল সে। অদ্ভুত এক দৃষ্টি সে-চোখে। জীবনে একবারমাত্র ওই দৃষ্টির আলোয় গিয়ে দাঁড়াতে পারাও যে-কোন পুরুষের পরম সৌভাগ্য।

বেনের ক্ষুধিত সবল দুই বাহু ইভলিনকে বেষ্টন করল। 'ইভলিন, কী হয়েছে তোমার? ব্রায়ান বলল, তুমি নাকি আঘাত পেয়েছ! কোথায়?'

হেসে ফেলল ইভলিন। 'ব্রায়ানের কাছে আমার ঋণ শোধ হবার নয়,' বলল মৃদু কণ্ঠে। 'আঘাত পেয়েছিলাম–তুমি চলে যাচ্ছিলে…'।

আরও নিবিড় হলো বেনের বাহুবন্ধন। 'কিন্তু–কিন্তু, ইভলিন, আমি তো–'

'নিঃসম্বল ছন্নছাড়া এক পাঞ্চার ছাড়া আর কিছু নও,' বেনের হয়ে ইভলিন শেষ করল কথাটা।

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার অনেক আছে–প্রকাণ্ড একটা র‍্যাঞ্চ আছে তোমার। কী করতে পারি আমি, বলো?'

বেনের কাঁধে মুখ গুঁজল ইভলিন। 'একটা হৃদয়ও আছে আমার,' বলল ফিস্‌ফিস্ করে, 'দু'টো জিনিসেরই দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে পারো তুমি।'

***

বাজি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

এক

চোখে-মুখে রোদ্দুর লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল রীজের। চোখদুটো কিছুক্ষণ পিটপিট করল ও, আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল। কী যেন ভাবল সে, তারপর উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কাছের ওয়াটার হোলটার দিকে। শরীরটা ওর ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। পানি খেল আঁজলা ভরে। খালি পেটে খুব একটা সুবিধে হলো না। এবার আগের জায়গায় ফিরে এসে সিগারেট বানাবার মাল-মশলা হাতে তুলে নিল ও। শেষ হয়ে এসেছে। একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল। উঠতে যাবে এমন সময় দৃশ্যটা চোখে পড়ল ওর। সাথে সাথে আবার বসে পড়ল রীজ। আচমকা একটা স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে গেল ওর সারা দেহ-মন জুড়ে। সত্তর-আশি গজ দূরের ঘোড়াগুলোকে দেখে ওর দম যেন আটকে গেছে।

'আমার মুক্তির দূত হয়ে এসেছে ওগুলো,' বিড়বিড় করে বলল রীজ।

চুপচাপ সিগারেট ফুঁকতে লাগল ও। যেন সুস্বাদু কিছু খাচ্ছে। পেটের খিদেটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এত দুঃখের মাঝেও হাসি পেল তার। সামনের শহরটা আর কদ্দূর? সিগারেটটা শেষ হতে হতে একসময় আঙুল স্পর্শ করল। চমকে উঠল সে। তারপর মাটিতে ফেলে বুটের ডগা দিয়ে সযত্নে পিষে ফেলল ওটা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো রীজ। শুধু ঘাস আর ঘাস। মানুষের সামান্যতম অসতর্কতাই এখানে মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের সৃষ্টি করতে পারে।

আবার ঘোড়ার পালের দিকে তাকাল রীজ। ওগুলো এখন একটু দূরে সরে গেছে। ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা করল ও। তারপর জিন থেকে ল্যারিয়েটটা বের করে নিল। কয়েকবার দক্ষহাতে দড়ির ফাঁসটি ঘোরাল ও। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে।

দলবেঁধে প্রায় সত্তর-আশিটি ঘোড়া চরছে পেয়ালা আকৃতি একটা ঘেসো জমিতে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এগোল রীজ যাতে ও কাছে যাওয়ার সময় সূর্যের আলো সরাসরি ওগুলোর চোখে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মৃদু বাতাস ছুটে এল। সুবিধেজনক একটা অবস্থানে পৌঁছুতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল ওর। তারপর একসময় ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল ওর দিকে। এতক্ষণে ওগুলোর মার্কা পরিষ্কার দেখতে পেল ও—অ্যারো, দুটো তীর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পরস্পরকে ছেদ করছে।

ঘোড়াগুলো আরও কাছে সরে এল। 'এখনি,' নিজেকে বলল রীজ, তারপর দক্ষহাতে ফাঁসটি সামনের দিকে ছুঁড়ে মারল। এবার ঘোড়াগুলো যেন সচেতন হলো ওর উপস্থিতি সম্বন্ধে। মুহূর্তে দিশা হারিয়ে দৌড় দিল ওরা। কিন্তু ফাঁসটি ততক্ষণে একটা নীল রৌনের গলায় গিয়ে আটকেছে। সাথে সাথে পেছনের পায়ে সোজা হয়ে গেল ঘোড়াটা, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করল। প্রাণপণে দড়িটি আঁকড়ে ধরল রীজ। একসময় ঘামতে শুরু করল ঘোড়াটা, হাঁপাতে লাগল।

Boighar.com

'শান্ত হও, বন্ধু, নীল শয়তান,' বলতে বলতে এগিয়ে গেল রীজ। কান খাড়া করল ঘোড়াটা, তারপর একসময় শান্ত হয়ে এল ধীরে ধীরে। রীজ ওটার ঘাড়ে পিঠে একনাগাড়ে হাত বোলাতে লাগল। আর সেই পরশে বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠল নীল শয়তান। 'একজন ছন্নছাড়া ভবঘুরের জন্য ঘোড়াটা বেমানান,' আপনমনে বলল রীজ।

ছন্নছাড়া ভবঘুরে? ক্ষণিকের জন্য ভাবল ও। আসলেও তাই। বর্তমানে সে তো একজন উদ্দেশহীন ভবঘুরে। অজানা স্থান থেকে এসেছে। কোথাও কোন বাঁধনে জড়িয়ে নেই। তার কোন অতীত, ভবিষ্যৎ, এবং তাৎপর্যপূর্ণ বর্তমান নেই? এইমুহূর্তে তার একমাত্র লক্ষ্য, সামনের পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে নিজের ভাগ্যকে খুঁজে ফেরা।

আসলেও কি তার কোন অতীত নেই। নিজেকে প্রশ্ন করে রীজ। এইতো, কিছুদিন আগেও বিরাট র‍্যাঞ্চ ডাবল সিক্সের ফোরম্যান ছিল সে। পঞ্চাশজনের মত কাউহ্যান্ড তার অধীনে কাজ করত। র‍্যাঞ্চে ছিল হাজার পঞ্চাশেক গরু। তার মত ভাগ্যবান আশেপাশে খুব কমই ছিল। আর এজন্যই বোধ হয় পতন হয়েছে তাড়াতাড়ি।

র‍্যাঞ্চ ডাবল সিক্স ছিল শিকাগোর একদল উচ্চাভিলাষী মানুষের। তারা এনড্রু নামে এক লোককে র‍্যাঞ্চের ম্যানেজার করে পাঠাল। লোকটি সেখানে দুমাসের মত ছিল। একদিন রীজ বাড়িতে ফিরে তার স্ত্রী আর এনড্রুকে একসাথে বিছানায় পায়। নিমেষে রাগে সে প্রায় অন্ধ হয়ে যায়। মারতে মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলে এনড্রুকে। তারপর দুজনকেই র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এনড্রু ছিল র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে বড়ো অংশীদারের আত্মীয়। এরপর স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানীর শিকাগো অফিস থেকে রীজের চাকুরীচ্যুতির নোটিস এলো। সেই থেকে সে ভবঘুরে। ভেবেছিল এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন হয়তো সব ভুলে যাবে। কয়েক মাস কাটাবার পর সে জানতে পারল তার স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে এনড্রুকে বিয়ে করেছে। এই খবর তার ভবঘুরে জীবনকে আরও দীর্ঘায়িত করেছে মাত্র।

রীজ এবার জিন চাপাল রৌনের পিঠে। কম্বলটা যথাস্থানে রেখে শক্ত করে বাঁধল জিনের পেটির ফিতে দুটো। তারপর ল্যারিয়েটটা ঘোড়ার গলা থেকে খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিল পমেলের সাথে। তীক্ষ্ণস্বরে একবার হ্রেষাধ্বনি করেই আবার শান্ত হয়ে গেল রৌন।

হাসল রীজ, ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে দিয়ে উঠে বসল স্যাডলে। ধীরে ধীরে অবতল জমিটা অতিক্রম করল ও। হঠাৎ সামনের পাহাড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল দু'জন অশ্বারোহী ভ্যাকুয়েরো। ওদের মধ্যে একজন মেক্সিক্যান।

প্রথমে রীজের দিকে তাকাল ওরা। তারপর ঘোড়ার দিকে চোখ পড়তেই রাইফেল বের করে লিভার টানল। পিস্তল থেকে নিজের হাত নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখল রীজ। রাইফেলধারী মেক্সিক্যানের চোখে বিপদের আভাস দেখতে পেয়ে রৌনটাকে থামাল সে। এবার মেক্সিক্যানের সঙ্গীটি এগিয়ে এল ওর দিকে। হাতে উদ্যত রাইফেল। অন্যজন রৌনের পথ আগলে দাঁড়াল। গাল চুলকাল

বইঘর.কম

দ্বিতীয় লোকটা, তারপর মুখ থেকে তামাকের টুকরোটি ফেলে দিয়ে কড়া চোখে মাপল রীজকে।

'স্ট্রেঞ্জার, তোমার ঘোড়াটা অ্যারোর।'

'জানি। ওই ঘোড়ার পাল থেকে ধার নিয়েছি।'

'কী বললে? ধার নিয়েছ?' লোকটি অবাক হলো।

'ঠিকই শুনেছ,' জবাব দিল রীজ। 'এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। গত পরশু আমার নিজেরটা খুইয়েছি। সেই থেকে শুধু হাঁটছি। এতবড় এলাকা কী ঘোড়া ছাড়া পেরোনা সম্ভব?'

'শহর তো কাছেই। ওখানে যেতে পারতে।'

'ওদিকেই তো যাচ্ছিলাম।' নিজেকে স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করল রীজ। 'মাঝখানে তোমরা এসে থামালে।'

লোকটি এবার ক্ষেপে গেল। 'তোমাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। কী নাম তোমার?'

'রীজ, মাইকেল রীজ।'

'আশেপাশেই থাকো, নাকি অনেক দূর থেকে আসছ?' জেরা চালিয়ে গেল ভ্যাকুয়েরো।

'টেক্সাস থেকে আসছি। আমি এ এলাকায় নতুন।'

'তা, বন্ধু তোমাদের ওখানে ঘোড়া চুরি বোধ হয় কোন অপরাধ নয়।' এবার ব্যঙ্গ ঝড়ে পড়ল লোকটার গলায়।'

আচমকা জিনে স্থির হয়ে গেল রীজ। কালো একটা ছায়া এসে ঢেকে ফেলল ওর সারা মুখ। এক অজানা শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডে।

চকিতে একবার রাইফেলধারী মেক্সিক্যানের দিকে তাকাল ও। তারপর অপেক্ষাকৃত রোগা লম্বা লোকটির দিকে ফিরল। এবার কাঠিন্য প্রকাশ পেল ওর গলায়। 'বন্ধু, আমি ঘোড়াটা চুরি করিনি, ধার নিয়েছি মাত্র। সেকথাই জানাতে যাচ্ছিলাম মালিকের কাছে।'

'তাই?' লোকটির চোখ নেচে উঠল কৌতুকে। 'কিন্তু তুমি তো পশ্চিমে যাচ্ছ। অ্যারো হেডকোয়ার্টার তো উত্তরে, বন্ধু।'

রীজ এবার অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকাল। 'আমি এখানে নতুন। পুরো এলাকাটা তাই এখনও চিনে উঠতে পারিনি। ঠিক আছে, এবার ঠিক পথে চলব।'

'তুমি শিগগিরই এদেশ চিনবে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লোকটা। 'আমাদের নিজস্ব কিছু আইন-কানুন আছে, তা ছাড়া ঘোড়াচোরদের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছি আমরা।'

'শোনো, তোমরা ভুল করছ–' শেষবারের মত ওদের বোঝাতে চেষ্টা করল রীজ।

'ভবঘুরে, আমি হার্ডি। ওসব আমাকে বলে লাভ নেই।' এবার মেক্সিক্যানের দিকে তাকাল ও। 'ইমানুয়েল, আমি ওর অস্ত্রগুলো কেড়ে নিচ্ছি। তুমি ওকে চারচোখে দেখবে।'

রোনটি রীজের স্পারের গুঁতো খেয়ে ধেয়ে গেল ইমানুয়েলের দিকে।

Boighar.com

মেক্সিক্যান সরে যাবার আগেই ওর উপর গিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। রীজ একঝটকায় রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল ওর হাত থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হার্ডি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরমুহূর্তে সামলে নিল। রীজ যখন রৌনের মুখ ঘুরিয়ে এনেছে ততক্ষণে হার্ডি তার সিক্স শুটার তাক করে ফেলেছে ওর বুকের দিকে।

মেক্সিক্যান ভ্যাকুয়েরো এবার রীজকে নিরস্ত্র করল। 'আমাদের রাউন্ড ক্যাম্প কাছেই, ভবঘুরে। আমরা এখন ওখানে যাচ্ছি।' পিস্তল খাপে ভরল হার্ডি। 'বস্‌ই তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।'

সামনের পাহাড়টা পেরোতেই রাউন্ড ক্যাম্পটা চোখে পড়ল। রাউন্ড-আপের সাথে সাথে ব্র্যান্ডিংও চলছে। অধিকাংশই বাছুর। ডজনখানেক কাউহ্যান্ড কাজ করছে। চাক ওয়াগনের ধারে দাঁড়িয়ে বার্বর্চির সাথে আলাপ করছে রাউন্ড-আপ বস, হাতে কফির কাপ। একহারা মাঝবয়সী লোক সে, পোড়-খাওয়া চেহারা। রীজকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে হার্ডির দিকে ফিরল বস। 'এসবের মানে কী?

'ও আমাদের একটা ঘোড়া চুরি করেছে, স্যাম। অবশ্য ও দাবি করছে ঘোড়াটাকে নাকি ও ধার হিসেবে নিয়েছে।'

'ভালই ঝামেলা এসে জুটল দেখছি।' বুড়ো স্যামের গলায় চরম বিরক্তি। অন্যমনস্কভাবে আরেক কাপ কফি ঢেলে নিল ও। রীজকে আরেকবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হার্ডির দিকে তাকাল।

'ঘোড়াটা ধার হিসেবে নিয়েছিল, না?'

আগুনের উপর বড়সড় একটা কফিপট বসানো। কফির ধোঁয়ায় পানি এসে গেল রীজের জিভে। আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল খিদেটা। স্যামের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো,' বলল রীজ। 'গত দুদিন পেটে কিছু পড়েনি। তার উপর পায়ে হেঁটে চলেছি। কোথায় আছি জানতাম না। হঠাৎ করেই ঘোড়ার পালটা চোখে পড়ে। আমি স্থির করেছিলাম পরে এর মালিককে খুঁজে বের করব এবং যদি সে চায়, ঘোড়াটার বিনিময়ে কিছু কাজ করে দেব। এরচাইতে বেশি কিছু দেবার সামর্থ্য এ মুহূর্তে আমার নেই।'

'তুমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছ, ভবঘুরে।' স্যাম এবার রেগে গেল। 'এটা অ্যারো রেঞ্জ। এখানে নিজের খেয়াল-খুশিমত কেউ–' আচমকা মাঝপথে থেমে গেল ও, তারপর উত্তরদিকে তাকাল। ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাউন্ড আপ বস। রীজের দুপাশের দুই কাউহ্যান্ড নড়ে-চড়ে বসল জিনের উপর। বার্বর্চি একবার ওদিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রীজের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্যাম। 'তোমার কপাল খারাপ, বন্ধু। অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিক হেনরী টম্পসন এদিকেই আসছেন। অ্যারোর কোন জিনিস ধার নেয়াকে তিনি সবচাইতে বেশি ঘৃণা করেন।'

বাঁয়ে তাকাল রীজ। অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিকের সাথে একটি মেয়েও রয়েছে। সূর্যের আলোয় ওর মাথার চুল উজ্জ্বল তামার মত দেখছে। একটা সুন্দর সোরেলের উপর ঋজুভঙ্গিতে বসে আছে সে। মেয়েটি চাক ওয়াগনের পাশে এসে থামল। গর্বিত উদ্ধত ভঙ্গিতে রীজের দিকে এগিয়ে এলেন র‍্যাঞ্চ মালিক। তাঁর

বইঘর.কম

দিকে তাকিয়ে রীজ মুহূর্তেই বুঝে নিল এ লোকের কাছ থেকে কোনরকম সহানুভূতি বা ক্ষমা আশা করা বৃথা।

স্যাডল হর্নের উপর হাত রেখে রীজ সোজাসুজি তাকাল টম্পসনের দিকে। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল বেশ বড়। মাথায় স্টেটসন হ্যাট, পরনে বাদামী রংয়ের কোট, দামী প্যান্ট, পায়ে মিলিটারি বুট। ওঁর সমস্ত অবয়ব–শীতল চোখ, কর্কশ মুখ, স্যাডলে বসার ভঙ্গি–আর নিজের লোকদের প্রতি নিদারুণ তাচ্ছিল্যের মনোভাব স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ভদ্রলোক ভীষণ অহঙ্কারী।

'লোকটা কে, স্যাম?' কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ভবঘুরে, মি. টম্পসন।'

'অ। তো বেশ, ওকে এবার এখান থেকে চলে যেতে বলো।'

'তা বলছি। কিন্তু–'

ও কথা শেষ করতে পারল না। 'স্যাম,' টম্পসন রাগতস্বরে বললেন, 'তুমি তো জানোই, কোন ভবঘুরেকে আমি চাক ওয়াগনের ধারে-কাছে দেখতে চাই না।'

দোটানায় পড়ে গেল বুড়ো স্যাম। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কিছুক্ষণ হাত বোলাল ও। 'তা যেতে বলছি, স্যার!' বলল স্যাম। 'কোন খাবার ছাড়াই চলে যেতে দিতে পারতাম। কিন্তু ওর সাথের ঘোড়াটা।'

'ঘোড়া?' টম্পসন এবার রীজের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন।

'জ্বি, স্যার। ও একটা অ্যারো ঘোড়া নিয়েছে।'

'চুরি করেছে?' এবার রাগে ফেটে পড়লেন টম্পসন।

'তাই। কিন্তু ও বলছে,' স্যাম এবার রীজের হয়ে ওকালতি করার চেষ্টা করল, 'ধার হিসেবে নিয়েছে। এবং এর বিনিময়ে যেকোন কাজ করে দিতে সে রাজি আছে।'

টম্পসন উত্তেজিতভাবে হাতের ছড়ি দিয়ে বুটে বাড়ি মারলেন। 'আমার নিয়ম বিরুদ্ধ এটা।' কঠিন হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'আর তুমিও তা ভাল করেই জানো, স্যাম। এখানে অনেকেই ও ধরনের কাজ চায়।' এবার ছড়িটা নাচিয়ে রীজের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

'আমি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, স্যাম।'

'জ্বি, স্যার। কিন্তু কীভাবে?' স্যামকে বিচলিত দেখাল।

'বোকা!' ভর্ৎসনা করলেন র‍্যাঞ্চ মালিক। 'মাথা খাটাও।'

'অসহায় একটা লোককে ঘোড়া চুরির দায়ে আমি ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব না,' নিজের দৃঢ়তায় স্যাম নিজেই অবাক হলো। 'তা ছাড়া ও এর বিনিময়ে কাজ করে দিতে রাজি আছে।'

'স্যাম, আমি বুঝি না বয়স হয়ে গেলে মানুষের মন এত দুর্বল হয়ে যায় কেন।' টম্পসন কঠিন গলায় বললেন। 'লোকটাকে নামাও ঘোড়া থেকে। তারপর ওয়াগনের সাথে বেঁধে, আচ্ছামত চাবকাও। বুঝেছ?'

চমকে উঠল স্যাম, তারপর অস্বীকার করল মাথা নেড়ে।

Boighar.com

টম্পসন ওর দিকে অবজ্ঞাভরে তাকালেন 'ঠিক আছে, তোমার যখন সে সাহস নেই তখন ডেগারই কাজটা করবে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যাম, সরে গেল একপাশে। মেয়েটি আরও কাছে সরে এসে টম্পসনের পাশে দাঁড়াল। ওকে আগের চেয়ে আরও কম বয়সী মনে হলো রীজের। বোধহয় বছর বিশেক হবে, ভাবল সে। মেয়েটি গম্ভীরভাবে তাকাল ওর দিকে, ভুরু কুঁচকে আছে। তারপর টম্পসনের দিকে ফিরে বলল, 'থাক, বাবা, ছেড়ে দাও ওকে।'

মেয়ের দিকে তাকালেন না টম্পসন। 'লিলি,' গম্ভীরস্বরে বললেন, 'তুমি এর মধ্যে নাক গলিও না।'

'আমি তোমাকে বলছি, বাবা–'

'চুপ করো।' টম্পসন কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে।

রীজ তার পাশে দাঁড়ানো ইমানুয়েলের দিকে তাকাল। সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে মেক্সিক্যানের রাইফেল। এবার ও হার্ডির উদ্দেশে ফিরল। 'এসবের মধ্যে যেও না, ভবঘুরে,' হার্ডি ওর মনের কথা ধরতে পেরে বলল। 'একটু নড়লেই গুলি খাবে তারচেয়ে কপালে যা আছে তা-ই মেনে নাও।'

অকস্মাৎ রৌনের পেটে স্পার দাবাল রীজ। কিন্তু পুরোপুরি ঘুরবার আগেই হার্ডির রাইফেলের বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ও। উঠতে চেষ্টা করল রীজ, সাথে সাথে পড়ে গেল আবার। একটা সবল হাত এসে টেনে তুলল তাকে। 'ডেগার, তুমি জানো কী করতে হবে।' টম্পসনের আমুদে গলা স্পষ্টভাবে রীজের কানে ভেসে এল।

সামনে তাকাল রীজ। সবকিছু দেখে নেবার চেষ্টা করল ঝাপসা চোখে। ডেগারের স্থূলদেহ আর দেঁতো হাসি গেঁথে নিল মনের ভেতর। লোকটা তাকে হেঁচড়ে নিয়ে গেল ওয়াগনের কাছে। তারপর টেনে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল ওয়াগনের সামনের চাকার সাথে।

'কবার, মি. টম্পসন?' নিষ্ঠুর স্বরে প্রশ্ন করল ডেগার।

'কমপক্ষে বিশটা।' রীজের শাস্তি ঘোষণা করলেন টম্পসন।

সেই অবসন্ন শরীরেও চাবুকের তীক্ষ্ণ আঘাত অনুভব করল রীজ। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে পড়ে রইল সে। অভ্যস্ত হাতে চাবুক চালিয়ে গেল ডেগার, জোরে জোরে হিসাব করছে, তারপর যখন হয়ে গেল বিশ ঘা তখন থামল। 'আরও কয়েক ঘা বসাব, মি. টম্পসন?' ডেগার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

নেতিয়ে পড়ছে রীজের শরীর। কবজি বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে ও, মুখ চাকার স্পোকে গোঁজা। তবে জ্ঞান আছে এখনও। ডেগার বাঁধন খুলে দিতেই হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল ও। এবং কিছুক্ষণ পড়ে রইল ওভাবেই। শরীরের কাঁপুনি বন্ধ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল সে। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে, ঝাপসা দৃষ্টিতে অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকদের দিকে তাকাল। ওর সমস্ত শরীর রক্ত আর ধুলোয় মাখামাখি। জামা ছিঁড়ে গায়ের সাথে বেল্টের মত ঝুলছে।

টম্পসন দারুণ বিরক্ত হলেন। 'কী হয়েছে ওর? এর আগে তো কাউকে এভাবে নেতিয়ে পড়তে দেখিনি।'

বৃদ্ধ স্যামই জবাবটা দিল, 'আমার মনে হয় লোকটা অনাহারে আছে। খিদের ফলেই কাহিল হয়ে পড়েছে এরকম।'

'গোল্লায় যাক।' টম্পসন রেগে গেল্লেন। 'ওকে এককাপ কফি দাও।'

এগিয়ে এল স্যাম। ওর হাবভাবে পরিষ্কার, গোটা ব্যাপারটা সে মোটেও পছন্দ করেনি। কফির কাপ এনে রীজের মুখের সামনে ধরল ও। কিন্তু কফি নিল না রীজ, একহাতে আস্তে করে সরিয়ে দিল স্যামকে। শতচ্ছিন্ন জামায় চোখ-মুখ একবার ঘষে নিল ও। এবার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল ওর দৃষ্টি। স্যাডলে উপবিষ্ট টম্পসনের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকল ও। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মি. টম্পসন একটা কথা মনে রেখো। এরপর আমি যখন অ্যারো র‍্যাঞ্চ থেকে কিছু নেব, সেটা সামান্য হবে না।'

'কী নেবে, ভবঘুরে?' টম্পসনের সারামুখ নেচে উঠল কৌতুকে।

'তোমার র‍্যাঞ্চ,' রীজ শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, টম্পসনের চোখে চোখ রেখে।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ওর কথায়। ডেগার জোরে হেসে উঠল, ইমানুয়েল মৃদু হাসল আর হার্ডি মেপে। স্যাম এসবের ধারে কাছেও গেল না। 'ওকে কীভাবে বিদায় করব?' র‍্যাঞ্চ মালিকের উদ্দেশে ফিরল সে। কণ্ঠ থেকে শ্রদ্ধাবোধ উধাও হয়েছে। 'এখন তো আর হাঁটতে পারবে না।'

'ঘোড়াটা দিয়ে দাও,' এতক্ষণ পর মুখ খুলল মেয়েটি। ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে ওকে। 'এবার ওটার দাম শোধ করেছে ও।'

'ঠিক আছে, মেয়েকে সমর্থন করলেন টম্পসন, ওকে ঘোড়াটা দিয়েই দাও।'

'কিন্তু আমার সন্দেহ আছে, এ অবস্থায় ও ঘোড়া চালাতে পারবে কিনা,' স্যাম বিষণ্ন কণ্ঠে বলল। 'লোকটার অবস্থা সত্যিই খারাপ।'

টম্পসনের জবাব সাথে সাথেই মিলল। 'জিনের সাথে বেঁধে দাও।'

ডেগার আর ইমানুয়েল ধরাধরি করে ঘোড়ায় চড়াল বিধ্বস্ত রীজকে, হাত দুটো বেঁধে দিল জিনের সাথে। রীজের রিভলভার আর রাইফেল যথাস্থানে রেখে দিল ইমানুয়েল। অন্যদিকে বুড়ো স্যাম ধুলো থেকে তুলে নিল ওর হ্যাট তারপর ঝেড়ে নিয়ে জিনের ব্যাগের সাথে ঝুলিয়ে দিল ওটা। এরপর রৌনটাকে পশ্চিম দিকে ঠেলে দিল ওরা। ডেগার ওর ঘোড়ায় চাপল। ও একটা বিকট চিৎকার দিতেই লাফিয়ে উঠে আগে বাড়ল রৌন। রীজের এলিয়ে পড়া দেহটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো সাথে সাথে। ডেগার কিছুক্ষণ ছুটল পাশাপাশি যাতে রৌনটা থেমে না যায়। একসময় ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ঘোড়াটা।

দুই

রৌনটা ছুটছে তো ছুটছেই।'এ যেন অন্তহীন যাত্রা। রীজ কোনমতে টিকে আছে জিনের ওপর। একসময় ঘোড়াটা ছোটার গতি কমিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। রীজের চোখে-মুখে এসে পড়ল অস্তায়মান সূর্যের শেষ আভা। কোনমতে মাথাটা সরিয়ে সূর্যরশ্মি এড়াল সে। তারপর কিছু দেখবার আশায় সামনের দিকে তাকাল।

Boighar.com

মাঠের পর মাঠ। দিগন্তবিস্তৃত। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। রৌনটা নীরবে বয়ে নিয়ে চলল তাকে। ওর খিদে ইতিমধ্যে মরে গেছে। সে জায়গায় এখন একটা ভয় এসে জায়গা করে নিল ধীরে ধীরে। 'এভাবে ঘুরতে ঘুরতে যদি আমি মারা যাই!' ভাবল রীজ।

পাহাড়ের ওপাশে একসময় অস্ত গেল সূর্য। হঠাৎ পেছনে ঘোড়ার শব্দ শুনতে পেল রীজ। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবল এটা নিশ্চয়ই তার কল্পনা। আর ঠিক তখনই একটি হাত এগিয়ে এসে থামাল রৌনটাকে। একটা নরম মোলায়েম কণ্ঠ ভেসে এল, 'তুমি ঠিক আছ তো, রীজ?'

চমকে উঠল রীজ। এই বিজন প্রান্তরে নারী কণ্ঠ! অনেক কষ্টে মাথা তুলে ঘাড় ফেরাল ও। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। তার দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রয়েছে লিলি টম্পসন। ও কম্পিত হাতে রীজের হাতের বাঁধন খুলে দিল। হঠাৎ করেই ওর হাত আঁকড়ে ধরল রীজ। লিলি ইচ্ছে করলেই পারত নিজেকে মুক্ত করে নিতে, কিন্তু তা না করে সাহসী অহঙ্কারী দৃষ্টিতে রীজের পানে চেয়ে রইল সে।

'তুমি একজন অ্যারো,' কর্কশস্বরে বলল রীজ।

'হ্যাঁ। আমি ওদেরই একজন, রীজ।'

'গোল্লায় যাও! তোমরা সবাই!' রাগে কাঁপছে রীজ।

'আমি জানি, আমাদেরকে ঘৃণা করবার মত যথেষ্ট কারণ তোমার আছে,' লিলি শান্তস্বরে বলল। 'এজন্য আমি তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না।'

'অ্যারো!' আবারও ঘৃণাভরে উচ্চারণ করল রীজ।

লিলি এড়িয়ে গেল ব্যাপারটা। 'তোমার ঠিক সামনেই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে একটা পথ চলে গেছে। পথের শেষে একটা উপত্যকা পাবে। ওখানে একটা মেক্সিকান র‍্যাঞ্চ আছে। ওই র‍্যাঞ্চের লোকেরা কন্টেলা নামে পরিচিত। ওরা তোমার যত্ন নেবে।' একটু থামল ও। 'তোমাকে ওরা স্বাগত জানাবে। তোমার মতই ওরাও ঘৃণা করে অ্যারোকে।'

রীজ এবার ছেড়ে দিল মেয়েটিকে। 'এখন হয়তো তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। কিন্তু আমি তা করব না। আমার কাছে তোমার কোন ধন্যবাদ পাওনা নেই। বুঝেছ, অ্যারো?'

লিলি চুপচাপ কিছুক্ষণ দেখল রীজকে। তারপর সোরেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভারী গলায় বলল, 'হ্যাঁ, রীজ। আমি বুঝেছি।' ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ও।

ধীরে ধীরে আঁধার হয়ে এল চারদিক। মাঝারি কদমে ঘোড়াটাকে ছোটাল রীজ। একসময় পাহাড়ের ওপাশে এক জায়গায় আলো চোখে পড়ল ওর। এবার সেদিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ও আলোটা ক্রমশ আরও বড় আর স্পষ্ট হয়ে আলোকিত একটা জানালায় পরিণত হলো একসময়। এবার বেশ কিছু ঘর দেখতে পেল সে। তারপর অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে? কে ওখানে?'

নিজের পরিচয় দিতে চাইল রীজ, কিন্তু গলা দিয়ে অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই বেরোল না। ওর সমস্ত শক্তি হঠাৎ করেই যেন মিলিয়ে গেছে শূন্যে। জ্ঞান

বইঘর.কম

হারিয়ে জিন থেকে মাটিতে পড়ে গেল ও।

একটু বাদেই জ্ঞান ফিরে পেল রীজ। উঠতে চেষ্টা করল ও। এ সময় এক তরুণ এগিয়ে এল তার দিকে। তরুণটির হাঁকডাকে আশেপাশের ঘর থেকে অনেকে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে একটা লণ্ঠন। সেই আলোতে ওদের আবছা অবয়ব চোখে পড়ল ওর। তিনটি মেক্সিক্যান বাচ্চা, সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এক তরুণী আর মাঝবয়সী এক মহিলা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ওরা উত্তেজিতভাবে কথা বলছে।

রীজ কোনমতে বলল, 'অ্যারো।'

এবং এতেই কাজ হলো। কন্টেলাদের যা জানবার জানা হয়ে গেল। ওই একটিমাত্র শব্দ তার বিধ্বস্ত দেহ, রক্তাক্ত পিঠ আর প্রায় উলঙ্গাবস্থার ব্যাখ্যা নিমেষে জানিয়ে দিল সবাইকে। তরুণ আর বয়স্কা মহিলা ধরাধরি করে তাকে ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। 'মা কন্টেলা' তার ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিলেন মোলায়েম হাতে। তরুণটি এবার একটা পরিষ্কার জামা এনে তাকে পরাল। মেয়েটি এক বাটি মাটন স্ট্যু নিয়ে এল।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল রীজ। কোনমতে খাবারের দিকে ঝুঁকল ও, তারপর কাঁপা-কাঁপা হাতে খেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই খালি হয়ে গেল পুরো বাটিটা।

বৃদ্ধাকে ওরা সবাই 'মা' বলে ডাকে। তিনটা বাচ্চাকেই বিছানা থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন মহিলা। সিনথিয়া নামের মেয়েটি খালি বাটিটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

তরুণটি এবার একটা সিগারেট বানাল। তারপর আগুন ধরিয়ে রীজকে দিল। 'আমি কার্লোস কন্টেলা।' নিজের পরিচয় দিল সে।

'মাইকেল রীজ।' সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা সারল রীজ।

'এ এলাকায় তুমি নতুন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' রীজ বলল। এখনও কাঁপছে তার হাত। 'আমার মনে হয় আমি ভুল জায়গায় পা দিয়েছিলাম।'

'কী ঘটেছিল, সিনর?' কার্লোস উৎসুক হয়ে ওঠে।

'অ্যারোরা আমাকে চাবকেছে।' রাগে কাঁপতে লাগল রীজ।

'ওরা এরকমই।' কার্লোসের গলা কঠিন হয়ে ওঠে। 'কিন্তু তোমার সাথে ওরা কেন এরকম করল?'

'আমি ভুল করে ওদের ঘোড়া নিয়েছিলাম।'

কার্লোস অবাক হলো। 'এরপরও তোমার কাছ থেকে ওরা কেড়ে নেয়নি ঘোড়াটা।'

'ওরা খুব দয়ালু,' তিক্তস্বরে বলল রীজ। 'আমাকে জিনের সাথে বেঁধে দিয়েছিল যাতে পড়ে না যাই। আমি হয়তো এখনও সে অবস্থাতেই থাকতাম। কিন্তু মেয়েটি আমাকে অনুসরণ করছিল। ও-ই পরে আমার হাতের বাঁধন খুলে দেয়। সেই সাথে এ জায়গার কথাও জানায়।' এবার ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়া

Boighar.com

ছাড়ল রীজ। 'ও হচ্ছে হেনরী টম্পসনের মেয়ে লিলি টম্পসন। যেমন নাম, তেমনি সুন্দর চেহারা। ও বলেছে তোমরাও ঘৃণা করো অ্যারোকে।'

কার্লোস শ্রাগ করল। 'প্রত্যেকেই অ্যারোকে ঘৃণা করে।' এবার ও ওর পরিবারের কথা শোনাল রীজকে। ওর বাবার এক বন্ধু অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা গরু মেরে ফেলে। লোকটিকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবার সময় কার্লোসের বাবা জনাকয়েক লোক নিয়ে বাধা দেন ওদের। কন্টেলাদের দাবী ছিল আইনের আওতায় ওর বিচার হোক। কিন্তু অ্যারোর লোকেরা কান দেয়নি তাঁর কথায়। এরপর কিছু গোলাগুলি হয়। কন্টেলাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। কার্লোস আরও জানাল আজকাল অ্যারো র‍্যাঞ্চের একজন লোক ওর বোন সিনথিয়ার পিছু নিয়েছে। এজন্য ও সবসময় উৎকণ্ঠিত থাকে।

'ওকে আমি খুন করব। তারপর লা ব্যারানকোসায় গিয়ে লুকিয়ে থাকব কিছুদিন। কেউ আমাকে সেখানে খুঁজে পাবে না,' কার্লোস প্রতিজ্ঞা করল। 'বংশ পরম্পরায় আমরা এই উপত্যকার মালিক। এখানে কোন অ্যারোকে আমরা সহ্য করি না।'

'লোকটা কে, কার্লোস?'

'ডেগার।' কার্লোস ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল নামটা।

'ওহ্, ও!' রীজ গম্ভীর কণ্ঠে বলল। 'ওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। মানুষকে কীভাবে পশুর মত চাবকাতে হয় ডেগার তা জানে। আর চাবুকের আঘাতে যখন শরীর কেটে কেটে যায়, তখন আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে সেই কষ্টকে কীভাবে আরও তীব্র করতে হয় তাও ওর ভাল করেই জানা। আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কার্লোস। আমি জানি না কীভাবে তোমাদের ঋণ শোধ করতে পারব। তবে ডেগার কিন্তু আমার, বুঝেছ?'

'আমাদের কাছে তোমার কোন ঋণ নেই, অ্যামিগো।' কার্লোস মুখ কালো করে বলল।

রীজ বুঝল কার্লোস রেগে গেছে। কার্লোসের কাঁধে হাত রাখল ও। 'তুমি সিনথিয়ার ব্যাপারটা আমাকে না বললেও ডেগার আমারই থাকত, বন্ধু। আমাকে চাবকাবার সময় ওর হাসি আমি কোনদিন ভুলব না।'

এবার মৃদু হাসল কার্লোস। 'ঠিক আছে, বন্ধু কিন্তু ওকে তো একলা পাওয়া যায় না। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ওরা সবসময় একসাথে থাকে। এমনকী সিনর টম্পসন পর্যন্ত কখনও একা সোলানোতে যান না।'

'সোলানো শহরটা কোন দিকে, কার্লোস?' রীজ এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

'এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে।'

'আমাকে কতটা পথ যেতে হবে?'

'তা প্রায় দশ-বারো মাইল তো বটেই।'

'আরেকটা কথা,' একটু থেমে বলল রীজ, 'ওখানকার সবাই অ্যারোকে ঘৃণা করে, তাই না?'

কার্লোস মাথা নাড়ল। 'অনেকেই করে। তাদের মধ্যে শুধু মেক্সিক্যানই নয়,' ও এবার মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল, 'অনেক গ্রিংগোও রয়েছে। আমি আরও

শুনেছি কয়েকজন লোক সিনর টম্পসনের কাছ থেকে অ্যারো র‍্যাঞ্চের অংশ ছিনিয়ে নিতে চায়।' এবার কার্লোস রীজের চোখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি কি আজই ওখানে যেতে চাও, সিনর?'

'ভাল কথা বলেছ, বন্ধু,' বলল রীজ। 'ওখানে হয়তো কেউ কেউ ডেগারকে কীভাবে পাওয়া যাবে তা বলতে পারবে। হ্যাঁ, কার্লোস, আজ রাতেই আমি রওনা দেব।'

ঘোড়ায় চড়বার পর পরই রাজ্যের ক্লান্তি এসে ঘিরে ধরল রীজকে। দুদিন অনাহারের পর এক বাটি স্ট্যু তার পুরো শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। কয়েক মাইল যাবার পর ও বুঝতে পারল এভাবে এগোতে থাকলে জিন থেকে সে পড়ে যাবে। একটুক্ষণ চিন্তা করল ও, তারপর এক জায়গায় থামল। একটা ছোট্ট ঝোপের আড়ালে বিছানা করে শুয়ে পড়ল রীজ। উপুড় হয়ে শুতে হলো ওকে, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথায় ঘুম এল না চোখে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে তন্দ্রামত এল একটু। সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যেই রীজ স্বপ্নে দেখল অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা চাবুক মারছে তাকে। এবং কী আশ্চর্য! ওদের সবাইকেই ডেগারের মত লাগছে।

পরদিন অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙল ওর। সারা পিঠে এখনও প্রচণ্ড ব্যথা রয়েছে। বুট পরে নিয়ে নিকটবর্তী ঝর্নার কাছে রৌনটাকে নিয়ে গেল রীজ। ও নিজেও পানি খেলো, তারপর মাথা ধুলো। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল ওর স্মৃতি আর ঘৃণাকে। এরপর ও ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগোল। কয়েক মাইল যাবার পর একটা ভেড়ার ক্যাম্প চোখে পড়ল ওর। বুড়ো মেক্সিক্যান মেষপালক রৌনের অ্যারো মার্কার দিকে তাকাল ভ্রু কুঁচকে। রীজ ওকে কন্টেলাদের কথা খুলে বলতেই এবার স্বাভাবিক হয়ে এল বৃদ্ধ। মেষপালকের দেয়া এক প্লেট সীমের বিচি আর দুই কাপ কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল রীজ। বুড়ো মেক্সিক্যানকেও দিল একটা। দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ ধোঁয়া টানল। তারপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপল রীজ।

পরবর্তী ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সোলানোর কাছাকাছি এসে পড়ল সে। গোটা শহরটা যেন ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের সাক্ষী। প্রথমে এটা ছিল একটা মেক্সিক্যান প্লাজা। রোদে পোড়া ইটের পুরোন দালানগুলো তার সাক্ষ্য বহন করছে। এরপর জায়গাটা পরিণত হয় একটা গ্রিংগো ক্যাটল টাউনে। রঙহীন ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের দালানগুলো তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর নতুন ধরনের যেসব দালানকোঠা রয়েছে সেগুলো বলছে এটা এখন রূপার খনি শহর। প্রায় আধমাইল দূরে খনি আর ক্যাম্পগুলো দেখা যাচ্ছে। বড় রাস্তায় একা একা এগোতে লাগল রীজ। প্রথমে একটা মেক্সিক্যান কেন্টিনা, পরে 'মাইনারস্ রেস্ট' নামে একটা স্যালুন অতিক্রম করল। একটা বারে ঢুকবে বলে স্থির করল সে। ওখানে হয়তো এমন অনেক কাউহ্যান্ডের দেখা পাবে যারা অ্যারো বিদ্বেষী। জিন থেকে নেমে রেইলে আরও কয়েকটা ঘোড়ার পাশে নিজেরটাও বাঁধল ও। সামনে চোখ ফেরাতেই দেখল, স্যালুনের বারান্দায় দাঁড়ানো তিনজন লোক উৎসুক দৃষ্টিতে

Boighar.com

দেখছে তাকে। একটা সিগারেট রোল করতে করতে চোখের কোণ দিয়ে তিনজনকে মেপে নিল রীজ। তার প্রতি ওদের আগ্রহ দেখে এবার সত্যিই অবাক হলো সে।

শেষমেশ এগিয়ে এল ওদের একজন। 'স্ট্রেঞ্জার, তুমি-ই কি রীজ?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

সিগারেটে আগুন ধরাল রীজ। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল। বিস্ময়ের সাথে এখন কিছুটা কৌতূহলও বোধ করছে ও। লোকটার দিকে সরাসরি তাকাল রীজ। 'এবার বলো, আমাকে কী করে চিনলে?'

জবাবে মৃদু হাসল লোকটা। এর আগে কখনও ওকে দেখেছে বলে মনে পড়ল না রীজের। ও এ শহরেরই কেউ একজন হবে। ছোটখাট গড়ন, পরনে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাতে একটা প্রমাণ সাইজের রুমাল, ঘন ঘন মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছছে সেটা দিয়ে। 'তুমি এখানে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছ, রীজ,' হাসি মুখে বলল ঘামে-ভেজা।

'কীভাবে?' রীজ ভ্রু কোঁচকাল।

'অ্যারোদের সাথে তোমার ওই ঘটনাই তোমাকে পরিচিত করিয়েছে।' লোকটি তৃতীয়বারের মত রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছল।

'তাই?' রীজ একটু অবাক হলো। 'এত তাড়াতাড়ি এখান পর্যন্ত চলে এসেছে খবরটা!'

'আসলে কয়েকজন অ্যারো এ নিয়ে বলাবলি করছিল। সেই থেকে আমরা সবাই তোমার অপেক্ষায় আছি।' ঘামে-ভেজা এবার চুপচাপ কিছুক্ষণ রীজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আমার নাম থাস্টি, লীন থাস্টি। আমি সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীতে আছি। চলো রীজ, এবার গলা ভেজানো যাক।' নিজের পরিচয় দিয়ে রীজকে আমন্ত্রণ জানাল ও।

রীজ বুঝতে পারল কোথাও একটা কিন্তু আছে। কিন্তু এখানে সে এসেছে অ্যারোর শত্রুদের সন্ধানে। 'ভেজা মুখ' হয়তো ওদেরই একজন। থাস্টি এবার ওর সাথের দুজনের সাথে রীজের পরিচয় করিয়ে দিল। 'টম কার্টিস আর ও হচ্ছে রেমন্ড পিস। ওরাও তোমার কথা শুনেছে।'

বারের ভেতর আরও চারজন হয়েছে। 'প্রত্যেকের জন্যে একটা করে ড্রিঙ্ক দাও, ড্যানী,' থাস্টি আমুদে গলায় বলল বারটেন্ডারকে। 'শোনো, তোমরা এখানে একজনকে দেখতে পাচ্ছ। ও একটা অ্যারো রৌনে চড়ে কিছুক্ষণ আগে শহরে এসেছে।' এবার ঘামে ভেজা রীজের কাঁধে হাত রাখল। 'এই-ই হচ্ছে একমাত্র লোক যে বাইরের হয়েও একটা অ্যারো ঘোড়ায় চড়েছে।'

'রীজ?' মোটা নাক মতন একজন আকর্ণ হাসল। 'যে–'

'ঠিকই ধরেছ।' ভেজা-মুখ আরেকবার মুখ আর ঘাড় মুছে নিল। 'এই লোকই টম্পসনকে তার র‍্যাঞ্চ ছিনিয়ে নেবার হুমকি দিয়েছে।'

মৃদু হাসল লোকগুলো। বারটেন্ডার আরেকবার গ্লাস ভরে দিল সবার। 'এটার দাম আমি দেব।' ও রীজের দিকে চেয়ে হাসল দাঁত বের করে। ওর একপাশের দুটো দাঁত নেই। 'আসলে তোমার নাম হওয়া উচিত "ভাঙা-দাঁত", যেমন থাস্টির

বইঘর.কম

"ঘামে-ভেজা"।' মনে মনে বলল রীজ।

রীজ এবার শুকনো হাসি উপহার দিল সবাইকে। 'তোমরা শুধু এর একটা অংশ শুনেছ। অপর-অংশটা তেমন সুখের নয়।' কঠিন হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'আমার পিঠে বিশটি চাবুকের শক্ত দাগ আছে। ডেগারের কাজ।'

নিমেষে উধাও হলো সবার হাসি। মোটা-নাক অস্ফুটস্বরে অ্যারোকে গাল বকল। বাদবাকী সবাই তার দিকে সমব্যথীর দৃষ্টিতে তাকাল। রীজ বুঝল যাদের সে খুঁজছিল তাদের পেয়ে গেছে। ওরা সবাই এবার থাস্টি আর বারটেন্ডারের দেয়া ড্রিঙ্ক পান করল। 'তোমার এখনও একজনের সাথে দেখা হওয়া বাকি রয়ে গেছে,' ঘামে-ভেজা ড্রিঙ্ক করতে করতে বলল। 'ওর নাম নিক ভিক্টর, আমার বস্। তুমি একটু আসবে আমার সাথে, রীজ?' থাস্টি শুধাল ব্যগ্রকণ্ঠে।

'নিশ্চয়ই।' রীজের কৌতূহল বেড়ে গেল। এবার সে অজানা রহস্যের দড়ির নাগাল পেতে যাচ্ছে।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তা পেরোল ওরা। তারপর ছোট্ট একটা দালানের সামনে এসে দাঁড়াল। এর জানালায় গিল্টি করা অক্ষরে লেখা: 'সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি'। ভেতরে তিনটে টেবিল। তার একটিতে একজন লোক বসে লিখছে। লোকটি দেখতে দীর্ঘকায়, কাটখোট্টা চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার চুল সোনালী। ওর সাথে ঘামে-ভেজা রীজকে পরিচয় করিয়ে দিল। 'রীজ, ইনি মি. ভিক্টর। আর, নিক, এ হচ্ছে সেই লোক যার কথা আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি।'

ভিক্টর দাঁড়িয়ে করমর্দন করল। শক্ত হাত। যেকোন মানুষের চোখের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে লোকটা। তবে ওর হাসিটি অমায়িক। 'আমরা তোমার কথা শুনেছি, রীজ। আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

রীজকে বসতে বলে ভিক্টর সিগার অফার করল। কিন্তু সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে সিগারেট রোল করে আগুন ধরাল রীজ। স্পষ্ট বুঝতে পারল ও, ভিক্টর তাকে গভীর দৃষ্টিতে জরিপ করছে।

'আমরা যেভাবে শুনেছি ঘটনাটা কি সেভাবেই ঘটেছিল?' অবশেষে মুখ খুলল ভিক্টর।

'আমি জানি না তোমরা ঠিক কী শুনেছ,' রীজ শান্তস্বরে জবাব দিল। 'টম্পসন তোমার সাথে নির্দয় ব্যবহার করেছে।' ওর চোখে চোখ রাখল ভিক্টর।

'ও আমাকে চাবকেওছে,' রীজ ধীর কণ্ঠে যোগ করল।

ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর। 'তোমার খোলামেলা স্বভাব আমার ভাল লেগেছে, রীজ,' বলল সে। 'মানুষ সাধারণত এসব ব্যাপার চেপে যায়, আর নয়তো মিথ্যা বলে। যাকগে, তুমি নিশ্চয় প্রতিশোধ নিতে চাও এখন?'

'অনেকটা তাই।' রীজ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

'তুমি একা কি ওদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ভিক্টর।

'জানি, মি. ভিক্টর, পারব না। আর সেজন্যই এখানে আমার মত লোকদের খুঁজতে এসেছি। আমাকে অন্যায়ভাবে চাবুকপেটা করা হয়েছে। আমি এর

প্রতিশোধ নেবই।'

সিগার সরিয়ে সন্তোষের সাথে হাসল ভিক্টর। 'তোমার কথা প্রথম শুনেই আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি। এখন আলাপ করে আরও নিশ্চিত হলাম। কিন্তু একা কারও পক্ষে একদিন, সপ্তাহ বা মাসে একাজ করা সম্ভব নয়। এ জন্য সময়, ধৈর্য আর সুষ্ঠু পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটাতে হবে। তুমি কি ধৈর্য ধরতে প্রস্তুত, রীজ?'

'একটু বুঝিয়ে বলো।' রীজের কৌতূহল ইতিমধ্যে চরমে পৌঁছেছে।

'তুমি আমার হয়ে কাজ করবে। তবে আপাতত কিছুদিন চুপচাপ থাকবে।'

রীজ একটু ভাবল। তারপর মাথা নাড়ল। 'ঠিক আছে, আমি রাজী। কিন্তু একটা কথা, এমন কিছুর দিকে আমাকে ঠেলে দিও না যেখানে আমার চামড়া রেখে আসতে হয়।'

ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ভিক্টর, তারপর হাসল। 'তুমি মানুষটা বেশ কঠিন আবার চালাক-চতুরও রীজ। তোমাকেই আমার দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পাশে অনেকেই আছে যারা অ্যারোকে ঘৃণা করে। কিন্তু ওরা কেউই কাজের নয়। আমার আসলে এমন একজনকে দরকার, যে অ্যারোর ক্ষমতাকে উপলব্ধি করেছে। আর একারণেই ওদের ঘৃণা করে। আমি তোমাকে কাজে লাগাব, রীজ। কিন্তু আমার নিজস্ব ধারায়।'

'বেশ।' রীজ বলল। 'তবে আমার হাত এখন একেবারে খালি।'

'রীজকে একশো ডলার দিয়ে দাও।' ঘামে-ভেজাকে আদেশ করল ভিক্টর।

থাস্টি ঘরের আরেক কোনায় একটা টেবিলের কাছে গেল। ও যখন ফিরে এল তখন ওর হাতে পাঁচটি সোনার বিশ ডলার। মুদ্রাগুলো ঝাঁকাল রীজ, এর ছন্দোময় সঙ্গীত শুনল এক মনে। 'ধন্যবাদ। আমার এতেই চলবে।' টাকাগুলো পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াল ও। 'সময় এলে আমাকে ডাকবে। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মি. ভিক্টর। অ্যারো তোমার কী ক্ষতি করেছে?'

ভিক্টর মৃদু হাসল। 'নাহ্, সত্যিই তুমি খুব বুদ্ধিমান।' ও উঠে একপাশের দেওয়ালে টাঙানো একটা ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'এদিকে এসো, রীজ।'

রীজ দেখল ওটা অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা ম্যাপ। তবে তার ধারণার চাইতেও অনেক বড়। এর বিশাল এলাকা পায়ে হেঁটে পার হতে গেলে কমপক্ষে দুদিন লাগবে। ম্যাপের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত অবধি অ্যারো র‍্যাঞ্চের নামের নীচেই ছোট ছোট অক্ষরে লেখা: 'মান্দেলা স্প্যানিশ ল্যান্ড গ্রান্ট।' এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লাল কালিতে দাগ দেয়া। আর ঠিক এর নীচেই লেখা: 'ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্ট (মেক্সিক্যান)।' ভিক্টর ফার্নান্দো গ্রান্টের অংশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। 'এটা আমার অংশ, রীজ। অ্যারো র‍্যাঞ্চের ঠিক মাঝখানটাই আমার। শুধু নেবার অপেক্ষা।'

ঝট করে ভিক্টরের দিকে তাকাল রীজ। ভাবল ও বোধ হয় ঠাট্টা করছে। ভিক্টর মৃদু হাসল। 'না, বন্ধু, আমি পাগল নই। এর পেছনে বেশ লম্বা কাহিনী আছে। সেসব শুনিয়ে আমি তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, অ্যারো র‍্যাঞ্চের উপর টম্পসনের চেয়েও জোরাল দাবি আমার আছে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রীজের কৌতূহলই জয়ী হলো, ভিক্টর সংক্ষেপে পুরো কাহিনীটা খুলে বলল তাকে। সতেরো শতকে স্পেনের রাজা মান্দেলা পরিবারকে এই পুরানো স্প্যানীশ ভূ-খণ্ডটি দান করেন। মাত্র বিশ বছর আগে উত্তরাধিকারসূত্রে হেনরী টম্পসন এর মালিকানা পায়। এখন ও অ্যারো র‍্যাঞ্চের পুরোটাই দখল করে আছে। মান্দেলা পরিবার ছিল এখানকার বনেদী পরিবার। স্পেনের কাছ থেকে মেক্সিকো স্বাধীনতা পাবার পর স্থানীয় সরকারের সাথে এই পরিবারের সুসম্পর্ক ছিল না। ১৮৪৬ সালে কারনির বাহিনী যখন মেক্সিকো অভিযান চালায় তখন মান্দেলা পরিবার সরকারকে কোনরকম সাহায্য করেনি। এতে নিউ মেক্সিকোর গভর্নর রোজারিও এই পরিবারের উপর চটে যান এবং জেনারেল ফার্নান্দোকে এই র‍্যাঞ্চের কিছু অংশ দান করেন। জেনারেল ফার্নান্দো তখন গভর্নরের পক্ষে লড়ছিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা স্যান্তা ফে অধিকার করবার পর ফার্নান্দো মেক্সিকো পালিয়ে যান। এর বেশ কিছুদিন পর একজন ডাকাতের হাতে নিহত হন তিনি। তারপর এই জমির দানপত্র ওঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে। এদের মধ্যে একজন আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করে। পরে স্ত্রীর মাধ্যমে বোস্টনের এক ব্যাংকারকে সে অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা অংশের উপর ক্লেইম ফাইল করাতে উৎসাহী করে তোলে। ব্যাংকার একজন লোক পাঠায়। লোকটির রিপোর্ট ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। এটা প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখনই অ্যারো র‍্যাঞ্চের মূল্য নিধারিত হয়েছিল কয়েক মিলিয়ন ডলার।

কিন্তু সিকি শতাব্দী আগেও নিউ মেক্সিকো, বিশেষ করে স্যান্তা ফে-র বাইরের এলাকা বেশ দুর্গম আর বিপদসংকুল ছিল। আর অ্যারো র‍্যাঞ্চ ছিল একেবারে অ্যাপাচি অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে। মান্দেলা পরিবারকে সব ধরনের বহিরাগত, অ্যাপাচি, ফার্নান্দোর উত্তরাধিকারী এবং বোস্টনের ব্যাংকারকে ঠেকানোর জন্য ভ্যাকুয়েরোদের নিয়ে একটা ছোটখাট আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল।

ভিক্টর একটু বিরতি দিয়ে একটা সিগার ধরাল। 'তারপর?' রীজের কৌতূহল এখন চরমে পৌঁছেছে।

এই পর্যায়ে এসে ফার্নান্দোর উত্তরাধিকারীর টাকার প্রয়োজন পড়ে। ভিক্টর আবার শুরু করে। 'ব্যাংকার ঋণ দেয়। কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেবার আগেই ও মারা যায়। আর এভাবেই অ্যারো র‍্যাঞ্চের উপর ফার্নান্দোদের মালিকানা পর্বের অবসান ঘটে। যে ভদ্রলোক পশ্চিমে অ্যারো র‍্যাঞ্চের মূল্য নির্ধারণ করতে এসেছিলেন তিনি তখন ব্যাংকারের এস্টেট থেকে কিনে নেন এর মালিকানা। অন্যদিকে এরই মধ্যে হেনরী টম্পসন পুরো অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিক বনে যায়।'

'সেই লোকটির ভাগ্যে কী ঘটল?' রীজ জিজ্ঞেস করল।

'তিনিও মারা গেছেন,' ভিক্টর জবাব দিল। 'উনি আমার বাবা, রীজ।'

রীজ মাথা ঝোঁকাল। 'অ্যারোর উপর তোমার দাবি আমি বুঝতে পারছি। যখনি তুমি চাইবে আমাকে পাশে পাবে।'

রীজ চলে যাবার পর ওরা দুজন একে অন্যের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

Boighar.com

'কী ভাবছ, নিক?'

'ও পারবে, থাস্টি। আমাদের কাছে ও একশো ডলারের চাইতেও বেশি দামী। ও কঠিন, আবার স্মার্টও। এবং সেই সাথে অহঙ্কারও আছে। আমার ধারণা, টম্পসন যে মুহূর্তে এই ভবঘুরেকে চাবকেছে তখনি সে তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।'

তিন

ভিক্টরের দেয়া টাকা আপাতত রীজকে একটা সমস্যার সমাধানে সহায়তা করল। ভিক্টর ঠিকই বলেছে, অ্যারো র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে প্রচুর সময় দরকার। অপরিসীম ধৈর্য আর সুষ্ঠু পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

'কিন্তু তার আগে আমার ভবঘুরে চেহারাটা ঝেড়ে-মুছে ঝকঝকে করা দরকার,' নিজেকে বলল রীজ।

একটা জেনারেল স্টোরে গিয়ে একজোড়া লেভিসের প্যান্ট, শার্ট আর মোজা কিনল ও। তারপর নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে বসল। ঠিক ওই সময় রাস্তা দিয়ে একদল অশ্বারোহী যাচ্ছিল। নাপিত দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। 'অ্যারো।' খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'প্রতি শনিবার ওরা এভাবে এখানে আসে। আজ অবশ্য হেনরী টম্পসনকে দেখছি না।'

'ফি শনিবার রাতেই টম্পসন এখানে আসে?' রীজ হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। এবং সাথে ওর ভাগ্য।' নাপিত মৃদু হাসল।

'ভাগ্য?' রীজ এবার কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'মহিলা,' বলেই নাপিত ওর ক্ষুর চালানো শুরু করল। অপেক্ষা করতে লাগল রীজ। একসময় নাপিত সবই খুলে বলল তাকে। তিন-চার বছর আগে এক বিধবার সাথে পরিচয় ঘটে টম্পসনের। মিসেস স্টুয়ার্ট দেখতে বেশ আকর্ষণীয়। তাদের মেলামেশা নিয়ে শহরে স্ক্যান্ডাল রটে, বিশেষ করে মহিলারা বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। কিন্তু ওদের কারও কিছু করবার ছিল না।

'ও দেখতে কেমন?' রীজের কৌতূহল বেড়ে গেছে।

'যুবতীও বলা চলে না, আবার বয়স্কাও না। তবে যথেষ্ট স্মার্ট।'

'টম্পসনই ওর একমাত্র পুরুষ?' রীজ সরাসরি তাকাল লোকটির দিকে।

'অবশ্যই। হেনরি টম্পসন কাউকে ভাগ দিতে জানে না, মিস্টার, বিশেষ করে সেটা যদি কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে হয়।'

নাপিতের দোকান থেকে বেরিয়ে রীজ বারে গিয়ে ঢুকল। স্যামই তাকে দেখতে পেল আগে। হার্ডি আরও চারজন অ্যারোকে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। রীজ স্যামের পাশে এসে থামল।

'কি দেব, রীজ?' জিজ্ঞেস করল বারটেন্ডার। স্যাম রীজের দিকে ফিরে তাকাল।

বইঘর.কম

'হুইস্কি। একটা আমার, অন্যটা এই বুড়ো অ্যারোকে দাও।'

'শোন, রীজ–'

স্যামকে বাধা দিল রীজ। 'ব্যাপার কী? তুমি আমার সাথে ড্রিঙ্ক করতে চাও না?'

স্যামকে বিষণ্ন দেখাল। 'তুমি কেন এসেছ এখানে? আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।' ওর কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা রীজকে স্পর্শ করল।

'আপাতদৃষ্টিতে তোমাকে বাজে লোক মনে হলেও তোমার একটা মন আছে, স্যাম। কিন্তু অ্যারোর সবাই কি তোমার মত?' রীজ সামান্য ঝুঁকল ওর দিকে। 'হেনরী টম্পসন অথবা তার উজ্জ্বল চুলের মেয়েটি?'

'লিলিকে এসবের মধ্যে টেনো না রীজ। ওর কোন দোষ নেই।'

রীজ মাথা নাড়ল। স্যাম জবাবে কিছু বলবার আগেই দোর-গোড়া থেকে একটা মোটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'থামো। আমার সাথে একই বারে একজন ঘোড়া চোর ড্রিঙ্ক করতে পারে না।

ডেগারের এ কথায় এক ধরনের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল বারে। বারটেন্ডার অস্ফুটস্বরে একটা কিছু বলল এর প্রতিবাদে। স্যাম পিছন ফিরে দাঁড়াল। 'বাদ দাও, রীজ। কোন গোলমালে যেও না।'

রীজ শুনল না। স্যামকে একটু সরে যেতে বলল ও। তারপর ডেগারের চোখে চোখ রাখল।

'ঘোড়া চোর, ভবঘুরে ঘোড়া চোর, দয়া করে উঠবেন কি?' ওঁর অপর তিন সঙ্গীর মাঝখান থেকে ডেগার বলল। 'তারপর রীজ, কেমন আছ?' ওর গলায় কৃত্রিম সহানুভূতি।

আজ রাতে ওদের দুজনের উপরেই যেন শয়তান এসে ভর করেছে। রীজের মুখে একটা ভয়াল হাসি খেলে গেল। 'গতকাল তোমার কথাই সবাইকে বলছিলাম, ডেগার,' রীজ শান্তস্বরে বলল।

'তোমাকে চাবকেছিলাম সেটাই বলেছ তো?' খিক্‌খিক্ করে হাসল ডেগার।

'হ্যাঁ।' রীজ এবার মৃদু হাসল। 'তবে আরও একটা কথা বলেছি–তোমাকে পেলে খুন করব। কেন জানো?'

'তোমাকে চাবকাবার জন্য।' ডেগারের গলার তেজ ইতিমধ্যে অনেক কমে এসেছে।

'না, ডেগার। আরেকবার ভাবো।'

রীজ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তার ডানদিকটা মুক্ত থাকায় সহজেই সে ড্র করতে পারবে। কিন্তু ডেগারের ডানপাশের বার। শেষপর্যন্ত গোলাগুলির দরকার পড়বে না বুঝে নিল রীজ। ডেগার এবং অ্যারো র‍্যাঞ্চের অন্য কাউহ্যান্ডরা খুনের কথায় ঘাবড়ে গেছে। আজ পর্যন্ত ওদের মুখের উপর এ ধরনের কথা কেউ বলেনি।

'আবার ভাবো, ডেগার,' শীতলকণ্ঠে বলল রীজ।

'গোল্লায় যাক তোমার ভাবাভাবি!' ডেগার চিৎকার করে উঠল।

Boighar.com

'তা হলে আমাকেই বলতে বলছ?' আবার সেই ভয়াল হাসিটা খেলে গেল রীজের মুখে।

'নিশ্চয়ই। আজকের রাতটা তোমারই মনে হচ্ছে।'

'শোনো তা হলে। তুমি আমাকে চাবকেছ বলে নয়, চাবুক মারবার সময় হাসছিলে বলে। তোমার কাছে ব্যাপারটা ছিল এক ধরনের খেলা। তুমি একজন অসহায় মানুষকে চাবকাচ্ছ আর খেলার আনন্দে মেতে উঠছ। এজন্যই আমি তোমাকে খুন করব, ডেগার, রীজ একদমে বলে গেল।

ডেগার কোন কথা বলতে পারল না। প্যান্টের উরুতে হাত ঘষতে লাগল ও, যেন তালু ভিজে উঠেছে। রীজ বারের দিকে অর্ধেক ঘুরল। 'ড্যানী, ডেগার আজ একজন ঘোড়াচোরের সাথে ড্রিঙ্ক করবে। সাজাও গ্লাস।'

'জাহান্নামে যাও।' মুঠি পাকাল ডেগার। স্যাম ওকে সাবধান করল। ও এক ধাক্কায় ফেলে দিল গ্লাস দুটো, তারপর মুখোমুখি হলো রীজের। 'এবার?'

হাতের উল্টোপিঠে ঠাস করে চড় মারল রীজ, সেই শব্দে খান্ খান্ হয়ে গেল স্যালুনের নিস্তব্ধতা। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও, ডেগার এবার রীজের দিকে বুনো ষাঁড়ের মত তেড়ে এল। হাসল রীজ, তারপর আবার আঘাত করল। ডেগার এবার তা সামলে নিয়ে কোনমতে একটা ঘুসি লাগাল। রীজ ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ঠেসে ধরল দেয়ালের সাথে। কিন্তু পরমুহূর্তে পাল্টা এক ধাক্কায় বারের উপর এসে ছিটকে পড়ল সে। ডেগার লাথি মারবার চেষ্টা করলে ওকে পিছলে বেরিয়ে গেল রীজ। কিন্তু ডেগারের প্রচণ্ড ঘুসিটা এড়াতে পারল না। ওটা আঘাত করল ওর মাথার একপাশে। রীজের মাথায় যেন বোমা বিস্ফোরিত হলো। ডেগারের পায়ের কাছে একটা চেয়ারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল অ্যারোর কয়েকজন কাউহ্যান্ড। ডেগার এবার চেয়ারে লাথি মারতেই, রীজ ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল কিছু চেয়ার-টেবিল সমেত। কিন্তু পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার তুলে নিল ও, ছুঁড়ে মারল ডেগারের দিকে। বাউলি কেটে নিজের শরীর বাঁচাল ডেগার, প্রস্তুত হলো পরেরটা সামলাবার জন্যে। কিন্তু রীজ অবাক করে দিল ওকে, আরেকটা চেয়ার তুলে নেয়ার ভান করল সে, তারপর চকিতে এক কদম আগে বেড়েই ধাঁ করে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল ডেগারের থুতনিতে। মাটিতে পড়ে গেল অ্যারোর কাউহ্যান্ড। ওর নীচের ঠোঁট কেটে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে থুতনি। সেদিকে তাকিয়ে যেই ডেগার হাত বাড়াতে যাবে পিস্তলের দিকে, অমনি স্যাম লাথি মেরে সরিয়ে দিল ওর হাত। 'ঢের হয়েছে, ডেগার।' এবার সে রীজের দিকে ফিরল। 'এসব তুমি ভুলে গেলেই আমি খুশি হব।'

'কিছু কিছু জিনিস মানুষ সহজে ভুলতে পারে না, স্যাম। সব সময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়,' রীজ ওর দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর রক্তাক্ত ডেগারকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে গেল স্যালুন ছেড়ে।

সেরাতের জন্য সোলানো হাউসের ছোট্ট একটা রুম ভাড়া নিল রীজ। বিছানার গদিটা ছিল ভীষণ শক্ত, জায়গায় জায়গায় তুলো সরে গেছে। ওর সারা শরীর

আবার ছেয়ে গেল প্রচণ্ড ব্যথায়। আবারও উপুড় হয়ে শুতে হলো ওকে। প্রথম দিকে কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না রীজ। তারপর শেষরাতের দিকে ঘুম নেমে এল ওর চোখে। কিন্তু সূর্য ওঠার আগেই জেগে গেল সে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকল রীজ, তারপর উঠে কাপড়চোপড় পরে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। 'মাইনারস রেস্টে' নাস্তা সেরে রেস্তরাঁর বাইরে এসে একটা সিগারেট বানাল রীজ, তাতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে আস্তাবলে গেল, ঘোড়া ভাড়া করল একটা। তারপর রৌনটাকে পিছনে টেনে নিয়ে অ্যারো র‍্যাঞ্চে ট্রেইল ধরল।

দুপুর নাগাদ অ্যারো হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুল রীজ। হাল ফ্যাশনের গুটিকতক দালান ছাড়া আর প্রায় সবকিছুই মান্দেলা পরিবারের রুচি এবং তখনকার দিনের স্থাপত্যের নিদর্শন বহন করছে। এখানে-সেখানে ছোট-বড় প্রাচীন রোদে পোড়া ইটের বাড়িঘর জায়গাটাকে এখনও মেক্সিক্যান গ্রামের প্রলেপ দিয়ে রেখেছে, এই সমস্ত কুটিরে সে বেশ কিছু মেক্সিক্যান নারীপুরুষ আর শিশুকে দেখতে পেল।

র‍্যাঞ্চ হাউসটা উঁচু একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রীজ গেটের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়া দুটোকে বেঁধে ভেতরের প্রশস্ত একটা উঠোনে পৌঁছুল সে। একটা বুড়ো কটনউড গাছের প্রলম্বিত ছায়া দেয়াল আর বারান্দার কিছু অংশে চুপচাপ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই ফুলের বাগান। রীজ সেটা পেরোতেই মুখোমুখি হলো লিলির। ছায়ামাখা বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ও। রীজকে দেখতে পেয়েই ও একটা এডোবি থামের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ভরাট চোখ দুটোতে অপ্রত্যাশিত চমক। আঁটসাঁট সবুজ পোশাকে ওর নারীদেহের প্রতিটি বাঁক গর্বভরে তাকিয়ে আছে। রীজ মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলল নিজেকে। ওর সব কথা যেন গলার কাছে এসে আটকে গেছে।

'তুমি?' মেয়েটি বিস্ময় চেপে রাখবার কোন চেষ্টা করল না। 'এখানে কী চাও?'

'রৌনটাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।' রীজ ইতিমধ্যে সংবিৎ ফিরে পেয়েছে।

'কোন দরকার ছিল না। ওটা তোমাকে দিয়ে দেয়া হয়েছে।' সামান্য কেঁপে গেল লিলির গলা।

রীজ মাথা নাড়ল। 'আমি ঘোড়াটাকে তোমাদের কাছ থেকে দয়া হিসেবে নেইনি।'

সাথে সাথে খেপে গেল লিলি। এক ধরনের ক্রোধ নেচে উঠল ওর চোখে। মেয়েটির এই দ্বিতীয় রূপকেও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল রীজ। 'ব্যাপারটা তোমার বোঝা উচিত, মিস টম্পসন। ওই অহঙ্কার তোমার মত আমার মাঝেও রয়েছে।'

'অহঙ্কার না অন্যকিছু?' লিলি বলল ব্যঙ্গভরে।

'আমি একে আমার গর্ব বলেই জানি।' রীজ এবার প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তোমার বাবা কি ভিতরে? আমি তাকে রৌনটা ফিরিয়ে দেবার কথা জানাতে চাই।'

'আমি-ই জানাতে পারব।'

'আমি নিজেই ওকে কথাটা বলতে চাই।' রীজ এবার কঠিন হলো। লিলি আবার রেগে গেল। 'কি ব্যাপার, মিস টম্পসন। তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?'

Boighar.com

একগুঁয়ের মত মাথা নাড়ল লিলি। 'আমি তোমাকে ভয় পাই না, রীজ। বলতে কি, আমি কোন পুরুষকেই ভয় করি না। তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

হেনরী টম্পসন বসে আছেন একটা ডেস্কের পেছনে। তাঁর সামনে কিছু হিসাবের খাতা খোলা। তিনি চুপচাপ চোখ মেলে লিলির পেছন পেছন রীজকে ঘরে ঢুকতে দেখলেন। চকিতে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সারা মুখে। রীজের দিকে তীব্র একটা ভ্রূকুটি হেনে শেষমেশ তিনি হাসলেন।

'তা হলে, ভবঘুরে,' বললেন অ্যারো মালিক, 'তুমি এলে শেষ পর্যন্ত! তা, আমাকে কি এই র‍্যাঞ্চ থেকে তাড়াতে এসেছ?' চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন টম্পসন। 'লিলি, লোকটা কিন্তু বেশ রসিকতা জানে।'

'আমার তা মনে হয় না, বাবা।' লিলি বাধা দিল। 'ও আসলে ভয়ানক। তুমি সেদিন ওকে চাবুক মেরে ভুল করেছ। আর এখন ওভাবে তোমার হাসাটাও ঠিক হচ্ছে না।'

হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেলেন টম্পসন। 'নারীসুলভ ভয়?' ড্রয়ার থেকে একটা সিগার বের করলেন তিনি, পকেট নাইফ দিয়ে কাটলেন এর গোড়াটা। সিগারটা ধরিয়ে আয়েস করে কিছুক্ষণ টানলেন টম্পসন, তারপর নজর ফেরালেন রীজের দিকে। দৃষ্টিতে অবহেলা। 'বেশ বেশ, আমিও নাহয় তা হলে একজন মহিলার ভয়কে কদর দেখাতে চেষ্টা করি। তা তুমি কেন এসেছ, রীজ?'

'রৌনটাকে–ফিরিয়–দিতে,' থেমে থেমে উচ্চারণ করল রীজ।

'স্রেফ এজন্যই এতটা পথ পাড়ি দিয়েছ।'

রীজ শ্রাগ করল। 'কী জানি।' তারপর তামাক আর কাগজ বের করে একটা সিগারেট বানাল ও। 'বোধহয় এটাও তোমাকে জানাতে চাইছিলাম, আমি আরও একটা কাজ করতে পারি।'

'কী করতে পারো?' টম্পসন একই সঙ্গে বিস্মিত এবং অসহিষ্ণু হলেন।

'অ্যারো র‍্যাঞ্চ ছিনিয়ে নিতে পারি তোমার হাতের মুঠো থেকে।'

টম্পসন হাসলেন। 'সে চেষ্টা এর আগেও হয়েছে।'

'ওগুলো হয়তো ঠিকভাবে করা হয়ানি।' রীজের শান্ত গলা বাপ-বেটি উভয়কেই নাড়া দিল।

'ওই মানুষগুলো তোমার থেকে সবদিক দিয়ে যোগ্য ছিল।' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল টম্পসনের গলায়।

রীজ মাথা ঝোঁকাল। 'আমি যুক্তি-তর্কে যেতে চাই না। কিন্তু ওদের ভাগ্য বোধ হয় সুপ্রসন্ন ছিল না। আমি তোমার কিছু দুর্বল জায়গা পেয়েছি। তুমি একটা পুরানো স্প্যানীশ গ্রান্টের বলে অ্যারো র‍্যাঞ্চ পেয়েছ। কিন্তু এর পরে একটা মেক্সিক্যান গ্রান্ট হয়। ওটা তোমার দাবীর কার্যকারিতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে।' একদমে কথাগুলো বলে থামল রীজ, সরাসরি তাকাল টম্পসনের চোখের দিকে। 'তুমি জেনারেল ফার্নান্দোর নাম শুনেছ কখনও, মি. টম্পসন?'

ঝট্ করে সিগারটা মুখ থেকে নামিয়ে ফেললেন টম্পসন। কালো মেঘে ঢেকে

গেছে তাঁর মুখটা। মনে হলো তাঁর দম বোধহয় আটকে গেছে! শেষমেশ অস্ফুটস্বরে বললেন তিনি, 'এসব তুমি কোত্থেকে শুনেছ, রীজ?'

রীজের মুখে চকিতে এক চিলতে কঠিন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। 'লোকটি অ্যারোর উপর ফার্নান্দো গ্রান্টের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী। ও যখন ওর দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, মি. টম্পসন, আমি তখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে তোমার বিরুদ্ধে লড়ব।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল টম্পসনের মুখ। হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ মনে হলো তাঁকে। লিলি ছুটে গেল তার বাবার দিকে। রীজ তাকাল র‍্যাঞ্চ মালিকের উদ্দেশে। 'বিশটা চাবুকের আঘাত এত সহজে ভোলা যায় না, মি. টম্পসন।' তারপর ওদেরকে ওখানেই রেখে দৃঢ়পায়ে বেরিয়ে গেল সে। এক ধরনের তৃপ্তি ফুটে উঠেছে তার মুখে। তার প্রথম আঘাতটা টম্পসনের ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে।

পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল রীজ। একসময় কন্টেলাদের এলাকায় এসে থামল সে। মা কন্টেলার সাথে আলাপ করল কিছুক্ষণ। তারপর বাচ্চা তিনটিকে একটা করে রূপার ডলার উপহার দিল। কার্লোস কিংবা সিনথিয়া, কেউই ঘরে নেই। কার্লোস ব্যারনেকোসায় বুনো ঘোড়া ধরতে গেছে। আর সিনথিয়া দক্ষিণে গেছে ওদের প্রতিবেশী সান্দেরোর বাসায় বেড়াতে। একটু আগেই একটা ওয়াগনে করে বেরিয়ে গেছে ও।

রীজ দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল। অচিরেই একটা ওয়াগন দেখতে পেল সে। ওয়াগনটার পিছনেই একজন অশ্বারোহী, মেয়েটিকে ধরতে চাইছে। লোকটা হয়তো সান্দেরো, রীজ ভাবল। সিগারেট বানানোর জন্য পকেটে হাত দিয়েই থেমে গেল সে। সিনথিয়া তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, লোকটার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। রীজ এতক্ষণে বুঝল লোকটা আসলে সান্দেরো নয়।

শেষপর্যন্ত সফল হলো না মেয়েটির প্রচেষ্টা। ওয়াগনের পাশে এসে পথ আগলে দাঁড়াল অশ্বারোহী। লোকটা ঘোড়াদুটোর হার্নেস টেনে ধরতেই থেমে গেল ওগুলো। সাথে সাথে সিনথিয়া লাফ দিল ওয়াগন থেকে, মাটিতে পড়েই দৌড় দিল রাস্তার পাশের ঝোঁপ লক্ষ্য করে। এবার রীজ চিনতে পারল লোকটাকে, ডেগার। মেয়েটির পিছন পিছন ডেগার ঘোড়া ছোটাল।

অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা। সংবিৎ ফিরে পেতেই রীজও ঘোড়া ছোটাল। সামনের ওয়াগনটাকে পাশ কাটিয়ে ঝোপের পাশে এসে থামল সে। ওখানে ডেগারের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সিনথিয়া কিংবা ডেগার কাউকেই দেখতে পেল না ও। হঠাৎ খুব কাছে থেকে ভেসে এল সিনথিয়ার ভয়ার্ত চিৎকার।

ওই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল রীজ। মাটিতে পড়ে আছে একটি মেয়ে। তার বুকের উপর এক লোক। লোকটার পিঠ রীজের দিকে পিছন ফেরানো। ঘোড়া থেকে নামল রীজ। 'ডেগার!' ওর প্রথম ডাক পৌঁছুল না ডেগারের কানে। কিন্তু দ্বিতীয় ডাক শোনামাত্র বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বেরিয়ে এল ওর হাতে। দ্রুত গুলি ছুঁড়ল ও, কিন্তু তাড়াহুড়োয় মিস করল। রীজের ধীর-স্থির গুলি দ্বিতীয় গুলি করার

Boighar.com

সুযোগ দিল না ওকে। ওর হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল ও। রীজ আবার গুলি করবে এই সময় সিনথিয়া চিৎকার করে উঠল, 'স্নিপার, তোমার পিছনে।'

ঝটিতি পিছন ফিরল রীজ। প্রস্তুত হলো গুলি করবার জন্যে। একজন ঘোড়সওয়ার এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লিলি! রীজকে পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল টম্পসনের মেয়ে। কেন যেন ওর মনে হলো মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করে আসছে তাকে।

'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ!' লিলি তাকাল ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে।

ঘাড় ফেরাল রীজ। ডেগার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে। সিনথিয়া ছুটে এল তার দিকে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপছে সে। রীজ ওর বাহু শক্ত করে ধরতেই সিনথিয়া এলিয়ে পড়ল ওর গায়ের উপর।

লিলি কাছে এগিয়ে এল। 'তুমি ওকে মেরে ফেলেছ।' এবার ওর কণ্ঠে সুস্পষ্ট অভিযোগ। 'তুমি মেয়েটির জন্য ওকে মেরেছ।'

রীজ উপেক্ষা করল ওকে। সিনথিয়ার ফোঁপানো কান্না কমে আসতেই ডেগারের দিকে এগোল সে। ওকে চিৎ করল। অচেতন ডেগারের বুকের বাঁ পাশে একটা ক্ষত। ওখানে থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রীজ এবার লিলির দিকে ফিরল। 'মরেনি। তবে মেরে ফেলাই উচিত ছিল। তুমি না এলে হয়তো মেরেই ফেলতাম।' কঠিন হলো তার স্বর। 'নিশ্চয়, ওর জন্যই। কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না ও মেয়েটির কী হাল করেছে? নাকি একজন অ্যারোর জন্যে এটা কোন অন্যায়ই নয়?'

সিনথিয়াকে ওয়াগনে উঠতে সাহায্য করল রীজ। ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিতে ও মাথা নাড়ল। 'না, এখন ফিরব না। বাড়ির কেউ এই ঘটনা জানুক তা চাই না আমি। তারচেয়ে বরং সান্দেরোর ওখানে যাই।' চিন্তিত দেখাল ওকে। 'তবে আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে, রীজ। অ্যারোরা তোমাকে এত সহজে ছাড়বে না।'

রীজ শ্রাগ করল। 'বাদ দাও তো ওসব কথা। আমার জন্য অ্যারো বিরাট একটা অংশ হারাতে যাচ্ছে। তোমাকে এগিয়ে দেব কিছুদূর?'

মেয়েটি জানাল সে একাই যাবে। রীজ সরে দাঁড়াল। ও চলে যাবার পর সে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল। একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। সিনথিয়াকে পাশ কাটিয়ে সোজা তার দিকে এগিয়ে এল লোকটা। হার্ডি। রীজ জানে, চলন্ত অবস্থায় সামনের কাউকে গুলি করা কঠিন। আর এই সুযোগটাই নিল সে।

'কাউকে খুঁজছ। হার্ডি?'

'হ্যাঁ, ডেগারকে।' হার্ডি জবাব দিল। 'অনেকক্ষণ ওকে অনুসরণ করছি। মদে চুর হয়ে আছে। মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কোথাও গণ্ডগোল পাকিয়েছে। কন্টেলাদের এলাকার দিকে যেতে দেখেছিলাম ওকে। কত করে বলেছি ওই মেক্সিক্যান মেয়েটার দিকে না তাকাতে, কিন্তু…' চকিতে এবার থেমে রীজের পানে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল হার্ডি। 'আরে, ওই মেয়েটাকে তো চলে যেতে দেখলাম। তুমি

বইঘর.কম

ডেগারের কিছু করেছ?'

'ওই যে, পিছনের ওই ঝোপটার ওপাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে।' রীজ সরাসরি জবাব এড়িয়ে গেল। 'ওর সাথে অবশ্য টম্পসনের মেয়েটিও আছে।'

হার্ডি অবাক হলো। 'লিলি! ও এখানে কী করছে?'

'তা ওকেই জিজ্ঞেস করো।' রীজ বিরক্তির সাথে জবাব দিল।

হার্ডি এগিয়ে গেল সামনে। রীজ স্যাডলে উঠবে এমন সময়ে লিলি এগিয়ে এল ওর কাছে। 'ঠিক আছে। স্বীকার করছি আমার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটিকে তোমার পছন্দ বলে নয়, ওকে উত্যক্ত করবার জন্যেই তুমি ডেগারকে খুন করতে চেয়েছিলে।'

'উত্যক্ত করবার জন্য?' রীজ তিক্তস্বরে বলল।

'তা নয়তো কি? মেক্সিক্যান মেয়েটা নিশ্চয়ই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।'

রীজ এবার কঠিন হলো। 'দেখো, সিনথিয়ার বিরুদ্ধে আমার সামনে অশালীন কিছু বলবে না। রঙ কালো হলেও, ও আমার কাছে তোমার চাইতে কম সম্মানের নয়।' ভ্রূ কুঁচকে লিলির দিকে তাকাল রীজ, দৃষ্টিতে ঘৃণা ঝরে পড়ছে। 'শুনেছি, মি. টম্পসনও একজন মেক্সিক্যান মহিলাকে বিয়ে করেছিল। তিনি যদি তোমার মা হন—'

'তিনি আমার মা ছিলেন।' সোজাসাপ্টা জবাব দিল লিলি।

'সুতরাং তুমি অর্ধেক মেক্সিক্যান।'

'তাই।' চুপচাপ রীজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা।

'তোমাকে দেখলে মনে হয় না অথচ তুমি অর্ধেক মেক্সিক্যান।' এগিয়ে গিয়ে ওর বাহু শক্ত করে ধরল রীজ। 'আমি এখন তোমার উপর জোর করব। কিন্তু সবাইকে বলব, তুমি-ই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছ।'

লিলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবার। আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে তাকাল রীজের দিকে। 'রীজ, এ নিয়ে তুমি দু'দুবার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলে। কিন্তু সাবধান! আর কক্ষনো করতে যেও না।'

রীজ ছেড়ে দিল ওকে। 'তুমি প্রশ্রয় না দিলে করব না।'

'কোনদিনই প্রশ্রয় দেব না,' লিলি কঠিনস্বরে বলল।

'সে দেখা যাবেখন।' ম্লান হাসল রীজ। 'তুমি আমাকে অনুসরণ করছিলে।'

'হ্যাঁ, করছিলাম।' লিলি জবাব দিল ক্ষুব্ধস্বরে। 'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম। তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর কিছু ঘটবার আগেই অনেক দূরে চলে যাও।'

ক্রোধ মানুষকে কুৎসিত করে তোলে। কিন্তু রীজ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, রাগলে মেয়েটিকে আরও সুন্দর দেখায়। এমনিতেই ওর চেহারা আগুন ধরিয়ে দেয় রক্তে। তার উপর এসময় ওকে আরও রমণীয় মনে হয়। রীজ অনুভব করল লিলিকে শান্ত করার সময় এসেছে।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'এবার বলো, কী বলতে চাও।'

'তখন তুমি বাবাকে যা বলে এলে, সেই ফার্নান্দো গ্রান্ট,' লিলি গম্ভীরস্বরে জানাল। 'এই গ্রান্টের কথা আমরা এর আগেই শুনেছি। তুমি নিশ্চয়ই ভিক্টরের

Boighar.com

কাছ থেকে জেনেছ এসব। এবং সেভাবেই হুমকি দিয়ে এসেছ বাবাকে।'

রীজ স্বীকার করল। লিলি বোঝানোর চেষ্টা করল ওকে, ভিক্টরের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এর কোন ভিত্তি নেই। আবার এটাও ঠিক, অ্যারোর ক্ষতি করতে পারে সে। এদিকে, ওর বাবার শরীর ভাল নেই। এতসব ধকল তাঁর সইবে না। লিলি এবার রীজকে অ্যারো র‍্যাঞ্চের পক্ষ হয়ে কাজ করবার প্রস্তাব দিল।

'সত্যি তোমার নার্ভ আছে, লিলি,' রীজ বিদ্রূপ করল ওকে। 'অ্যারোকে যে ধ্বংস করতে চায় তাকেই এ ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছ।'

আবার রেগে গেল লিলি। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে একটুক্ষণ ভাবল ও। 'তোমার সাথে আমি একটা সমঝোতায় আসতে চাই, রীজ। ভিক্টরের সাথে কাজ করলে তুমি কিছুই পাবে না। কিন্তু আমাদের হয়ে কাজ করলে এক হাজার ডলার দেয়া হবে তোমাকে।'

রীজ চমকে উঠল। একজন কাউহ্যান্ড হিসাবে সারাজীবনেও সে একসাথে এত টাকা রোজগার করতে পারবে কিনা সন্দেহ। অথচ ভিক্টর তাকে মাত্র একশো ডলার দিয়েছে। এক হাজার ডলার দিয়ে রীতিমত একজন ক্যাটলম্যান হয়ে যেতে পারে সে। কিন্তু পরক্ষণে চাবুকের কথা মনে পড়ল তার।

'তুমি ভুল করছ, লিলি,' কঠিনস্বরে বলল রীজ। 'এ কাজের জন্য অন্য কাউকে বেছে নাও।'

লিলির চোখ জ্বলে উঠল রাগে ভয়ানক শোনাল ওর গলা। চূড়ান্ত নোটিস দিল রীজকে। 'এ আমি জানতাম। তুমি ভাল মন্দের ব্যবধান বোঝো না। আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। এবার শেষ সুযোগ দিচ্ছি যেখান থেকে এসেছিলে এই মুহূর্ত সেখানেই ফিরে যাও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যারোর লোকেরা তোমাকে পাগলা কুকুরের মত খুঁজে ফিরবে' ঘোড়ায় চড়ে এক ছুটে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল মেয়েটা।

রীজের সোলানো ফিরতে ফিরতে সূর্য অস্ত গেল। সরু একটা ট্রেইল ধরে অ্যারো র‍্যাঞ্চ হয়ে শহরের দিকে এগোল সে। ট্রেইলটা একটু প্রশস্ত হতেই সামনে বেশ কিছু ঘরবাড়ি পড়ল বেশ সাজানো-গোছানো। একটা বাড়ির সামনে একজন ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল ও রীজ সামনে এগোতেই দরজা ছেড়ে গেটের কাছে এগিয়ে এল মহিলা। চোখাচোখি হলো ওদের, নার্ভাসভাবে হাসল মহিলা রীজ হ্যাটের কোন ছুঁলো।

'ম্যাম, তুমি বোধহয় আমার সাথে কথা বলতে চাও।'

'হ্যাঁ।' একটু ইতস্তত করল মহিলা। 'তুমি কি অ্যারোর লোক?'

'না। তবে ওখান থেকেই আসছি,' সযত্নে শব্দচয়ন করল রীজ।

'বোধ হয় ওর সাথে তোমার দেখা হয়েছে।' মহিলাকে এবার বেশ বিব্রত দেখাল। 'আমি মি. টম্পসনের কথা বলছিলাম। ও কি অসুস্থ?'

আলতো মাথা ঝোঁকাল রীজ। স্পষ্ট বুঝতে পারল ও এই মহিলার কথাই সেদিন নাপিত তাকে বলেছিল। টম্পসন না আসায় মহিলা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে, ভাবছে অসুখই হয়তো টম্পসনকে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। রীজের

বইঘর.কম

মনে হলো লিলি ঠিকই বলেছিল। টম্পসন ভাল নেই।

'যখন আমি ওখানে গিয়েছিলাম,' বলল রীজ, 'তখন ঠিকই ছিল সে। তবে ফেরার সময়ে মানসিকভাবে একটু বিপর্যস্ত দেখে এসেছি।'

ভারমুক্ত দেখাল মহিলাকে। 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

রীজ হাসল। 'তোমাকেও। আচ্ছা, তুমি বোধহয় মিসেস স্টুয়ার্ট?'

'হ্যাঁ, আমি মার্থা স্টুয়ার্ট।' চকিতে আরক্তিম হলো মহিলার মুখ।

'আমার নাম রীজ, মাইকেল রীজ।' এবার নিজের পরিচয় দিল রীজ।

চোখে-মুখে কৌতূহল ফুটে উঠল মার্থার। 'হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনেছি। তা তোমার সাহস তো কম নয়। আবার অ্যাবোর দিকে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম।' হাসল রীজ। 'ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্চয় ভেবেছিলে এতে ও লজ্জিত হবে?'

'আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে লজ্জা বলে আদৌ কোন কিছু আছে কিনা ওর।'

ঘাড় কাত করল মার্থা। এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মাপল ওকে। 'তোমার সম্বন্ধে আমি অন্যরকম শুনেছিলাম। তুমি আসলে সাধারণ ভবঘুরে নও।'

'আরেকজন মহিলা অবশ্য অন্যরকম ভাবে।' রীজ মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলো।

'লিলি?'

রীজ মাথা ঝাঁকাল।

'ও আমাকেও পছন্দ করে না।' শ্বাস ফেলল মার্থা। হঠাৎ করেই ভারী হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠ। চোখে-মুখে এক ধরনের আহতভাব ফুটে ওঠে। মহিলার উচ্চতা মাঝারি। কালো চুল। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। এই বয়সের অন্য যেকোন মহিলার চাইতে মার্থা সবদিক থেকে আকর্ষণীয়। ওর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করবার কিছু পেল না রীজ। মহিলা মৃদুভাষী, অমায়িক। রীজের মনে হলো অনেক মানুষের সাথে মেলামেশা করার ফলে মার্থার বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে, পরিপূর্ণতা পেয়েছে অভিজ্ঞতা। লিলি বা সিনথিয়ার মাঝে এটি মিলবে না। রূপ যৌবন আর তারুণ্যই একটা মেয়ের জীবনের সবকিছু নয়। রীজ ভেবে অবাক হলো কেন টম্পসন এখনও বিয়ে করছে না ওকে। মার্থার কাছ থেকে ও আরও অনেক বেশি কিছু পেতে পারে।

'তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগল, ম্যাম।' রীজ আবার হ্যাটের কোনা স্পর্শ করল। তারপর ফের এগোল।

কোন কথা বলল না মার্থা, নিজের জায়গা থেকেও নড়ল না। কিন্তু রীজ স্পষ্ট অনুভব করল, ওর সহানুভূতি-মাখা দৃষ্টি অনুসরণ করছে তাকে।

চার

লিভারী আস্তাবলে ঘোড়া রেখে রীজ সকালের সেই হ্যাশ হাউসে খাওয়া সেরে নিল। রেস্তরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে অন্ধকার হয়ে এল চারদিক। একটা

Boighar.com

সিগারেট রোল করে ধরাল সে। তারপর হাঁটতে লাগল সোলানো ডেভেলপমেন্ট অফিসের দিকে। কিন্তু ভিক্টরকে পাওয়া গেল না সেখানে। এবার ও কাছের বারে গিয়ে ওর খোঁজ করল। বারটেন্ডার জানাল পাশের কামরায় বসে পোকার খেলছে সে।

কার্ডরুমে ঢুকে ভিক্টর আর থাস্টিকে একসাথে পেল রীজ। আরও তিনজন লোক রয়েছে ওদের সঙ্গে। ওরা শহরের কেউ নয়। অচেনা। ভিক্টরের দিকে এগিয়ে গেল ও। 'তা কী মনে করে রীজ?' ভিক্টর নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল।

'অ্যারো সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছি।' একটু ইতস্তত করল রীজ।

'কী হয়েছে?' চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার ধরাল ভিক্টর, মৃদু হাসল রীজের চোখে প্রশ্ন দেখতে পেয়ে। 'তুমি এখানে যেকোন ব্যাপারে আলোচনা করতে পারো। আমরা সবাই বন্ধু।'

রীজ মাথা ঝোঁকাল। 'ব্যাপারটা হয়তো তোমার পছন্দ না-ও হতে পারে, মি. ভিক্টর। একজন অ্যারোর সাথে আমার গণ্ডগোল হয়েছে। লোকটা আহত হয়েছে আমার বুলেটে।' সামান্য বিরতি দিয়ে ভিক্টরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রীজ। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো অ্যারোর লোকেরা বন্দুক হাতে আমাকে তাড়া করে ফিরবে। আমার মনে হলো এতে হয়তো তোমার মূল পরিকল্পনায় কিছু রদবদল করতে হতে পারে।'

ভ্রূ কোঁচকাল ভিক্টর, অন্যমনস্কভাবে সিগারটা নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। 'না, কোন নড়চড় হবে না।' অবশেষে মুখ খুলল ও। 'তবে তুমি ঝামেলায় পড়ে গেছ সন্দেহ নেই। তা তুমি এখন কী করতে চাও?' ম্লান হাসল ভিক্টর। 'অ্যারোর সব লোকের সাথে একা লড়বে?'

'ভাবছি লুকিয়ে থাকব আপাতত। অবশ্য ধারে-কাছে যদি সেরকম কোন জায়গা থাকে।'

'খুব ভাল কথা। তা কোথায় যাবে ঠিক করেছ কিছু?'

রীজ একটু চিন্তা করল। 'সবদিক থেকে ব্যারানকোসাই উপযুক্ত মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ওখানেই তুমি লুকিয়ে থাকতে পারবে। ওখানে ক্যাম্প করবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও।' ভিক্টর থেমে একটু হাসল। 'জায়গাটা আসলেও দুর্গম। খারাপ জায়গা। পুরোপুরি নিজের ভরসায় সেখানে চলতে হবে তোমাকে। তবে ব্যাপারটা যদি গুরুতর হয় তা হলে তোমার এখনি বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ঘাড় কাত করল রীজ। দরজার কাছে গিয়ে আবার ভিক্টরের দিকে ফিরল ও। 'তুমি জানো আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে। সময় হলে ওখানে কাউকে পাঠিও।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রীজ। এগোতে যাবে এমন সময় ভিক্টরের কথাগুলো কানে আসতে থমকে গেল সে। ভিক্টরের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'ঠিকই ধারণা করেছিলাম আমি, ওই ভবঘুরে কাজে আসবে আমাদের। এখন অ্যারোর লোকেরা যদি ওকে ধরতে চায়, যথেষ্ট দৌড়াতে হবে ওদের। তা তুমি কত তাড়াতাড়ি অ্যারোর জন্য তৈরি হচ্ছ, লংফেলো?'

'তিনদিন সময় দাও। তাতেই চলবে।' একটা উদ্ধত কণ্ঠস্বর জবাব দিল।

বইঘর.কম

ভিক্টর আবার কথা বলল কিন্তু এবার তা রীজ শুনতে পেল না। বার হয়ে রাস্তায় নেমে এল সে। লংফেলো লোকটা কে, কী চায় সে, ভিক্টরকে কদ্দূর বিশ্বাস করা যায়–ইত্যাদি নানান প্রশ্ন তখন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়। অ্যারোর লোকেরা ওকে ধাওয়া করবে শুনে দারুণ উল্লসিত মনে হচ্ছে ভিক্টরকে। 'নাহ্! সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। পরে ধীরে-সুস্থে চিন্তাভাবনা করা যাবেখন,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল রীজ। তারপর পা বাড়াল সামনের দিকে।

রীজ ভেবেছিল লুকাবার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য হাতে বেশ সময় পাবে সে। স্যালুনের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে এ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজের সাথে তর্কাতর্কি করল ও। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবগুলোই অবান্তর মনে হলো তার কাছে। টম্পসনের মত লোকেরা অকারণে হুমকি দেয় না। মেয়েটি বলেছিল তার ওপর অ্যারো র‍্যাঞ্চের সব লোককে লেলিয়ে দেয়া হবে। এখন সে তার কথা রক্ষা করল কিনা তা দেখতে গিয়ে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে রাজী নয় রীজ। একটা স্টোরের সন্ধানে এদিক-সেদিক তাকাল ও। একসময় পেয়েও গেল।

দুই সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ময়দা, সীম, কফি, লবণ আর সামান্য কিছু টিনজাত খাবার কিনল রীজ। এ ছাড়া তামাক, ম্যাচ, একটা কুড়াল, ফ্রাইং প্যান আর কফিপটও যোগ করল এর সাথে। একটা প্যাক স্যাডলও কিনল সে। তারপর দাম মিটিয়ে দিয়ে দুইবারে জিনিসগুলো স্টার লিভারীতে নিয়ে এল। জিনিসপত্রগুলো একটা হার্নেসরুমে রাখবার অনুমতি দিল আস্তাবলরক্ষক। আগেরবার এখানে রীজ তার জিনটা রেখে গিয়েছিল। লোকটার সাথে দুটো ঘোড়া ভাড়া করবার ব্যাপারে একটা চুক্তিতে এল সে। ওকে জানাল খুব সম্ভব আগামীকাল ভোরে সে ওগুলো নিয়ে যাবে।

আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ ভেসে এল তার কানে। ঘোড়াগুলো শহরের দিকেই ধেয়ে আসছে। ওরা অ্যারো র‍্যাঞ্চের দিক থেকেই এসেছে। অচিরেই ওদের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো রীজ–অ্যারোর লোক। সংখ্যায় বিশ বা তার বেশি হবে। প্রধান রাস্তা দিয়ে সারবেঁধে এগিয়ে আসছে। এদের মধ্যে তিনজন গেল পুবে আর তিনজন পশ্চিমে আস্তাবলের দিকে এগোল। বাদবাকী সবাই সুশৃঙ্খলভাবে খুঁজতে শুরু করল রীজকে।

নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়ে আস্তাবলে ফিরে এল রীজ। যা ভেবেছিল সে তার চেয়ে অনেক আগে এসে পড়েছে ওরা। এব্যাপারে তাকে কোনরকম সতর্কও করেনি ভিক্টর। ঘোড়ায় জিন চাপানো আর প্যাক হর্সে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করবার মত সময়ও এখন তার হাতে নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আস্তাবলে তল্লাশী শুরু হয়ে যেতে পারে। তার ঘোড়া প্রয়োজন একথা নিশ্চয়ই ধারণা করে থাকবে ওরা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। অন্ধকারের মধ্যে শেষ প্রান্তের দালানগুলোর দিকে ছুটে গেল। একটা বাড়ির পেছনের দরজা হাতের নাগালের মধ্যে পাবার সাথে সাথে খুলে ফেলল ওটা। এমন সময় শুনতে পেল উচ্চস্বরে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আস্তাবলরক্ষককে।

আস্তাবলের সামনে পালা দিয়ে রাখা হয়েছে কিছু কাঠ। ফলে অন্ধকার সরু

Boighar.com

পথ একটা তৈরি হয়েছে ওখানে। ওই পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগোতেই আস্তাবলের দিক থেকে কয়েকজন অশ্বারোহীর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল রীজ। ঘুরে পেছন ফিরে তাকাল সে।

'ওইখানে কেউ আছে।' তার পেছনে চিৎকার করে উঠল কেউ। এবার চট করে কাঠের স্তূপের মাঝে গা ঢাকা দিল রীজ। তার পেছন পেছন একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। খানিকদূর এগোতেই আরেকটা সংকীর্ণ পথ পেয়ে গেল রীজ

কাঠের স্তূপটা এখন তার বাঁ পাশে। ডানে একটা খনি কোম্পানীর ওয়্যার হাউস। দৌড়াতে দৌড়াতে রীজ বুঝতে পারল আসলে সে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকেই এগোচ্ছে।

সামনে অন্ধকার থেকে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এই পথে, অ্যারো! এই দিক দিয়ে এগিয়ে যাও।'

একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। কোন আর্তনাদের শব্দ না পাওয়াতে রীজ ধারণা করল কিছুক্ষণ আগের লোকটা বাদবাকী লোকদের শহরের শেষ প্রান্তে যাবার জন্য একটা সংকেত দিল। এভাবে তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় হঠাৎ করে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। চারদিকে অশ্বারোহীর ভিড়। ওরা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে তাকে। রাস্তার মাঝখানে আসতেই একজন দেখে ফেলল।

'ওই তো!' লোকটা চিৎকার করে উঠল।

রীজ এবার হোটেল লক্ষ্য করে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল। সিক্স-শুটার বের করে গুলি করল একজন। কিন্তু ততক্ষণে বারান্দায় উঠে পড়েছে ও। বারান্দা পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে লবিতে ঢুকল রীজ। দম নেয়ার জন্য একটু থামল ও। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারল না। দ্রুতপায়ে লবি পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। বাইরে সোলানো হাউসের সামনে ধাওয়াকারীরা একজোট হতেই শোরগোল ভেসে এল সেখান থেকে। রীজ বুঝতে পারল আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় আছে তার হাতে। দালানের ভেতরে ঢুকবে কিনা এই সিদ্ধান্তটি নিতে যেটুকু সময় নষ্ট করে পেছনের ধাওয়াকারীরা। এমনকী, তার কাছে পিস্তল আছে কিনা এটা জানার ব্যাপারে ওরা ততটা আগ্রহী নয়।

ক্ষণিকের এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাল রীজ। রান্নাঘর পার হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু এরপরেও দম ফেলার জন্য থামতে পারল না সে। কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, 'পেছনের দিকটা দেখো।' সাথে সাথে বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে এল।

এবার টলোমলো পায়ে এগোল রীজ। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে সাথে বুকের বাঁ পাশে তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। বড় রাস্তার অন্ধকার অংশ দিয়ে এখন সে টলতে টলতে এগোচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অ্যারোর লোকেরা বুঝতে পারবে ও হোটেলে নেই। তখন ওরা আবার তার পিছু ধাওয়া করবে। আজ ওরা নাছোরবান্দা। শহরের প্রতিটা জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে। বোধহয় সোলানো শহরের কোন ঘরবাড়িই বাদ দেবে না। এখানে কোথাও তার লকানোর জায়গা নেই। এদিকে সে আর দৌড়াতেও পারছে না। হোঁচট খেলো

বইঘর.কম

রীজ। হাঁটু আর হাতের ওপর পড়ে গেল। কোনমতে দাঁত কামড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ করেই জায়গাটার কথা মনে পড়ল তার। হ্যাঁ, ওখানেই নিরাপদে থাকতে পারবে সে। অবশ্য যদি আদৌ পৌঁছুতে পারে সেখানে। হেনরী টম্পসনের প্রেয়সীর বাসায় কেউ তাকে খুঁজতে যাবে না।

পেছনে আবার হৈ-হুল্লোড় শোনা গেল। অন্ধকারে ভেতর দিয়ে অশ্বারোহীরা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ রীজ খেয়াল করল একটা স্যালুনের পেছনে একরাশ আবর্জনার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ঝট করে কতকগুলো খালি ব্যারেল আর বাক্সের আড়ালে আত্মগোপন করল ও। প্রথম দু'জন, তারপর একজন অশ্বারোহী চলে গেল তার পাশ কাটিয়ে। ওরা অদৃশ্য হতেই উঠে দাঁড়াল রীজ। এখন সে আর আশ্রয়ের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। হনহন করে সামনের দিকে হাঁটছে। এবার গাঢ় অন্ধকারের পর্দা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা নিশ্চয়ই শহরের অধিবাসীদের সবাইকে ঘরের ভেতর থাকতে বাধা করেছে। তবু জানালায় কৌতূহলী কোন মুখ থাকতে পারে। সাবধানে এগোতে হবে তাকে, ভাবল রীজ। কারণ এখন সে নিশ্চিত নয়, সোলানোর প্রত্যেকেই অ্যারো বিদ্বেষী কিনা।

অবশেষে যেন অনন্তকাল পর রীজ পৌঁছুল ওখানে। বাড়ির কোনা ঘুরে পেছনে গিয়ে খিড়কি দরজা খুঁজে পেল ও। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে শহরে কাউহ্যান্ডদের ছুটাছুটি এবং ক্রোধোন্মত্ত চিৎকার। এবার ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল রীজ, এবং অল্পক্ষণের ভেতর স্বাভাবিক হয়ে এল ওর শ্বাস-প্রশ্বাস।

'এখন আমি নিরাপদ।' আপনমনে বলল রীজ। একমাত্র হেনরী টম্পসন ছাড়া আর কেউ এই বাড়ির ভেতর ঢোকার সাহস করবে না। টম্পসন সম্ভবত নিজে এই অভিযানে অংশ নেয়নি। ওরা সোলানোর প্রতিটা ঘরে ঘরে তল্লাশী চালাতে পারে। কিন্তু এখানে ঢুকবার কথা ওদের মাথায় আসবে না।

অন্ধকারে হাতড়ে অবশেষে দরজার ছিটকিনি খুঁজে পেল রীজ। নিঃশব্দে ওটা নামিয়ে আনল সে, আলগোছে ধাক্কা দিয়ে কবাট খুলে রান্নাঘরে ঢুকল। সামনের একটা ঘর থেকে আলো ঠিকরে আসছে। কারও কণ্ঠস্বর বা মার্থার চলাফেরার শব্দ শুনতে পেল না রীজ। রান্নাঘর অতিক্রম করে এরপর ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ল ও। এখানে মোটামুটি আলো আছে তবে ওপাশের পার্লারের মত নয়। ডাইনিং রুমটা বেশ ছিমছাম, রুচিশীল। এখন পর্যন্ত মার্থার উপস্থিতির কোন আভাস পায়নি সে। মহিলার এই অস্বাভাবিক নীরবতা চাপ সৃষ্টি করল ওর স্নায়ুর ওপর। ওর অবস্থানের কথা রাস্তার সবাইকে জানিয়ে দেবার আগেই মহিলাকে তার বের করতে হবে খুঁজে।

নিঃসাড়ে পার্লারে চলে এল রীজ। তার ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে একটা মাঝারি আকারের পিয়ানো। কামরার চারপাশে একবার তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে। চেয়ার কিংবা সোফাতে কেউ নেই। ওধারের সিঁড়ির দিকে একবার তাকাল। ভাবল মার্থা নিশ্চয়ই দোতলায় রয়েছে। তারপর কামরার ভেতর আরও কয়েক পা এগোতেই পেছন থেকে ভেসে এল মহিলার কণ্ঠস্বর, 'স্থির হয়ে দাঁড়াও, রীজ। আমার হাতে পিস্তল আছে।'

Boighar.com

রীজ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। পিয়ানো আর দেয়ালের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মার্থা। ওর হাতে একটা ছোট্ট রিভলভার। রীজের মনে হলো এই বাসায় ও ঢুকবার পর থেকেই মহিলা এখানে অপেক্ষা করছে তার জন্য।

'দাঁড়াও!' মিনতি ঝরে পড়ল রীজের কণ্ঠে। 'প্লিজ–'

'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি, মিস্টার,' কঠিন সুরে বলল মার্থা।

'আমার যাবার আর কোন জায়গা ছিল না, মিসেস স্টুয়ার্ট।'

'তুমি নিশ্চয়ই আশা করোনি যে আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব,' মার্থার কথায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

'আমি ভেবেছিলাম–'

'না, রীজ।' ওকে থামিয়ে দিল মার্থা। 'তোমাকে কষ্ট করে মনে করিয়ে দিতে হবে না, আমি একজন মহিলা, আর একজন মেয়ে পুরুষের চেয়ে বেশি ক্ষমাশীল হয়। কিন্তু আমি সত্যিই দুঃখিত, রীজ। তোমার জন্য আমি সব হারাবার ঝুঁকি নিতে পারি না।'

রীজ এবার সত্যি সত্যিই অসহায় বোধ করল। 'ওরা আমাকে পেলে গুলি করবে জেনেও তুমি আমাকে বের করে দেবে, মিসেস স্টুয়ার্ট?'

'তোমাকে আমার জায়গায় চিন্তা করো একবার,' মার্থা বলল। 'এরকম পরিস্থিতিতে তুমি কী করতে?'

রীজ ওর চোখের দিকে তাকাল। সেখানে তার জন্য কোন আশার বাণী নেই। এবার সে ওর হাতের রিভলভারের দিকে তাকাল। ছোট্ট ব্যারেলের রিভলভারটা নিষ্কম্প হাতে ধরে আছে মহিলা। এবং জানে কীভাবে চালাতে হয় ওটা। বুকভরে শ্বাস টানল রীজ, যেন এখুনি ডুব দেবে গভীর পানিতে, তারপর তড়াক করে লাফ দিল মার্থার উদ্দেশে।

ওর পিস্তল ধরা হাতটা একপাশে ঠেলে দিল রীজ। একইসাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে মার্থা ছিটকে পড়ল পাশের দেয়ালে। ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ, চিৎকার করতে উদ্যত হলো। রীজ সাথে সাথে ডানহাতে ওর মুখ চেপে ধরে বাঁ হাতে মোচড় দিয়ে চেষ্টা করল রিভলভারটা কেড়ে নেবার। এতে আপাতত বন্ধ হলো ওর চিৎকার, কিন্তু মুখ থেকে বিদঘুটে একটা শব্দ বেরিয়ে এল। এবার ও ধস্তাধস্তি শুরু করল। দাঁত বসিয়ে দিল রীজের হাতে। আর রীজ দেয়ালে ঠেসে ধরল ওকে।

'দেখো, আমি তোমাকে কোন আঘাত দিতে চাই না,' গম্ভীর কণ্ঠে কথাটা বলে মার্থার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল সে।

তারপর শক্ত করে ওর মুখ চেপে ধরল যাতে ও আর চিৎকার করতে না পারে। তবু ধস্তাধস্তি চালিয়ে গেল মার্থা। ওর বন্য শক্তিতে রীতিমত বিস্মিত হলো রীজ।

মার্থা এবার রীজের বুকের ওপর ওর হাত দুটো রেখে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল। রীজ একটু পিছিয়ে যেতেই ও দৌড় দিল দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু মাঝপথেই ধরা পড়ল। রীজের হাত দুটো শক্ত করে টেনে ধরল ওর কোমর। সঙ্গে

বইঘর.কম

সঙ্গে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল মার্থা, আঘাত করল রীজের মুখে। নীরবে তা হজম করল রীজ। মার্থা যখন বুঝল জোর করে লাভ নেই তখন আত্মসমর্পণ করল বাধ্য হয়ে।

'ঠিক আছে, রীজ, তুমিই জিতলে।'

ওকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে রীজ ওর সামনে দাঁড়াল দৃঢ়পায়ে। 'তুমি চেষ্টা করেছ, মার্থা। টম্পসন তোমাকে দোষ দিতে পারবে না। আমার জন্য তোমাকে কিছুই হারাতে হবে না।'

'ঠিক আছে,' ঝাঁঝের সাথে বলল মার্থা। 'একবার তো বলেইছি, তুমিই জিতেছ।'

'আমি দুঃখিত।' রীজ আন্তরিক সুরে বলল, 'তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চাইনি।'

'সাধুপুরুষ,' বিদ্রূপ করল মার্থা। 'একজন ভবঘুরে সাধু।'

রীজ শ্রাগ করে ঘরের মাঝখানে রাখা টেবিলের কাছে চলে গেল। রিভলভারটা রেখে দিল ড্রয়ারে। তারপর টেবিল ল্যাম্পের শিখা কমিয়ে দিল। আধো আধো অন্ধকারে আবার মার্থার মুখোমুখি হলো সে। মার্থা তখন ওর অবিন্যস্ত বেশভূষা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল রীজ, পায়চারি করতে শুরু করল। ও টের পেল বাইরে দুজন অশ্বারোহী জোরে কথা বলতে বলতে অতিক্রম করল বাড়িটা। খানিক বাদে আরেকটা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। কান খাড়া করল রীজ, বুঝতে পারল অশ্বারোহী একাকী এগিয়ে আসছে।

অধৈর্য হয়ে উঠল মার্থা। 'এভাবে কতক্ষণ তোমার সাথে থাকতে হবে?'

এবার নিষ্ঠুর হলো রীজ। 'টম্পসন তোমার কাছে আসবার আগেই আমি বিদায় নেব।'

একটু চুপসে গেল মার্থা। 'আমার নিজের বাড়িতে আমাকে এভাবে বন্দীর মত বসে থাকতে হবে?'

একটুক্ষণ ভাবল রীজ। 'তোমাকে তা হলে কথা দিতে হবে, দরজা খুলে চিৎকার করবে না।'

'আমার ওয়াদা চাও?'

'হ্যাঁ, মিসেস স্টুয়ার্ট।' রীজ গম্ভীরস্বরে বলল।

খেপাটে হাসি হাসল মার্থা। বিদ্রূপ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। 'একজন খাঁটি ভদ্রলোক। আমাকেও তুমি একজন ভদ্রমহিলা বলে ঠাউরেছ। আবার অঙ্গীকারও করিয়ে নিতে চাইছ আমাকে দিয়ে। আমি—' হঠাৎ রীজের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মহিলা। 'আমি কি ভুল কিছু বলেছি?'

রীজ মাথা নাড়ল। 'না, তোমাকে অবিশ্বাস করছি ঠিক তা বলছি না। তবে এর আগে একজন মেয়েকে বিশ্বাস করে ঠকতে হয়েছে আমাকে, আমার গোটা জীবনটাই ওলটপালট হয়ে গেছে। নাহ্, এ অবস্থায় ঝুঁকি নেয়া আমার উচিত হবে না। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো।'

আর প্রতিবাদ করল না মার্থা। কিন্তু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রীজের দিকে, চোখে কৌতূহল।

Boighar.com

অস্থির ভঙ্গিতে ঘরময় পায়চারি করছে রীজ। ও জানে মার্থার কৌতূহলী চোখ অনুসরণ করছে ওকে। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল ও, এভাবে অপরিচিত একজন মহিলার সাথে একাকী রয়েছে ঘরে, জানালায় গিয়ে দাঁড়াল ও, বাইরে তাকাল। এইমাত্র একজন অশ্বারোহী বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কে এল···হেনরী?' মার্থা জিজ্ঞেস করল সতর্ক কণ্ঠে, উঠে এগিয়ে এল রীজের দিকে।

'না। ওর মেয়ে!' রীজ বলল চাপা গলায়।

'লিলি?' মার্থা অবাক। 'অসম্ভব। ও এখানে আসতেই পারে না।'

রীজ ঘুরে দাঁড়াল জানালা থেকে। একটু হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে ওকে।

'তোমার কথাই যদি ঠিক হয়ে থাকে, তা হলে এসেছে নির্ঘাত আমি এখানে আছি জেনেই। মেয়েটা স্মার্ট, মার্থা। বাইরের ওই গর্দভগুলোর চাইতে অনেক বেশি স্মার্ট।'

চকিতে সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল মার্থার চোখে। রীজ বুঝতে পারল না ও সত্যিই টম্পসনের মেয়েকে ভয় পায় কিনা। কিন্তু ততক্ষণে লিলি হালকা পায়ে বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়েছে। দরজায় ওর নক শোনা গেল একবার। তারপর আবার, জোরে জোরে। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল রীজ আর মার্থা। শেষমেশ আত্মসমর্পণ করল রীজ।

'ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও।'

'না।' সবেগে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মার্থা।

'যা বলছি করো!'

'ও তো চলেও যেতে পারে।' মার্থা বলল চাপা স্বরে।

রীজ ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে।

পাঁচ

রীজ ঠিকই বুঝেছিল। বেড়েই চলেছে বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। মার্থার দিকে তাকাল সে। অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্থা। অগত্যা দরজার কাছে এগিয়ে গেল রীজ, একটানে কবাট খুলে তিক্ত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে এসো। একমাত্র তুমিই আমাকে পেলে।' লিলি ভেতরে ঢুকতেই সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রীজ। 'কিন্তু ওই লোকগুলোর কয়েকজনকেও সাথে আনা উচিত ছিল তোমার। নিজেকে কী মনে করো তুমি, একা আমার সাথে পেরে উঠবে?'

ওকে উপেক্ষা করে মার্থার মুখোমুখি হলো লিলি। ওরা তাকিয়ে রইল একে অন্যের দিকে। একজনের দৃষ্টিতে ঘৃণা আর বিদ্বেষ, অন্যজনের অবজ্ঞা। সমস্ত ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

'মিসেস স্টুয়ার্ট,' অবশেষে লিলি বলল। 'এভাবে এখানে আসার জন্য আমি

বইঘর.কম

দুঃখিত। খুবই চিন্তার মধ্যে রয়েছি আমি, নইলে হয়তো আসতাম না।' মার্থা কিছু বলবার আগেই ও রীজের দিকে ফিরল। 'আমার ঘোড়া বাইরেই আছে। ওটা নিয়ে এই মুহূর্তে এই শহর, এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও তুমি।'

রীজ ওর দিকে তাকাল। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার সব লোককে আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আবার আমাকেই সুযোগ করে দিচ্ছ পালাবার?'

'সব কথা কি তোমাকে জানতেই হবে?' লিলি মুখিয়ে উঠল। 'কতক্ষণ তুমি এখানে নিরাপদ? আমি আন্দাজ করেছিলাম তুমি এখানেই আছ। তুমি বুদ্ধিমান, রীজ। কিন্তু তোমাকে আরও স্মার্ট হতে হবে। বাইরের ওরা জানে না, শহরের ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছ তুমি। কাজেই আর কোন প্রশ্ন করে সময় নষ্ট না করে তোমার এখনি রওনা হওয়া উচিত।'

অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। ওর নিরাপত্তার জন্য লিলির দুশ্চিন্তা দেখে রীজ বিস্মিত হলো। 'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। 'কিন্তু তার আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দাও।'

'রীজ, এরপরেও তুমি সময় নষ্ট করবে?' লিলি ধৈর্য হারাল।

'গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার আমার।' রীজ তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। 'তুমি আমার পেছনে ওদের লেলিয়ে দাওনি?'

'যদি একান্তই জানতে চাও, এর উত্তর—না।'

'তা হলে কাজটা নিশ্চয় তোমার বাবার?' রীজ সাথে সাথে প্রশ্ন করে বসল।

লিলি তার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। 'আমি তোমাকে হুমকি দিয়েছিলাম ঠিকই, তবে ওটা ছিল আমার রাগের কথা,' অবশেষে বলল ও। 'বাবাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছি আমি, পারিনি।'

'আমার হয়ে ওকালতি করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,' তিক্ত স্বরে বলল রীজ। 'কিন্তু আমার জন্যে হঠাৎ এতটা তুমি করতে গেলেই-বা কেন?'

ও দেখল লিলির সমস্ত শরীর কাঁপছে রাগে। 'ধন্যবাদটা তুমি আরও ভদ্রভাবে জানাতে পারতে।'

'দুঃখিত,' রীজ বলল। 'মনে হয় তাই করা উচিত ছিল।'

এবার শেষ সংযমটুকুও হারাল লিলি। 'তোমার ইচ্ছেটা কী, সময় থাকতে থাকতে যাবে এখান থেকে?'

রীজ মাথা ঝোঁকাল। ওর নিষ্ঠুর আচরণের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করল আবার। 'যাচ্ছি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' তারপর মার্থার দিকে ফিরল ও। 'তোমার বাড়িতে জোর করে ঢুকবার জন্যেও আমি দুঃখিত। আর তোমাকে বিরক্ত করব না।'

ওদের দিকে পেছন ফিরল রীজ, দরজাটা খুলল আস্তে করে। বাইরের রাস্তা একেবারে খালি। নিকষ কালো অন্ধকারে মোড়ানো।

লিলি পিছু নিল ওর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওর ঘোড়ায় ওঠা।

'তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না,' ওর পানে তাকিয়ে বলল রীজ।

'তার কোন দরকার নেই,' সরাসরি জবাব দিল লিলি। 'শুধু এটুকু জেনে

Boighar.com

রাখো, রীজ, তোমার প্রতি আমার কোন বিশেষ আকর্ষণ আছে বলে আমি তোমাকে সাহায্য করছি তা নয়। আসলে তুমি অবিচারের শিকার হয়েছ, তাই আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করছি তোমাকে।' আরও কাছে এগিয়ে এল ও। 'তো আর কথা নয়। চলতেই থাকবে তুমি অন্তত যতক্ষণ না এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে চলে যাচ্ছ।'

'শুধু ছুটে চলা ভাল নয়,' রীজ শান্তস্বরে বলল। 'আমার বোধহয় কোথাও লুকানো উচিত।'

'কিন্তু কোথায় লুকাবে?' লিলির গলা কেঁপে গেল, ঠিকই লক্ষ্য করল রীজ।

'কী দরকার তা শুনে?' রীজ হালকা গলায় বলল। 'তুমি কি আমাকে আরও সাহায্য করতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।' মেয়েটির কণ্ঠে দৃঢ়তা চমকে দিল রীজকে।

'লিভারী আস্তাবলে দুটো ঘোড়া রেখে এসেছি আমি,' রীজ প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল। 'সেখানে বাইরে ক্যাম্প করবার মত জিনিসপত্রও আছে। আমার ওগুলো দরকার। ওগুলো কন্টেলাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে তুমি?'

'পারব। কিন্তু তুমি ওখানে নিরাপদে থাকতে পারবে না, রীজ,' ওর গলায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'আমি ওদের সাথে থাকব না।' রীজ অভয় দিল ওকে। 'কন্টেলারা কেবল মালপত্রগুলো আমার কাছে নিয়ে যাবে।'

'তা হলে তুমি সেই কুখ্যাত জায়গায় যাবে? ওই ব্যারানকোসায়?' লিলির গলা এবার থমথমে শোনাল।

রীজ মাথা নাড়ল। 'আমি তোমাকে জানাতে চাইনি। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তুমি তারচেয়ে বেশি বুদ্ধিমতি। তোমাকে আমার বিশ্বাস করতেই হচ্ছে। এ ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই, লিলি। আশা করি তুমি এর মধ্যে তোমার মত পাল্টাবে না।'

কোন কথা বলল না লিলি। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও রীজ বুঝতে পারল ওর কথায় আঘাত পেয়েছে মেয়েটা। 'দুঃখিত, লিলি,' বলল সে। 'চলি। আবার হয়তো দেখা হবে।'

সোরেলটাকে ঘুরিয়ে ছোট রাস্তার শেষ প্রান্তের দিকে মুখ করে ছোটাল ও। শহরের শেষ প্রান্তে এসে একটু কমাল গতিবেগ। অন্ধকারে হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, 'এখানে, অ্যারো। এখানে কেউ লুকিয়ে আছে।' কোন জবাব না দিয়ে সামনের দিকে ঘোড়া ছোটাল রীজ।

হঠাৎ করেই ওর মনে হলো লিলি বোধহয় ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আরও সজাগ আর সচেতন হয়ে উঠল রীজ। যে কোন রকমের আকস্মিক হামলার জন্য তৈরি। কিছুদূর এগোবার পর সামনে একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল সে, অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোক। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল তাকে দেখে কিন্তু পরক্ষণে সামলে উঠে চিৎকার করে উঠল। একই সাথে ওর হাতের পিস্তলও কথা বলে উঠেছে। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল রীজ, লোকটি তাকেই গুলি করেছে, নাকি সিগনাল দিল অন্য কাউকে? সেও সাথে সাথে পিস্তল

বইঘর.কম

বের করে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল সামনের দিকে। কিন্তু ওর বুলেট আঘাত করল না কাউকে। অদেখা অশ্বারোহীর পালিয়ে যাবার শব্দ শুনতে পেল রীজ। ওর ঘোড়াও ইতিমধ্যে সামনের খোলা প্রান্তরের দিকে ছুটে চলেছে। হঠাৎ বাঁয়ে একজন লোককে দেখতে পেয়ে গুলি করল সে। ওর কানের পাশ দিয়েও একটা গুলি গরম ছ্যাঁকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রীজ ভেবেছিল লোকটা হয়তো শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু না, ঘোড়সওয়ার সোজা তার দিকেই ছুটে এল। এবার সে লাগাম টেনে ধরল শক্তহাতে। তারপর ধীরে সুস্থে গুলি করল। সাথে সাথে আর্তচিৎকার ভেসে এল একটা। রীজ দেখল, লোকটির হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেছে, এবং নিজেও জিন থেকে পড়ে যাচ্ছে। এবার পেছনে অসংখ্য অশ্বারোহীকে ছুটে আসতে দেখল রীজ। আর ঝুঁকি নিল না সে। স্পারের গুঁতো খেয়ে সোরেলটা উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে

রুক্ষ প্রান্তরে সূর্য যেন দয়া মায়া সব হারিয়ে ফেলে। গনগনে চোখে তাকিয়ে থাকে নীচের দিকে। যেন সবকিছু অজানা এক আক্রোশে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে। অন্যদিকে বালু আর পাহাড়ে প্রতিফলিত হয়ে এর তেজ বেড়ে যায় আরও। আশপাশের সবুজের শেষ চিহ্নটুকুও হারিয়ে যায় এর রোষানলে পড়ে। শুধুমাত্র এদিক-সেদিক কিছু কাঁটাগাছের ঝোপ আর মেসকিট অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে থাকে একাকী। যখন দমকা বাতাস বয়ে যায় মনে হয় যেন শয়তান নাচছে। সামনে ধু-ধু রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর। প্রচণ্ড রোদের তাপে রীজের চোখ ব্যথা করছিল। সামনেই বড়সড় একটা পাথরচাঁই দেখতে পেয়ে ওর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিল ও। একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলছে ওর ঠোঁটে। সহজে তাকানো যাচ্ছে না সামনের দিকে। তবু মাঝেমধ্যে দূরের পাহাড়ের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে ওকে। ওখানে ভি-আকৃতির ফাটল রয়েছে একটা। ওই পথেই কার্লোসের আসবার কথা।

প্রায় মধ্য-দুপুর। রীজ এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল। একবার তার আশঙ্কা হলো লিলি হয়তো ওর মত পাল্টে ফেলেছে। অথবা পথিমধ্যে হয়তো অ্যারোর লোকেরা ওর কাছ থেকে সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছে। এবং একই সাথে বুঝতে পেরেছে কোথায় যাচ্ছে লিলি কাজেই সবসময় সচেতন থাকতে হবে ওকে। কিন্তু কতক্ষণ? একসময় খিদেয় প্রায় আধমরা হয়ে পড়ল সে। বুঝতে পারল, যদি কার্লোস না আসে তবে ওকেই আবার যেতে হবে কন্টেলাদের র‍্যাঞ্চে। কন্টেলাদের ওখানে ওর যাওয়া ওদের জন্য রীতিমত বিপজ্জনক, ওর জন্যও বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ। ও চায় না ওর কারণে ওদের ওপর অত্যাচার করুক অ্যারোর লোকেরা। লিলিকে জিনিসপত্রগুলো ওখানে পৌঁছে দেবার কথা বলার জন্যে এখন ওর খারাপ লাগছে, মেয়েটিরও বিপদ হতে পারে। অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল রীজ—কার্লোস যদি সত্যি সত্যিই এখানে আসে তবে এটাই হবে ওর জন্য কন্টেলাদের শেষ উপকার।

আরেকটি দীর্ঘ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়াল রীজ। এবার রওনা দেবে সে। এমন সময় দূর পাহাড়ে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল তার চোখে। ছোট্ট একটা বিন্দু। আবার ভাল করে তাকাল। না, দুটো বিন্দু।

Boighar.com

দুজন অশ্বারোহী আসছে। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল তার। একজন অশ্বারোহী এবং তার সাথে আরেকটি প্যাক হর্স। নিশ্চয় কার্লোস! আনন্দে নেচে উঠল রীজের মন।

বিন্দু দুটো এবার পূর্ণ অবয়ব নিল একজন অশ্বারোহী, সাথে মালবাহী একটা ঘোড়া।

রীজ হাত নেড়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল। আর তাই দেখে অশ্বারোহীও দ্রুততর করল তার চলার গতি। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে মুহূর্তের জন্য অশ্বারোহীকে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে ফেলল সে। একটা বালুর গর্ত পেরিয়ে বড় একটা পাথরের ওপর চড়ল রীজ, দেখল ওর ঠিক সামনেই অশ্বারোহী। সবিস্ময়ে চমকে উঠল ও। ঘোড়ার ওপর বসা লোকটি কার্লোস নয়, লিলি টম্পসন। কাল রাতের পোশাকটাই পরে আছে অর্থাৎ টু-পীস রাইডিং স্কার্ট, তার ওপরে শার্ট। মাথায় পুরুষের হ্যাট। রীজকে দেখে লিলির ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। থামল সে কিন্তু সামনের লোকটির ভ্রূকুটি দেখে ওর সমস্ত উৎসাহ মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল।

রীজ একটু রেগে গেল। 'এসবের মানে কী?'

থতমত খেলো লিলি। 'আমি—আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম, জিনিসগুলো তোমার হাতেই পড়েছে।'

'কন্টেলাদের বিশ্বাস করা উচিত ছিল তোমার,' রীজ রুক্ষস্বরে বলল।

এবার লিলিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু এখানে আমি নিজে আসতে চেয়েছিলাম।'

এবার অবাক হবার পালা রীজের। 'কেন?'

তার স্পষ্ট কথায় চোখ নামিয়ে নিল লিলি, নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল 'আসলে আমিও এখন অবাক হচ্ছি।' এবার ও রীজের দিকে নিরাশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকাল 'আমার ঘোড়া কোথায়? ওটাতে চেপেই আমি ফিরে যাব।'

'আধ-মাইল দূরে আছে একটা ওয়াটার হোলের ধারে চরছে।' রীজ এগিয়ে গেল লিলির কাছে। 'মনে কোরো না আমি অকৃতজ্ঞ। আসলে আমি তোমাকে এখানে আশা করিনি।'

'এখন পর্যন্ত তো খারাপ কিছু ঘটেনি,' লিলি একরোখা গলায় বলল।

'তা ঠিক।' রীজ স্বীকার করল। 'কিন্তু, লিলি, তোমার বাবা যদি জানতে পারেন তুমি আমার পক্ষ নিয়েছ—'

'ঝগড়া হবে।' লিলি কথা শেষ করতে দিল না ওকে। তোমার জন্যে এরই মধ্যে একবার তাঁর সাথে তর্কাতর্কি হয়েছে আমার।'

'কাজটা তুমি ঠিক করোনি।' রীজ ম্লান হাসল।

'সম্ভবত তাই।' লিলি নামল ঘোড়া থেকে। 'কিন্তু নীরবে একটা অন্যায় আমি সহ্য করতে পারিনি। কাল রাতে যা বলেছিলাম, এখনও বলছি, রীজ, এজন্য আমাকে তোমার আরও ভদ্রভাবে ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

রীজ মাথা বোঁকাল। মৃদু হেসে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করল পরিবেশটাকে। 'এবং সেই সাথে তোমার নারীসুলভ আচরণের জন্য তোমাকে স্বাগত জানানো

বইঘর.কম

উচিত।' সে ওর ঘোড়ার লাগাম এবং প্যাক হর্সের দড়ি একসাথে বাঁধল। ওরা এবার হাঁটতে লাগল পাশাপাশি, নীরবে। এবড়োখেবড়ো জায়গায় চলতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাচ্ছে ওদের, মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধে আলতো ছোঁয়া আচ্ছন্ন করে ফেলছে দুজনের অনুভূতিকে। থেকে থেকে লিলির দিকে চোরা চাহনি হানছে রীজ। ওর সৌন্দর্য সত্যিই বিস্ময়কর। ওই মুখাবয়ব যে কোন পুরুষকেই কাছে টানবে। রীজ এরপর নিজের কথা ভাবল। সে এমন একজন লোক যার জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে ঘোড়ার পিঠে। সবিস্ময়ে ও লক্ষ করল, একজন ক্যাটল ব্যারনের মেয়ে হয়েও লিলি কত অনায়াসে ওর মত এক ভবঘুরের পাশাপাশি হাঁটছে। এবার লিলির মন বুঝতে সচেষ্ট হলো ও, এবং অবাক হলো। রীজের বিশ্বাস হয় না মেয়েটা সস্তাদরের। বরং এটাই সম্ভব যে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সে ভাল করে জানে, আর তা বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছে রীজের মাঝে। এবং সেই জন্যেই আপন করতে চাইছে ওকে। ওর ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে, ভাবল রীজ, মেয়েটার বাছাই নিঃসন্দেহে ভাল হয়নি। লিলি চেষ্টা করলে ওর চেয়ে যোগ্য জীবন সঙ্গী খুঁজে পেত।

পাথরে ঘেরা ওয়াটার হোলের কাছে সোরেলটা চরছিল। ওরা সেখানে এসে থামল। এখানে ছোট ছোট ঘাস আর কিছু ঘন ঝোপঝাড় বেড়ে উঠেছে। রীজ সোরেলটার জিন তুলে নিল।

'আজ ভোর থেকে পেটে কিছু পড়েনি।' লিলি তাকাল ওর মুখের দিকে। 'আমাকে ফেরত পাঠানোর আগে আমরা কিছু খেয়ে নিতে পারি না?'

রীজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বোঝার চেষ্টা করল ওকে। তারপর 'যা ভাল বোঝো' বলে লিলির ঘোড়াটার জিন খসাল। অন্য ঘোড়া থেকে প্যাক নামাল সে। এরপর কিছু শুকনো ডালপালা একত্র করে আগুন ধরাল। লিলিই রান্না করল—বীন, বেকন আর কফি। রীজ কাছেই একটা বড় পাথরে হেলান দিয়ে চুপচাপ দেখল সব। মেয়েটি ক্রমেই বেশি করে চমকে দিচ্ছে তাকে।

নিবু-নিবু আগুনের পাশে বসে খেলো ওরা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। কিন্তু তারপরও লিলির মাঝে চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রীজ সিগারেট রোল করে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার ভাবল ওকে নিয়ে। লিলি কি সত্যি বুঝতে পেরেছে নিজেকে, ভাবে ও চিনেছে ওকে। নাকি এখনও সেই একই যুক্তি দেখাবে মেয়েটা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অসহায় শিকারকে সাহায্য করতে এসেছে ও।

লিলি এবার হ্যাট খুলে সরিয়ে রাখল, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওর চুল। মুখটা হঠাৎ করে আরক্তিম হলো। কী এক অনুভূতি হঠাৎ করেই জেগে উঠল ওর মাঝে। জিনের ওপর মাথা রেখে রীজের দিকে তাকাল ও। 'তুমি এখানে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে, রীজ।'

'নাহ্, আমি আর নিঃসঙ্গ বোধ করি না,' রীজ বলল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে।

'কেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনী, অ্যারো,' রীজ নির্স্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিল। 'তোমার

Boighar.com

শুনতে ভাল লাগবে না।'

'আমাকে ও নামে ডাকবে না।' লিলি রেগে গেল। 'আমার একটা নাম আছে এবং তা তুমি জানো।'

'হ্যাঁ, জানি।' লিলির ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রীজ। 'আর সেই নামটা কোন কোন ক্ষেত্রে তোমার চেহারার সাথে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।'

'তাই?' লিলির রাগ উধাও হয়, কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও। 'কী দেখেছ তুমি আমার ভেতর?'

'সব মিলিয়ে তোমার তুলনা তুমিই। মনে হয় চারদিক আলো করে ফুটে রয়েছ।' আবেগে কেঁপে গেল রীজের গলা।

লিলি হাসল। আরও মিষ্টি, আরও আকর্ষণীয় দেখাল ওকে। 'তবে এই জন্যই কিন্তু আমার নাম লিলি হয়নি। এই নামের পেছনেও লম্বা এক ইতিহাস আছে। এবং তুমি শুনতে না চাইলেও আমি তোমাকে শোনাব।'

জবাবে স্মিত হাসল রীজ।

'তোমার এই হাসির অবশ্য অন্য একটা মানেও হয়,' একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল লিলি 'আমি যে তোমাকে বিরক্ত করে তুলতে পারি সে ব্যাপারে তুমি সচেতন নও।' এরপর লিলি ওর কাহিনী বলতে শুরু করে। ওর বাবা একজন ভাগ্যান্বেষী হিসেবে নিউ মেক্সিকো আসেন। তিনি দেখতে বেশ সুদর্শন আর রুচিশীল ছিলেন। একদিন সোলানোতে সুন্দরী একটি মেয়ে যখন চার্চে যাচ্ছিল তখন তার সাথে দেখা হয় ওঁর। একটা ঘোড়ারগাড়িতে বসেছিল মেয়েটি, সঙ্গে ছিল ওর বাবা আর গভর্নেস। ওর বাবার নাম লুই রোজারিও জমিদার ছিলেন তিনি, সম্ভ্রান্ত মান্দেলা পরিবারের বংশধর। অহঙ্কারী রগচটা মানুষ। পথে লোকজন টুপি খুলে কুর্নিশ করছিল তাঁকে। ওখানকার অ্যারো র‍্যাঞ্চটি তাঁর ছিল। তাঁর মেয়ের নাম মেলিনা, আমেরিকান ভাগ্যান্বেষীর দিকে তাকাল ও আর লোকটিও ওর দিকে। আর এভাবে জন্ম নিল এক বিরাট প্রেমের। সেই ভাগ্যান্বেষীও সেদিন চার্চে গিয়েছিল। আর এই লোকই হচ্ছে হেনরী টম্পসন।

লীজ নীরবে লিলির গলার ছন্দোবদ্ধ ওঠা-নামা শুনছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন গান শুনছে কোন মিষ্টি কণ্ঠে আর সেই গান এই বিরাট শূন্য প্রান্তরকে অলৌকিক এক অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলেছে। রীজ তার বুকের ভেতর একটা আলোড়ন অনুভব করল। এবং বুঝতে পারল এই অনুভূতি ধীরে ধীরে তার সমস্ত দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ছে।

লিলি বলে চলল কীভাবে একজন আমেরিকানের পক্ষে মান্দেলা বংশের একটি মেয়ের সাথে দেখা করা সম্ভব হয়েছিল। বলতে কি, গোটা ব্যাপারটাই ছিল অকল্পনীয়। তবু টম্পসন একটা উপায় বের করে নিলেন। রোজ রাতে মেলিনার সাথে দেখা করতে লাগলেন তিনি। অবশেষে একদিন তা রোজারিওর কাছে ধরা পড়ল। তিনি রেগে গেলেন, কিন্তু ঠাণ্ডা রাখলেন মাথা। মেয়েকে স্যান্তা ফে-তে তার এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এবারও টম্পসন ওকে খুঁজে বের করল। ওরা পরস্পরের সাথে দেখা করবার উপায় বের করে নিল একটা। কিন্তু বেশিদিন এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করা গেল না ওদের, পালিয়ে চলে

এল ডেনভারে। ওখানেই বিয়ে করল ওরা। বেশ কিছুদিন সুখেই কাটল ওদের। তারপর একদিন খবর এল লুই রোজারিও অ্যাপাচিদের হাতে খুন হয়েছেন।

'ওরা এবার অ্যারোর দিকে যাত্রা করল।' লিলি একটু থেমে শুরু করল আবার। 'ওই সময় ব্যাপারটা ছিল খুবই কঠিন, একে দুর্গম পথ, তার ওপর পদে পদে বিপদ। আমার মা তখন সন্তানসম্ভবা, পথেই তার সময় ঘনাল। আমি ট্রেইলের পাশে একটা ডোবার ধারে ভূমিষ্ঠ হলাম। আমার মাকে দেখাশোনা করবার জন্য তখন একজনমাত্র আয়া ছিল সাথে। তবু সবকিছুই ঠিকমত চলল। একসময় আয়াটি এসে শুভ খবরটা জানাল বাবাকে। যেহেতু আমার জন্ম ডোবার ধারে এবং ডোবাতেই জন্মায় লিলি ফুল, তাই তিনি আমার নাম রাখলেন, "লিলি।"'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেয়েটা। তারপর শুরু করল আবার। এবার ওর গলার স্বর অনেক পাল্টে গেল। 'আমার বয়স যখন চার মা মারা যান। তারপর থেকে শুধু বাবাকেই পেয়েছি। আমি তাকে ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি, পুজো করেছি। একমাত্র তুমি আসবার পরই দেখলাম তিনিও ভুল করতে পারেন।' এবার ও জিনের ওপর পাশ ফিরে রীজের চোখে সরাসরি তাকাল। কী যেন খুঁজল ওখানে। 'আমি কি তোমাকে বিরক্ত করছি, রীজ?'

রীজ হাসল মৃদু। 'না, লিলি। একেবারেই নয়।'

'তা হলে এবার তোমার কথা বলো আমাকে।' লিলির নারীসুলভ আদরে ফের উথালপাথাল হলো রীজের বুক।

'কী লাভ জেনে, বলো?' রীজ জিজ্ঞেস করল হালকা স্বরে।

'আমাকে তুমি কৌতূহলী করে তুলেছ,' বলল লিলি 'তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, এর আসল কারণ আমি নিজেও জানি না।' ওকে এবার একটু অন্যমনস্ক দেখাল।

রীজ সিগারেটটা নিক্ষেপ করল আগুনের মধ্যে। 'আমারটা অবশ্য অত সুন্দর কাহিনী নয়,' সাদামাঠা গলায় বলল সে, তারপর খুলে বলল ওর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। যখন শেষ হলো কাহিনী, রীজ ম্লান সুরে বলল, 'লিলি, তুমি এখন বাড়ি ফিরে যাও।'

লিলির চোখ তখন ছলছল করছে, গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে রীজের দিকে তাকাল ও 'তোমাকে এই কাহিনী বলতে বাধ্য করার জন্য আমি দুঃখিত। ঠিক আছে, রীজ, আমি এখন চলে যাচ্ছি।'

রীজ জিন চাপাল ওর সোরেলে। লিলি এসে তার হাত থেকে লাগামটা নিল। কোনরকম তাড়াহুড়োর ছাপ নেই ওর মাঝে, দেখে মনে হয় ও যেতে চাইছে না। রীজ জানে ওর একটা কথা বা হাতের ছোঁয়াই লিলিকে এখানে আঁধার নেমে আসা পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে। এবং হয়তো এর চাইতেও বেশি কিছু, যদি সে চায়। 'কেন নয়?' রীজ নিজেকে প্রশ্ন করল। 'ও তো এখনও মুক্ত পাখির মতই অবাধ। অন্য কোন পুরুষের কাছে ধরা পড়েনি।' কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজেকে সংযত করল সে, তার ফেলে-আসা-কষ্ট ভুলবার জন্য হাসল। 'এখানে আর ফিরে এসো না, লিলি।'

'কেন? ওর দিকে মুখ ফেরাল লিলি। 'তুমি কি এখানে থাকছ না?'

Boighar.com

'তুমি এখানে আবার আসো তা আমি চাই না,' গম্ভীর গলায় বলল রীজ।

'তুমি স্পষ্টতই একজন হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, রীজ। তোমার মনটা কঠিন পাথরে গড়া। আর তা গনগনে আগুনে শুধু জ্বলছে,' ভাবাবেগে বুজে এল লিলির গলা।

'লিলি, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না, এভাবে আমরা চলতে থাকলে আমাদের ভাগ্যে কী ঘটতে পারে,' শান্তস্বরে বলল রীজ। 'কিন্তু আমি জানি। সেজন্যই চাইছি না।' লিলি চকিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, চেহারায় অস্বস্তির ছাপ। রীজের চোখে সবই ধরা পড়ল। 'আসলে তোমার ভার নেবার মত সামর্থ্য আমার নেই।'

রীজের এই স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান রাগিয়ে তুলল লিলিকে। ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাতে চাপল সে। তারপর রীজের দিকে ফিরে তিক্তস্বরে বলল, 'আমি আর ফিরে আসব না, রীজ। আমাকে নিয়ে তোমার আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এতক্ষণ আমরা একসাথে ছিলাম। এই মুহূর্তে আমি চলে যাচ্ছি। অ্যারোর লোকেরা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছি।' ওর কাটা-কাটা কথাগুলো যেন চাবুকের বাড়ি মারল রীজকে। 'এখন থেকে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, রীজ। তোমাকে আর কোন দিন বিরক্ত করব না আমি।'

সশব্দে সোরেলকে আঘাত করল লিলি, দ্রুতগতিতে ছুটে চলল ব্যারানকোসার দুর্গম পথ পেরিয়ে। লিলির অবয়ব দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে রইল রীজ, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ, লিলি।' এরপর ক্যাম্পে ফিরে এল সে। সামনে দীর্ঘ, নির্জন আর একাকী রাত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

লিলি যখন র‍্যাঞ্চে পৌঁছাল তখন চারদিক আঁধারে ঢেকে গেছে। ওর রাগ ততক্ষণে পড়ে এসেছে। রীজকে ছেড়ে আসবার সময় ওর দুচোখ ভিজে উঠেছিল। ও আজ কেঁদেছে, একথা ভেবে নিজের কাছেই অবাক লাগছে লিলির। সেই ছোট্ট থাকতে কবে শেষ কেঁদেছিল মনে নেই ওর। এতদিন পর হঠাৎ আজ আবার কেন কেঁদেছে বুঝে উঠতে পারল না। তবে ওর মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারল লিলি।

উঠোন পেরোবার সময় বৃদ্ধ স্যাম ওর সামনে পড়ল। বাঙ্ক হাউসের দোরগোড়ায় বসে ও পাইপ টানছিল ও নীচে নেমে এসে কোরালের কাছে দাঁড়াল। 'নিজের ঘোড়া আর কক্ষনো কাউকে দেবে না।' লিলি স্যাডল থেকে নামতেই লাগাম ধরল ও।

স্যামকে আপাতদৃষ্টিতে বদমেজাজী মনে হয়। কিন্তু লিলি তাকে নরম মনের মানুষ বলেই জানে। স্যামের সাথে সাধারণত বিশেষ কথাবার্তা বলে না ও। কিন্তু আজ সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তাই বলল, 'ধন্যবাদ, স্যাম। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।' চলে যেতে উদ্যত হলো লিলি।

কিন্তু স্যামের পরবর্তী কথা থামিয়ে দিল ওকে। 'অনেক দূর থেকে এসেছ, না?'

লিলি ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমি কী বলতে চাও?'

বইঘর.কম

স্যাম চকিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। তারপর হাসল। 'কিছু না, মিস টম্পসন। আমি ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ হাঁটাব। তারপর এর শরীর ভাল করে দলাই-মলাই করে দেব। তোমার আরও যত্ন করা উচিত ঘোড়াটাকে।' পাইপটা হাতে নিয়ে মুছল স্যাম, থুতু ফেলল। 'ওরা এখনও রীজকে ধরতে পারেনি। ছেলেটা খুবই চালু।'

এবার সতর্ক হলো লিলি। 'হঠাৎ আমাকে এসব কথা বলছ কেন?'

'এমনি।' স্যাম জবাব দিল হালকাস্বরে। 'এই কথার কথা আরকী।'

'তোমার ধারণা, আমি কোথায় ছিলাম তা তুমি জানো, তাই না?' ঈষৎ উত্তেজিত হলো লিলি।

'এটা আমার দেখার ব্যাপার নয়, হানি।'

অস্বস্তিভরে ওর পানে তাকাল লিলি। স্যাম এমনিতে বাচাল। কিন্তু অহেতুক কোন কথা কখনও বলে না। 'তুমি কি কিছু বলতে চাইছ, স্যাম?' ওর গলা এবার নরম হয়ে এল।

স্যাম একটু ইতস্তত করল, গলা খাঁকারি দিল। 'আজ সকালে, শহরের আস্তাবলে বুড়ো টমের সাথে আমার কথা হয়েছে। ও বলেছে, তুমি দুটো ঘোড়া আর একটা ক্যাম্প আউটফিট নিয়ে গেছ।'

'টম বলেছে এসব!' লিলি এবার ভয়ানক রেগে গেল। 'ওকে আমি পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম ব্যাপারটা ভুলে যেতে। আর কাউকে বলেছে? তুমি বলেছ, স্যাম?' ওর গলায় উৎকণ্ঠা।

'না,' স্যাম শান্তস্বরে বলল। 'তুমি তো জানো, তোমার ব্যাপারে আমি বেশি কিছু বলি না। অবশ্য টমকে বলেছি, একথা আর কাউকে বললে ওর জিভ কেটে নেব। কিন্তু আমি যখন ঘরে ফিরি তখন র‍্যাঞ্চের অনেকেই শহরে ছিল। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই ভবঘুরেকে। কয়েকজন অবশ্য ফিরেও এসেছে। টম ওদের বলে থাকতে পারে। যদি তাই ঘটে থাকে তবে তোমার বাবা হয়তো এতক্ষণে তা শুনে থাকবেন। তাই ভাবলাম তোমাকে একটু সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

সহসা আবেগে আপ্লুত হলো লিলি। আঁকড়ে ধরল স্যামের দুহাত। 'সত্যি তুমি খুব ভাল, স্যাম।'

'রীজও তোমার জন্য উপযুক্ত হবে, হানি,' স্যাম বলল মৃদু হেসে।

'আমি ওকে আর দেখতে চাই না।' অকস্মাৎ কাঠিন্য প্রকাশ পেল লিলির কণ্ঠে। 'শুভরাত্রি, স্যাম,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও। তারপর বিরাট এডোবি হাউসের উঠোন পেরোতে পেরোতে ভাবল বাবার সামনাসামনি আজ না পড়লেই ভাল।

ছয়

হেনরী টম্পসন স্টাডিরুমেই ছিলেন। হলঘরের বাঁয়ের কামরাটাই স্টাডিরুম। বেশ প্রশস্ত। মান্দেলা পরিবারের আমল থেকেই এটার কথা জানে সবাই। টম্পসনের

Boighar.com

হাতে পড়ে আয়ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এর। স্টাডি পার হয়ে কিছুদূর এগোতেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। লিলি হলওয়ে হয়ে সন্তর্পণে এগোল সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু টম্পসন ওর অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি ওকে দেখতে পেয়ে গম্ভীরস্বরে ডাকলেন, 'লিলি, এখানে এসো। তোমার সাথে কথা আছে।'

ফিরে এসে স্টাডিতে ঢুকল লিলি। কামরার একপাশে পাথরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে অন্যদিকের দেয়ালে বইভর্তি কয়েকটা আলমারি। আরেকপাশে একটা আলমারিতে ইন্ডিয়ান রেলিক্স। অ্যারো র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান, ফ্রেড র‍্যাফায়েল একটা চেয়ারে দুদিকে পা ছড়িয়ে বসে আছে। ও দেখতে অনেকটা ইন্ডিয়ানদের মত। একটু চাপা স্বভাবের, কিন্তু মুখখানা সবসময় বিষাদে আচ্ছন্ন। লিলির দিকে তাকিয়ে মাথাটা আলতো ঝোঁকাল র‍্যাফায়েল। ওর ঠোঁটে হাতে বানানো একটা সিগারেট ঝুলছে। লিলি জবাব দিল ওর অভিবাদনের। এই র‍্যাঞ্চের অধিকাংশ লোকই গম্ভীর মুখে থাকতে ভালবাসে, ভাবল ও। লিলি তাকাল ওর বাবার দিকে। আজ তাঁকে যথেষ্ট সুস্থ দেখাচ্ছে, কিন্তু রাগে কুঁচকে আছে ভ্রূ।

'লিলি, কাল রাতে তুমি বাসায় ছিলে না,' টম্পসন জেরার ভঙ্গিতে বললেন।

'না, ছিলাম না, লিলি স্বীকার করল। 'শহরে একটা হোটেলে ছিলাম।'

'তুমি সূর্যোদয়ের আগেই শহর ত্যাগ করেছিলে।'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।' লিলি এখন বুঝতে পারল লিভারী আস্তাবলের বৃদ্ধ টম কথাটা স্যাম ছাড়াও আরও কারও কাছে বলেছে। 'আর কিছু বলবে, বাবা?'

টম্পসন একটা সিগার ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। জবাব দেয়ার জন্য যথেষ্ট সময় নিলেন তিনি। 'তুমি স্টারে ঘোড়া রাখোনি। একটা ভাড়া করা ঘোড়ায় চেপে মালামালসহ আরেকটা প্যাক হর্স নিয়ে গেছ। আমি জানতে চাই তুমি কোথায় গিয়েছিলে।'

'আমি দুঃখিত বাবা। সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল লিলি।

'তুমি ভেবেছ আমি জানি না?' টম্পসন গলা চড়ালেন সামান্য।

'আমার মনে হয় তুমি জানো, আমি রীজের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল লিলি।

'তারমানে তুমি অস্বীকার করছ না?' টম্পসন এবার সরাসরি আক্রমণ চালালেন।

লিলি মাথা নাড়ল। 'আমি তোমাকে মিথ্যে বলব না, বাবা। কিন্তু কোথায় ওর সাথে দেখা হয়েছিল তা বলতে পারব না।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল ও। 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, বাবা, ওর পেছনে লোক লেলিয়ে দিয়ে তুমি ভুল করেছ। আমি এ-ও বলেছিলাম, রীজের গুলি করা সম্বন্ধে ডেগার তোমাকে মিথ্যে বলেছে। আমি চাই না ও অ্যারোর লোকদের হাতে মারা পড়ুক।'

টম্পসন এবার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন, কিন্তু তার কথায় তা প্রকাশ পেল না। আরও খাদে নেমে গেল তাঁর গলার স্বর। আহতস্বরে তিনি বললেন, 'আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার আপন রক্ত-মাংস হয়েও আজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ।

বইঘর.কম

আমার মত তুমিও জানো, অ্যারো কাউকে আঘাত করলে তাকে পাল্টা আঘাত হানা হয়। এটা তোমার দাদুর সময়েও চালু ছিল। কাজেই, আমার যদি বুঝতে ভুলও হয়ে থাকে তবু প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। নতুবা অ্যারোর শত্রুরা ভাববে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং–'

'একজন অ্যারো ভুল করেছে এটা স্বীকার করার মধ্যে দুর্বলতার তো কিছু আমি দেখছি না,' লিলি বাধা দিয়ে বলল।

'তুমি এখনও সেই ভবঘুরের কথা বিশ্বাস করছ?'

'হ্যাঁ,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল লিলি। 'কারণ আমি জানি ডেগার মিথ্যা বলেছে।'

এবার রাগে ফেটে পড়লেন টম্পসন। লিলির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি সহ্য করব না এটা।' টেবিলের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারলেন তিনি। 'আমি চাই না আমার মেয়ে একজন ভবঘুরের সাথে নিজেকে জড়াক।'

লিলি ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল, বাবার সাথে ও আর তর্ক করতে চাইল না। ও দেখল র‍্যাফায়েল ওর বাবাকে কিছু বলতে চাইছে।

'এটা কোন সমস্যাই নয়, মি টম্পসন,' র‍্যাফায়েল বলল। 'আমরা ওকে খুঁজে বের করবই। ওর ট্রেইলে আমি চারজন দক্ষ লোককে লাগিয়ে দিয়েছি। আমার ধারণা ও ওর ঘোড়া আর মালামাল পেয়ে পশ্চিমে, আরিযোনার দিকে চলে গেছে। আমি লোকগুলোকে ওই দিকেই পাঠিয়েছি। ওকে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা ফিরবে না।' এতক্ষণ ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে ধরে কথা বলছিল র‍্যাফায়েল, এবার লিলির দিকে তাকাল আড়চোখে।

লিলি ওর মতলব ঠিকই বুঝতে পারল। র‍্যাফায়েল ওকে নিয়ে খেলতে চাইছে। ওকে চমকে দিতে চাইছে যাতে রীজের গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে সে।

মনে মনে হাসল লিলি, কিন্তু বাইরে র‍্যাফায়েলকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজের চেহারায় হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। ও দেখল র‍্যামরডের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে।

'তা হলে ও আরিযোনার দিকেই গেছে?' র‍্যাফায়েলের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল। 'আমি তাই অনুমান করেছিলাম।'

'তোমরা ওকে ধরতে পারবে না,' লিলি বলল দৃঢ়কণ্ঠে। 'তোমাদের পক্ষে ওকে ধরা অসম্ভব।'

'ওই ভবঘুরেকে ধরতে পারব না?' বিস্ময়ের ভান করল র‍্যাফায়েল।

'হ্যাঁ, তাই,' বলে ওর বাবার দিকে তাকাল লিলি এখন খারাপ লাগছে ওর। ওরা এর আগে কখনও তর্কাতর্কি করেনি এভাবে। ওদের এই ঝগড়া পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ক্রমশ অপরিচিত করে তুলেছে। 'আমি দুঃখিত, বাবা। অ্যারোর লোকেরা ভুল করেছে এটা ধরিয়ে দেবার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। তুমি কি আর কিছু বলবে?'

টম্পসন এমনভাবে তাকালেন যেন কিছু বলবেন। কিন্তু শেষমেশ সামলে নিলেন নিজেকে। 'আপাতত আর কিছু নয়। তবে রীজ ধরা না পড়া পর্যন্ত তুমি

Boighar.com

বাড়িতেই থাকবে।' এবার তিনি র‍্যাফায়েলের দিকে তাকালেন। নির্দেশ দিলেন ওকে, লিলি যাতে কোন ঘোড়া না পায়।

লিলির হঠাৎ মনে হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে সারাজীবনের জন্য বন্দী হলো ও। নিচুস্বরে 'শুভরাত্রি' বলে স্টাডি ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

দোতলায় উঠে নিজের কামরায় ঢুকল লিলি, আলো জ্বালল। কাপড় পাল্টাতে শুরু করল ও। তারপর কেবলমাত্র জামার বোতাম খুলেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। সিলিংয়ে আটকে রইল ওর চোখ। সুখ কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানে না সে, আবার পুরোপুরি অসুখীও তাকে বলা যাবে না। জীবনে এই প্রথম নিজেকে ওর ভীষণ নিঃসঙ্গ আর সর্বস্বান্ত মনে হলো। কাঁদতে চাইল সে, কিন্তু শেষপর্যন্ত সংযত করল নিজেকে। আজ রীজকে ছেড়ে আসবার পর ও কেঁদেছিল। কিন্তু আর নয়, আর ওই ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না সে। লিলির হঠাৎ করেই মনে হলো এবার ও নিজের কষ্টের কারণ বুঝতে পারবে।

একজন বিচারকের দৃষ্টিতে নিজেকে ও চুলচেরাভাবে বিশ্লেষণ করতে বসল। আজ সে যা করেছে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মেয়েই তা করতে পারবে না। একজন পুরুষের দিকে অযাচিতভাবে এগিয়ে গেছে ও। ধরাও দিয়েছে। লজ্জায় ওর গাল আরক্তিম হলো। রীজ ওর সম্বন্ধে কী ভাববে? নিশ্চয়ই নির্লজ্জ, সস্তাদরের মেয়ে ভেবেছে। আর ওর বাবাই বা কী ভাবছেন? অন্যদিকে আজকের ঘটনার জন্য র‍্যাফায়েল, স্যাম এবং মার্থার কাছেও ওর মাথা হেঁট হয়ে গেছে। লিলি বিশেষ করে মার্থার কথা ভেবে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। এটা তো ঠিক যে ও মার্থাকে আগের মত অবজ্ঞা করতে পারবে না।

তা হলে এর নামই কি প্রেম?

না। রীজের মত কোন লোককে ও কিছুতেই ভালবাসতে পারে না। তা হলে কী? হঠাৎ করেই লিলি স্তম্ভিত হয়ে গেল। যদি ও সত্যিই রীজকে ভালবেসে না থাকে তবে শুধুমাত্র দৈহিক আকর্ষণেই ও ব্যারানকোসা গিয়েছিল! কিন্তু ও তো সেরকমের মেয়ে নয়। এমনকী ওরকম হতেও চায়নি। নিজেকে খুব অসহায় আর চূর্ণদর্প মনে হলো ওর।

সোমবার ব্যারানকোসা গিয়েছিল লিলি। মঙ্গলবার পুরোটা দিন র‍্যাঞ্চে কাটিয়ে দিল। সময়ের দিকে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিয়েছে ও। সবসময় আশঙ্কা করছে খারাপ কোন ঘটনার, রীজের মৃত্যু সংবাদের। ওর বাবা বাকবোর্ডে চেপে বেরিয়ে গেছেন। সাথে দুজন অশ্বারোহী পাহাড় পর্যন্ত গেছে তাঁর সাথে। সেদিন বেশ কিছু লোকের আনাগোনা লক্ষ করল ও। কয়েকজন নতুন ঘোড়ার জন্য ফিরে এল। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে চলে গেল আবার। স্যাম পায়চারি করছে। কিন্তু লিলি জানে, স্যামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে ও কোন ঘোড়া না পায়। ও আরও জানে ডেগার বাঙ্কহাউসে আহত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। ডেগার না হয়ে অন্য কেউ হলে ও তাকে দেখতে যেত। সাথে হয়তো কিছু বই অথবা রান্নাঘর থেকে বিশেষ কোন খাবার নিত। কিন্তু ডেগারের জন্য ওর মনে কোনরকম সহানুভূতি জাগল না।

বইঘর.কম

বিকালে কামারশালার সামনে দিয়ে যাচ্ছে লিলি, হঠাৎ খেয়াল করল স্যাম ওখানে নাল পরাচ্ছে একটা ঘোড়ার পায়ে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলল না স্যাম। তারপর পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরাল ও। 'আমি বোধহয় বুড়ো হয়ে গেছি, লিলি,' সখেদে বলল স্যাম। 'ওরা সবাই বেরিয়ে গেল। অথচ তোমার পাহারায় আমাকে রেখে গেল যাতে তুমি ঘোড়ায় চড়তে না পারো।'

জবাবে লিলি শুধু ম্লান হাসল।

'আমি রাউন্ড আপ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকার সময় যেদিন রীজ এল সেদিন থেকেই আমার পতনের শুরু। ভবঘুরের পক্ষ নেয়াতে মি. টম্পসন আমাকে ভাল চোখে দেখেননি। তিনি ভেবেছেন আমি নরম হয়ে গেছি। বোধহয় তাই।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বুড়ো।

'শুধু শুধু এনিয়ে দুঃখ কোরো না, স্যাম।' লিলি ওকে সান্ত্বনা দিল। 'অ্যারোর ওপর ভরসা রাখো। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কারও হাত এখানে কখনও পোড়ানো হয় না। যখনি কাউকে এখানে কাজ দেয়া হয় সে তখন এই আউফিটেরই একজন হয়ে যায়।' ও এবার স্যামের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর তুমি তো এখানে অনেকদিন ধরে আছ।'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্যাম। 'একসময় এটা সহজ সরল একটা আউটফিট ছিল। আর আজ দাঙ্গাবাজ আউটফিটে পরিণত হয়েছে। সময়ের সাথে মানুষও পাল্টে যাচ্ছে। তোমার বাবাও।'

লিলি ভ্রূকুটি করল। ও এবার ওর বাবার পক্ষে দাঁড়াল। 'একটা সময় গেছে যখন অ্যারো খুব বড় আর গুরুত্বপূর্ণ র‍্যাঞ্চ ছিল, তাই তখন কেউ আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। অবশ্য অ্যাপাচিদের কথা আলাদা। ওরা এখন আর নেই। কিন্তু অন্যান্য মানুষ রয়ে গেছে যারা কারও ভালই দেখতে পারে না, ঈর্ষা করে। আর ঈর্ষা থেকে আসে ঘৃণা। আজকাল সবাই অ্যারোকে ঘৃণা করে, স্যাম। আর এজন্যই বাবা কঠোর হয়েছেন। একবার ওঁর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো–তা হলেই বুঝতে পারবে সব।'

স্যাম মাথা দোলাল। 'তার দরকার নেই। একজন মানুষকে নানাভাবে বিচার করা যায়। ওই ভবঘুরের কথাই ধরো না। কোন সন্দেহ নেই ও অ্যারোর একটা ঘোড়া নিয়েছিল। কিন্তু এর বদলে সে কাজ করতে চেয়েছিল।' নিজের বুকে পাইপ ঠুকে স্যাম এবার লিলির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'এই বুড়োর কথা মনে রেখো, লক্ষ্মী মেয়ে। রীজকে চাবুকপেটা করবার দিন থেকেই অ্যারোর দুর্দিন শুরু হয়ে গেছে।'

'তুমি কি মনে করো ও আরও ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে?' লিলির গলা কেঁপে গেল।

'অবশ্যই।' স্যাম দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে আমি তা অনুভব করছি।'

হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল লিলির সারা শরীরে। এখন ও বুঝতে পারল কেন রীজ ওকে সেদিন কাছে টেনে নেয়নি। কেন ওর ওপর কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। রীজ এখনও অ্যারোর ওপর প্রতিশোধ নিতে

Boighar.com

বদ্ধপরিকর। ওর বিরুদ্ধে অ্যারোর লোকজনকে লেলিয়ে দেবার পর ও উপলব্ধি করেছিল, এই মুহূর্তে এই আউটফিটের সাথে কোনরকম সংঘর্ষে যাওয়া হবে নির্বুদ্ধিতার সামিল। লিলি অবশ্য এখনও ততটা নিশ্চিত নয় এব্যাপারে। তবে স্যামের বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে ওর। স্যাম যখন বলছে রীজ অত সহজে অ্যারোকে ছেড়ে দেবে না তখন সামনে নিশ্চয়ই আরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে ওদের।

স্যাম ওকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল। 'ও কোথায় লুকিয়ে আছে তা যদি বলো তা হলে এখনও হয়তো একটা কিছু করা যায়, মা।'

'আমি–আমি পারব না।' লিলি সজোরে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ।

'তা হলে তুমি তোমার পক্ষ বেছে নিয়েছ?' ম্লান হাসল স্যাম।

'পক্ষ?' চকিতে স্যামের দিকে তাকাল লিলি। 'তুমি কোন্ পক্ষের কথা বলছ, স্যাম?'

স্যাম কোন প্রয়োজন বোধ করল না এই কথার জবাব দেয়ার। লিলি নিজেই তা জানে পক্ষটা হচ্ছে অ্যারো র‍্যাঞ্চ আর রীজের মধ্যে। লিলি শেষেরজনকেই বেছে নিয়েছে।

একাকী, জোড়ায়-জোড়ায় নয়তো দলবেঁধে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত লোকগুলো এল, গেল, কিন্তু রাতে লিলির বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত ওর বাবা ফিরে এলেন না। ও ধরে নিল উনি সোলানোতে মার্থার সাথে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে ও আর বেশি ভাবতে চাইল না। মাঝরাতে একটা ওয়াগনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। লিলি বুঝল ওর বাবা ফিরে এসেছেন। খোলা জানালা দিয়ে তার গলার আওয়াজ ভেসে এল। তিনি ওয়াগন চালকের সাথে জোরে জোরে কথা বলছেন। লিলি বুঝল ওর বাবা আজ মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করে এসেছেন। ভোরে যখন আবার ঘুম ভাঙল ওর তখন একদল মানুষ আর ঘোড়ার শব্দ ভেসে এল উঠোন থেকে। রীজ সকালে ঘুম ভেঙে এই শব্দ শোনে লিলি, কিন্তু আজ বিশেষ কয়েকটা কারণ টেনে নিয়ে গেল ওকে জানালার কাছে।

একদল কাউবয় র‍্যাঞ্চের দৈনন্দিন কাজে বেরিয়েছে। দ্বিতীয় একদল কোরালের কাছে এইমাত্র ঘোড়ায় চড়েছে। ওরা র‍্যাফায়েলের জন্য অপেক্ষা করছে। ও র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সম্ভবত ওখানে ওর বাবার সাথে আলোচনা করছিল সে। 'চলো, যাওয়া যাক' বলে র‍্যামরড জিনে চেপে বসল। ওর দুপাশে আটজনের একটা বিরাট দল। পেছনে নবমজন দুটো প্যাক হর্স নিয়ে তৈরি। লিলি জানে র‍্যাঞ্চের কাজে সাধারণত প্যাক হর্সের দরকার পড়ে না। এর অর্থ, এই দল র‍্যাঞ্চের নৈমিত্তিক কোন কাজ নয়–অন্য কোথাও যাচ্ছে। তা ছাড়া অন্যদিন চাক ওয়াগন সাথে নেয় ওরা। আজ তাও নেয়নি। লিলি ওদের গমনপথের দিকে তাকাল। ওরা পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। এবং ব্যারানকোসা ওদিকেই।

দ্রুত পোশাক পালটে নিয়ে নীচে নেমে এল লিলি। স্টাডিরুমে ওর বাবাকে দেখতে পেল। একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন তিনি। সিগার ধরাচ্ছেন। তার

বইঘর.কম

চেহারায় এক ধরনের আত্মতুষ্টির ভাব লিলিকে সচকিত করে তুলল। বাইরে গিয়ে স্যামের খোঁজ করল ও। সম্ভম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'সবকিছু এখন তুমি সহজভাবে গ্রহণ করো, লিলি।' স্যাম ওকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। 'ও কোথায় লুকিয়ে আছে জানলেই যে ওরা ওকে ওদের গুলির রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে এমন ভাববার কোন কারণ নেই।'

'ওরা কীভাবে জানতে পেল, স্যাম?' প্রায় ভেঙে পড়ল লিলি।

'উইলো নামে এক হতচ্ছাড়া বলে দিয়েছে।' স্যামের কণ্ঠে ক্ষোভ চাপা থাকল না।

'উইলো?' লিলি একটু বিস্মিত হলো। নামটা এর আগে ও শোনেনি।

'হ্যাঁ।' এবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যাম। 'ওই শয়তান সোলানোর একটা অভিশাপ–একটা শনি।'

'কিন্তু রীজ যে র‍্যারানকোসায় আছে তা ও জানল কীভাবে?'

স্যাম শ্রাগ করল। 'যত খুশি প্রশ্ন করতে পারো আমাকে'–লিলির অস্থিরতা চোখ এড়াল না ওর–কিন্তু তাই বলে ভেবো না, ঘোড়ায় চড়ে এখনি ছুটে গিয়ে সাবধান করে দেবে ওকে। আজ সকালেও আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি তোমাকে ঘোড়ায় চড়তে দৈব না। স্যাম বিমর্ষ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'আমি দুঃখিত, হানি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। এই অবস্থায় চাকরি হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না। আমি অন্য কোন পথও খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি–' অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল স্যাম। তারপর আস্তে আস্তে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

মরাটে দেখাল লিলিকে।

সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর কাজ হচ্ছে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করা। নিক ভিক্টর ভালই বোঝে ব্যবসাটা। বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ও অফিস চালায়। কিন্তু আজ ওকে একটু অস্থির দেখাচ্ছিল। ঘরময় অনবরত পায়চারি করছিল সে। তারপর একসময় আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর সোনালি চুলে কয়েকটা পাকা চুল উঁকি মারছে। 'তুমি আর যুবক নও, নিক।' নিজেকে ও বলল। সাথে সাথে ওর অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল।

ভিক্টর এমনিতে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে ভালবাসে। প্রথমে একটা লক্ষ্যস্থির করে সে, তারপর সেই অনুযায়ী প্রয়োজনমাফিক পরিকল্পনা করে, এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যায় ঈপ্সিত ফল আহরণ করতে। এখন পায়চারি করতে করতে ও অনুভব করল সেই লক্ষ্যের দিকে ওর ধৈর্য আরও কত গভীরে প্রসারিত হয়েছে।

রাস্তার দিকে মুখ করা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল ভিক্টর। দেখল থাস্টি এদিকেই আসছে। ছোট ছোট পায়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ছুটে আসছে সে। ভিক্টর গভীর প্রশান্তির সাথে লক্ষ করল ওকে। 'আর কিছুদিনের মধ্যেই ওর প্রয়োজন' ফুরিয়ে যাবে,' বিড়বিড় করে আপনমনে বলল ভিক্টর, থাস্টিকে ও এমন এক সময় সাথে নিয়েছিল যখন ওর শনির দশা চলছে। ওর পকেট ছিল একেবারে শূন্য। আশার বেলুন চুপসে গেছে অনেক আগেই। থাস্টির কাছে কিছু টাকা-পয়সা ছিল।

Boighar.com

আর ও তা কোন লাভজনক ব্যবসাতে খাটাতে চাইছিল। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। এখনও ভিক্টরের মাধ্যমে অ্যারো র‍্যাঞ্চের মাঝে ওর স্বপ্নের কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছে।

রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে খোলা দরজা-পথে ঘরে ঢুকল থার্স্টি। 'ও আসছে, নিক,' উত্তেজনায় কেঁপে গেল ওর গলা।

ভিক্টর পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল। রাস্তা দিয়ে উইলো ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। লোকটা দেখতে ছোটখাট, পরনে কাকতাড়ুয়ার মত পোশাক। ঘোড়া থেকে নেমে প্যান্টটা টেনে টুনে ঠিক করল ও। তারপর অলসভঙ্গিতে ধীরে-সুস্থে পা রাখল ভেতরে।

ভিক্টর সরাসরি প্রশ্ন করল, 'সব ঠিকঠাক আছে তো, উইলো?'

'বিলকুল ঠিক।' টেনে টেনে জবাব দিল উইলো। 'তোমার কথামত আমি র‍্যাফায়েলকে বলেছি, রীজ ব্যারানকোসায় লুকিয়ে আছে। ও আমাকে এরপর ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গেল। টম্পসন ঘুম থেকে উঠে আসল। আমি এবার তাকে সব খুলে বললাম। এজন্য সে আমাকে দশ ডলার বকশিশ দিল।' উইলো হেসে কষাটে চাপড় মারল একটা।

'তারপর?' ভিক্টর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'সেসময় অ্যারোর লোকেরা নাস্তা করছিল। টম্পসন আর র‍্যাফায়েল রান্নাঘরের দিকে গেল। আমি এদিকে ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়লাম। তারপর তোমার কথামত ওদের ওপর নজর রাখলাম। ছয়জন অ্যারো দৈনন্দিন কাজে উত্তর দিকে চলে গেল। এরপর দুটি প্যাকহর্সসহ এক বিরাট দল পশ্চিমে যাত্রা করল। ওরা ব্যারানকোসার দিকেই ঘোড়া ছুটিয়েছে।'

'দ্বিতীয়দলে মোট কজন ছিল, উইলো?' ভিক্টর এবার গম্ভীর হলো।

'নয়জন। ওদের মাঝে র‍্যাফায়েলও রয়েছে।'

'আর টম্পসন?'

'সে বাড়িতেই রয়ে গেছে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ভিক্টর। 'র‍্যাফায়েল সোমবার সকালে আরিযোনার দিকে চারজনকে পাঠিয়েছে। ওরা এখনও ফিরে আসেনি।' ওকে এবার বেশ চিন্তান্বিত দেখাল। 'নয়জন গেছে ব্যারানকোসার দিকে। ছয়জন র‍্যাঞ্চের কাজে ব্যস্ত। ডেগার বিছানায়। আর সেদিন সন্ধ্যায় রীজ যাকে গুলি করেছিল ও এখন হোটেলে আহত অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে অ্যারোর অধিকাংশ লোকই এখন বাইরে এবং দুজন অকেজো।' এবার ওর চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল।

'র‍্যাঞ্চের ওই ছয়জনকে নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছি, নিক।' ঘামে-ভেজার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

ভিক্টর মৃদু হাসল। 'মাত্র ছয়জন লোক লংফেলোকে ঠেকাতে পারবে না।' এবার ও উইলোর দিকে ফিরল। 'এক্ষুণি লংফেলোকে গিয়ে বলো ওর কাজ শুরু করে দিতে। ওকে আরও বলো, ওর সামনে এখন অ্যারোর গেট খোলা।'

উইলো চলে যাবার পর ভিক্টর সন্তুষ্টির হাসি হাসল। কিন্তু থার্স্টির উদ্দেশে নয়, নিজের কথা ভেবে।

বইঘর.কম

সাত

রীজ হাসছে, বেশ কিছুক্ষণ ধরেই হাসছে। এবার হাসিটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। একটা পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে সে। দুদিন আগে ওই পথেই লিলি এসেছিল। আর আজ ওই ভি-আকৃতির পথে সে এগারোটি বিন্দু দেখতে পেল। 'ওরা এতক্ষণে আসছে!' বিড়বিড় করে বলল রীজ। তারপর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

অবাক হয়নি সে। বরং আশা করছিল আজ হোক, কাল হোক, অ্যারোর লোকেরা তাকে এই দুর্গম এলাকায় খুঁজতে আসবেই। আর এখন ওরা বাস্তব সত্যের মতই এগিয়ে আসছে। এগারোটি বিন্দু তার দিকে ক্রল করে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ওদের সঙ্গে দু-তিনটি প্যাকহর্সও থাকতে পারে। তবু ওদের এই বিরাট বাহিনী ব্যারানকোসাতে এক ধরনের যুদ্ধের আমেজ এনে দিয়েছে।

রীজ অপেক্ষা করে। কয়েক মিনিট পরে সে দেখল, দলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা দল পশ্চিমের পথে এগোতে লাগল। অন্য দলটা উত্তর দিকে। 'স্মার্ট,' বিড়বিড় করে বলল রীজ। 'যথেষ্ট স্মার্ট।' এবার নিজের ঘোড়াটাকে টেনে আনল ও। তারপর স্যাডলে চেপে পশ্চিমের ওয়াটার হোল লাগোয়া তার ক্যাম্পের দিকে ছুটে চলল। গনগনে সূর্য তখন মাঝ আকাশ পেরিয়ে গেছে।

ঝটপট ক্যাম্প গুটিয়ে প্যাকহর্সসহ উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করল রীজ। ঘণ্টা দুয়েক একনাগাড়ে চলল সে। পথে কোথাও অ্যারো র‍্যাঞ্চের কারও দেখা মিলল না। এর ফলে এক ধরনের অস্বস্তিতে পড়ে গেল ও। তার লক্ষ্য সামনের উঁচু পাহাড়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওটার শিখরে পৌঁছে গেল সে একটু ঝুঁকে সামনে তাকাল। দু'এক মিনিটের মধ্যে কোন নড়াচড়া তার চোখে পড়ল না। তারপর অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই পুবদিকে তিনজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। একটা গুহামত জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ওরা উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটল। অল্পক্ষণের ভেতর বেশ কিছু বড় বড় পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা। সম্ভবত উত্তরে যে দলটা গেছে এরা তাদেরই অংশ, ভাবল রীজ। এবং কোন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে।

অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকদের গতিবিধি রীজকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। এবার সে এর একটা গ্রহণযোগ্য জবাব খুঁজে বের করবার চেষ্টা করল। অ্যারোর দু-একজন হয়তো ব্যারানকোসা চেনে। ওয়াটার হোলগুলোর অবস্থান জানে। সুতরাং গোটা দলটা কয়েকটা ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি সম্ভাব্য পানির অবস্থানের দিকে এগোচ্ছে। যেহেতু এখানে অল্পসংখ্যক ওয়াটার হোল রয়েছে, ওরা সব কটি আগলাতে পারবে। ফলে কোনরকম শক্ত চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ওরা বাগে আনতে পারবে তাকে। কোন শক্ত খেলার এটাই সহজ রাস্তা। রীজ নিশ্চিত, অ্যারোর কেউ বেশ বিচক্ষণতার সাথে মাথা খাটাচ্ছে নিজের।

যে তিনজনকে একট আগে দেখা গিয়েছিল ওরা পাহাড় ছেড়ে যায়নি।

Boighar.com

রীজের বদ্ধমূল ধারণা হলো, ওরা কোন পাথরের পেছনে ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে নিজেরাও বসেছে সিগারেট খেতে। খেলার শুরুতেই প্রতিপক্ষ তার এত কাছাকাছি থাকুক এটা সে চায় না। সে ওদের কাছ থেকে এগিয়ে থাকতে চায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা শুভ সূচনা চায়। এরপর অন্ধকার তো অপেক্ষা করছেই তাকে সাহায্য করবার জন্য।

রীজ আপনমনে তর্ক করল কিছুক্ষণ। তারপর পালা করে উত্তরের ঢালু পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের ওপর চোখ বুলাল। যে পাথরের আড়ালে লোক তিনজন আশ্রয় নিয়েছে এবার সেদিকে তাকাল সে। জায়গাটা দেখতে বিরাট একটা গোরস্থানের মত। ছোট-বড় অনেক পাথর বেশ কয়েক একর জমির ওপর এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এবার সে প্যাক হর্সটা টেনে এনে অন্য ঘোড়াটার সাথে জুড়ে দিল। তারপর উইনচেস্টারটা টেনে বের করল। ওদের দেখার আগে ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে। তারপর প্রশস্ত একটা পাথরের কোনা ঘুরে হঠাৎ করে মুখোমুখি হলো ওদের।

তিনজন লোক ঘোড়া থেকে নেমে আয়েস করে বসে সিগারেট টানছে আর কোন একটা বিষয় নিয়ে নিষ্ফল তর্কাতর্কি করছে নিজেদের মধ্যে। দুজন বসে আছে বুটের ওপর ভর দিয়ে। তৃতীয়জন বসেছে পা ছড়িয়ে। ওদের পিঠ তার দিকে ফেরানো।

ঘোরা থামাল রীজ। তারপর লাগাম ফেলে দিয়ে রাইফেল হাতে নিয়ে ওদের সবাইকে কভার করল। 'খবরদার, কেউ নড়বে না!'

ওর আচমকা উপস্থিতিতে চমকে গেল তিন শত্রু। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল তার দিকে। একজন চিৎকার করে উঠল। ওদের মুখ রীজের দিকে ফেরানো অবস্থাতেই ওরা উঠে দাঁড়াতে গেল।

ওদের সতর্ক করল রীজ। 'সাবধান,' বলে রাইফেল কক্ করল।

এত কাছ থেকে অত্যন্ত জোরাল শোনাল সেই আওয়াজ। সযত্নে উইনচেস্টারের চেম্বারে একটা কার্টিজ ঢুকিয়ে মাঝের লোকটির বুকের দিকে লক্ষ্য স্থির করল রীজ। লোকটি মেক্সিক্যান, নাম ইমানুয়েল ওর পাশে হার্ডি। তৃতীয়জনকে এর আগে কখনও দেখেনি সে। ইমানুয়েল স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলে মাথার ওপর তুলল দুহাত। হার্ডি তখনও ওর সিগারেট ফেলে দেয়নি। এবার ও সিগারেটটা ঠোঁটের চারপাশে ঘুরিয়ে আনল। তরুণ ছেলেটির হাত পিস্তলের ওপর। ওর চোখের বন্যদৃষ্টি দেখেই রীজ বুঝল ছেলেটির হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়েছে।

'হার্ডি, ওকে হাত তুলতে বলো,' শান্তস্বরে বলল রীজ।

'বান্টি, তুমি ওর কথা শুনেছ।' হার্ডি সতর্ক করল তার সঙ্গীকে।

গলা চড়িয়ে খিস্তি করল বান্টি, বলল, 'আমি পিস্তল দিয়েই রাইফেলের মোকাবেলা করতে পারি যে কোন সময়ে।' হার্ডি এবার ওর মুখে একটা ঘুসি মারল। ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটি। হার্ডি ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে দূরে ফেলে দিল।

'তুমিও বন্ধু ওর মত তোমার পিস্তল ফেলে দাও। এবং ইমানুয়েল, তুমিও।'

বইঘর.কম

রীজের কণ্ঠ আগের মতই শান্ত।

হার্ডি কোন প্রতিবাদ ছাড়াই রীজের আদেশ পালন করল। ওর মুখে তখনও সিগারেট ঝুলছে। 'এরপর কী করব, রীজ?'

'হাঁটা শুরু করো। এই পাথুরে এলাকা ছেড়ে চলে যাও।'

'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ না?' হার্ডির গলায় অবিশ্বাস।

'হয় হাঁটো, নইলে গুলি খাবে।' রীজ এবার গম্ভীর।

ম্লান হাসল হার্ডি। 'ঠিক আছে, রীজ। তুমি-ই এখন টপ ডগ।' ও রান্টিকে টেনে তুলল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রীজের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটা। 'তুমি ওর কথা শুনেছ, রান্টি,' কঠিন গলায় বলল হার্ডি।

ছেলেটা অভিশাপ দিল রীজকে। তারপর রীজের দিকে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল তিনজন। ওদের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে, রাইফেল না ঘুরিয়ে ঘোড়াসমেত খাড়া পাথরের কিনারে চলে গেল রীজ, পাথুরে প্রান্তরের শেষ সীমানা অবধি ওদেরকে অনুসরণ করল তার দৃষ্টি, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের আর ফিরে আসবার দরকার নেই। তোমাদের ঘোড়াগুলো আমার কাছেই থাকছে।'

হার্ডি এদিকে ফিরল। 'অ্যারোদের এটাই নিয়ম, রীজ। তোমাকে না ধরা পর্যন্ত আমরা থামব না। দরকার হলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব। আর ব্যারানকোসা এতবড় জায়গা না যে তোমাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখবে। আমাদের অধিকাংশেরই কোন বিদ্বেষ নেই তোমার বিরুদ্ধে। আমরা শুধু হুকুম তামিল করছি।'

'আমি তা জানি, হার্ডি,' রীজ নরম গলায় জবাব দিল।

'আমি তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই, রীজ।'

'শুনছি। বলে যাও।'

'কিন্তু তুমি তা মানবে না।' হার্ডি মৃদু হাসল। 'সে যা হোক, তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও।'

'একটা ব্যাপার তুমি ভুলে যাচ্ছ, হার্ডি,' কঠিন গলায় বলল রীজ।

'কি?' হার্ডি তখনও দাঁড়িয়ে।

'অ্যারোর কাছে আমার পাওনা ঋণ এখনও শোধ হয়নি।'

'অ্যারোর সাথে তুমি কোনদিনই পারবে না রীজ,' হার্ডি বলল বিষণ্ণস্বরে।

'হয়তো না। কিন্তু আমি চেষ্টা করব। দিন যত যাবে এই আউটফিটের কাছে আমার দেনা ততই বাড়বে।' এবার রাইফেল তুলে নিল রীজ। 'আর নয়, হার্ডি। এবার এগোও।'

ঘাড় কাত করল হার্ডি, ম্লান হাসল। 'পরেরবার তোমার সাথে যখন দেখা হবে তখন হয়তো তোমাকে মৃত দেখব। আর আমি ভাবব রীজ লোকটা কি বোকাই না ছিল!'

হার্ডি ফিরে ইমানুয়েল আর বান্টিকে অনুসরণ করল। ওরা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে অনেকদূর। রীজ এবার পাথরের মাঝ দিয়ে ফিরে চলল। তার কপালে ভাঁজ। হার্ডির শেষ কথাগুলো তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে– 'তোমার সাথে যখন পরেরবার দেখা হবে তখন হয়তো তোমাকে মৃত দেখব।' প্রচণ্ড গরম।

Boighar.com

গনগনে সূর্য এখনও সমান তেজে এ দুর্গম এলাকাটার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কোন অজানা আক্রোশে ফুঁসছে। কিন্তু এর মাঝেও এক অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠল রীজ।

নিক ভিক্টর সোলানো হাউসে ফিরে ডিনার সেরে নিল। তারপর স্টার লিভারীতে গেল। সেখানে একটা ঘোড়া আর বাগি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। খোশমেজাজে থাকায় ও আজ আস্তাবলরক্ষকের সাথে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করল। একটা সিগারও অফার করল তাকে। টম সিগার হাতে নিয়ে হাসল বোকার মত। ভিক্টর আর কথা না বাড়িয়ে স্কাই লাইট সেলুনের দিকে গাড়ি হাঁকাল। খনির সাথে জড়িত যেসব মানুষজন বাস করে এই শহরে তাদের উৎসাহেই সবে গড়ে উঠেছে সেলুনটা। এখানে জুয়া আর নাচেরও বন্দোবস্ত আছে। ও ঢুকবার সাথে সাথে একটা নতুন মেয়ে এসে দাঁড়াল। ভিক্টর হ্যাট খুলে ঘটা করে বো করল মেয়েটাকে, মেকি বিনয়ে হাসল। 'তোমাকে আজ দারুণ লাগছে, ডেইজী।'

ডেইজী ফস্টার আজ চোখ ঝলসানো পোশাক পরেছে। সাথে প্রচুর সস্তা গহনা। ওর পোশাকটা উজ্জ্বল সবুজ রঙের, ভেলভেট কাপড়ে তৈরি। মাথায় হ্যাট, তাতে সবুজ কাজ। ব্লিচ করা চুলে উজ্জ্বল লাগছে মেয়েটাকে। তবে একইসাথে অতিরিক্ত মেকআপ করা মুখের হাসি যান্ত্রিক মনে হচ্ছে। সব মিলিয়ে এই উজ্জ্বল চোখে-পড়া পোশাকে ডেইজীকে অনেকটা রুক্ষ সুন্দরীর মত দেখাচ্ছে। স্কাই লাইটে এর তুলনা আর আছে কিনা জানে না ভিক্টর। ডেইজীর চোখে আমুদে ছোঁয়া লাগল ভিক্টরকে দেখে।

'বাব্-বা, তুমি পারো-ও,' বলল ও, 'এমনভাবে কথা বলো যেন খাঁটি ভদ্রলোক।'

মৃদু হাসল ভিক্টর। ওকে বাগিতে উঠতে সাহায্য করল। তারপর চালকের আসনে বসে বাগি হাঁকাল। কিছুক্ষণ ওরা শহরের মাঝখান দিয়ে চলল। অবশেষে শহর পেরিয়ে পুবের একটা রাস্তায় বাঁক নিল।

ডেইজী কৃত্রিম রাগ দেখাল। 'এসব কি হচ্ছে, নিক?'

'তোমাকে এমন একটা জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি যা তুমি আগে কখনও দেখোনি,' ভিক্টর আমুদে গলায় বলল।

'অতটা নিশ্চিত হয়ো না, বন্ধু,' ডেইজী বাধা দিল ওর উচ্ছ্বাসে। 'আমার অদেখা বেশি কিছু নেই।'

'তুমি অন্তত এটা দেখোনি, ডার্লিং।' ভিক্টর দৃঢ় গলায় বলল, 'নিজের হাতে ভাগ্য গড়া।'

ডেইজী হাসল ব্যঙ্গভরে। 'তুমি—তোমার তো সবকিছুতেই কৃত্রিমতা, আর সব বড় বড় সুন্দর কথা।' ও বলল। 'আমি জানি না কেন তোমার সাথে সময় নষ্ট করছি। খনিতে এমন অনেক লোক আছে যারা অত সুন্দর করে কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু ওদের কথার সাথে টাকাও উঁকি দেয়।'

ভিক্টর হাসল। কিছু বলল না। ওর দৃষ্টি তখন সামনে প্রসারিত।

নীরবে চলতে লাগল ওরা।

বইঘর.কম

সোলানোর পুবদিক এবং বিস্তৃত দক্ষিণ অঞ্চল প্রায় মরুভূমি। এখানেই গত কয়েক বছর ধরে পাখির বাসার মত ছোট ছোট র‍্যাঞ্চার আস্তানা গেড়েছে। এইসব লোকেরা ওদের দুর্ভাগ্য, অব্যবস্থাপনা অথবা আলসেমির জন্যই কোন উন্নতি করতে পারেনি। ওদের র‍্যাঞ্চও নিম্নমানের। ভীষণ এলোমেলো। এই রেঞ্জ অঞ্চলটি 'পোভার্টি ফ্ল্যাট' নামে পরিচিত। ওরা সব সময়ই অন্যের ভাগ্যের উন্নতিতে অসন্তুষ্ট। টেক্সাস থেকে বড় বড় আউটফিটের তাড়া খেয়ে নিউ মেক্সিকো অঞ্চলে এসে আস্তানা গেড়েছে কিন্তু এখানেও মুখোমুখি হয়েছে সেই একই অব্যবস্থার। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ অ্যারো, বিরাট এক এলাকা তার দখলে। ভিক্টর ওদের এই মানসিক অবস্থা বুঝে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ও আর ওর অংশীদার, লীন থাস্টি এইসব র‍্যাঞ্চারকে ভাল করে বুঝিয়েছে, অ্যারো র‍্যাঞ্চ তার প্রয়োজনের চাইতেও অনেক বেশি জায়গা দখলে রেখেছে।

ওর সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর আড়ালে ভিক্টর পোভার্টি ফ্ল্যাটারদের সম্পত্তি নিয়ে কিছু ব্যবসা করেছে। ও অনেক ফ্ল্যাটারকে অল্প-স্বল্প ঋণও দিয়েছে। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো ফ্ল্যাটারদের একটা সংগঠনের মাধ্যমে একত্রিত করা। সংগঠনটা 'পোভার্টি ফ্ল্যাটস ক্যাটলম্যান অ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিত। শুরু থেকেই ওর পরিকল্পনা ছিল এই সমস্ত লোকের অসন্তুষ্টির সুযোগ নিয়ে একটি সংগঠনের মধ্য দিয়ে ওদের পরিচালনা করা। কিন্তু ওদের একত্রিত করা সহজসাধ্য ছিল না। ওরা ছিল একে অন্যের প্রতি সন্দেহপরায়ণ এবং স্বাধীনভাবে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভিক্টর ওদের বিশ্বস্ততা অর্জন করে। অবশেষে ঘন ঘন আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিরাজমান সন্দেহের দেয়াল ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়। এখন ফ্ল্যাটাররা কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়, ওরা একটা সম্মিলিত শক্তি। ওরা আজ সংগঠিত। ভিক্টর এখন ওদের অ্যারো যথা হেনরী টম্পসনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে।

ধূলিময় রাস্তা পোভার্টি ফ্ল্যাটের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। অধিকাংশের জায়গাই রাস্তার লাগোয়া। এক একটি অংশ কিছু ছোট ছোট দালান অথবা গুটিকতক এডোবি কুঁড়েঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে। ডেইজী অনেকটা হতবাক হয়ে চারদিক চোখ বোলাল। 'নিক, কী হয়েছে এখানে? সবাই একসাথে কোথাও চলে গেছে মনে হচ্ছে।'

ভিক্টর মুখ টিপে হাসল। ওর চোখে-মুখে সন্তুষ্টির ছাপ।

'এই জায়গাটা জনশূন্য, নিক!' ডেইজী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'ঠিকই বলেছ, ডেইজী। ফ্ল্যাটাররা আরেকদিকে সরে গেছে।'

'সবাই এভাবে সরে গেল?' ডেইজী তখনও বিস্মিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দু'একজন বাদে।' ভিক্টর এবার ছোট ছোট ঘাসে ছাওয়া র‍্যাঞ্চের দিকে বাগি ছোটাল।

উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘণ্টাখানেক চলবার পর মানুষ আর পশুর কাফেলার অভাবনীয় এক দৃশ্য ওদের সামনে ভেসে উঠল। প্রথম দর্শনে এটাকে মানুষ, গরু, ঘোড়া আর রিগের একটা মহাসম্মেলন মনে হয়। তারপরই বোঝা যায়, সবাই

Boighar.com

একই গন্তব্যে ছুটছে। ওরা আসলে অনেকগুলো আউটফিটের সমষ্টি। একে অন্যের থেকে আলাদা, তবে একসাথে চলছে। গরুর পালের হাম্বারবে আকাশ-বাতাস মুখরিত। এর মাঝেও অশ্বারোহীদের চিৎকার দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত হাজার পনেরোর একটা বিরাট সম্মিলিত গরুর পাল রয়েছে ওখানে। সবই বিরাটকায় লংহর্ন গরু। প্রতিটা আউটফিটের একটা করে ওয়াগন রয়েছে, কোনটির দুটি। ওয়াগনগুলোর ঘর-গৃহস্থালি আর র‍্যাঞ্চের অন্যান্য জিনিসে বোঝাই। অধিকাংশ ওয়াগনই মহিলা কিংবা অল্পবয়সী কোন তরুণ চালাচ্ছে। একশোরও বেশি অশ্বারোহী এই বিরাট পশুর পালকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই সশস্ত্র।

ভিক্টর বাগিয়ে লাগাম রেখে সিগার ধরাল। ওর সুন্দর মুখে সন্তুষ্টির হাসি খেলা করতে লাগল।

ডেইজী বিস্মিত হলো। 'কিন্তু ওরা এভাবে যাচ্ছে কোথায়?'

'ওদের এতদিনকার স্বপ্নের দিকে।' ভিক্টর মৃদু হাসল। ও পশুর পাল ছাড়িয়ে কয়েক মাইল দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাল। 'ওই পাহাড়ের ওপাশে অ্যারো র‍্যাঞ্চের দিকে। আগামীকাল ভোর হবার আগেই হেনরী টম্পসনের ওপর গিয়ে চড়াও হবে ওরা।'

হতবুদ্ধি ডেইজী মাথা নাড়ল। 'আমি কিছুই বুঝছি না, নিক। তুমি এদের কোথায় বসাবে?'

'পরে বলব,' ভিক্টর রহস্য করে বলল।

একজন অশ্বারোহী ওই বিরাট মিছিল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে ঘোড়া ছোটাল। 'লংফেলো,' ভিক্টর বলল। 'ও আমার লোক।' একমুহূর্ত ভাবল সে, তারপর যোগ করল, 'আমার ভাড়া করা লোক।'

লংফেলো ফ্ল্যাটারদের কেউ নয়। ও একজন সাধারণ ভাড়াটে লোকও নয়। ও দেখতে স্থূলকায়, বেশ লম্বা, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। ওর আসল নাম সবাই ভুলে গেছে। লংফেলো নামেই ও এখন পরিচিত। ওকে ওর পিস্তলের জন্যই ভাড়া করা হয়। ও আরিযোনার একজন বিখ্যাত আউট-ল। ভিক্টর অবশ্য এটা জানে। ওর সাহায্যে সে পোভার্টি ফ্ল্যাটস ক্যাটলম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলিত বাহিনীকে পরিচালনা করছে অ্যারো র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে।

আট

আজ অনেকদিন পর লিলির দিনটা দারুণ চাপা উত্তেজনায় কাটল। ওর বাবার সাথেই সাপার খেলো ও। কিন্তু ওদের দুজনকে ছেয়ে থাকা নীরবতা যেন ওদের পারস্পরিক শীতল সম্পর্ককেই তুলে ধরল আরও প্রকটভাবে। ওরা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই একজন অশ্বারোহী উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে এল। ওর গলা তখন সপ্তমে। হঠাৎ করেই লিলি দারুণ ভয় পেল। ও ভাবল লোকটি সম্ভবত যারা ব্যারানকোসা গিয়েছিল তাদেরই একজন এবং এখন, এই মুহূর্তে, রীজের ধরা পড়বার খবর বয়ে এনেছে। হয়তো-বা ও মারাও গেছে। আজ সারাদিন ধরে লিলি

বইঘর.কম

এই আশঙ্কাই করছিল।

ও ওর বাবাকে অনুসরণ করল। প্যাসিওর পাশে লোকটার সাথে মিলিত হলো ওরা। লোকটা ওদের দেখা মাত্রই দৌড়ানো বন্ধ করে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু উত্তেজনার বশে ও তখনও বড় বড় পা ফেলে দ্রুতগতিতে হাঁটছে। ফ্ল্যাপের সাথে ওর ব্যাট উইং বাড়ি খেয়ে জোরে শব্দ হচ্ছে। ওর নাম বেন হাডসন। লিলি মনে করবার চেষ্টা করল এই লোকটি-ই র‍্যাফায়েলের সাথে ব্যারানকোসায় গিয়েছিল কিনা। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না সে।

'মি. টম্পসন,' হাডসন বলল, 'ওদিকে নরক ভেঙে পড়েছে। ফ্ল্যাটাররা অ্যারোর দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা সবাই। ওরা স্পার হিল ভেঙে এগিয়ে আসছে। এত গরু একসাথে এর আগে কখনও দেখিনি। সাথে রয়েছে এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী।'

'বেন, তুমি ঠিক জানো?' টম্পসন ওর হাত খামচে ধরলেন। 'তুমি ওদের স্পারের কাছে দেখেছ?'

ও মাথা নাড়ল। 'অবশ্যই, মি. টম্পসন।'

'না। এ হতে পারে না,' টম্পসনকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখাল

এদিকে লিলি বিরাট দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। রীজ এখনও বেঁচে আছে এই অনুভূতি ওকে একটা বিরাট স্বস্তি এনে দিল। কিন্তু অন্যদিকে হাডসনের আনা ওই খবরে ও নতুন এক দুশ্চিন্তার কবলে পড়ল। ওর বাবার সাথে মনোমালিন্যের কথা ভুলে গেল ও। বাবার দিকে ফিরে ও বলল, 'বাবা, এসব কী ঘটছে?' লিলি দেখল তিনিও হিমশিম খাচ্ছেন জবাব দিতে।

'পেসো ক্রীকের কাছে আমি এবং আরও কয়েকজন মিলে ব্র্যান্ডিং করছিলাম,' হাডসন আবার শুরু করল। 'আমরা সবে কাজটা শেষ করেছি এমন সময় ওদের আসতে দেখলাম। কী ঘটছে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলাম আমরা। 'দেখলাম হাজার হাজার গরু এগিয়ে আসছে আর ফ্ল্যাটাররা ওদের তাড়িয়ে আনছে। আর ওদের পাশেই আছে কিছু কঠিন লোক। ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমরা যদি ফ্ল্যাটারদের ফেরাতে চেষ্টা করতাম, খুনোখুনি একটা বাধতই। ওদের মাঝে লংফেলোও আছে।'

'লংফেলো কে?' লিলি জিজ্ঞেস করল। 'ওই নাম তো এর আগে আর কখনও শুনিনি।'

'ও একটা অশুভ শক্তি, মিস টম্পসন।' হাডসন জবাব দিল।

'লংফেলো একজন ভাড়াটে বন্দুকবাজ।' টম্পসন মেয়ের দিকে ফিরলেন। 'ও গত কয়েকদিন ধরেই সোলানোর আশে-পাশে ঘুরঘুর করছিল।' এবার তিনি এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন একজন মুষ্টিযোদ্ধা একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে নিজের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে চাইছে। 'এই ধরনের আশঙ্কা আমি সব সময়ই করে আসছি। অ্যারোর ওপর স্কোয়াটাররা হামলা চালাতে পারে।'

'আমরা এখন কী করব, বাবা?' লিলি ওর বাবার চোখে অভয় খুঁজল।

'আমি কিছুই জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।' অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন টম্পসন।

Boighar.com

লিলি এবার হাডসনের দিকে ফিরল। 'তোমার সাথের লোকজন সব কোথায়?'

'ওখানেই রয়ে গেছে,' হাডসন উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল। 'সবদিকে লক্ষ রাখছে।'

'আমাদের যত লোক আছে তাদের সবাইকেই এখন আমাদের দরকার, বাবা।' লিলি ওর বাবার দিকে ফিরল। 'রীজের পেছনে অহেতুক ছুটোছুটি এই মুহূর্তেই বন্ধ করতে হবে। এখন এটাই সবচেয়ে জরুরী। র‍্যাফায়েলকে ফিরিয়ে আনবার জন্য হাডসনকে এখুনি পাঠাও। অন্যরাও যেন চলে আসে। ওই লোকগুলো আমাদের এলাকায় অবস্থান নেবার আগেই ওদের রুখতে হবে।'

মেয়ের সাথে একমত হলেন টম্পসন। তিনি হাডসনকে নতুন একটা তাজা ঘোড়া নিয়ে ব্যারানকোসায় যেতে বললেন। হাডসন ওপর-নীচ মাথা দুলিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিল।

'বাবা, আমার বড্ড ভয় করছে,' শুকনো গলায় লিলি বলল।

র‍্যাঞ্চার মাথা নাড়লেন। 'আমারও অল্পস্বল্প ভয় করছে, মা। শুধু যদি জানতে পারতাম এ ধরনের উদ্ভট চিন্তা ওদের মাথায় কে ঢুকিয়েছে।'

টম্পসন এবার মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন। তিনিও এখন মনোমালিন্যের কথা ভুলে গেছেন।

ব্যারানকোসার গহিন এক অঞ্চলে ওঅটর হোলের পাশে মাটিতে শুয়ে আনমনে সিগার টানছে রীজ। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশে মেঘের কোলে তারই বর্ণালি। হার্ডি তাকে এখান থেকে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। কথাটা এখন আবার তার মনে পড়ল। ওর পরামর্শে কান না দেওয়ায় এখন নিজেকে ওর বোকা মনে হলো। তবে যতবড় ভুল সিদ্ধান্তই হোক না কেন, এই মুহূর্তে অ্যারোর এই অঞ্চল ছেড়ে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। বলতে কি, মার্থার কথাই ঠিক আঘাত পেলে পাল্টা আঘাত হানাই ওর স্বভাব। অন্যায়কে ক্ষমা করতে পারে না সে। রীজের মনে হলো তাকে চাবুকপেটা করবার জন্য হেনরী টম্পসন এবং অ্যারো র‍্যাঞ্চের ওপর পাল্টা আঘাত হানতে না পারলে সে নিজের কাছে চিরদিনের জন্য ছোট হয়ে যাবে। অনেক চিন্তাভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল ও। কিছুতেই লেজ গুটিয়ে সে পালাবে না। এভাবেই ওদের ধোঁকা দিয়ে যাবে। যদি ওরা ওকে কোণঠাসা করে ফেলে তবে জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে। আর যদি ব্যারানকোসায় ওদের পরাজিত করতে সক্ষম হয় তবে আগে বা পরে নিক ভিক্টর বা ওর মত অন্য কারও সহায়তা ছাড়াই হেনরী টম্পসনের ওপর প্রতিশোধের আঘাত হানতে পারবে।

একসময় সন্ধ্যা নেমে এল। আকাশের বুকে রুপালি চাঁদ উঁকি দিল। ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে রীজ ব্যারানকোসার আরও ভেতরে সরে এল। ধীরে ধীরে চাঁদ আরও ওপরে উঠে গেল। আজ চাঁদটাকে ছোট্ট ও সুন্দর লাগছে। ওর রুপালি আলোয় এই বিরানভূমি যেন নেয়ে উঠেছে। দিনের সেই রুক্ষ পাথুরে পাহাড়ী এলাকা এখন স্বপ্নালোকে রূপান্তরিত হয়েছে। পথ চলতে চলতে সে মাঝে মাঝে

বইঘর.কম

আকাশের দিকে তাকায়। রুপালি থালাটা যেন তার সাথে সাথে চলছে। তাকে বোধহয় কাছছাড়া করতে চায় না। 'তুইও কি আমারই মত একাকিত্বে ভুগছিস? কতদিন ধরে এভাবে আছিস?' চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল রীজ। অথবা এমনও হতে পারে, সে ভাবল, ওই চাঁদ আসলে একজন ভাষাহীন নির্ঘুম পাহারাদার। সারারাত ধরে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়ায়। সেই সাথে হয়তো হারিয়ে যাওয়া কোন প্রিয়জনকে খুঁজে বেড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ এরকম ভেবে চলল সে, তারপর সচেতন হলো। 'আজ আমার হয়েছেটা কী!' সবিস্ময়ে নিজের কথা ভাবল রীজ। আকাশের ওই মিষ্টি আলোর আঁধারকে নিয়ে আর কোনদিন তো এভাবে ভাবেনি। একসময় হো-হো করে হেসে উঠল ও। বিরাট নির্জন প্রান্তরে সেই হাসি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলল। নাগাড়ে ছুটে চলল সে। মাঝরাত পর্যন্ত। তারপর পাহাড়ের নির্জনতায় ক্যাম্প করল। এবার মন থেকে সব চিন্তাভাবনা দূর করে দিয়ে আশ্রয় নিল কম্বলের তলায়। এবং প্রায় সাথে সাথেই তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

পরদিন বেশ সকালে ঘুম ভাঙল রীজের। আজই তার এবং ধাওয়াকারী লোকদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দিন। হঠাৎ কেন যেন রীজ বেশ নিরাপদ বোধ করল। শুকনো ঝোপ-ঝাড় ভেঙে আগুন ধরাল ও। নাস্তা সেরে আগুন নেভাল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে জিন চাপাল ঘোড়ায়। এরপর সে ব্যাক ট্রেইলটা জরিপ করল একবার। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সামনের খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল। কোন ধুলোর চিহ্ন ধরা পড়ল না তার চোখে। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার তাকাতেই দেখল ছড়ানো-ছিটানো পাথরের মাঝ দিয়ে বেশ কটি কালো কালো বিন্দু ওপরে উঠে আসছে। সাতজন। রীজ জানে মোট এগারোজন ব্যারানকোসায় এসেছে। কাজেই যে তিনজনকে সে গতকাল পায়ে হাঁটতে বাধ্য করেছিল ওরা এখনও ওদের ঘোড়াগুলো ধরতে পারেনি। পেছনের প্যাকহর্সগুলো বলে দিচ্ছে ওরা এখানে দীর্ঘ সময় থাকার প্রস্তুতি নিয়েই বেরিয়েছে।

রীজ ঠাণ্ডা মাথায় ওদের দেখতে লাগল। এ কজন ধাওয়াকারী দেখে ভয় পেল না ও, বরং তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, সে অনায়াসেই এদের ঝেড়ে ফেলতে পারবে।

ওরা এগিয়ে এল আরও কাছে। ছয়জন অশ্বারোহী আর একটা প্যাকহর্স। রীজ আরও লক্ষ করল, গতরাতে যেখানে ক্যাম্প করেছিল সে ওরা সোজাসুজি সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এর একটি মাত্র অর্থ দাঁড়ায়: ওরা তার ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চূড়া থেকে নেমে এল রীজ। ঘোড়ায় চড়ে তার নতুন ক্যাম্পে পৌঁছাল। সেখানে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে সরে গেল পাহাড়ের আরও ভেতরের দিকে।

নিচু জায়গাগুলোতে প্রচুর কাঁটা গাছ আর ঝোপঝাড় এলাকাটিকে পুরোপুরি পাথুরে হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আশেপাশে প্রচুর বুনো ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজে পেল রীজ। দুপুরের দিকে একটা সংকীর্ণ পাহাড়ের পাশে বেশ কিছু মাসট্যাং দেখা গেল এবার ও উপত্যকায় নেমে এল। এখানে কিছুক্ষণ ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে

Boighar.com

দিল ঘাস খাওয়ার জন্য। তারপর উপত্যকা পেরিয়ে আরও সংকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের দিকে এগোল।

কিছুদূর এগাতেই সামনে একটা সরু পথের দেখা পেল ও। এই পথ দিয়ে মাস্ট্যাংগুলো কিছুক্ষণ আগে উধাও হয়েছে। পথটা এত সরু যে মনে হয় মাত্র একটা ওয়াগন কোনমতে এগোতে পারবে। প্রবেশমুখের এখানে-সেখানে প্রচুর বড় বড় পাথর পড়ে আছে যার পেছনে শুয়ে সহজেই অ্যামবুশ করা যায়। একটুক্ষণ চিন্তা করে রীজ ঘোড়া দুটোকে আরও ভেতরে রেখে এল। তারপর প্রবেশপথে রাইফেল হাতে অপেক্ষা করতে লাগল ধাওয়াকারীদের জন্য।

ফ্ল্যাটাররা অ্যারো র‍্যাঞ্চের বিশাল এলাকার দক্ষিণ অংশের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। হেনরী টম্পসন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। কিন্তু লিলি ওর বাবাকে উত্তেজনাবশে কিছু করা থেকে বিরত রাখল। ওদের উভয়ের জন্য এটা একটা দীর্ঘ ঘুমহীন রাতে পরিণত হলো। হুইস্কির বোতলই অবশেষে টম্পসনকে অনেকটা রেহাই দিল স্নায়ুর চাপ থেকে। তিনি মাতাল হলেন না কিন্তু অল্প অল্প করে সারা রাত খেয়ে চললেন। বাবার এই অস্বাভাবিক ড্রিঙ্ক লিলিকে চিন্তিত করে তুলল আরও। কারণ ও জানে ওর বাবার দুর্বল হার্টে হুইস্কি ক্ষতি করতে পারে। একসময় ওর মনে হলো একটার পর একটা সমস্যা এসে ওকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরছে। ও সহজে এর থেকে ছাড়া পাচ্ছে না। ডেগার রীজের গুলিতে আহত হওয়ার পর থেকে এর শুরু। তারপর সেই সন্ধ্যায় সোলানোতে রীজের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে শর্টির আহত হওয়া, এরপর থেকে তার পেছনে ওদের প্রায় পুরো লোকবল লেলিয়ে দেয়া। একসময় এটাই ছিল লিলির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা, কারণ ও চায়নি রীজ এভাবে মারা পড়ুক। আর এখন ফ্ল্যাটাররা নতুন সমস্যা নিয়ে এসেছে।

আজ অন্যান্যদিনের থেকে বেশ আগেই ওরা নাস্তার টেবিলে বসল। লিলির চাপাচাপিতে ওর বাবা সামান্য কিছু মুখে দিলেন। 'আমি এখন ওখানে যাচ্ছি, লিলি। সবকিছু নিজের চোখে দেখতে হবে,' টম্পসন বললেন খেতে খেতে।

'আমার মনে হয় র‍্যাফায়েল তার লোকজনসহ ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত, বাবা।' লিলি নরম কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, চলো, আমিও তোমার সাথে যাব।'

স্যামকে নিয়ে কিছুক্ষণ পরই ওরা রওনা হলো দক্ষিণের উদ্দেশে। মধ্য সকালের দিকে স্পার হিলের কাছে গিয়ে পৌঁছুল। এই পাহাড় অ্যারো র‍্যাঞ্চের দক্ষিণ সীমানা চিহ্নিত করেছে। ওরা ওদের অপেক্ষমাণ পাঁচ রাইডারের দিকে এগিয়ে গেল। ওখানে লারগো ক্রীকের একটা খাদে বসে ফ্ল্যাটারদের ওপর নজর রাখছে ওরা। বেন হাডসনও রয়েছে দলে। ওদের মধ্যে তিনজন মেক্সিক্যান এবং দুজন অ্যাংলো-আমেরিকান। ওরা গত রাতে র‍্যাঞ্চে ফিরে এসেছিল। আজ খুব ভোরেই আবার এখানে চলে এসেছে। টম্পসন ওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ফ্ল্যাটারদের কেউই ক্রীক অতিক্রম করতে না পারে। যদি সে চেষ্টা কেউ করে তবে যেন ওরা নির্দ্বিধায় গুলি চালায়। পিটার নামের ছেলেটি বলল, 'ওরা এখনও

দক্ষিণেই রয়ে গেছে, মি. টম্পসন।' ও বেশ কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থেকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল জায়গাটা। 'ঠিক ওইখানে।'

টম্পসন ক্রীকের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। স্পার হিলের এপাশে আসার পথে ওটা একটা বাধা হিসাবে কাজ করছে। লিলি আর স্যাম তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েক মিনিট পরেই ওরা ওপর থেকে ফ্ল্যাটারদের দেখতে পেল। দাঁড়িয়ে আছে স্পারের ছায়ায়। প্রতিটা আউটফিট অন্যটা থেকে একটু তফাতে। পেছনে ওয়াগনের মিছিল। লারগো ক্রীক আর স্পারের মাঝের জায়গাটাতে হাজার হাজার গরু চরছে। স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে অনেক বেশি অশ্বারোহী পাহারা দিচ্ছে ওগুলোকে। ক্রীক বরাবর ওরা দক্ষিণে এগোল। সবচেয়ে কাছের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল একদল অশ্বারোহী। চারজন দক্ষিণে মাইল খানেক দূরে চলে গেল। বাকি তিনজন এগোতে লাগল। ওদের মধ্যে দুজন রাইফেল তুলে কভার করে রাখল স্পারের চূড়া। শেষের জন এগিয়ে এল সামনে।

লোকটার গতি-গতি দেখে বেড়ে গেল লিলির অস্বস্তি। অ্যারো র‍্যাঞ্চের জীবনযাপন ওকে কঠিন মানুষের মুখোমুখি হতে শিখিয়েছে। কিন্তু এই লোককে শুধু কঠিন-ই নয়, খোদ শয়তান বলে মনে হচ্ছে। হোঁৎকা শরীর, বিরাট মুখমণ্ডল, মুখে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি জঙ্গলের মত লাগছে। ওর থ্যাবড়া নাক আর বিরাট মুখের মাঝে উদ্ধত হাসি এবং কুঁতকুঁতে চোখের সামনে নিজেকে উলঙ্গ মনে হলো লিলির।

'ফেলো!' স্যাম বলল ফিসফিস করে। 'লংফেলো আসছে।'

লংফেলো সোজাসুজি ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওর হ্যাট পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া। হাত দুটো জিনের ওপর ভাঁজ করা। ওর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ও যেন এখানে দাওয়াত খেতে আসছে। 'মি. টম্পসন, আমি এই অঞ্চল নিয়ে নিয়েছি।' ও গম্ভীর গলায় বলল।

টম্পসন ওর কথা না শোনার ভান করলেন। 'তুমিই কি এই জবরদখলকারীদের নেতা?' কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আপনি কথাটা ঠিক বললেন না, মি. টম্পসন,' লংফেলো শান্তকণ্ঠে জবাব দিল। 'আমাদের এখানে কেউ নেতা নয়–প্রত্যেকেই সমান। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি সবাই। তবে ইচ্ছা করলে আপনি কথা বলতে পারেন আমার সাথে, কিংবা আমাদের সঙ্গে লড়তে পারেন। আপনার যা অভিরুচি।'

টম্পসন অতিকষ্টে সংযত রাখলেন নিজেকে। 'নিশ্চয় তুমি জানো, তোমরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করেছ, ফেলো।'

'আমার তো তা মনে হয় না।' লংফেলো মৃদু হাসল 'না, মি. টম্পসন, আমরা অনধিকার প্রবেশকারী নই।'

'মূর্খ, এটা অ্যারোর এলাকা!' টম্পসন এবার রাগে ফেটে পড়লেন।

'যা বলেছেন শুনেছি।' লংফেলো জবাব দিল। 'কিন্তু আমিও শুনেছি যে অ্যারোর দুটো অংশ রয়েছে। একটা অংশ ফার্নান্দো গ্রান্টের আওতায় এসেছে। বাদবাকী অংশ হচ্ছে ফার্নান্দো অংশ চলে যাবার পর যে মান্দেলা অংশ রয়ে গেছে সেটা। আমি আরও শুনেছি, ফার্নান্দো অংশ ছাড়া বাদবাকী অংশের ওপর আপনার

Boighar.com

দাবি ঠিকই আছে। আর আমরা ফ্ল্যাটাররা ফার্নান্দো গ্রান্টের ওপর বসতি স্থাপন করেছি।'

টম্পসন এতক্ষণ চেপে রাখা নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়লেন।

স্যাম এবার এগিয়ে এল। 'লংফেলো, তুমি মিথ্যে বলছ। তুমি ফ্ল্যাটারদের কেউ নও।'

লংফেলো ওর দিকে তাকাল। 'তা প্রমাণ করবার জন্য তোমরা অবশ্য কিছুটা সময় পাবে।' এবার ও টম্পসনের দিকে ফিরল। 'ঠিক আছে, মানলাম আমি ফ্ল্যাটার নই, তবে ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আর আমিও এখানে র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব। আগে কিছু গরু আমাকে যোগাড় করতে দিন, তারপর–'

টম্পসন বাধা দিলেন ওকে। 'আমি তোমার সাথে ফালতু কথা বলতে চাই না, ফেলো। ফার্নান্দো ক্লেইমের কোন ভিত্তি নেই। যে লোকের কাছে এই ক্লেইম আছে সে এটা ভাল করেই জানে। যদি নিক ভিক্টর তোমাকে এবং এই ফ্ল্যাটারদের এই ধরনের উন্মত্ত অবস্থার দিকে পরিচালিত করে থাকে তা হলে আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও ও বেশি গর্দভ। এতে ওর কী লাভ হবে জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি ও–'

'ভিক্টর এখানে আমাদের সাথে নেই।' লংফেলো এবার টম্পসনকে বাধা দিল। 'এখানে আমরা গরীব কাউম্যানরা রয়েছি। আমরা জানি, ভিক্টর ফার্নান্দো অংশ দাবী করছে। কিন্তু যেহেতু এটা ও নিচ্ছে না সেহেতু আমরা এগিয়ে এসেছি। ভিক্টর ওর নিজের অংশটা নিচ্ছে না। অন্যদিকে আপনার প্রয়োজনের চাইতে বেশি জায়গা রয়েছে। আর এদিকে আমরা গরীব হতভাগারা র‍্যাঞ্চ করবার মত জায়গা পাচ্ছি না।' এবার ও সরাসরি টম্পসনের চোখের দিকে তাকাল। 'কাজেই, মি. টম্পসন, আমাদের ফ্ল্যাটারদের অ্যারোর এই অংশের ওপর থেকে কেউ হটাতে পারবে না।'

নয়

ওরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঠাঁই নিয়েছে ওদের মাঝে এসে। ওরা তিনজন আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লংফেলোর দিকে। অথচ ও যেন এ সম্বন্ধে মোটেও সচেতন নয়। লিলি লংফেলোর ঔদ্ধত্য একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। তা ছাড়া লোকটাকে ওর ভয়ও লাগছিল। লোকটার নীচ ব্যবহার প্রকারান্তরে ওর বাবাকেই হেয় করছে, লিলি ভাবল। পরাজিত মানুষের সাথে লড়বার লোক নয় লংফেলো। স্যামও জানে এটা।

'এসব বক-বকানি বন্ধ করো, ফেলো,' রাগত স্বরে বলল ও। 'তুমি যে মিথ্যে বলছ যে-কেউই তা বুঝতে পারবে। ভিক্টরকে এখনও এর মাঝে দেখা যায়নি ঠিক, কিন্তু এ থেকে ও যে ফায়দা লোটার তালে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তুমি তারই লোক। যদি ভেবে থাকো, অ্যারো তোমাদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে, তা হলে তোমরা বোকার স্বর্গে বাস করছ।'

বইঘর.কম

লংফেলোর বাঁকা হাসি উধাও হলো। কঠিন হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। স্যামকে কড়া চোখে একবার দেখে নিল সে। 'তোমরা যা ইচ্ছে তাই বিশ্বেস করো।' স্পষ্টকণ্ঠে বলল ফেলো। 'কিন্তু আমি তোমাদের একটা কথা বলে রাখছি, আমরা অ্যারোতে থাকতে এসেছি। এবং এজন্য ফার্নান্দো অংশটা বেছে নিয়েছি। যদি আমাদের এখান থেকে সরাতে চাও তা হলে আমরা জানপ্রাণ দিয়ে লড়ব। একমাত্র শক্তির বলেই তোমরা তা করতে পারবে। তোমাদের দাবির পক্ষে আইন কাজ করবে না।' ও এবার টম্পসনের দিকে তাকাল। 'অবস্থা তা হলে দাঁড়াল এই যে, মি. টম্পসন, আমরা এখন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাদের ওপর নির্ভর করবে।'

লিলি চিন্তিত দৃষ্টিতে ওর বাবার দিকে তাকাল। ক্রোধে আড়ষ্ট হয়ে আছেন তিনি। মুখ থমথমে। বাবার কাছে অস্ত্র নেই দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। সাথে অস্ত্র থাকলে এখুনি তিনি তা লংফেলোর দিকে তাক করতেন এবং নিশ্চিতভাবেই মারা পড়তেন।

রাগ কমে আসতেই টম্পসন বললেন, 'স্যাম, সোলানোতে গিয়ে জজ এন্ডকে অ্যারোতে আসবার জন্য বলো।'

স্যাম ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল।

টম্পসন লংফেলোর দিকে ফিরলেন। 'ফেলো, একটা ব্যাপার তুমি ভুলে গেছ, শক্তির ব্যবহার ছাড়াও আমি আরও কিছু করতে পারি। নিউ মেক্সিকোতে এখনও কোর্ট রয়েছে। ওখান থেকে তোমাদের উচ্ছেদের জন্য একটা রীট পাবার চেষ্টা করব আমি। আইনের লোক তোমাদের হাতে এই রীট তুলে দেবে।'

কথাটা বলেই ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন টম্পসন। তাই লক্ষ করলেন না ব্যাপারটা। কিন্তু লিলি দেখল, আইনের প্রসঙ্গ উঠতেই লংফেলোর মুখ কালো ছায়ায় ঢেকে গেল। ও ঘোড়া ফেরাতে ফেরাতে ভাবল, লংফেলো হয়তো বুঝতে পেরেছে কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ওর বা ফ্ল্যাটারদের, কারোরই এগোবার কোন পথ নেই। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর এই আশাবাদ উবে যেতে লাগল। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, নিক ভিক্টর অথবা যে লোকই এই পরিকল্পনা করে থাকুক না কেন, সে জানে টম্পসন আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। আর সেধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার পথও সে নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছে।

বাবার দিকে তাকাল লিলি। তিনিও, তাঁর মেয়ের মতই, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

রীজ একটা পাথরে আলতোভাবে হেলান দিয়ে বসল। তার পিঠটা এখন আর তত ব্যথা করছে না। কিন্তু এই সামান্য ব্যথাই তাকে অ্যারোদের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এখুন সে একরকম নিশ্চিত, সেদিন ওরা তাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। এবার সামনের দিকে তাকাল ও। দুঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে। ধাওয়াকারীরা ধীরে ধীরে উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা রাইফেলের দিকে তাকাল সে। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে। চোখের সামনে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর পানে। এখানে অপেক্ষা করতে করতে নিজের অতীত আর ভবিষ্যতের কথা ভাবল রীজ। তার অতীত মৃতপ্রায়।

Boighar.com

এজন্য অবশ্য তার কোন অনুভূতিও নেই। অন্যদিকে তার কোন ভবিষ্যৎও নেই। সে এখানেই মারা যেতে পারে। কিন্তু এর বেশি সে আর ভাবতে পারল না। এর পরও ভবঘুরে অবস্থায় কাটানো? অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রীজ–জানে না সে।

এরপর লিলিকে নিয়ে ভাবল ও। এখন তার যে অবস্থা তাতে কোন মেয়ের সাথে জড়ানো ঠিক নয়। এর আগে সে আরেকটি মেয়ের সাথে তার জীবনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সময় কাটিয়েছে। জানে সে কত সহজে একজন নারী পুরুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। তবু, আবার বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও, তার জীবনে আরেকজন নারীর একান্ত প্রয়োজন। এটা দরকার শুধু নারীর উষ্ণ সান্নিধ্য আর কমনীয়তা অনুভব করার জন্য। এই অনুভূতি একজন পুরুষের জীবনযাপনের অপরিহার্য দাবি। এখানে ভালবাসার ব্যাপারটা গৌণ।

সংকীর্ণ উপত্যকার মাঝে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল রীজের চোখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে দেখল, দুজন অশ্বারোহী ঢাল বেয়ে উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে। অচিরেই আরও দুজন অশ্বারোহী আবির্ভূত হলো। এবং তারপর প্যাক হর্সসহ আরও দুজন। ঠোঁটের কোণে ক্ষমাহীন হাসি ঝুলিয়ে কিছুক্ষণ ওদের দেখল সে। তারপর সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাথরের পেছনে আশ্রয় নিল।

একসময় ঢালু জমির নীচে এসে জড়ো হলো ওরা। রীজের ট্র্যাক অনুসরণ করে ওখানে এসেছে লোকগুলো। ট্র্যাকটা এবার উপত্যকা অতিক্রম করে সামনের খাড়া পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে এগিয়ে গেছে। ওরা এই পথটা নিয়ে ভাবতে পারে। কিন্তু রীজ তা চাইছিল না। ওরা অ্যামবুশের সম্ভাবনার কথা তলিয়ে দেখছে। তা ছাড়া এই উপত্যকা থেকে অন্য কোন বাই-পাস দিয়ে এই সংকীর্ণ পথ এড়ানো যায় কিনা তাও সম্ভবত খুঁজে দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা এক সারিতে চলতে শুরু করল। ওরা মাঝপথ অতিক্রম করতেই সে রাইফেল তুলে নিল।

রীজ যখন ট্রিগার টিপল তখন লোকগুলো রাইফেলের আওতায় চলে এসেছে। প্রথমে ওপর দিকে সতর্ক সংকেত হিসেবে একটা গুলি ছুঁড়ল রীজ। তার সম্ভাব্য হত্যাকারীকেও ঠাণ্ডা মাথায় আড়াল থেকে গুলি করে হত্যা করতে রাজী নয় সে। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল শত্রুপক্ষের লোকজন। তারপর জিন থেকে লাফিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয় নিল। রাইফেল নামিয়ে রেখে রীজ এবার তামাক আর কাগজ নিয়ে একটা সিগারেট বানাল, সিগারেটটা ধরিয়ে এর ধোঁয়ায় নিজের ফুসফুস ভরে নিল সে, তারপর ধীরে ধীরে তা ছেড়ে আবার তুলে নিল রাইফেলটা। ওরা এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপ, এক পাথর থেকে অন্য পাথরের পেছনে মাথা নিচু করে সরে যাচ্ছে। আরেকটা গুলি ছুঁড়ল রীজ। যদিও লক্ষ্যহীন গুলি, তবু একটা আর্তচিৎকার সচকিত করে তুলল তাকে।

এইভাবে রীজ তার রাইফেলের ভয় দেখিয়ে ধাওয়াকারীদের বেশ কিছু সময় ব্যতিব্যস্ত রাখল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্ডিয়ানদের রণকৌশল আশ্রয় করে এগিয়ে আসতে লাগল ওরা। একটা রাইফেল থেকে তিনটা গুলি বেরোল। তৃতীয়বারে খুব তাড়াহুড়ো করে গুলি করল ওরা। গুলির শব্দ তার বাঁয়ে, পাহাড়ের

গায়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরল। এবার একটা লোককে খোলা প্রান্তর পেরোতে দেখল রীজ। লোকটা তার গুলির আওতার মাঝে কিছুক্ষণ পড়ে রইল চুপচাপ। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে তার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। গুলিটা ওর পিঠ ছুঁয়ে গেছে।

এবার ওরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল। গোলাগুলি শুরু হবার সাথে সাথেই রীজ পাথরের আড়ালে বসে পড়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে তেমন কোন বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়নি। কিছুক্ষণ পর গোলাগুলি কমে এল। এই অবস্থা তাকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দিল। এখন ওরা তার পাথর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। ওরা আর সামনে এগোল না। সে মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ে তা আরও নিশ্চিত করল। তার ধৈর্য তখনও কমতে শুরু করেনি।

'খেলা তো কেবল শুরু আর আমিও তৈরি,' বিড়বিড় করে বলল রীজ। এমন সময় দূরবর্তী আরেকটা ঢাল বেয়ে আরেকজন অশ্বারোহী এগিয়ে এল। নতুন অশ্বারোহী পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হঠাৎ করেই ধাওয়াকারীদের চোঁরাগোপ্তা গুলি থেমে গেল। রীজও উৎসুক হয়ে গুলি চালানো বন্ধ করল আপাতত। কিন্তু তার কান সজাগ।

আগন্তুক উপত্যকায় পৌঁছে একসময় দ্রুতগতিতে পার হয়ে গেল তা। ওর উচ্চকিত চিৎকার রীজকে ছুঁয়ে গেল সারা পথ। ধাওয়াকারী দলের ঘোড়াগুলো অতিক্রম করল ও, তারপর হঠাৎ যন্ত্রণা খেয়াল হলো আর এগোলে ক্রস-ফায়ারের শিকার হবার ভয় আছে তখন ঘোড়া থেকে না নেমেই চিৎকার করে ডাকল একজনকে।

'র‍্যাফায়েল, আমি বেন। জলদি বেরিয়ে এসো জরুরী ব্যাপার।'

এত দূর থেকেও রীজ ওর কথা স্পষ্ট শুনতে পেল। অল্পসময়ের মধ্যে অ্যারোর লোকজন রীজের রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে চলে গেল। এখান থেকেই সে দেখতে পেল আগন্তুক আর ধাওয়াকারীদের একজন কথা বলছে। পরমুহূর্তে পুরো দলটাই ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকা পেরিয়ে চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।

হতবুদ্ধিকর অবস্থায় রীজ একে একে ওদের সবাইকে দূরবর্তী পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ম্যান হান্টিং বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ, কিন্তু রীজের কেন যেন বিশ্বাস করতে বাধল সেটা। কারণ ও শুনেছে, অ্যারোর লোকেরা যখন কোন কিছু শুরু করে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। হেনরী টম্পসন এত সহজে তাকে ছেড়ে দেবে না। তবে কি এটা আমাকে ধরবার জন্য নতুন কোন ফাঁদ? নাকি চালাকি? আপনমনে ভাবল সে। হতে পারে; হয়তো ওরা এভাবে চলে যাবার ভান করছে যাতে সে নিরাপদ মনে করে নিজেকে। তারপর ও আড়াল ছেড়ে বেরোলেই আবার একযোগে সবাই চড়াও হবে তার ওপর পাশাপাশি আর একটা কারণে খটকা লাগল ওর। শেষ অশ্বারোহীকে কেন যেন অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। রীজ নিশ্চিত গতকাল যে তিনজনকে সে পালাতে বাধ্য করেছিল এই লোক তাদের কেউ নয়। ও সরাসরি অ্যারো র‍্যাঞ্চ থেকে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করল ও।

Boighar.com

আবার সেইসাথে ওদের অনুসরণ করবার ঝুঁকি নেয়া থেকেও সংযত রাখল নিজেকে। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে ভাবতে বসল ও। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

পরদিন সকাল পর্যন্ত রীজ পাহাড়েই থাকল। মাঝ-সকাল নাগাদ নিশ্চিত হলো ব্যারানকোসাতে একমাত্র সে-ই আছে, অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা সত্যি সত্যি চলে গেছে পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে। তবে এর কারণ অনেক ভেবেও সে খুঁজে পেল না। হয়তো লিলির হাত আছে এর পেছনে, হঠাৎ করে মনে হলো তার। কিন্তু পরমুহূর্তে ধারণাটা বাতিল করে দিল ও। সেদিন এখান থেকে চলে যাবার সময় খুব রেগে গিয়েছিল মেয়েটা। ঠিক, মেয়েরা ইচ্ছে করলেই আমূল বদলে নিতে পারে নিজের মনোভাব, সময়ে বদলে নেয়ও, তবু রীজের বিশ্বাস হয় না মানুষ শিকারী দলটাকে লিলিই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তবে যা-ই হোক, ভাবল সে, ওরা এ মুহূর্তে ব্যারানকোসায় নেই, এর পেছনে নিশ্চয় কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

রীজের মনে হলো সে যেন আবার নতুন করে বেঁচে উঠেছে। কারণ খুঁজে দরকার নেই, যার চাপের মুখে পড়ে ধাওয়াকারী দলটা ফিরে গেছে তার প্রতি ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, ভাবল সে। প্রথমে যে ওয়াটার হোলের কাছে ক্যাম্প করেছিল সেখানে আবার ফিরে গেল ও। ঠায় অনেকক্ষণ বসে রইল ওখানে। দোটানায় ভুগছে, বুঝতে পারছে না এবার কী করবে সে। অ্যারোর লোকেরা যদি সত্যিই তার পিছু নেয়া বন্ধ করে তবে এখানে আর থাকার কোন মানে হয় না। আবার, অন্যদিকে সে যদি এই বিরানভূমি থেকে বেরিয়ে আসে, বলা যায় না, হয়তো ওরা চাপ সৃষ্টি করতে পারে নতুন করে।

সাপার তৈরি করে আহার সেরে নিল রীজ। এখন সে অত্যন্ত নিরাপদ বোধ করল, তাই আগুনটা আর নিভাল না। আরও কিছু ডালপালা ফেলে উসকে দিল শিখাটা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল আয়েস করে। চারদিক নিস্তব্ধ, মাঝে-মধ্যে মৃদু-মন্দ বাতাস বয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একটা শিস শোনা গেল। চকিতে সাবধান হয়ে গেল রীজ। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। এবার সে ঝটপট উঠে দাঁড়াল। মাটিতে রাখা জিন থেকে তুলে নিল রাইফেলটা, তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে কাছেই একটা ছোট পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। একটু পরে খুব কাছ থেকে শিস্ শোনা গেল, এবং সেইসাথে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর:

'রীজ! অ্যামিগো, তুমি কোথায়?'

'কার্লোস?' পাথরের আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করল রীজ।

'হ্যাঁ, বন্ধু।' কার্লোস তখনও ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে।

রীজের সতর্কভাব দূর হলো এবার। 'এখানে চলে আসো।' হাঁক দিল সে।

কার্লোস নামল ঘোড়া থেকে। রীজের দিকে তাকিয়ে হাসল ওর স্বস্তির হাসি, রীজকে জীবিত আর অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাবার জন্যে। 'আমি তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বন্ধু,' বলল ও। 'অ্যারোর লোকরা যখন ব্যারানকোসা ত্যাগ করল তখন ভাবলাম ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে। তোমাকে

বইঘর.কম

আমি আগেই সতর্ক করতে পারতাম কিন্তু এর আগেই ওরা হঠাৎ করে আক্রমণ করে আমাকে বন্দী করে ফেলে।' দাঁত বের করে হাসল কার্লোস। 'তা তুমিও তো ওদের একহাত দেখে নিয়েছ, তাই না?'

রীজ মাথা নাড়ল। 'তেমন আর পারলাম কই? ওরা হঠাৎ করে পিছু হটে গেল। কেন তা বুঝলাম না।'

'অ্যারোতে গণ্ডগোল হয়েছে, রীজ।' কার্লোস বলল উত্তেজিতভাবে।

'গণ্ডগোল?' রীজ অবাক।

'আমি সান্দেরোদের একজনের কাছে শুনেছি।' সমব্রেরোটা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে সিগারেট বানানোয় মন দিল কার্লোস। 'অ্যারোর বিশাল এলাকা এখন স্কোয়াটারদের দখলে। ওরা সংখ্যায় এত বেশি যে সিনর টম্পসন ওদের হটাতে পারছে না।' দিয়াশলাই জেলে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল কার্লোস। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে তাকাল রীজের দিকে। 'আমি ডেগারের গুলি খাবার ঘটনাটা জানি, বন্ধু।'

'তাই?' রীজ মৃদু হাসল। 'ঠিক আছে, আমাকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই। আরও সমস্যা তৈরি করবার জন্য ও বেঁচে থাকবে।'

'সিনথিয়া অবশ্য বলতে চাইছিল না।' কার্লোস রীজের চোখে চোখ রাখল। 'কিন্তু বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারেনি। যদি সেসময় তুমি না আসতে তা হলে–'

রীজ থামিয়ে দিল ওকে। 'ডেগারকে আমার আরও গুলি করা উচিত ছিল, কার্লোস।'

'সে আরেকবার দেখা যাবে,' গম্ভীরভাবে বলল ও। 'তুমি না পারলে আমি পারব। আমি অ্যারোতে গিয়ে এক্ষুণি ওকে গুলি করে আসতে পারতাম। কিন্তু সিনথিয়া আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।'

রীজ ভ্রূ কোঁচকাল। 'না। সিনথিয়া ঠিকই বলেছে। আজ যদি তুমি ডেগারকে গুলি করো তবে কাল তোমাকে ওরা ঠিকই খুন করবে। তখন তোমার পরিবারকে দেখবার জন্য আর কেউ থাকবে না। আর তোমাকে তো আগেই বলেছি, ডেগার আমার। ওর বা হেনরী টম্পসনের সাথে আমার দেনা-পাওনা এখনও শেষ হয়নি।'

কথাটা পছন্দ হলো না কার্লোসের। ও একজন সামান্য মেষপালক হতে পারে, কিন্তু ওর রক্তে বইছে স্প্যানিশ আর ইন্ডিয়ান রক্তের মিলিত স্রোতধারা। আর সেটা ওর মাঝে জন্ম দিয়েছে এক অহঙ্কারের। ওর বোনের ইজ্জত লুট করতে চেয়েছিল একজন। আর সেজন্য ওর প্রয়োজন প্রতিশোধ নেয়া। না, তার নিজেরও কিছু করবার আছে।

'এই জবরদখলকারীরা কে?' প্রসঙ্গ পাল্টাল রীজ। 'কোত্থেকে এসেছে?'

কার্লোস শ্রাগ করল। 'মন্টি সান্দেরো আমাকে যা বলেছে তাই আমি জানি। দক্ষিণ থেকে এসেছে। ওদের এলাকার নাম পোভার্টি ফ্ল্যাটস্। ওদের সাথে হাজার হাজার গরু আর অসংখ্য ঘোড়সওয়ার আছে। আর এজন্যই অ্যারোর লোকদের ব্যারানকোসা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'আমারও মনে হচ্ছিল ওখানে কিছু একটা ঘটেছে,' রীজ চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলল।

Boighar.com

কার্লোসকেও চিন্তিত দেখাল। 'সিনর টম্পসনের দিন বোধ হয় শেষ।'

'তুমি এরকম কেন ভাবছ, কার্লোস?'

'ওর শত্রুরা এর পেছনে আছে। আর এটা তো দিবালোকের মত স্পষ্ট।'

রীজ ভাবল, ভিক্টর। এটা নিক ভিক্টরের কোন সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হবে। কিন্তু স্কোয়াটারদের এই অভিযান থেকে ও কীভাবে লাভবান হবে তা বুঝতে পারল না সে। তার মনে পড়ল হেনরী টম্পসনের বিরুদ্ধে তাকে একাই পাঠানোর কথা ছিল। ভিক্টর হয়তো কোন কারণে সেকথা রাখতে পারেনি। অ্যারোর লোকেরা হয়তো তার জন্য ভিক্টরের পাঠানো লোককে মাঝপথে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কার্লোস বলল, 'তুমি কি এখন চলে যাবে, বন্ধু? আমার সাথে বাড়ি যাবে?' ওকে বেশ আগ্রহী মনে হলো। 'মা তোমাকে দেখে খুব খুশি হবে। সিনথিয়াও।'

'আজ নয়, কার্লোস। হয়তো কাল যাব।' রীজ বলল অন্যমনস্কভাবে।

কার্লোস উৎসাহ হারাল না। 'এখন তো তোমার আর ভয়ের কোন কারণ নেই।'

'জানি,' রীজ বলল। 'কিন্ত এখন আমাকে এই জবরদখলকারীদের নিয়ে ভাবতে হবে।'

'এটা অ্যারোর সমস্যা।' কার্লোস একটু মনঃক্ষুণ্ন হলো। 'লড়াই হবে একটা। রেঞ্জ ওঅর। তোমার এতে জড়িয়ে না পড়াই ভাল, বন্ধু।'

'তুমি ভুল করছ,' রীজ ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল। 'এই লড়াই যদি হেনরী টম্পসনকে শেষ করে দেয় তবে অবশ্যই আমাকে এর ভেতর থাকতে হবে। ওর কাছে আমার যে কিছু পাওনা আছে।' ভয়াল হাসি হাসল রীজ। 'নিজের কাছেও আমার অনেক দেনা জমে গেছে।'

কার্লোস চলে যাবার পর রীজ কম্বলের নীচে শুয়ে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করল। আপাতত এর মাঝে ভিক্টরের কোন অবস্থান খুঁজে পেল না সে। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল এর পেছনে নিশ্চয়ই ভিক্টরের হাত আছে। ওর সাথে তার দুটো সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল রীজের। হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারল ওকে সে ঠিকমত চিনতে বা বুঝে উঠতে পারেনি। আসলে ভিক্টর একজন উন্মাদ; ও মনে করে অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা বিরাট অংশ ওর প্রাপ্য। সবচেয়ে বড় কথা, ও যা কিছু একবার চায় তা পাবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে ওর বাধে না। অ্যারোর ওপর ওর দাবি আছে ঠিক। কিন্তু যদি জানত সেই দাবির ভিত্তি আছে কোন–তবে সেটা আদালতেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করত সে–এভাবে চক্রান্ত আর শক্তির আশ্রয় নিত না।

সেদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল রীজের। সোলানো সেলুনের বাইরে এসে সিগারেট ধরাবার জন্য একটুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিল সে। ঘটনাচক্রে ভিক্টরকে লংফেলো নামে এক লোকের সাথে কথা বলতে শুনেছিল। 'যদি অ্যারো আসলেই ওকে চায়, তবে ও-ই হবে মানুষ শিকারের জন্য আদর্শ। কত তাড়াতাড়ি তুমি অ্যারোর দিকে যাত্রা শুরু করছ, ফেলো?' লংফেলোর জবাব শোনা গিয়েছিল, 'আমাকে তিনদিন সময় দাও, শুতেই চলবে।' সেটা ছিল রোববার রাত আর আজ বুধবার বিকাল। তিনদিন পেরিয়ে গেছে। অ্যারো র‍্যাঞ্চের ধাওয়াকারীদল

ব্যারানকোসাতে এসেছে। আর এখানে যে সে লুকিয়ে থাকবে তা একমাত্র ভিক্টরই জানত। রীজ এতক্ষণে বুঝতে পারল ভিক্টর কীভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে ওকে।

লংফেলো যেদিন অ্যারোর দিকে স্কোয়াটারদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল, সেদিনই ভিক্টর কোন উপায়ে হেনরী টম্পসনকে জানিয়ে দেয়, রীজ ব্যারানকোসায় লুকিয়ে আছে। আর এভাবেই তার পেছনে অ্যারোর বিরাট এক দলকে পাঠানো হয়। অন্যদিকে লংফেলো জবরদখলকারীদের অ্যারোর দিকে পরিচালিত করেছে। এক অর্থে অবশ্য ভিক্টরের সিদ্ধান্তই ঠিক। রীজকে ও খাবার আর কাপড়চোপড় কিনবার জন্য অর্থ দিয়েছে। অন্যদিকে সে হেনরী টম্পসনের বিরুদ্ধে ভিক্টরের যে কোন পরিকল্পনায় ওর পাশে থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কোন লোকই তার অগোচরে ব্যবহৃত হতে চায় না। আর মাইকেল রীজ অন্য সবার চাইতে আরও কম চায়।

নিক ভিক্টর জাহান্নামে যাক, ভাবল রীজ।

এখন সে বুঝতে পারছে, হেনরী টম্পসনের চাইতে ভাল ব্যবহার নিক ভিক্টরের কাছ থেকে আশা করা যায় না। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রীজ। উঠে দাঁড়িয়ে জিন চাপাল ঘোড়ায়। তারপর নিজের বিছানাপাটি গুটিয়ে নিল। অ্যারোতে আসলে কী ঘটেছে জানে না সে। কিন্তু এর বাইরে নিজেকে যে রাখা যাবে না তা আরেকবার উপলব্ধি করল ভাল করে।

অ্যারো র‍্যাঞ্চের হেডকোয়ার্টার আজ অত্যন্ত শান্ত। লিলি গোটা বাড়ির এখানে-সেখানে অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওর বারবার মনে হচ্ছে এভাবে আর বেশিক্ষণ ও টিকে থাকতে পারবে না। এভাবে অপেক্ষা করা ওর জন্য সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে র‍্যাঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে কী ঘটবে তা জানতে না পারায় সময়টা দারুণ উদ্বেগে কাটছে। এই আপাতশান্ত অবস্থা অবশ্য এটা বোঝায় না যে অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা চুপচাপ বসে আছে। আসলে এই থমথমে ভাব জবরদখলকারীদের ঠাণ্ডামাথায় মোকাবিলা করবার দীর্ঘ প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জাজ টমাস অ্যান্ড ওইদিন সকালে এসেছিলেন। হেনরী টম্পসনের সাথে তার বেশ কিছুসময় আলোচনা হয়েছে। তারপর জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে কোর্ট থেকে অর্ডার বের করবার জন্যে তিনি তখনি সান্তা ফে-র দিকে যাত্রা শুরু করেন। লিলির হঠাৎ করেই মনে হলো অ্যান্ডের 'জাজ' উপাধিটা অর্থহীন। ওঁকে 'জাজ' নামে ডাকা হয় কারণ এসব অঞ্চলে আইনজীবীদের ওই নামেই সম্বোধন করা হয়। উনি কোন কালে জুরীদের সাথে এক বেঞ্চে বসেননি। আর কোনদিন বসবেন বলেও মনে হয় না। টমাস অ্যান্ড দেখতে স্থূলকায়, আত্মম্ভরিতা একটু বেশি। মানুষটাকে দেখলেই তাঁর মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপ্রীতি সম্বন্ধে সহজেই আঁচ করা যায়। যদিও অ্যান্ড অনেকদিন ধরে হেনরী টম্পসনের অ্যাটর্নির দায়িত্ব পালন করে আসছেন, তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে লিলি কেন যেন তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। 'সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে'–জাজের এই আশ্বাস তাই

Boighar.com

লিলির মনে তেমন কোন আশার সঞ্চার করতে পারেনি।

বিকালের দিকে র‍্যাফায়েল এবং ওর সাথের লোকজন ব্যারানকোসা থেকে ফিরে এল। ওরা হেডকোয়ার্টারে এসে দ্রুত সেরে নিল খাওয়া-দাওয়া। তারপর ঝটপট ঘোড়া বদলে নিয়ে দক্ষিণে ছুটল। ওখানে হেনরী টম্পসন, স্যাম এবং অন্যরা অপেক্ষা করছে।

লারগো ক্রীকে কী ঘটছে এই দুশ্চিন্তা রীজের পেছনে মানুষ শিকার পরিকল্পনা পরিত্যাগের সব আনন্দ কেড়ে নিল লিলির মন থেকে। ও ভয় পাচ্ছে জবরদখলকারীরা হয়তো এবার সীমানা অতিক্রম করবার পাঁয়তারা চালাবে। আর এর ফলে একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাবার সমূহসম্ভাবনা রয়েছে। অবশেষে কী ঘটছে তা দেখবার জন্য আর অপেক্ষা না করে ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। ঠিক এই সময়েই ডেগারকে দেখা গেল বাঙ্ক হাউসের দোরগোড়ায়।

রীজের গুলিতে আহত হবার পর এই প্রথম ওকে দেখল লিলি। ডেগারের আকস্মিক আবির্ভাবে লিলি সামান্য ভয় পেল। ওকে ফ্যাকাসে আর দুর্বল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন অনেকদিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু ওর নিষ্ঠুর চোখের ক্রূরতা এখনও মিলিয়ে যায়নি। মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে ও অভিবাদন জানাল লিলিকে। লিলি সোরেলটাকে বাঙ্ক হাউসের কাছে নিয়ে গেল। 'তুমি কি কিছু বলবে, ডেগার?'

'হ্যাঁ।' ডেগারের গলায় ব্যঙ্গ চাপা থাকল না। 'তুমি কি আবার ওই ভবঘুরেকে দেখতে যাচ্ছ?'

লিলি উত্তেজিত হলো একটু। 'তোমার এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোন অধিকার নেই।'

ডেগার হাসল দাঁত বের করে। 'আমি তোমাকে একটা সাদামাঠা প্রশ্ন করেছি।'

'তা হলে আমি তার জবাবও দিয়েছি। আমি কোথায় যাব তা তোমার দেখবার ব্যাপার নয়।'

ডেগারের দেঁতো হাসি নিমেষে উধাও হলো। 'ঠিক আছে, যত পারো ওর সাথে সময় কাটিয়ে নাও। আমি সুস্থ হয়ে নিই আগে, তারপর দেখে নেব শালাকে। র‍্যাফায়েল আর ওর সঙ্গীদের ব্যারানকোসাতে যা করবার কথা ছিল আমি নিজের হাতে তা করব। এটা আমার প্রতিজ্ঞা।' এবার ও লিলির দিকে কৃত্রিম সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমি বুঝতে পারছি না ওইরকম একটা অপদার্থের সাথে তুমি নিজেকে কীভাবে জড়ালে। তোমার রুচিবোধ আরও উন্নত হওয়া উচিত, লিলি।'

'তোমার মনটা খুব নীচ, ডেগার।' লিলি ক্রুদ্ধ হলো এবার।

হাসল ডেগার। 'অত ন্যাকা সেজো না,' কঠিন গলায় বলল ও, 'সবাই জানে ব্যারানকোসায় রীজের ঘোড়া আর আউটফিট নিয়ে তুমি-ই গিয়েছিলে। ওখানে তুমি ওর সাথে বেশ কিছু সময়ও কাটিয়েছ। হারামজাদাটা মেক্সিক্যান মেয়েটাকে কাছে পাবার জন্য আমাকে গুলি করেছে। তারপর একই পথ ধরে তোমার সাথেও মিশেছে।'

বইঘর.কম

'তা হলে তুমি স্বীকার করছ, রীজ কেন তোমাকে গুলি করেছে?' লিলি বলল ব্যঙ্গভরে।

'নিশ্চয়ই।' ডেগারের ময়লা দাঁতগুলো দেখা গেল আবার। 'তবে শুধুমাত্র তোমার কাছেই আমার এ স্বীকারোক্তি।'

'যদি তোমার মধ্যে সামান্যতম ভদ্রতাও থাকত–'

'ওসব ধর্মকথা বাদ দাও।' ডেগার বাধা দিল ওকে। 'তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি জানি তুমি এখন কী।' কদর্য হাসি দেখা গেল ওর চোখেমুখে। 'ওই কন্টেলা মেয়েটিই আমার জীবনে একমাত্র মেয়ে নয়। আর তোমাকে তো আমি সেই ছোট্টকাল থেকে দেখে আসছি এবং–'

লিলি আর দাঁড়াল না। সোরেলের পিঠে জোরে চাবুক কষাল ও, একছুটে পেরিয়ে গেল উঠোন। আর ডেগারের ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি সারাপথ তাড়া করে ফিরতে লাগল ওকে।

দশ

লারগো ক্রীকের ধার ঘেঁষে অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা চাক ওয়াগন দাঁড়িয়ে। ওখানে বসে কফি পান করছে তিনজন। হেনরী টম্পসন আর র‍্যাফায়েল ওয়াগনের ঠিক সামনে বসে। বৃদ্ধ স্যাম একপাশে বসে নার্ভাসভাবে সিগারেটের ওপর হাত বুলাচ্ছে। লিলি ওখানে পৌঁছুতেই র‍্যাফায়েল তাকাল ওর দিকে। অভিব্যক্তিহীন বাকা চাহনি লিলির ভেতরটা দেখে নিতে চাইছে।

'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি, লিলি।' টম্পসনই কথা বললেন প্রথম।

'ঘরে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। তোমরা সবাই ঠিক আছ কিনা তাই দেখতে এসেছি,' ও ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল। 'একজন মেয়ের পক্ষে কিছুই না করে শুধুই অপেক্ষায় থাকা সত্যি কঠিন, বাবা।'

'তোমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাও,' র‍্যাফায়েল বলল। 'মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলেই এসবের বাইরে থাকতে পারছ।'

'জাজ অ্যান্ড কোর্ট অর্ডার পাবার আগেই তুমি ঝামেলার আশঙ্কা করছ, র‍্যাফায়েল?' লিলির গলা এবার কেঁপে গেল।

'হ্যাঁ,' ও গম্ভীর স্বরে বলল, 'বসকে একটু আগে আমি তাই বলছিলাম–'

টম্পসন র‍্যামরডের দিকে ফিরলেন। 'ঈশ্বরের দোহাই, যে লোকটি এর মধ্যেই ডুবতে শুরু করেছে তার সম্বন্ধে এভাবে বোলো না।' রুক্ষতা প্রকাশ পেল র‍্যাঞ্চারের গলায়। 'তুমি নিশ্চয় করে বলতে পারো না, ফ্ল্যাটাররা ক্রীক অতিক্রম করবার চেষ্টা চালাবে। আর যদি তা ঘটেও, ওদের রুখবার মত লোকবল আমাদের আছে।'

র‍্যাফায়েল শ্রাগ করল। 'আপনি শুধু আপনার মত করে সবকিছু ভাবতে চান; বস।' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু আমার কেন যেন অ্যারো র‍্যাঞ্চ সম্বন্ধে একটা খারাপ অনুভূতি মনে জাগছে। মনে হচ্ছে আউটফিটটার ভাগ্য বোধহয় এবার

Boighar.com

ডুবতে বসেছে। আমাদের অনুকূলে আর কিছুই ঘটছে না। এই রীজের কথাই ধরুন। ওই ভবঘুরে এরই মধ্যে আমাদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। আমাদের ওপর দুর্ভাগ্যের প্রতীক ঝোলাবার জন্য আমি ওকেই দায়ী করছি। ও যেদিন এই এলাকায় আঘাত করেছে সেদিন থেকেই অ্যারোর ভাগ্য বদলাতে শুরু করেছে।'

টম্পসন রাগে গজ্‌গজ্‌ করে উঠলেন। 'যত্তসব কুসংস্কার!'

'হতে পারে।' র‍্যাফায়েল বলল, 'কিন্তু আমাদের বিপক্ষে থাকার চাইতে ওকে আমাদের পক্ষেই চাই আমি। ও এবং ওর ভাগ্যকে।' লিলির দিকে আবার বাঁকা চোখে তাকাল র‍্যাফায়েল।

'ফ্রেড,' টম্পসন এবার আদেশ করলেন, 'চুপ করো।'

র‍্যাফায়েল শ্রাগ করে চুপ করে গেল।

লিলি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। র‍্যাফায়েলের কথাগুলো ওকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। 'ওকে আমাদের বিপক্ষের চাইতে পক্ষে বেশি দরকার।' র‍্যামরড বলেছে এই কথা। যদি এটা কোনমতে সম্ভব হত, ও ভাবল।

স্যাম হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'তুমি ঠিকই ধারণা করেছিলে, র‍্যাফায়েল। ওরা আসছে।'

টম্পসন ওর দিকে তাকালেন। 'কী হয়েছে, স্যাম?'

র‍্যাফায়েল ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল। হাতের সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পিষে ফেলল বুট দিয়ে। 'আমি যা আপনাকে বলেছিলাম।' ও বলল টম্পসনকে। 'ফ্ল্যাটাররা জানে, অ্যারোর ভাগ্য এখন অপ্রসন্ন। আজ রাতেই ওরা ক্রীক অতিক্রম করছে। এটা সহজেই ধরা যায়। ওই এক ফালি জমিতে প্রচুর গরু জড়ো হয়েছে। ওদের আরও ঘাস দরকার আর তা আছে লারগো ক্রীকের এ পাশেই।' স্যাডলে চাপল র‍্যামরড তারপর চাক ওয়াগনের পাশে দাঁড়ানো লোক তিনজনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'চলো, যাওয়া যাক। সোজা সামনের দিকে।'

শেষ গোধূলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলো ওরা। টম্পসন ওদের অনুসরণ করলেন। একবার পেছন ফিরলেন তিনি। 'লিলি, বাড়ি ফিরে যাও।' ওরা সবাই এগিয়ে গেল, শুধু লিলি একাকিনী রয়ে গেল সেখানে। সাথে বাবুর্চি। ও ওর রাইফেল পরিষ্কারে ব্যস্ত।

লিলি জিনে চড়ে বসে উত্তরদিকে রওনা হলো ধীরকদমে। কিছুক্ষণ পর প্রেইরীর একটা উঁচু জায়গায় এসে পৌঁছুল সে। পেছন ফিরে অ্যারোয়োর দিকে তাকাল। স্বল্প আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল একটা গভীর খাদের ওপর অ্যারোর সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ওদের অবস্থান চাক ওয়াগনের ঠিক পশ্চিমে। যেখানে ওর বাবা, ফ্রেড র‍্যাফায়েল, স্যাম এবং চাক ওয়াগনের তিনজন ছাড়াও আরও দশজন আছে। ওদের মধ্যে অবশ্য ইতিপূর্বে রীজের খোঁজে অ্যারিযোনায় পাঠানো ছয়জন নেই। আর অনুপস্থিত হাডসন, সে গেছে ওদের ফিরিয়ে আনতে। অন্যদিকে ডেগার ও বান্টিও এই মুহূর্তে দলে থাকতে পারেনি। জিনের ওপর রাইফেল আড়াআড়িভাবে রেখে ওরা ফ্ল্যাটারদের জন্য অপেক্ষা করছে। ফ্ল্যাটাররা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। লিলির সারা শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল।

বইঘর.কম

জবরদখলকারীদের একটা বিরাট অংশ হাজার হাজার গরুসহ ক্রীকের দিকে এগিয়ে আসছে। গরুর পালটাকে শক্ত হাতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ওরা। ধীরে ধীরে গতি বাড়াচ্ছে চলার। ওদের চিৎকার এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে। গরুবাছুরগুলো ওদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে হাম্বা হাম্বা রব করছে। হঠাৎ জবরদখলকারীদের একজন পিস্তল থেকে পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল। সাথে সাথে সমস্ত দলটা একসাথে বুনো চিৎকার দিয়ে উঠল একটা। বিশাল গরুর পাল এবার পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল। গোধূলির নিস্তব্ধতা খান্ খান্ হয়ে গেল গবাদিপশুর তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চিৎকারে। অশ্বারোহী দল আর গরুবাছুরগুলো বিপজ্জনক ভঙ্গিতে প্রচণ্ড গতিতে ক্রীকের দিকে ধেয়ে এল। ওদিকে খাদের পাড় থেকে অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকদের রাইফেল একসাথে কথা বলা শুরু করেছে।

লিলি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হাতের মুঠি চাপল ও, এত জোরে যে তালুতে নখ দেবে গেল। আর্তনাদ করে উঠল লিলি, 'ওহ্! না, না।' কিন্তু ক্রীকের ধারে উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে হারিয়ে গেল ওর গলা।

সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। গোটা লারগো ক্রীক অঞ্চল যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে এরকম লড়াই সচরাচর চোখে পড়ে না। লিলির আশঙ্কাকে ছাড়িয়ে বাস্তব সত্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার তীক্ষ্ণ চোখে সামনের দিকে তাকাল ও। ওদের লোকজন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে অবিরাম গুলি করে চলেছে। প্রতিপক্ষের অসংখ্য গরুবাছুর এরই মাঝে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। কিন্তু তবু বিশাল পশু-স্রোতের থামবার অথবা ফিরে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এবং সারি সারি খাড়া শিং এবার খাদের খাড়া ঢালের দিকে ধেয়ে এল। তারপর উত্তেজিত গরুর পালের বিস্তৃত সারি লাভাস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সাথে সাথে ক্রীকের তলদেশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা আরও দ্রুত গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

এদিকে ফ্ল্যাটাররাও বসে নেই। ওরা একদিকে শক্তহাতে গরুর পাল সামলাচ্ছে। অন্যদিকে অ্যারোদের রাইফেলের জবাব রাইফেলেই দিচ্ছে। কিন্তু শেষমেশ ক্রীক অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলো ওরা, গরুবাছুরগুলো খাদের ওপাশে ছড়িয়ে পড়ল পুবের কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে।

অনেকক্ষণ পর লিলি প্রাণ ফিরে পেল দেহে। আনন্দে নেচে উঠল ওর মন। অবশেষে ফ্ল্যাটারদের ক্রীক অতিক্রম করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

অ্যারোর লোকজন এবার গুলিবর্ষণ করে গরুর পালটাকে পালানোর সুযোগ করে দিল। রাইফেলে আবার গুলি ভরে নিয়ে পরাজিত ফ্ল্যাটারদের দিকে ওগুলো তাক করল ওরা, ব্যঙ্গের সুরে চিৎকার করে উপহাস করল শত্রুদের। কিন্তু ওদের আনন্দোৎসব স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ। পলায়নপর গরুর পালের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাবার আগেই পশ্চিমে আরেকটা উত্তেজনার সূত্রপাত ঘটল। আগের মতই আরেকটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো অ্যারোর লোকেরা। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'আরেকটা দল আসছে!'

এখন অন্ধকার প্রায় পুরোপুরি নেমে এসেছে। কিন্তু এর মাঝেও লিলি প্রায় আধমাইল দূরে ক্রীকের পাড় ধরে গরুবাছুরের দ্বিতীয় পালটাকে এগিয়ে আসতে

Boighar.com

দেখল। এই পালটা খাদ থেকে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। আগেরবার যে গরুবাছুরগুলো ক্রীক অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছিল, বর্তমান দলে তার চেয়ে অনেক বেশি গরুবাছুর আছে বলে মনে হচ্ছে অ্যারোর প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবার এই নতুন বিপদ মোকাবিলার জন্য ছুটে গেল।

রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জনে তালা লেগে গেল লিলির কানে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, উন্মুক্ত পলায়নপর পশুর পালটা এখান দিয়েই যাবে। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল সে।

লংফেলোর উচ্চকিত হাসি চারপাশের শোরগোলকে ছাপিয়ে শোনা গেল। মূলতঃ গোটা পরিকল্পনাটাই ছিল ওর একার। আর এখন সেটা ঘড়ির কাঁটার মত নিখুঁতভাবে কাজ করে চলেছে। ক্রীক অতিক্রম করবার প্রথম প্রয়াসটা আসলে ছিল একটা ধোঁকা। এর উদ্দেশ্য ছিল, অ্যারোর সমস্ত মনোযোগ এদিকে ব্যস্ত রাখা। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলটার ক্রীক অতিক্রম করবার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। লংফেলো, ওর সাথের জনাছয়েক বন্দুকবাজ এবং ডজনখানেক ফ্ল্যাটার দ্বিতীয় গরুর পালটাকে ক্রীকের মাঝ দিয়ে র‍্যাঞ্চ এলাকার ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে এল কোনরকম বাধা ছাড়াই। এবার ওরা অগ্রসরমান অ্যারোর লোকদের মুখোমুখি হলো।

হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল লংফেলো। ও এখনও আপন মনে হেসেই চলেছে। অন্যরা অগ্রসরমান গরুবাছুরগুলোকে অনুসরণ করল। ওরা গরুর পালটাকে অ্যারো র‍্যাঞ্চের আরও ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এরই মাঝে দুপক্ষের রাইফেল সমানে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যেও আগুনের ফুলকি উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন আহত হয়েছে। ওর আর্তনাদ ছাপিয়ে আবারও শোনা গেল লংফেলোর হাসি। অ্যারোর লোকেরা আবার যুদ্ধ শুরু করেছে। আর লংফেলোও তা মনে-প্রাণে চাইছিল।

এবার লংফেলো লাগাম তুলে নিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো মারতেই সামনের দিকে ছুটে চলল ওটা। দুহাত মুক্ত থাকায় এবার ও রাইফেল তুলে নিল। তারপর লেভার ফায়ারিং চেম্বারে গুলি পাঠাল একটা। তারপর উইনচেষ্টারটা কাঁধে লাগিয়ে সামনের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দ্বিতীয় গুলি অ্যারোর একজনকে আঘাত করল। লোকটা ঘোড়ার ওপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে।

লংফেলোর দিকে একটা গুলি ছুটে আসতেই চকিতে একপাশে সরে গেল ও। অ্যারোর দুজন লোক তেড়ে এল ওর দিকে। কিন্তু ও দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কাছ থেকে অনেকদূরে সরে গেল। গরুর পালের ট্রেইল ধরে দলের লোকজনের কাছাকাছি চলে এল লংফেলো, চিৎকার করে বলল, 'উইলো! লুকাস! জলদি এদিকে এসো।' ওরা দুজন লংফেলোর সাথে যোগ দিতেই অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ল তিনজনে। অ্যারোর লোকেরা এবার একযোগে ফ্ল্যাটারদের ওপর হামলা চালাল। চারদিকে বৃষ্টির মত শুরু হলো গোলাগুলি। আরও দুজন আহত হলো।

লংফেলো, কাকতাড়ুয়া উইলো আর রুক্ষ চেহারার লুকাস তখন নিরাপদ

বইঘর.কম

দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। লড়াইটা আস্তে আস্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। 'অ্যারোরা আমাদের ওপর গোটা নরক ভেঙে ফেলেছে, ফেলো।' উইলোর কণ্ঠে উৎকণ্ঠার ছাপ সুস্পষ্ট।

'হ্যাঁ,' লংফেলো জবাব দিল, 'আর আমিও এটাই চাইছিলাম।'

সঙ্গী দুজন দলনেতার দিকে তাকাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

লংফেলো বলল, 'এই ধরনের লড়াইয়ে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতেই হবে। ট্রেইলে চুপচাপ বসে থেকে টম্পসনের আইনের ধমক খাওয়ার কোন মানে হয় না। তাই এই র‍্যাঞ্চের যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি দখল করে নিতে হবে। যত বেশি জায়গা আমাদের থাকবে, ততই আইনের পক্ষে আমাদের হটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।' ও একটু বিরতি দিয়ে দেঁতো হাসি হাসল। 'তা ছাড়া ওই কাপুরুষ ফ্ল্যাটারদের কিছু রক্ত ঝরুক এটাও আমি চাইছিলাম। আজ ওদের ওপর নরক ভেঙে পড়তে দাও। আগামীকাল ভোরের মধ্যেই ওদের মাঝে ঘৃণা মাথা তুলে দাঁড়াবে। প্রতিহিংসায় ছটফট করতে থাকবে ওরা। আর সেটাই ওদের অ্যারোদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস জোগাবে।' রাইফেল রেখে দিয়ে এবার লাগাম তুলে নিল লংফেলো। 'চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক।'

দক্ষিণে ফিরে চলল ওরা।

গোলাগুলি তখনও চলছে, কিন্তু অনেক দূরে। ওরা ক্রীকের কাছাকাছি হতেই অদূরে অন্ধকারের ভেতর একটা কাতরানির শব্দ শোনা গেল। ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল তিনজন, তাকাল আশপাশে। খানিক বাদে একজন ঘোড়সওয়ারকে ধীর গতিতে ওদের পেছন দিয়ে যেতে দেখল ওরা। লোকটা স্যাডলহর্নের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওকে দেখেই লংফেলো আর তার দুই চ্যালা বুঝতে পারল, লোকটা গুলি খেয়েছে। উইলো ঘোড়া ঘুরিয়ে পিস্তল তাক করল। কিন্তু লংফেলো বাধা দিল। 'থামো, উইলো। ও একজন ফ্ল্যাটারও হতে পারে। আর যদি তা না-ই হয় তবে ও জাহান্নামে যাক। ও ইতিমধ্যেই মরতে বসেছে।'

অশ্বারোহী ধীরে ধীরে একসময় অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। দক্ষিণ দিকে চলেছে ও। কিন্তু ভীষণ আহত হওয়ায় ওর পক্ষে দিক নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। লংফেলো সঙ্গীদের সাথে ক্রীক অতিক্রম করে ক্যাম্পের পথ ধরল। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওরা। লংফেলো গভীর চিন্তায় মগ্ন। মনে মনে আরও বিস্তৃত পরিকল্পনা আঁটছে ও। তবে তার সবটাই ভিক্টরের পক্ষে নয়।

রীজ তার বাড়তি ঘোড়াটা কন্টেলাদের র‍্যাঞ্চে রেখে একটানা ঘুম দিল কয়েক ঘণ্টা। তারপর যখন ভাঙল ঘুম, কার্লোসদের সাথে নাস্তা সেরে সোলানোর পথ ধরল। পাহাড়ী ট্রেইল ধরে কয়েক মাইল এগোবার পর একটা পাহাড়ে উঠল সে, অ্যারো র‍্যাঞ্চের দিকে তাকাল। ওখান থেকে এই অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা দেখা যায়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত কয়েকটা পশুর পাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না ওর। জবরদখলকারীদের কোন চিহ্নই নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরও একবার চারদিকে নজর বোলাল ও। 'ওরা আরও পুবে রয়েছে। ব্যাপারটা আরও কাছ থেকে দেখতে হবে।' বিড়বিড় করে আপনমনে বলল রীজ। তারপর রাস্তার দিকে ফিরবার

Boighar.com

উপক্রম করতেই কাছের একটা ঝোপের ভেতর কিছু একটা নড়াচড়া টের পেল। কিছুক্ষণ পর একটা জিন চাপানো ঘোড়ার একাংশ দেখে স্থির হয়ে গেল সে।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করবার পরও রীজ কোন মানুষের দেখা পেল না। অবশেষে ঘোড়াটা একটু সরতেই সে দেখল মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে একজন লোক। হাত-পা এলোমেলোভাবে ছড়ানো। রীজের মনে হলো লোকটা হয় মারা গেছে, নতুবা পড়ে আছে অচেতন হয়ে। হঠাৎ কী মনে করে ঢাল বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল সে। ও পৌঁছুবার আগেই লোকটা ওঠার চেষ্টা করল একবার। কিন্তু পারল না। মাটিতে হাতের ভরে শরীরের ওপরের অংশ কোনমতে ঠেলে উঁচু করল সে, তারপর ধরাশায়ী হলো আবার।

কাছেই এক ফালি ঘেসো জমিতে চরছে ওর ধূসর রঙের ঘোড়াটা। আহত লোকটা বেশ স্বাস্থ্যবান, তার পরনের দামী সুটই বলে দিচ্ছে সাধারণ কোন কাউহ্যান্ড নয় সে। লোকটার ধূসর সাদা চুল দৃষ্টি আকর্ষণ করল রীজের, দ্রুত কাছে এগিয়ে গেল সে। চমকে উঠল ভয়ানকভাবে। 'না, এ হতে পারে না!' আপনমনে বলল রীজ।

আহত লোকটি হেনরী টম্পসন।

রীজ এবার ঘোড়া থেকে নেমে অচেতন টম্পসনের পাশে এসে বসল হাঁটু গেড়ে। ধুলোয় তখনও রক্ত জমাট বেঁধে আছে। টম্পসনকে চিৎ করতেই তাঁর বুকের ডান পাশে একটা গভীর ক্ষত দেখতে পেল ও। র‍্যাঞ্চারের মুখ রক্তশূন্য। শরীর শিথিল আর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কিন্তু একসময় ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। বার দুয়েক পিটপিট করে চোখের পাতা মেললেন তিনি, চোখে পরিচিতির চিহ্ন ফুটে উঠল। অস্ফুটস্বরে র‍্যাঞ্চার বললেন, 'রীজ?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিয়ে রীজ দাঁড়াল সোজা হয়ে। হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিয়ে সিগারেট বানাতে শুরু করল। অনেকটা যান্ত্রিকভাবে পা ফেলছে ও, কোনরকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই। সিগারেট রোল করে আগুন ধরাল, পরক্ষণে নিজের ঠোঁটে সেটা আবিষ্কার করে নিজেই অবাক হয়ে গেল রীজ। এরপর টম্পসনের দিকে তাকাল ও। 'হ্যাঁ, আমি রীজ।'

রীজ আসলে বিস্ময়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। তার চিন্তা-ভাবনার সুতোগুলো একসাথে মিলছে না। ও জানত, স্কোয়ারটার এবং অ্যারোর‍্যাঞ্চের মধ্যে একটা রেঞ্জ ওঅর বাধতে চলেছে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি হেনরী টম্পসন নিজে উপস্থিত থাকবেন লড়াইয়ের ময়দানে। বরং ভেবেছিল, টম্পসন নিশ্চয় লোক ভাড়া করবেন এজন্য।

অনেকক্ষণ পর রূঢ় বাস্তবে ফিরে এল রীজ। এখানে, তার সামনে যে লোকটি মাটিতে পড়ে আছে তাকে সে নানা কারণে ঘৃণা করে। লোকটি অসহায় অবস্থায় তাকে নির্যাতন করেছে। এরপর তার পেছনে মানুষ শিকারীর দল লেলিয়ে দিয়েছে। কুকুরের মত এই কদিন তাকে তাড়া করে ফিরেছে ওরা। এই লোকের বিরুদ্ধেই সে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করেছে। সে ভাবতেও পারেনি কাজটা এত সহজে সমাধা হয়ে যাবে।

টম্পসন দুর্বল চোখে দেখছেন তাকে। তিনি শ্বাস নিচ্ছেন ধীরে ধীরে। কয়েক

বইঘর.কম

সেকেন্ড পরপর ওঁর চোখে-মুখে একটা প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে প্রায় ফিসফিস করে র‍্যাঞ্চার বললেন, 'র‍্যাফায়েল ঠিকই বলেছিল। ও জানত।'

'র‍্যাফায়েল।' রীজ একটু চমকে গেল।

'আমার র‍্যামরড।' অনেক কষ্টে বললেন টম্পসন।

'কী বলেছিল? কীভাবে ও ঠিক কথাটা বলল? ও কি জানত?' রীজ একনাগারে প্রশ্নগুলো করে গেল। রীতিমত উত্তেজিত সে।

'বলেছিল তুমি একটা খারাপ ওষুধ। শয়তানের ভাগ্য তোমার, রীজ।' টম্পসন থেমে থেমে বললেন। তাঁর গলায় এক ধরনের ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

রীজ অস্বস্তিভরে হাসল। 'তাই?' বলল সে। 'আমাকে হত্যা করতে একদল লোককে লেলিয়ে দিয়েছিলেন আপনি। আর এখন আমি আপনাকে অসহায় অবস্থায় পেয়েছি। মি. টম্পসন, এখন আমার একটামাত্র আঙুলের নড়াচড়ায় আপনার ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে।'

'আমিও তা-ই ভাবছি।' টম্পসনের ব্যথাটা বেড়ে গেল হঠাৎ করে।

'আপনার লোকেরা আমাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত খুঁজেছে, মি. টম্পসন।'

'হ্যাঁ। আমার নির্দেশেই ওরা ওসব করেছে।' টম্পসন বললেন কোনমতে।

'যদি আমার সামান্যতমও শয়তানের ভাগ্য থাকত তবে আপনি এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতেন।' রীজ বলল চাপা ক্রোধে।

টম্পসন ব্যথায় আবার কাতরে উঠলেন। তাঁর মুখে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল। অনেক কষ্টে তিনি বললেন, 'আমি কারও করুণা চাই না, রীজ। তোমাকে কোন অনুরোধও করব না। তার চাইতেও বেশি, আমি তোমার ক্ষমা কিনতে চাইব না। যা–' আবার তিনি কুঁকড়ে গেলেন ব্যথায়। 'যা আমি সম্ভবত করতে পারতাম।'

অহঙ্কারী মানুষটাকে অভিশাপ দিল রীজ। 'আমার ক্ষমার সামান্যতম অংশ কিনবার সামর্থ্যও আপনার নেই, মিস্টার টম্পসন।' তার কণ্ঠে ক্রোধ আর রুক্ষতা একসাথে প্রকাশ পেল। 'আপনি আমাকে অ্যারোসহ সবকিছুই দিতে পারেন কিন্তু আমাকে কিনতে পারবেন না।'

'একজন ভবঘুরের নীতিজ্ঞান!' টম্পসন ব্যঙ্গোক্তি করলেন।

'আর একজন ক্যাটল ব্যারণ এই বিজন প্রান্তরে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।' রীজের গলায় বিদ্রূপ ফুটে উঠল।

'ব্যাপারটা হস্যকর, তাই না?' টম্পসন বললেন অসহায়ভাবে।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল রীজ। 'আপনি আমাকে হাসতে দেখেছেন, তাই না?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য টম্পসনের নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হলো। রীজের মনে হলো লোকটি বোধহয় এবার সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছে ধীরে ধীরে মুহূর্তগুলো এগিয়ে চলল। ওর মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। চোখ বন্ধ হয়ে এল। ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল কিন্তু কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ যে তা শুনবার জন্য ঝুঁকে পড়তে হলো রীজকে। 'ভাবঘুরে, আর দেরি কোরো না তোমার আঙুলটা এবার ব্যবহার করো।'

ওইখানেই তা শেষ হয়ে গেল। আবার জ্ঞান হারালেন টম্পসন।

Boighar.com

রীজ এবার তাকাল চারদিকে। ধারে-কাছে কিছু কটন উড গাছ রয়েছে। ছোট ছোট কয়েকটা ডাল কেটে আনল ও, তারপর নিজের বেড রোলের কম্বল আর দড়ির সাহায্যে খাটিয়া বানিয়ে টম্পসনের ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিল সেটা। এরপর অচেতন র‍্যাঞ্চারকে সাবধানে তুলে ওই খাটিয়ায় শুইয়ে দিল রীজ। তারপর নিজের ঘোড়ায় চেপে ধূসর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল অ্যারো হেডকোয়ার্টারের দিকে। টম্পসন সারাপথ অচেতন অবস্থায় রইলেন। র‍্যাঞ্চারের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, রীজ উপলব্ধি করল। প্রচুর রক্ত হারিয়েছেন উনি। তার ওপর ক্ষতের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েছেন আরও বেশি।

লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে রীজ মানুষটার প্রতি কোনরকম সহানুভূতি বোধ করল না। টম্পসন যদি পথেই মারা যান তবে সে আর এপোবে না। একই সময় সবিস্ময়ে ও উপলব্ধি করল ওই মানুষটির প্রতি তার সমস্ত ঘৃণা উধাও হয়েছে। অ্যারোর চাবুক তাকে যেভাবে আঘাত করেছিল সেও চেয়েছিল টম্পসনকে ঠিক তেমনি প্রত্যাঘাত করতে। তবে এই প্রত্যাঘাত শারীরিক নয়, মানসিকভাবে করবে বলে স্থির করেছিল ও কিন্তু সে-প্রয়োজন এখন ফুরিয়েছে। ওয়াগনের চাকার সাথে বেঁধে ওকে চাবুকপেটা করবার স্মৃতিও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। অবশেষে রীজ তার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। তবে অন্যভাবে—টম্পসনের প্রতি দয়া দেখিয়ে। হেনরী টম্পসন যদি বেঁচে থাকেন তবে অবশ্যই তা বুঝবেন।

র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের পথে মাইল দুয়েক এগিয়েছে এই সময় দক্ষিণ-পুবে একটা টিলার মাথায় দুজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। ওরা তার পথ আগলে দাঁড়াতেই রীজ লাগাম টেনে রাইফেল বের করল। লোক দুজন দ্রুত কাছে আসতেই দেখল রীজের উইনচেস্টার ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। এবার ওরা হাঁটার গতিতে এগোতে লাগল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'আমরা অ্যারোর লোক।'

রীজও গলা চড়িয়ে জবাব দিল, 'এসো, কিন্তু ধীরে।' রাইফেলের নল সে ওদের দিক থেকে সরাল না।

নবাগত দুই ঘোড়সওয়ারের মধ্যে একজন হার্ডি অন্যজন বিষণ্ণ চেহারার, গায়ের রঙ শ্যামলা, লম্বা ওরা খাটিয়ায় অচেতন লোকটির দিকে একবার তাকিয়েই টেনে ধরল নিজেদের ঘোড়ার লাগাম। শ্যামলা লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি মারা গেছেন, রীজ?'

'যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন বেঁচেই ছিল।' রীজ দায়সারা গোছের জবাব দিল 'তবে তোমরা একবার দেখে নাও।'

'শুধু দেখায় কাজ হবে না।' লোকটি হাসবার চেষ্টা করল। 'বরং চলো, আবার চলা শুরু করি

রীজ শ্রাগ করল। ওদের দিক থেকে মুহূর্তের জন্য চোখ ফেরায়নি সে। হার্ডি ব্যাপারটা লক্ষ করে মৃদু হাসল 'তোমার রাইফেল নামাতে পারো, রীজ। তোমার পেছন থেকে আমাদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। অ্যারোর সামনে এখন বিরাট সমস্যা' মাথা ইশারায় সঙ্গীকে দেখাল হার্ডি 'এ হচ্ছে ফ্রেড র‍্যাফায়েল

আমাদের র‍্যামরড। খুব ভাল মানুষ। এই তো কিছুক্ষণ আগেই ও বলছিল তুমি এবং তোমার ভাগ্যকে এই মুহূর্তে আমাদের ভীষণ দরকার। আমাদের পক্ষ থেকে তোমার আর ভয়ের কিছু নেই, রীজ।'

রীজ এবার রাইফেল নামাল। 'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম, হার্ডি। কিন্তু মি. টম্পসনের একজন ডাক্তার দরকার। অবশ্য যদি এখনও বেঁচে থাকেন। সোলানোতে একজন ডাক্তার আছে না?'

ওরা কেউ-ই ডাক্তারের কথা ভাবেনি। র‍্যাফায়েল ঘোড়া থেকে নেমে টম্পসনকে দেখল ভাল করে। 'শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে এখনও। হার্ডি, এখনি তুমি সোলানোতে ছুটে যাও। ডাক্তার হোপকে নিয়ে তবে ফিরবে।'

হার্ডি ঘাড় কাত করে সায় জানিয়ে দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল। র‍্যাফায়েল স্যাডলে চড়ে রীজের পাশে চলে এল। 'ওঁকে কীভাবে খুঁজে পেলে, রীজ?'

'ভাগ্যগুণে।'

'ভবঘুরের ভাগ্য!' মৃদু হাসল র‍্যাফায়েল।

'হ্যাঁ, ওভাবেও বলতে পারো।' রীজও জবাবে হাসল।

'মি. টম্পসনের ভাগ্য ভাল বলতে হবে,' র‍্যাফায়েল বলল। 'আমি আর হার্ডি ওঁকে অনেক খুঁজেছি। আমার তো রীতিমত সন্দেহ হচ্ছিল সময়মত পাব কিনা। আমরা ফিরে যাচ্ছি এমন সময় তোমাকে দেখতে পেলাম। আমরা ধরে নিয়েছিলাম উনি মারা গেছেন। আর স্কোয়াটাররা ওঁর লাশ লুকিয়ে ফেলেছে। উনি যদি বেঁচে যান তবে ওঁর জীবন তুমিই বাঁচালে। ব্যাপারটা বেশ কৌতুককর, নাকি?'

রীজ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল। 'আমার মনে হয় তুমি একাই ওঁকে নিয়ে যেতে পারবে।'

র‍্যাফায়েল সাথে সাথেই জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাই তুমি আমার সাথে এসো।'

'কেন?' রীজ ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'হয়তো অ্যারোর জন্য তোমাকে ভাড়া করবার ব্যাপারে তোমার সাথে আমরা আলোচনায় বসব।'

'আমি এবং আমার ভাগ্যকে?' রীজ ব্যঙ্গভরে বলল।

'আমাদের অবশ্যই কারও না কারও ভাগ্যকে কাজে লাগাতে হবে, রীজ,' র‍্যাফায়েল গম্ভীরভাবে বলল। 'ওদিকে নরক ভেঙে পড়েছে। ওই লোকগুলো আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। স্কোয়াটাররা যদি একা থাকত তবে আমরা সহজেই ওদের কাবু করতে পারতাম। কিন্তু ওদের পাশে একদল ভাড়াটে বন্দুকবাজও রয়েছে।'

'মি. টম্পসন কীভাবে গুলি খেলেন?' রীজ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'স্কোয়াটারদের সাথে কাল সন্ধ্যায় আমাদের বড় ধরনের একটা সংঘর্ষ ঘটেছে।' বলে চলল অ্যারো ফোরম্যান। 'প্রচুর গোলাগুলি হয়েছে। লারগো ক্রীক দিয়ে ওরা দুটো বিরাট গরুর পাল অতিক্রম করাবার চেষ্টা করেছিল। আমরা অনেক কষ্টে ওদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছি, তবে উত্তরে এখনও হাজার হাজার

Boighar.com

গরু রয়ে গেছে। আমরা যদি এখন ওদের তাড়াতে সময় নেই তবে এদিক দিয়ে ওরা আরেকটি দল পাঠাবে। আমি এজন্য এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম। ক্রীক লাইন বরাবর আমার লোকেরা সারারাত পাহারা দিয়েছে। আমার মনে হয় গতরাতের সংঘর্ষের সময়ই মি. টম্পসন গুলিবিদ্ধ হন।'

'যখন আমি ওঁর কাছে আসি তখন উনি পাহাড়ের কাছে ছিলেন,' রীজ বলল। 'একজন মানুষ যখন আঘাত পায় তখন তাঁর স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়।'

'হ্যাঁ, তাই।' র‍্যাফায়েল একমত হলো ওর সাথে।

'মনে হয় উনি ভেবেছিলেন ঘোড়াটি ওঁকে বাড়ির দিকে নিয়ে চলেছে,' একটুক্ষণ চুপ থাকার পর রীজ আবার বলল।

'তাই,' বলল র‍্যাফায়েল। এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। এগোতে লাগল ধীর গতিতে।

'বসকে বাদ দিলেও আমরা এখন খুব খারাপ সময়ের মধ্যে আছি, রীজ,' একসময় নীরবতা ভেঙে বলল র‍্যাফায়েল। 'একটা রেঞ্জ ওঅর জিততে হলে লোকদের পেছনে একজন উপযুক্ত নেতার দরকার হয়। আমি অ্যারোর র‍্যামরড। বিপদের সময়ে অন্যের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করাই আমার স্বভাব।' মুহূর্তের জন্যে থামল ফোরম্যান, তারপর রীজের দিকে চিন্তিত চোখে চেয়ে বলল, 'আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ তো, রীজ?'

'তোমার ধারণা দায়িত্বটা তোমার জন্য বিরাট?'

'ওই লোকদের ব্যাপারে অন্তত তাই।' মুখ ঘুরিয়ে নিল র‍্যাফায়েল।

'হুম। ভাগ্যের একটা বিরাট ক্ষমতা আছে ঠিক, তবে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও সে অনেকসময় অনেক কিছু করতে পারে।'

'হ্যাঁ,' র‍্যাফায়েল জবাব দিল। এখন ওর কণ্ঠের তেজ অনেক কমে গেছে।

এডৌবি কুটিরগুলো থেকে বেরিয়ে আসা মেক্সিক্যান মহিলা আর ওদের বাচ্চাকাচ্চারা তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। কিন্তু র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে একমাত্র ডেগারই বাঙ্ক হাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করল ওদের আগমন। রীজের দিকে ভ্রূকুটি করে কুৎসিতভাবে তাকিয়ে রইল ও। পাশাপাশি ওর চোখে প্রতিহিংসার আগুনও জ্বলে উঠেছে। মিস্টার টম্পসনের অচেতন-দেহখানা ধরাধরি করে উঠোনের ওপাশে র‍্যাঞ্চ হাউসে নিয়ে গেল রীজ আর র‍্যাফায়েল। একজন পরিচারিকা টম্পসনকে দেখেই স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে উঠল। র‍্যাফায়েল ওকে ধমক দিতেই ও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে টম্পসনের শোবার ঘরের দরজা খুলে দিল। এবার ওরা র‍্যাঞ্চারের পোশাক পাল্টে দিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিল বিছানায়। তারপর ধীরে-সুস্থে ক্ষতস্থান পরিষ্কারে মনোযোগ দিল। এমন সময় টম্পসনের জ্ঞান ফিরে এল। তিনি পানি চাইলেন। মেক্সিক্যান মেয়েটি তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এল। অল্প পানি খেলেন তিনি।

BOIGHAR

'কতটা খারাপ?' অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করলেন র‍্যাঞ্চার। দৃষ্টি রীজের ওপর।

রীজ শ্রাগ করল। 'আমি জানি না। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। আপনার বুকের ক্ষতটা আমার কাছে তেমন ভাল ঠেকছে না। অবশ্য এটা অত মারাত্মক নাও হতে পারে।'

বইঘর.কম

'লিলি কোথায়?' টম্পসন খোঁজ করলেন মেয়ের।

'এখানে নেই।' রীজই জবাব দিল।

'ওকে বলো,' টম্পসন ফিসফিস করে বললেন, 'ওকে বলো আঘাতটা তেমন মারাত্মক নয়। আমি চাই না ও দুঃখ বা ভয় পাক।' একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন তিনি, তারপর ম্লানস্বরে বললেন, 'মার্থাকেও খবর দাও।' তাঁর দৃষ্টি র‍্যাফায়েলকে খুঁজল। 'ফ্রেড, তুমি ওকে খবরটা জানাবে। আর বলবে আঘাতটা তত খারাপ নয়। নইলে ও আবার সবচেয়ে খারাপটাই ভেবে বসবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস র‍্যাঞ্চারের বুক চিরে বেরিয়ে এল।

'আমি সোলানো যাচ্ছি,' রীজ বলল। 'আমি-ই ওকে বলতে পারব।'

'তুমি বলবে?' টম্পসন রীজের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন।

রীজ মৃদু হাসল। 'মিসেস স্টুয়ার্টের সাথে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে।'

র‍্যামরডকে সঙ্গে করে র‍্যাঞ্চারের কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। র‍্যাফায়েল জানাল, তার এখন দক্ষিণে যাওয়া দরকার। তারপর রীজের দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'আমাদের সাথে যোগ দাও, মাইক। তোমাকে এজন্য প্রচুর অর্থ দেয়া হবে। তুমি যা চাও তাই পাবে। অ্যারোর এখন একজন ভাল লোক দরকার, বন্ধু।'

রীজ একটা সিগারেট ধরাল। 'কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ,' চাঁছাছোলা জবাব দিল রীজ, 'আমি সাধারণ একজন ভবঘুরে। এবং অ্যারোর জন্যে আমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই।'

'ভুলে যাইনি।' র‍্যাফায়েলের মুখ ঢেকে গেল কালো মেঘে।

'তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বোকা ভেবেছ?' রীজ ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। রীজের সেই দৃষ্টির সামনে অসহায় বোধ করল র‍্যাফায়েল। 'হতে পারে, মাইক। আমি দুঃখিত।'

উঠোনে বেরিয়ে এল ওরা। র‍্যাফায়েল ওর ঘোড়ার দিকে এগোল। ওকে দেখেই বোঝা যায়, আবার স্কোয়াটারদের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে ওর একটুও নেই। ধীরে ধীরে চলে গেল ফোরম্যান। রীজ ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল ফোরম্যানের চাকুরিটা দেবার সময় লোকটাকে বোধহয় ঠিকমত বাজিয়ে দেখে নেয়া হয়নি। খাটিয়াটাকে পিঠে নিয়ে ধূসর ঘোড়াটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের গেটের কাছে। কাটা ডালগুলো থেকে রীজ তার কম্বল আর দড়ি খুলে নিল। তারপর জিন থেকে ডালপালাগুলো নামিয়ে একসাথে বেঁধে খাড়া করে রাখল এডৌবি দেয়ালের গায়ে। এরপর ঘোড়াটাকে কোরালে নিয়ে গিয়ে জিন খুলে রেখে পানি খাওয়াল। তারপর কাছের একটা স্টলে রেখে এল ওটাকে। সব কাজ সেরে যখন কোরালের গেট বন্ধ করছে তখন পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে দাঁড়াল রীজ। দেখল, লিলি এগিয়ে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে

Boighar.com

এগারো

একটা ব্যাপারে লিলি আর তার বাবার দারুণ মিল, উভয়কেই সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে একধরনের অহংবোধ। ও ঘোড়ার পিঠে টানটান শরীরে, মাথা উঁচু করে বসে আছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলাদের রীজ পছন্দ করে। আর তাই প্রথম থেকে লিলি তার দৃষ্টি কেড়েছে। আজও, এই মুহূর্তে, ও যেন ঠিক রানীর মত বসে আছে ঘোড়ার ওপর। যদিও চেহারায় এক ধরনের বিধ্বস্ত ভাব, উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে, তবু পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি মেয়েটা। ওর এই চেহারাও রীজকে আজ ওর মনের দৃঢ়তার কথাই মনে করিয়ে দিল। তার মনের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু আজও সে সেদিনের ব্যারানকোসার মতই গুটিয়ে নিল নিজেকে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সময় এখনও আসেনি। লিলির সাথে কথা বলবার উদ্দেশে উঠোনের ফটকের কাছে এগিয়ে গেল রীজ। লিলি ততক্ষণে লাগাম টেনে ধরেছে।

'র‍্যাফায়েলের সাথে দেখা হয়েছে আমার,' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল ও। 'ও বলল তুমি-ই বাবাকে খুঁজে পেয়েছ। আবার এখানে নিয়েও এসেছ কষ্ট করে। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ, রীজ।

রীজ আলতো করে মাথা ঝাঁকাল একথায়।

'আমি বাবাকেই খুঁজছিলাম,' বলে চলল লিলি। 'তাঁর চিন্তায় পাগলের মত হয়ে পড়েছিলাম। ওর আঘাত কেমন, রীজ?'

'ওর শরীরের যেরকম অবস্থা, তাতে নিঃসন্দেহে খারাপই বলতে হয়,' রীজ সংক্ষেপে জানাল।

'কিন্তু তাই বলে তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে–' কথা শেষ করতে পারল না লিলি, অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

'না-না, তা কেন ভাবব,' রীজ সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়াস পেল ওকে। 'ডাক্তার সম্ভবত সারিয়ে তুলতে পারবে। ভাল কথা, লিলি, তুমি এর আগে বলেছিলে তোমার বাবার শরীর ভাল নেই। কী হয়েছে ওর?'

'ওঁর হার্টের অবস্থা খুব একটা ভাল না,' জবাব দিয়ে বাসার দিকে এগোল লিলি। রীজের উদ্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বাবাকে দেখে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।'

রীজ সম্মতি জানাল।

কয়েক মিনিট পরেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লিলি। র‍্যাঞ্চার এখন ঘুমোচ্ছেন, ও জানাল। ওর সমস্ত আত্মবিশ্বাস উধাও হয়েছে ইতিমধ্যে। দ্বিধায় ভুগছে, আবার ভয়ও পেয়েছে। আর তা লুকাবার কোন চেষ্টাই করল না লিলি। 'আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বাবার কাছে ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, রীজ।'

'তুমি তো বলেইছ যে তুমি কৃতজ্ঞ,' রীজ বলল। 'এর থেকে বেশি কিছু

বইঘর.কম

বলবার দরকার নেই।'

'আমি তোমাকে একসময় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম।' লিলির চোখ রীজের চোখে স্থির হলো। 'নিক ভিক্টর অ্যারোর বিরুদ্ধে কী করতে চাইছে তা বের করবার বিনিময়ে আমি তোমাকে প্রচুর টাকা দেব বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। রীজ, শোনো–'

'আমি শুনছি। তুমি বলে যাও।'

লিলিকে দারুণ বিষণ্ন দেখাল। ওর কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। কণ্ঠের দৃঢ়তা কমে গেছে। চোখে-মুখের উত্তেজনা থেকে বোঝা যায় মেয়েটি কী রকম বিরাট সমস্যার মধ্যে রয়েছে। 'আমি জানি,' ও বলল ধরা গলায়, 'আমার ভেতরটাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমি কোন সাহায্যই করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারছি না। রীজ, আজ আমি একজন ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছি। তোমাকে আমার দরকার। আমাকে সাহায্য করো, রীজ। বলো, করবে না?'

'অ্যারোকে সাহায্য করব আমি, তুমি এ কথা বলছ?' হালকা গলায় বলল রীজ।

'হ্যাঁ।' লিলির সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তুমি কীভাবে ধারণা করলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? আমি তো স্রেফ একজন ভবঘুরে,' রীজের গলায় এবার ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

'তুমি তার চাইতেও বেশি, রীজ।' লিলি দৃঢ়গলায় বলল, 'আমি তা জানি। অনুভব করি।'

'র‍্যাফায়েল সম্ভবত তোমাকে আমার সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলেছে।'

লিলি মাথা নাড়ল। 'ও ঠিকই বলেছে। কিন্তু বাবা ছাড়া ও একেবারেই অচল। একজন শক্ত মানুষ পেছনে না থাকলে আমাদের সব লোক খড়-কুটোর মত ভেসে যাবে। দায়িত্বটা তুমি নিয়ে নাও, রীজ। আমার বাবার পাশে এসে দাঁড়াও। অ্যারো র‍্যাঞ্চকে আমাদের হাতছাড়া হতে দিও না।' কান্নার দমকে ওর গলা বুজে এল। 'রীজ, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না, প্লিজ।'

রীজ পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে অনেকটা যন্ত্র-চালিতের ভঙ্গিতে সিগারেট বানাতে শুরু করল। একদৃষ্টিতে লিলির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ও। আর ওর এই শান্তভাব লিলির উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলল আরও। রীজের অভিব্যক্তি বলছে, 'কিছুই আমি করছি না। তোমরা সব গোল্লায় যাও।' তারপর মনে হলো সে দর কষাকষিতে নামবে। র‍্যাফায়েলের মত লিলিরও ধারণা অ্যারো র‍্যাঞ্চের পক্ষে অলৌকিক কিছু দেখাতে পারবে ও। র‍্যাফায়েলের মত ও-ও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, রীজ এই দায়িত্ব আশ্চর্য দক্ষতার সাথে পালন করতে পারবে। কারণ সে এখনও প্রকারান্তরে অ্যারো র‍্যাঞ্চের পক্ষেই কাজ করে চলেছে, কিন্তু অন্যদিকে রীজের মধ্যে এ ধরনের কোন বিভ্রম নেই। সে এর আগেও অ্যারোর চাইতে অনেক বড় র‍্যাঞ্চের র‍্যামরড হিসেবে কাজ করেছে। সেসময়ও অনেক বড় ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। সে ইচ্ছে করলে

Boighar.com

হনরী টম্পসনের জায়গা নিতে পারে। হঠাৎ করেই অনুভব করল রীজ, একাজ করা তার পক্ষে সম্ভব।

'ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমি কী পাব?' রীজ সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

'অনেক কিছু দেয়া হবে তোমাকে।' লিলির চোখে-মুখে এতক্ষণে প্রাণের ছোঁয়া লাগল।

'আমাকে আমার জীবনের ঝুঁকিও নিতে হতে পারে,' গম্ভীর সুরে বলল রীজ।

'তোমার চাহিদা বলো, রীজ। যে কোন যুক্তিসঙ্গত চাহিদা।' লিলির গলায় মিনতি ঝরে পড়ল।

সিগারেট ধরাল রীজ। একটা চিন্তার সূক্ষ্ম জাল ফুটে উঠল ওর সারা মুখে। তার ভবঘুরের জীবন শেষ হয়েছে। এটা সে বোঝে। ওই পাহাড়ের ওপাশে কী আছে তা সেদিন সে জানত না। আজ অনুভব করল তার অতীতকে বোধহয় সে ভুলতে পেরেছে। সিগারেটে হাত বুলাল সে, এই র‍্যাঞ্চ এবং এর চারদিকে তাকাল। আসলেই একটা সুন্দর জায়গা এটা। ইতিমধ্যেই এর মায়ায় জড়িয়ে গেছে সে। একদিন সে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেছিল, হেনরী টম্পসনের কাছ থেকে এই র‍্যাঞ্চ ছিনিয়ে নেবে। যদি আর তাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে না হয়, যে অঞ্চল থেকে চলে এসেছে সেখানে আর যদি ফিরে যেতে না হয় তাকে তবে এখানেই সে থাকতে পারবে। এখানেই সে দেখতে পাবে নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। অথবা তার কবর হতে পারে এর সুকোমল ঘাসের নীচে। রীজের দৃষ্টি এবার লিলির দিকে ঘুরল। মনস্থির করে ফেলেছে সে।

'বেশ, সব দায়িত্ব আমার ঘাড়ে তুলে নিচ্ছি আমি,' বলল রীজ। 'হয় এই রেঞ্জ ওঅরের পরিসমাপ্তি ঘটাব, অথবা শেষ হয়ে যাব নিজেই।'

'তুমি কী মনে করো···?' লিলির উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর মাঝপথে থেমে গেল।

'আমার চেষ্টা আমি করব। কোনকিছু যখন একজন মানুষ শুরু করে অন্য মানুষ তা শেষও করতে পারে।'

'আমি দর কষাকষি করতে রাজি নই,' লিলি বলল। 'তোমার চাহিদাটা এবার বলো।'

'তোমার পছন্দ হবে না সেটা,' রীজ এবার গম্ভীর হলো।

'কত চাও, রীজ?' জোর গলায় জানতে চাইল লিলি। 'আমরা টম্পসনরা এখন হয়তো গরীব হয়ে গেছি। কিন্তু তুমি যা চাইতে কুণ্ঠিত হচ্ছ তা দিতে আমাদের একটুও বাধবে না। এবার তোমার চাহিদাটা বলে ফেলো।'

লিলির চোখে সরাসরি তাকাল রীজ। 'অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ।'

ভীষণ-চমকে উঠল লিলি। ওকে দেখে মনে হলো ও যেন একটা প্রচণ্ড চড় খেয়েছে। এক পা পিছিয়ে গেল ও। চোখে-মুখে ফুটে উঠল হতবাক চাহনি। 'আমি···আমি ভাবতে পারিনি, তুমি আমার সাথে এভাবে কৌতুক করবে,' ও বলল অস্ফুটস্বরে। 'আমি আশা করিনি, আমার ভিক্ষা চাওয়াকে তুমি এভাবে নেবে।'

'আমি কৌতুক করছি না, লিলি,' রীজ শান্তস্বরে বলল।

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নও, রীজ।' বিস্ময়ের ধাক্কাটা এখনও সামলে

উঠতে পারেনি লিলি। 'তুমি অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক তৃতীয়াংশের শেয়ার চাইছ!'

'তুমি এই রেঞ্জ ওঅরের অবসান চাও?' রীজ এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু—' মাঝপথে থেমে গেল লিলি।

'তুমি তোমাদের র‍্যাঞ্চ রক্ষা করতে চাও, তাই না, লিলি?' রীজ শান্তস্বরে বলে চলল, 'নিক ভিক্টর জবরদখলকারীদের পেছনে রয়েছে। ওর দাবি তোমাদের র‍্যাঞ্চের শ্রেষ্ঠ অংশের ওপর। আমি ওর ফার্নান্দো গ্রান্ট চিহ্নিত গোটা অ্যারো র‍্যাঞ্চের ম্যাপ দেখেছি। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টার, সবই তার অন্তর্ভুক্ত। আমাকে তোমাদের অংশীদার করবার বদলে তুমি কি এসব হারাতে চাও? নাকি ভিক্টরের হাতে র‍্যাঞ্চের শ্রেষ্ঠ অংশ তুলে দেয়াই তোমার ইচ্ছা? অথচ সে জায়গায় আমি মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দাবি করছি।'

'এক-তৃতীয়াংশ?' লিলি এবার ঢোক গিলল। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সিগারেট মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে ফেলল রীজ। ঘুরে এগিয়ে গেল ঘোড়ার দিকে। স্যাডলে চেপে লিলির দিকে ফিরল ও 'তোমার বাবার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করো। পরে জানিও আমাকে।'

'তুমি আসলেই পাগল হয়ে গেছ, রীজ।' এতক্ষণে লিলি ধাতস্থ হয়ে এসেছে।

'একথা তুমি এর আগেও বলেছ।'

'কিন্তু তুমি তো নিশ্চিত নও যে তুমি আসলেই রক্ষা করতে পারবে অ্যারোকে।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, এজন্য আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নেব।'

'তুমি ভাবছ, ভিক্টরের সাথে একটা সমঝোতায় আসলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে,' ভয়ার্ত সুরে বলল লিলি। 'আর এ-ও তোমার ধারণা, ও-ই এসব জবরদখলকারীদের মদদ দিচ্ছে।'

রীজ শ্রাগ করল। 'তোমার যেভাবে ইচ্ছে ভাবো। আমি শুধু জানি, ভিক্টর ছাড়াও অন্য কারও সাথে আমার মোকাবিলা করতে হবে। আর আমি যখন বলেছি, এসবের পেছনে ও আছে তখন ধারণা করে বলিনি। নিশ্চিতভাবেই জানি। ও লংফেলো নামে এক লোকের মাধ্যমে স্কোয়াটারদের পরিচালিত করছে।'

'লংফেলো?' লিলি এবার ভয়ানক চমকে উঠল।

'নামটা তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে?' রীজ বিস্মিত হলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লিলি। 'এ নামের একজন লোক জবরদখলকারীদের নেতা।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল। 'এই তো এবার বুঝতে পারছ। তুমি যা ভেবেছ তার চাইতেও আমি বেশি জানি। এবার ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করো। তোমার বাবার সাথে আলাপ করো। অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ,' একটু থামল রীজ, 'যদি আমি কাজটি করতে পারি তবেই তা আমার কাজে আসবে। আর যদি তা না পারি, সেটা ভোগ করবার জন্য আমি বেঁচে থাকব না। আমি এখন সোলানোতে ফিরে যাচ্ছি। যদি তোমার বাবা রাজি হন, আমাকে খবর পাঠিও।'

Boighar.com

ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিল রীজ, ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বিদায় জানাল লিলিকে, দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওখান থেকে। পেছনে না ফিরেও স্পষ্ট অনুভব করল ও, লিলির দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে। আর সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে এক ধরনের অবিশ্বাস আর তিক্ততা।

পড়ন্ত বিকেলে সোলানোয় পৌঁছুল রীজ। পথে ডাক্তার হোপকে অতিক্রম করল সে। কিছুদূর এগিয়ে মার্থার বাসার সামনে নামল ঘোড়া থেকে। কিন্তু বারান্দায় ওঠার আগেই মহিলা দরজা খুলল। হ্যাট নামিয়ে মৃদু হাসল রীজ। 'ভেতরে আসতে পারি?'

মার্থাও হাসল 'অবশ্যই, কারণ তুমি অ্যারো থেকে আসছ।' রীজ তাকাল ওর দিকে। ওর সারামুখে রাজ্যের বিষণ্ণতা। 'সবাই যা বলছে, অবস্থা কি সেরকম খারাপ, রীজ?'

'সবাই কী বলছে?' বসবার ঘরে পা রাখতে রাখতে হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল রীজ।

'অ্যারোতে নাকি লড়াই চলছে।'

'কথাটা সত্যি, মার্থা।'

'আর হেনরী?'

'উনি আঘাত পেয়েছেন,' রীজ দেখল মার্থা নিজেকে ঠিক রাখতে চেয়ারে হেলান দিল। স্পষ্ট বুঝতে পারল ও, হেনরী টম্পসনের জন্য এই মহিলার ভালবাসা কত গভীর। শরীর এলিয়ে পড়ল মার্থার। রীজের আশঙ্কা হলো মহিলা বোধ হয় এখুনি কেঁদে ফেলবে। কিন্তু শেষমেশ নিজেকে সামলে নিল সে।

'আমি তোমাকে মিথ্যা বলব না,' আবার শুরু করল রীজ। 'উনি তোমাকে বলতে বলেছেন আঘাতটা তত মারাত্মক নয়। কিন্তু ওঁর হার্টের বর্তমান অবস্থায় সেটা কতখানি খারাপ তা আমি অবশ্যি বলতে পারব না। ডাক্তার এরমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে সে-ই ভাল বলতে পারবে।'

মার্থা মাথা ঝাঁকাল। 'অ্যারোর এক লোকের সাথে ডাক্তারকে যেতে দেখেছি আমি।' কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বলল ও। 'আমি ওদের ডাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হলো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল হেনরী-ই আঘাত পেয়েছে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল মার্থা। 'আমি একটা স্বার্থপর মেয়ে, মাইক। তোমার সম্বন্ধেও আমার জানা উচিত। তুমি এখানে, এরকম নিরাপদে রয়েছ কীভাবে?'

রীজ শ্রাগ করল। 'ওরা আমাকে বলল আমার নাকি শয়তানের ভাগ্য। তা যে ভাগ্যই হোক, অ্যারো আর আমার দিকে বন্দুক তাক করছে না। আমি টম্পসনকে র‍্যাঞ্চের বাইরে অচেতন অবস্থায় পেয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি ওঁকে। আমার বিশ্বাস এতে ওঁর সাথে আমার শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অবশ্যি আমি জানি না, আমি যা বোঝাতে চাইছি তুমি তা বুঝতে পারছ কিনা।'

নীরবে কিছুক্ষণ রীজকে দেখল মার্থা। 'বোধহয় বুঝতে পেরেছি। তুমি ওর জীবন বাঁচিয়েছ। আর যেহেতু তুমি-ই একাজটা করেছ, হেনরীর ওপর তোমার সমস্ত ক্ষোভও এই সাথে কেটে গেছে। আর এভাবেই তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়েছ।'

বইঘর.কম

জবাবে মৃদু হাসল রীজ, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমার মনে হয় তোমার এখন অ্যারোতে যাওয়া উচিত, মার্থা।'

'আমি। আমি অ্যারোতে যাব?' মার্থা হতবাক দৃষ্টিতে তাকাল রীজের দিকে।

'হ্যাঁ, মার্থা। এই মুহূর্তে তোমাকেই ওঁর বেশি প্রয়োজন।'

'আমি এসব নিয়ে ভাবি না।' পাশ কাটাতে চেষ্টা করল মহিলা।

'জানি, কারণটা হচ্ছে লিলি!' রীজ একটু উত্তেজিত হলো। 'এ-সবই হচ্ছে মেয়েমানুষের অনুভূতি।' দরজায় গিয়ে মার্থার দিকে ফিরল ও। 'তেমার জায়গায় আমি হলে, টম্পসনের কাছে যাওয়া থেকে কেউ রুখতে পারত না আমাকে। আরেকবার ভেবে দেখো, মার্থা।'

মার্থা কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে এল সে।

শিখা মার্কা দেয়া কালো একটা ঘোড়া সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রীজ তার ডান ঘোড়াটাকে ওটার পাশে রেখে ভেতরে ঢুকল। কর্কশ চেহারার এক স্থূলকায় লোক গুজগুজ করে কী সব আলাপ করছে থাস্টির সাথে। রীজ দেখেই বুঝল এই লোক-ই লংফেলো। থাস্টি বিস্ময়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো একটা। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ও বলল, 'রীজ! তুমি–?'

'অ্যারো আমার পেছন থেকে থাবা গুটিয়ে নিয়েছে।' রীজ ওর অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাব দিল। 'ওই আউটফিটের আরও অনেক ঝামেলা আছে। সে যাক্‌গে। ভিক্টর কোথায়?'

'শহরের বাইরে।' থাস্টি এরি মাঝে একবার রুমাল দিয়ে তার ঘামে ভেজা মুখ মুছে নিল।

রীজ এক পা এগোল। 'শহর থেকে কত দূরে গেছে?'

'সকালের স্টেজে সান্তা ফে-তে গেছে।' ঘামে-ভেজাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে কিন্তু লংফেলো পুরো মাত্রায় সতর্ক। 'আমি তোমার জন্য কী করতে পারি, রীজ?'

'ভিক্টর ফিরলে ওকে একটা খবর পৌঁছে দিও, থাস্টি।' রীজ ঘামে-ভেজার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল।

'হ্যাঁ। অবশ্যই দেব।' রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল ঘামে-ভেজা।

'ওকে বলো, কেউ না জানিয়ে আমাকে ব্যবহার করবে এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়,' রীজ থেমে থেমে বলল। 'এবং আমার দিকে বন্দুক তাক করাও পছন্দ করি না। যাই হোক, আমার বিশ্বাস, আমাকে দেওয়া অর্থের প্রতিদান ও ফেরত পেয়েছে। এখন আমরা সমান। কাজেই ওকে বলে দিও আমি এসব থেকে বেরিয়ে এসেছি, থাস্টি।'

থাস্টি ওর ঘামে-ভেজা মুখটা কঠিন করবার প্রয়াস পেল। 'শোনো, রীজ–'

'ভুলে যাও,' বলে চলে যেতে উদ্যত হলো রীজ।

'তুমি একটা ভাল জিনিস ফেলে যাচ্ছ, ভবঘুরে।' পেছন থেকে লংফেলো টেনে টেনে বলল।

রীজ ঘুরে দাঁড়াল। লংফেলোর মত লোকের মোকাবেলা সে এর আগেও করেছে। কঠিন, ধূর্ত, শয়তান–সবকিছুই লোকটার মুখে একই সঙ্গে উপস্থিত।

Boighar.com

'যদি সেটা ভাল বলে প্রমাণিত হয় তখন না হয় অনুশোচনা করব,' রীজ জবাব দিল শান্তকণ্ঠে। 'এখন তোমাদের সামনে শুধুই সমস্যা, তোমার আর ভিক্টরের মুখে যা থাপ্পড় মারতে পারে।'

'তুচ্ছ বিপদ দেখেই এত ভয়,' বিদ্রূপ করল লংফেলো। 'এজন্যই তুমি লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছ। সাহসী কোন ভবঘুরেকে আমি আজতক দেখিনি।'

'ভবঘুরে নয়, এখন তোমার সামনে একজন বিবেচক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে,' অবিচল কণ্ঠে বলল রীজ।

'তোমার গলাবাজি শুনতে আমি রাজি নই, কাপুরুষ,' লংফেলো বলল অবজ্ঞাভরে।

'আমি তোমাকে কিছু না বলেই চলে যেতে চেয়েছিলাম।' ঘুরে আবার ঘরে ঢুকল রীজ। 'কিন্তু তা বোধ হয় তুমি চাইছ না। তুমি আমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ, ফেলো।'

থাস্টি নার্ভাসভাবে বলল, 'প্লিজ, তোমরা চুপ করো।'

লংফেলো এক পা আগে বাড়ল, চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে নগ্ন ক্রোধ। 'বড়দের কীভাবে সম্মান করতে হয় তাই এখন তোমাকে আমি শেখাব, ভবঘুরে।' নাক সিটকাল বন্দুকবাজ। 'আর একই সাথে তুমি তোমার কথার জবাবও পেয়ে যাবে।' আরও এক পা এগিয়ে এল ফেলো। 'মাথায় পিস্তলের একটা আদরই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।'

রীজ প্রথম দর্শনেই বুঝেছিল তারা দুজনেই নেকড়ে, একে অন্যের উদ্দেশে দাঁত খিঁচাচ্ছে। তবে এ লোক ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। এখন আর জানতে বাকি নেই লংফেলো গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায় মানুষের সাথে, রীজকেও সে একজন খেলো মানুষ মনে করেছে। ওর ধারণাটা যাতে বদ্ধমূল হয় সেজন্য এক পা পিছিয়ে গেল রীজ। 'আমি তোমার সাথে এখনি কোন গণ্ডগোল চাই না, মিস্টার।'

জবাবে লংফেলো তাকে বিরাট এক দেঁতো হাসি উপহার দিল। তারপর 'ভীতু ভবঘুরে' বলে হাত বাড়াল নিজের পিস্তলের দিকে। রীজ আরেক পা পিছিয়ে একটা ডেস্ক চেয়ার তুলে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল ওর পায়ে। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লংফেলো। রীজ বাধা দিল না, যখন হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল বন্দুক বাজের, ওর চুল খামচে ধরল সে, মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল। সপাটে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লংফেলো, তার পিস্তলটা হাতছাড়া হলো। রীজ মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল সেটা, ভয়ার্ত থাস্টির দিকে ফিরল। 'ভিক্টরকে আমার খবরটা পৌঁছে দিও।'

ঘামে-ভেজা ঘন ঘন এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল।

সেদিন রাতেই অ্যারো র‍্যাঞ্চে তলব পড়ল রীজের। শুরুতে ওর ঘোর সংশয় ছিল রা তার প্রস্তাবে রাজি হবে কিনা, বিশেষ করে মিস্টার টম্পসন। অপেক্ষা করতে করতে ওর ধৈর্য যখন চরমে পৌঁছেছে, চলে যেতে উদ্যত হয়েছে এমন সময় হার্ডি সেলুনে এসে জানাল লিলি ডেকে পাঠিয়েছে ওকে, অ্যারো তার সঙ্গে রফা করতে রাজি আছে।

বইঘর.কম

রীজ অ্যারো হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতেই সকালের সেই মেক্সিক্যান পরিচারিকাটি ওকে মিস্টার টম্পসনের স্টাডিরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল। খানিক বাদে লিলি এল সেখানে। এখন আরও বিমর্ষ দেখাচ্ছে ওর চেহারা। মনে হচ্ছে একদিনেই ওর বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। রীজ মিস্টার টম্পসনের কুশল জানতে চাইল ওর কাছে। জবাবে লিলি বলল, আগের চেয়েও খারাপ, তবে ডাক্তার চেষ্টার ত্রুটি করছে না। এরপর সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ওরা।

'হার্ডি তোমাকে আমার মেসেজ দিয়েছে?' চাঁছাছোলা কণ্ঠে জানতে চাইল লিলি।

'হ্যাঁ। সেজন্যই আমি এখানে এসেছি।'

'বাবার কাছে অনেক কষ্টে কথাটা পেড়েছিলাম আমি,' লিলি রীজের দিকে না ফিরেই বলল। 'তিনি বললেন তুমি হয়তো পারবে আমাদের উদ্ধার করতে। বাবা-বাবা ভাবছেন তিনি মারাই যাচ্ছেন। এখন তাঁর শুধু দুশ্চিন্তা অ্যারো র‍্যাঞ্চ আর আমাকে নিয়ে। তিনি ভালমতই জানেন, এই র‍্যাঞ্চে তাঁর জায়গায় দাঁড়াবার মত কেউ নেই। আর এজন্যই শেষবারের মত আশায় বুক বেঁধেছেন তিনি।' এবার ও রীজের মুখোমুখি হলো, চোখে শীতল অবন্ধুসুলভ চাহনি। 'কোন সন্দেহ নেই, বাবার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করাটা ভুল হয়েছে আমার, আর তিনিও এই অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। এবার তোমার সন্তুষ্ট হবার পালা।'

'এটা কোন একপেশে দর কষাকষি নয়,' রীজ জবাব দিল। 'তোমরা আমাকে র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ দিচ্ছ আর এর বদলে আমি আমার জীবন নিয়ে জুয়া খেলছি। আরও একটা জিনিস বাকী রয়ে গেছে। শুধু তোমার মুখের কথায় কাজ হবে না, লিলি, তোমরা যে আমার প্রস্তাবে রাজি সেটা আমাকে লিখিতভাবে দিতে হবে।'

লিলির কথায় এবার তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠল। 'তোমাকে আমি কত গভীরভাবেই না চিনেছি।'

'কী বলতে চাও তুমি?' রীজ এবার রেগে গেল খানিকটা।

'আমিও আশা করিনি তুমি শুধুমাত্র আমার কথাতেই সন্তুষ্ট থাকবে,' লিলি কঠিনস্বরে জবাব দিল। 'এখানেই আছে সেটা, এই ডেস্কের ওপরে।'

রীজ দ্রুত ঘুরে ডেস্কের কাছে গেল। পেপার ওয়েটটা সরিয়ে হাতে তুলে নিল কাগজখানা। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতে লেখা:

সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৮৩

যাহার প্রতি প্রযোজ্য: আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারিণী এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, ইহাতে আমার পিতা হেনরী টম্পসনেরও সম্মতি রহিয়াছে, মাইকেল রীজকে এই, অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশের অংশীদারিত্ব দেওয়া হইবে এই শর্তে যে, বর্তমানে যেসব লোক অবৈধভাবে র‍্যাঞ্চের একটি অংশের দখল লইয়াছে তাহাদের সে উৎখাত করিবে, এবং একইসঙ্গে প্রমাণ করিবে মান্দেলা গ্রান্ট বলে অ্যারোর সমুদয় জমিজমার একমাত্র মালিক ইহার বর্তমান স্বত্বাধিকারী, এবং ফার্নান্দো গ্রান্ট বলিয়া কথিত দাবিনামার কোনরূপ ভিত্তি নাই এবং উহা সম্পূর্ণ অবৈধ।

Boighar.com

সাক্ষী: মার্থা স্টুয়ার্ট স্বাক্ষর: লিলি টম্পসন।

রীজ চোখ তুলে তাকাল। 'সুন্দর। তবে একজন দক্ষ আইনজীবী এতে অনেক ফাঁক খুঁজে পাবে।'

'আমার কোন উকিলই এটা কখনও ছুঁয়ে দেখবে না।' কঠিন স্বরে বলল লিলি।

রীজ কাগজটা চোখের আরও কাছে তুলে নিল। কয়েকটা অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত কয়েক ফোঁটা পানি দলিলটার ওপর পড়েছিল। 'এটা লেখার সময় কেঁদেছিলে তুমি?' ও জিজ্ঞেস করল নরমস্বরে।

'হ্যাঁ। তোমাকে জানবার পর থেকেই কাঁদছি।' আবেগে বুজে এল লিলির গলা।

'তুমি কি এজন্য আমাকে দায়ী করছ, লিলি?' ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রীজ।

'আমি চাই না এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আর কোন আলাপ হোক।' লিলি সামলে নিল নিজেকে। 'তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়ে গেছ। কীভাবে তা পেলে তা আর দয়া করে জিজ্ঞেস কোরো না।'

'তুমি যা ভাল বোঝো।' দলিলটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল রীজ। 'মার্থাকে এখানে দেখলাম। আমিই আসতে বলেছিলাম ওকে। এখানে কী ধরনের ব্যবহার পাবে তা নিয়ে ও চিন্তায় ছিল। এতে ওর কোন দোষ নেই। ওর আসাটা পুরোপুরি আমারই আইডিয়া।

লিলি এড়িয়ে গেল প্রসঙ্গটা। 'আমাদের লোকদের বলতে হবে, এখন থেকে তাহারা তোমার কাছ থেকেই নির্দেশ নেবে। আমি কাপড়টা পাল্টে আসি। তারপর দক্ষিণে যাব।' ও এগিয়ে গেল দরজার দিকে, তারপর আবার ফিরে তাকাল। 'রীজ, যদি সত্যিই তুমি অ্যারোর অংশীদার হতে পারো তবে কী ঘটবে? তুমি কি শহরে থেকেই কাজ চালিয়ে যাবে? নাকি ধীরে ধীরে এর পুরো অংশের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করবে?'

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।' রীজ রেগে গেল। 'তবে এটুকু অন্তত বিশ্বাস রাখতে পারো, আমি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করব না।'

'তুমি আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এ আশ্বাসটুকু পেলেই আমি খুশি,' লিলি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

'তুমি কি এর জন্য আমার প্রতিশ্রুতি চাও?' গম্ভীরস্বরে জানতে চাইল রীজ।

'আমার মনে হয় তাই,' রুক্ষস্বরে জবাব দিল লিলি। 'অবশ্যি তুমি যদি ঠিকমত না চলো, আমি···আমি নিজেই তোমাকে খুন করব।' লিলি এবার হাঁপাতে লাগল উত্তেজনায়। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ওপরে চলে গেল।

রীজ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল স্টাডিতে। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে, মনটা হঠাৎ করেই খালি খালি মনে হচ্ছে। লিলির এ ব্যবহার সে প্রত্যাশা করেনি।

বইঘর.কম

বারো

লিলি ওপরে কাপড় পাল্টাতে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। রীজ ধীরে ধীরে পায়চারি করছে স্টাডিরুমে। চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক। লিলির শেষ কথাটি ওর বুকে ভীষণ বেজেছে। তার সেই আগের অনুভূতি আর নেই। কামরাটা নিঃশব্দে ডুবে থাকলেও মনে হচ্ছে এখানকার সবকিছু যেন তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইছে। তার আরও মনে হলো, কিছুক্ষণ আগে সে যখন অ্যারো র‍্যাঞ্চের মাঝ দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল তখন আশেপাশের প্রতিটি জিনিসই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কারণ সে এখান থেকে এমন কিছু কেড়ে নিতে যাচ্ছে যার ওপর তার কোন দাবি নেই।

আর সেই জিনিস হচ্ছে হেনরী টম্পসনের র‍্যাঞ্চ। এবং সে, মাইকেল রীজ, দক্ষিণের জবরদখলকারীদের মতই এখানে একজন অনুপ্রবেশকারী ছাড়া অন্য কিছুই নয়। 'না!' বিড়বিড় করে বলল রীজ। তার পকেটে রাখা কাগজটার কোন মূল্য নেই যতক্ষণ না সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারছে। আর তা পালন করতে গিয়ে হয়তো তাকে বারবার নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে। একজন মানুষ যা উপার্জন করে তার ওপর তার অধিকারও থাকে। আর ওর ঝুঁকি এক্ষেত্রে ওর পারিশ্রমিকেরই সমান।

'আমি এই র‍্যাঞ্চে ঘোড়া ছোটাব, এই বাড়ির সদ্ব্যবহার করব,' আপনমনে বলল রীজ। এবং এভাবেই নিজের বিবেকের কাছে দায়মুক্ত হলো সে।

হঠাৎ একটা হালকা মেয়েলী পদশব্দ কানে এল রীজের, হলওয়েতে গেল ও। কিন্তু না, লিলি নয়। মার্থা নেমে আসছে। রীজকে দেখতে পায়নি সে। তার সারা মুখে বিষাদের ভারী ছায়া। মর্ম-বেদনায় ভুগছে মহিলা। রীজ বুঝতে পারল হেনরী টম্পসনের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা এই মহিলার ভালবাসা জয় করে নিয়েছে। মার্থা যে ধরনের মেয়েই হোক না কেন, ওর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করে রীজ। ওর বিশ্বাস হতে চাইল না, এই মহিলা এমন কারও জন্য দুশ্চিন্তায় থাকবে যার প্রাণে দয়ামায়া বলতে কিচ্ছু নেই।

'মাইক! ওহ্, মাইক!' এতক্ষণে রীজকে দেখতে পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল মার্থা। সিঁড়ির বাদবাকী ধাপ কয়টি এবার ও একবারে টপকে রীজের দিকে ছুটে এল। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ মুহূর্তে রীজ মার্থার গায়ে অশ্রুধারা দেখতে পেল। মার্থার দুই বাহু শক্ত করে চেপে ধরল ও। নীরব কান্নার দমকে মহিলার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'ওঁর অবস্থাটা কি এতই খারাপ?' আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল রীজ।

নীরবে কেটে গেল অনেকক্ষণ, তারপর একসময় কথা বলার শক্তি ফিরে পেল মার্থা। ওর মাথা তখনও রীজের কাঁধে 'আমার মনে হয় না ডা. হোপের আর কোন আশা আছে। আমি ভয় পাচ্ছি, মাইক। আমি বোধহয় আবার একা হয়ে যাব।'

Boighar.com

রীজ কী বলবে ভেবে পেল না। ওকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেল না সে। ইতিমধ্যে লিলি রাইডিং ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নেমে এসেছে নীচে। রীজের কাঁধে মাথা রেখে মার্থা তখনও নীরবে কেঁদে চলেছে। লিলি অল্পক্ষণের জন্য থামল, ওদের দুজনকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে গেল। ও মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ওদের অতিক্রম করল। মার্থার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করল রীজ। 'যখন সবকিছু অসাধ্য আর কঠিন হয়ে যায়, মানুষ তখন স্রষ্টার কাছে ভিক্ষা চায়। এখনও সব আশা শেষ হয়ে যায়নি, মার্থা।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলিকে অনুসরণ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

ধীর গতিতে ওরা ঘোড়া ছোটাল সেই রাতের অন্ধকারে। নীরবে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল মাইলের পর মাইল। অন্ধকারে লিলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েকবার চোরা চাহনি হানল রীজ। ওর চাপা ক্ষোভ উপলব্ধি করতে পারল সে। রীজ জানে কিছুক্ষণ আগে মার্থার সাথে ওর আলিঙ্গনের বহু অর্থ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে লিলি নিজে ওদের দুজনকে হলওয়েতে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করেছে।

রীজ একসময় নীরবতা ভাঙল। 'মার্থা সম্বন্ধে–'

লিলি বাধা দিল। 'মেয়েদের কাছে সহজেই ভিড়তে পারো তুমি।'

'তোমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না,' হঠাৎ করেই রাগে ফেটে পড়ল রীজ। 'তুমি সবসময় তোমার মত করেই সবকিছু ভাবো। ওই ভদ্রমহিলা–'

'আমি জানি কীরকম মহিলা ও,' লিলির কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল।

'ওর ব্যাপারে তোমার অনুমানই যদি ঠিক হয়, তবে এজন্য দায়ী তোমার বাবাই,' রীজ বলল কঠিনস্বরে।

লিলি এবার গম্ভীর হলো। 'মেয়েমানুষের স্বভাব কাদামাটির মত, যেমন খুশি ঠিক তেমনি হতে পারে সে কিন্তু পুরুষরা তার ইচ্ছানুযায়ী তাকে সেভাবে গড়ে তোলে।'

রীজ ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'তুমি নিশ্চয়ই তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এসব বলছ।'

লিলি তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, রীজকেও বাধ্য করল থামতে। তারপর জিনের ওপর ঘুরে মুখোমুখি হলো ওর। 'মানছি,' তিক্তস্বরে বলল লিলি, 'আমি ব্যারানকোসায় তোমার কাছে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকমের হাস্যকর কাজ। যখন তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তখন সম্ভবত ওই ঘটনাটাই তোমার বিরুদ্ধে আমার মনে ঘৃণা ছড়ায়।'

রীজ পাশাপাশি হলো লিলির, ওর বাহু শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল, তারপর ওকে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করল লিলি কিন্তু শেষপর্যন্ত রীজের কঠিন হাতের কাছে বাধ্য হলো নতিস্বীকারে।

মাথা নিচু করে ওর নরম ঠোঁটে কর্কশভাবে চুমু খেলো রীজ। 'চুক্তি অনুযায়ী সবকিছু যদি ঠিকঠাক মত ঘটে তবে তুমি দুঃখ পাবে, বুনো ঘোড়া। আমি এভাবেই তোমার তেজ কমাব।' রীজ আগের মতই আবার চুমু খেলো ওকে। এবার লিলি অনেক কষ্টে ওর ডান হাত মুক্ত করে আঘাত করল রীজকে। লিলি

চড় মারল না, কিন্তু ওর মুষ্টিবদ্ধ হাত রীজের মুখের একপাশে আঘাত করতেই লিলির ওপর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল রীজ, আর সেই ফাঁকে লিলি ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালাল।

মুখের আঘাত-পাওয়া-অংশে হাত বোলাল রীজ, মৃদু হাসল, তারপর লিলির পিছু পিছু ঘোড়া ছোটাল। ক্যাম্প ফায়ারের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত সে ওকে বেশ দূরেই থাকতে দিল। তারপর নীরবে পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাল ওরা। একসময় লারগোর ক্রীকের উত্তরে অ্যারো ক্যাম্পে এসে পৌঁছুল দুজনে।

'তোমরা কে?' অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর চ্যালেঞ্জ করল ওদের। তারপর চাকওয়াগনের পেছন থেকে একজন বেরিয়ে এল রাইফেলহাতে। 'আমি লিলি, স্যাম।' এগিয়ে গেল লিলি। 'লোকজনকে আমার কিছু বলবার আছে। ওদের সবাইকে জাগাও।'

'নিশ্চয়ই জাগাব,' স্যাম বলল। 'কিন্তু তোমার সাথে আর একজনকে দেখছি।'

'হ্যাঁ।' লিলি জবাব দিল, 'আমার সাথে রীজ রয়েছে।'

'রীজ, মানে সেই ভবঘুরে?' স্যাম এবার বিস্মিত হলো।

'হ্যাঁ, স্যাম,' রীজ বলল মৃদুস্বরে, 'আমি অ্যারোতে থাকতে এসেছি।'

'এই নরক তুল্য জায়গায়!' খেঁকিয়ে উঠল স্যাম। 'তুমি কি মরবার আর জায়গা খুঁজে পেলে না, ভবঘুরে?'

লিলি ঘোড়া থেকে নেমে আগুনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রীজ জিনের ওপরই বসে রইল। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে পকেটে ওই দলিল থাকা সত্ত্বেও হয়তো এখনি তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে। কাউহ্যান্ডদের ভালবাসে ও; ওদের স্বভাবের সাথে পরিচিত। তাই ধারণা করছে হেনরী টম্পসনের জায়গায় তাকে অনেকেই হয়তো মেনে নিতে চাইবে না। হয়তো বিদ্রোহও করে বসতে পারে। ও সিদ্ধান্ত নিল যদ্দি এরকম ঘটেই যায় তবে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চলে যাবে এখান থেকে। একদল লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে তারা তাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

লিলি একত্রিত করল ওদের সবাইকে। বাইরে উইনচেস্টার হাতে পাহারারত লোকেরা এল সবার পরে। ওই দলে ডেগার্ড, শর্টি এবং রীজের পেছনে আরিযোনায় যারা গিয়েছিল তারাও রয়েছে। র‍্যাফায়েল আর বাবুর্চিকে নিয়ে মোট তেইশজন। এদের মাঝে আটজন মেক্সিক্যান। ওদের একজন উস্কে দিল আগুনটাকে আর তার বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটায় আধো-অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠল সবার অবয়ব। ক্লান্তি, উত্তেজনা এবং কৌতূহল এসে ভর করেছে লোকগুলোর চোখে-মুখে।

লিলি রীজের দিকে পেছন ফিরে মুখোমুখি হলো ওদের। 'তোমরা শোনো, অকারণে এরকম অসময়ে তোমাদের ঘুম থেকে উঠাইনি আমি কিংবা অন্যদের ডেকে আনিনি পাহারা বন্ধ করে।' ওর কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। 'তোমরা সবাই জানো আমার বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। উনি হয়তো আর বাঁচবেন না। এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি সহসাই সুস্থ হয়ে উঠতে

Boighar.com

পারছেন না। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা তাঁর জায়গা অন্য কেউ পূরণ করুক। শক্ত হাতে এই বিপদ সামলাক। তিনি আমাকে তোমাদের বলতে বলেছেন, তাঁর প্রতি যেমন আনুগত্য দেখিয়ে এসেছ তোমরা। এই লোকের প্রতিও তেমনি দেখাবে।' ও একটু থামল, সামান্য বিরতি দিয়ে ভিন্নস্বরে বলল, 'আমার বাবা যাকে তাঁর জায়গায় মনোনীত করেছেন সে হচ্ছে মাইকেল রীজ।'

চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা।

লিলি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। সবার মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল একবার। 'আমি জানি এই ব্যাপারে সবারই পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু আমি সবাইকে অনুরোধ করব বর্তমান সংকটময় অবস্থা বুঝে দেখতে এবং অ্যারোকে বাঁচাবার জন্য এর যে অন্য কোন বিকল্প নেই তা অনুধাবন করতে। এরপরও যদি তোমাদের কেউ রীজের অধীনে কাজ করতে না চাও, তবে ভোর হবার সাথে সাথে তার পাওনা বুঝে নিয়ে চলে যেতে পারো। এজন্য তাকে অন্য চোখে দেখা হবে না।'

র‍্যাফায়েল এগিয়ে গিয়ে লিলির পাশে দাঁড়াল। 'আমি এর পক্ষে। আমাদের পেছনে এখন একজন শক্ত অবিচল লোক দরকার এবং আমরা জানি রীজের সে-যোগ্যতা আছে। তোমরা কী বলো? হার্ডি তোমার মত কী?'

'আমিও এর পক্ষে।' দ্বিধাহীন কণ্ঠে হার্ডি ওর সিদ্ধান্ত জানাল।

'স্যাম, তুমি?'

'নিশ্চয়ই। ব্যবস্থাটা যুক্তিসঙ্গত আর নিরাপদ মনে হচ্ছে।'

র‍্যাফায়েল এবার অন্যদের একে একে নাম ধরে ডাকল। এদের একমাত্র ডেগারই রুখে দাঁড়াল। 'আমি মানি না।' ও তীব্র গলায় ফেটে পড়ল। 'একজন ছন্নছাড়া ভবঘুরের কাছ থেকে নির্দেশ নেব? এমন আহাম্মক অন্তত আমি নই। টম্পসন জাহান্নামে যাক। আমি একমাসের বেতন পাই, ওর কিছুই করবার নেই।' ও এবার সহকর্মীদের মুখোমুখি হলো। 'তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ওর মেয়েই এর মূলে। ও-ই এই ভবঘুরেকে পালাতে সাহায্য করেছিল যার জন্য আমাদের আজ এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তোমরা সবাই বোকা বনেছ। এরপরও কি তোমরা এই ব্যবস্থা সমর্থন করবে?'

হঠাৎ একজন বলে উঠল, 'আমি নই। আমি এসবে নেই।'

রীজ দেখল লোকটা শর্টি। ওর ডানহাত স্লিং-এ বাঁধা। সে বুঝতে পারল রোববার রাতে সোলানো থেকে পালানোর সময় একেই সে গুলি করেছিল।

ডেগারের কণ্ঠে বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। 'যাক শর্টি, তবু তোমার কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান আছে।' বেঁটে কাউহ্যান্ড ওর সাথে যোগ দেয়া পর্যন্ত ও অপেক্ষা করল। তারপর আবার সবার মুখের দিকে তাকাল ডেগার। 'শর্টির মত আর কেউ আছ?'

রীজ বুঝল এবার তার কথা বলার সময় এসেছে। সে ঘোড়ার পেটে স্পারের গুঁতো মেরে র‍্যাফায়েল আর লিলির পাশে এসে দাঁড়াল। 'ডেগার, তোমার সাহায্য ছাড়াই ওরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তুমি তোমার মতামত জানিয়েছ, এবার রাস্তা মাপো। শর্টি, সত্যি তুমি অ্যারো ছেড়ে যেতে চাও?'

'মানো···আমি···।' শর্টি আমতা আমতা করতে লাগল।

'চলে এসো, শর্টি।' ডেগার রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগল। 'তুমি একজন ভবঘুরের অধীনে কাজ করতে চাও?'

'না, আমার মনে হয় তা আমি পারব না।' শর্টি কোনমতে ওর সিদ্ধান্ত জানাল।

ওরা এবার ওদের ঘোড়ায় জিন চাপাল। ডেগার নাক কুঁচকে তাকাল অন্যদের দিকে। রীজ তা দেখেও না দেখার ভান করল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে ও বলল, 'র‍্যাফায়েলই তোমাদের ফোরম্যান। আমার সব নির্দেশ ওর কাছ থেকেই তোমরা পাবে। মি. টম্পসন আর আমার মাঝে একটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো যেটা আমি নিজে পারি না তা অন্যকে করতে বলি না। যদি কারও মনে হয়, আমি তোমাদের এমন কোন কাজ করতে বলেছি যা আমি নিজেই পারব না তা হলে সে র‍্যাফায়েলের কাছে এ ব্যাপারে সরাসরি অভিযোগ করতে পারে। র‍্যাফায়েল পরে সেটা নিয়ে আমার সাথে ফয়সালা করবে। ঠিক আছে?'

রীজের এই ছোট্ট ভাষণে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। কিছু দেঁতো হাসি দেখা গেল, কেউ কেউ সায় জানাল মাথা দুলিয়ে, কিন্তু বেশির ভাগই চুপ করে রইল। রীজ ওদের বুঝবার চেষ্টা করল। ওরা স্বাভাবিকভাবেই হেনরী টম্পসনের জায়গায় তাকে পছন্দ করেনি। আবার একইকারণে এই সংকটময় মুহূর্তে অ্যারো র‍্যাঞ্চ ত্যাগ করতে চাইছে না। আসলে রীজের চাইতে এই র‍্যাঞ্চকে রক্ষা করাকেই ওরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। 'এখনকার মত এ পর্যন্তই। র‍্যাফায়েল, তোমার সাথে আমার কথা আছে।' রীজ অন্যদের বিদায় দিল।

নৈশ প্রহরীরা ফিরে গেল যে যার জায়গায়, আর অন্যরা নিজেদের বিছানায়। ডেগার আর শর্টি যাবার সময় কটাক্ষ করে রীজের উদ্দেশে কিছু একটা বলল। কিন্তু রীজ তা শুনতে পেল না। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে সে বলল, 'প্রথমেই আমি একজন বিশ্বস্ত লোক চাই যে ওকে র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে আসবে।' লিলির দিকে ইঙ্গিত করল রীজ।

র‍্যাফায়েল হাত ইশারায় ডাকল হার্ডিকে।

লিলি ঘুরে রীজের মুখোমুখি হলো। 'এই র‍্যাঞ্চে ঘোড়া চালাবার সময় এর আগে কখনও আমার এসকর্টের প্রয়োজন পড়েনি। এখনও দরকার নেই।' রাগে ওর বুক দ্রুত ওঠা-নামা করছে। 'সবচে বড় কথা, আমি বলিনি যে এখনি ফিরে যাব।'

রীজ ওর কথা না শোনার ভান করল। 'তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করো।' এবার সে র‍্যাফায়েলের দিকে ফিরল। 'স্কোয়াটারদের ক্যাম্পের সেট-আপ সম্বন্ধে এবার আমাকে কিছু বলো।'

'এখানে প্রায় বিশটা আলাদা আলাদা আউটফিট রয়েছে,' বলল ছিপছিপে র‍্যামরড। 'স্পার হিলের কাছে একে অন্যের থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওরা। এমনভাবে রয়েছে যে যখনি আমরা ওদের কোন জায়গায় আক্রমণ করব সাথে সাথে ওরাও সহজেই জোট বাঁধতে পারবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, ওদের পেছনে বেশ কিছু বন্দুকধারীও রয়েছে। প্রায় একশো জন হবে।'

'এদের একজন লংফেলো, তাই না?' রীজ চিন্তিতস্বরে বলল।

Boighar.com

'হ্যাঁ,' র‍্যামরড জবাব দিল। 'ও-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে পুরো দলটার।'

'কতজন গান ফাইটার যোগাড় করেছে ও?'

র‍্যাফায়েল একটু ভাবল। 'তা প্রায় জনাছয়েক তো হবেই।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল। স্বস্তি বোধ করল কিছুটা। 'তেমন বেশি কিছু নয়। অবশ্য যদি আমরা ওদের আদৌ ধরতে পারি।'

'সে সুযোগ মনে হয় পাবে না,' র‍্যাফায়েল দেঁতো হাসল। 'ও-ও নিজের লোকদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমরা ক্রীক অতিক্রম করতে গেলেই ধরা পড়ে যাব ওদের চোখে। আর লংফেলোও তাই চাইছে। ও অ্যারোকে শক্ত আঘাত করবার মত একটা লড়াই চায়।' এবার রীজের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল ফোরম্যান। 'কিন্তু তোমার মতলবটা কী, মাইক? কোন ফন্দি এঁটেছ?'

'বলতে পারো,' রীজ সংক্ষেপে জানাল। 'কিছু লোক নিয়ে আমি ওখানে যেতে চাই। তুমি চেনো লংফেলোর ক্যাম্প?'

'চিনি।' র‍্যাফায়েলের গলা উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। 'আজ রাতেই চেষ্টা করতে চাও?'

রীজ হাসল মৃদু। 'শুভস্য শীঘ্রম। আমরা স্যামকে সাথে নেব। আরও একজন শক্ত-সমর্থ লোক দরকার। তারপর শুরু করব যাত্রা।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে এগিয়ে গেল র‍্যাফায়েল। রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছে মেক্সিক্যান কাউহ্যান্ড।

এদিকে হার্ডি ওর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে অপেক্ষা করছে। লিলি তখনও একগুঁয়ে ও অবাধ্যের মত ওর ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে। ও একদৃষ্টিতে রীজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও অন্ধকারে ওর অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে না তবু রীজ স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওই দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে। ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবতে চাইল না সে। 'তুমি তৈরি, হার্ডি?'

'হ্যাঁ,' বলে হার্ডি চেপে বসল জিনে।

রীজ এবার লিলির উদ্দেশে ফিরল। 'আমি চাই না তুমি এখানে থাকো, লিলি।' নরম শান্ত কণ্ঠে বলে চলল ও, 'এখানে এখন মারাত্মক গোলমাল চলছে। আমি এও চাই না যে তুমি এসব নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা করো। তোমার সাথে একজন লোক দিচ্ছি কারণ ডেগার র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এবং আমি জানি, তুমি ওকে ভয় পাও। তুমি আসলেই বোকা, লিলি।'

'কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া তোমার দায়িত্ব নয়, রীজ,' লিলি রাগে তখনও ফুঁসছে।

'তাড়াচ্ছি না তো,' রীজ হাসল মৃদু। 'যাও, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে ফিরে যাও।'

লিলি ওকে শক্ত কিছু বলতে গেল, অথবা সন্ধ্যার মত হয়তো আঘাত করতে চাইছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই না বলে, কিছুই না করে, শুধু দুমদুম করে পা ফেলে এগিয়ে গেল নিজের ঘোড়ার দিকে। তারপর রীজের পানে আর একটিবারও না তাকিয়ে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটাল র‍্যাঞ্চ অভিমুখে। হার্ডি পিছু নিল ওর।

ওরা ক্যাম্প ত্যাগ করবার পরপরই রীজ, র‍্যাফায়েল, স্যাম আর মেক্সিক্যান

বইঘর.কম

ইমানুয়েল ঘোড়া ছোটাল উত্তর-পশ্চিমে। এক জায়গায় এসে র‍্যাফায়েলের সংকেতে ওরা এবার সোজা দক্ষিণে এগোল—চারজন। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওরা যাতে বেশি শব্দ না হয়। উঁচু জায়গাগুলো এড়িয়ে চলছে, কারণ ওখান থেকে চাঁদের আলোয় সহজেই জবরদখলকারীদের চোখে পড়ে যেতে পারে। র‍্যাঞ্চের কয়েক মাইল পশ্চিমে ক্রীকে পৌঁছেই ওরা নেমে গেল এর তলদেশে। তারপর এর দক্ষিণ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল। র‍্যাঞ্চের ধার ঘেঁষে ফ্ল্যাটাররা অবস্থান নিয়েছে। রীজরা এবার স্পার হিলের ছায়া বরাবর এগিয়ে গেল। পাহাড়ের নীচে বুনো ঝোপ-ঝাড়ের কাছে গিয়ে এগিয়ে চলল পুবদিকে। খানিক বাদে সামনে এক ক্যাম্প ফায়ারের দেখা মিলল।

র‍্যাফায়েল ফিসফিস করে বলল, 'ওটাই লংফেলোর ক্যাম্প।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল। ভাল করে দেখে নিল চারদিক। তারপর তাকাল সঙ্গীদের মুখের দিকে। 'আমরা এবার পায়ে হেঁটে যাব।'

সঙ্গে ঘোড়া থাকতে পায়ে হাঁটা কাউহ্যান্ডদের সাধারণত পছন্দ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এর অন্য কোন বিকল্প না থাকায় স্পার খুলে রেখে, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে নিয়ে এগোল ওরা। সকলের আগে রয়েছে রীজ। অন্যরা এক সারিতে অনুসরণ করছে ওকে। যথাসম্ভব ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগল ওরা। আর যেখানে আড়াল পাচ্ছে না সেখানে নিচু জায়গা দিয়ে এগোচ্ছে। ক্যাম্পফায়ারের শিখা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। আরও কিছুদূর এগোবার পর এর চারপাশে মানুষ আর ঘোড়া চোখে পড়ল ওদের।

'চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে কভার দাও,' নিঃশ্বাস চেপে রেখে র‍্যাফায়েলকে বলল রীজ। তারপর র‍্যামরড আর ওর সাথী দুজনের পজিশন নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। এরপর নিঃশব্দে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। অচিরেই আগুনের পাশে বেশ কিছু লোকের গলা শুনতে পেল ও। তিনজন লোক আগুনকে ঘিরে বসে আছে। একটা জগ এক হাত থেকে আরেক হাতে ঘুরছে। চতুর্থজন ঘুমোচ্ছে বিছানায় শুয়ে। হঠাৎ রীজের পায়ের তলায় মট করে ডাল ভাঙল একটা। একজন অর্ধেক শোয়া অবস্থায় কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে?' রীজ দম বন্ধ করে পড়ে রইল মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে।

দ্বিতীয় বন্দুকধারীর গলা শোনা গেল। 'কে ওখানে?' বোধহয় ও নিঃসন্দেহ হতে চাইল।

'কিছু একটা শুনলাম বলে মনে হলো।' বলল প্রথমজন। 'তুমি কিছু শুনতে পাওনি, রিকার্ডো?'

'না।' নির্দ্বিধায় জবাব দিল দ্বিতীয়জন।

'অন্ধকারে ওখানে কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে।' নিচু স্বরে আবার বলল প্রথমজন।

'তুমি পাগল হয়েছ।'

'আমি বলছি—।' এবার প্রথম লোকটি রেগে গেল।

'ফিন, আসলেই তুমি একটা ভিতুর ডিম। তুমি কিছু শুনেছ, ব্রীচ?'

ব্রীচ জানাল ও কিছুই শোনেনি। তিনজন এ নিয়ে তর্কাতর্কি করল বেশ

Boighar.com

কিছুক্ষণ। শেষমেশ ফিন নামের লোকটি পরাজয় মেনে নিয়ে বসে পড়ল নিজের জায়গায় গিয়ে। জগটি আবার আগের মত হাত বদল হতে লাগল। রীজ এবার এগোল বুকে হেঁটে। আগুনের পঞ্চাশ ফুটের মত দূরে থাকতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি এগিয়ে গেল সামনে। ঘুমন্ত লোকটার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রীজ অনুচ্চস্বরে বলল, 'আমরা এসে গেছি।'

মুহূর্তে থমথমে হয়ে উঠল পরিবেশ, হঠাৎ করেই ঘটে যেতে পারে অনেক কিছু এমনকী রীজের মৃত্যুও। কিন্তু ওর সংযত গম্ভীর কণ্ঠস্বর সতর্ক করে তোলে ওদের। ধীরে ধীরে ওর দিকে ফিরল তিনজন। অপেক্ষাকৃত তরুণ ফিন-ই প্রথম বুঝতে পারল রীজ স্কোয়াটারদের কেউ নয়। নিমেষে নিজের পিস্তলের দিকে ঝাঁপ দিল সে।

'চুপচাপ থেকে এবারের মত প্রাণে বেঁচে যাও, ফিন,' অনুচ্চ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল রীজ।

ছেলেটির সারা মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

রীজ অন্য দুজনকে রাইফেলে কভার করল। 'আমার লোকেরা চারদিক ঘিরে আছে। পিস্তল হাতে নিলেই মারা পড়বে। এবার মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

ওরা উঠে দাঁড়াতেই হুইস্কির জগটা পড়ে গেল মাটিতে। রীজ ওদের চারদিকে একবার ঘুরে ব্রীচ আর রিকার্ডোর কাছ থেকে ওদের পিস্তল দুটো ছিনিয়ে নিল। তারপর ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরের ঝোপে। এরপর সে পেছন না ফিরেই বলল, 'ঠিক আছে, র‍্যাফায়েল, তোমরা এগিয়ে এসো।'

অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোক তিনজন এগিয়ে এল। র‍্যাফায়েল বুটের ডগা দিয়ে ঘুমন্ত বন্দুকধারীকে জাগাল।

'লংফেলো আর অন্য সবাই কোথায়?' রীজ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কোন জবাব পেল না। চারজন রুক্ষ লোক কটমট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। রীজের জন্য অভিযানটা প্রায় সফল হয়েছে। যদিও তার ইচ্ছে ছিল একইসাথে লংফেলোকেও ধরে।

'স্যাম আর ইমানুয়েল এদের নিয়ে যাক, র‍্যাফায়েল। তুমি আর আমি এখানে অপেক্ষা করি। লংফেলো হয়তো উদয় হতে পারে।'

নীরবে ঘাড় বাঁকিয়ে সম্মতি জানাল র‍্যাফায়েল। অন্য দুজন রাইফেলের মুখে বন্দীদের নিয়ে এগোল ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ দিয়ে। ইতিমধ্যে ওদের দুহাত শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আর সেই সাথে আরেকটা লম্বা দড়ি দিয়ে সবার কোমরও বাঁধা হয়েছে পেঁচিয়ে। দড়ির শেষ প্রান্ত স্যামের হাতে। ওরা বিদায় নেবার পর কয়েক মিনিট কাটল। 'তুমি আমাদের দলে যোগ দেবার পর ভাগ্য বোধ হয় কিছুটা সুপ্রসন্ন হয়েছে। তাই না, মাইক?'

'হতে পারে।' রীজ সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত সুরে বলল।

'কিন্তু আমরা বোধ হয় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি।' র‍্যাফায়েলের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল।

'লংফেলোকে ধরা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।' রীজের দৃষ্টি তখনও চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বইঘর.কম

খানিক বাদে ঘোড়ার খুরের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল সে। ফিসফিস করে ফোরম্যানকে বলল, 'ঘোড়া।'

কান খাড়া করল র‍্যাফায়েল। কয়েকটা ঘোড়া এদিকেই আসছে এক সঙ্গে। অচিরেই তিনজন ঘোড়সওয়ার একজন আরেকজন থেকে ত্রিশ গজের মত ব্যবধান রেখে বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে। প্রথম ঘোড়সওয়ার হঠাৎ করেই টেনে ধরল তার রাশ।

'ফেলো, এখানে কিছু একটা ঘটেছে,' সন্দেহের সুর ফুটল লোকটার গলায়। কথা শেষ করেই নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে। অন্য দুজন ক্যাম্পের কাছে ঘোড়া থামাল। এবার লংফেলোর গলা শোনা গেল। 'কী হয়েছে, উড?'

রীজ এবার এগিয়ে গেল এক পা। 'আমরা অ্যারোর লোক, উড। পিস্তল ফেলে দাও।'

উড একটা রণহুঙ্কার দিয়েই পিস্তল তুলল। র‍্যাফায়েলের রাইফেলও গর্জে উঠল সাথে সাথে। উড ঢলে পড়ল ঘোড়ার পিঠে, সেখান থেকে মাটিতে। অন্য দুজন অবস্থা বেগতিক দেখে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ। রীজ লংফেলোকে লক্ষ্য করে ছুটে গেল। তার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। আরও গুলি ছুটে আসতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে রাইফেল চালাল ও। লংফেলো আর তার সঙ্গী অন্ধকারের মধ্যে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রীজদের রাইফেলের শব্দ কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি তুলল নির্জন প্রান্তরে। কোন আর্তনাদ শোনা গেল না। রীজ হতাশ হলো।

'ওরা ফ্ল্যাটারদের নিয়ে ফিরে আসতে পারে, মাইক,' র‍্যাফায়েল বলল উদ্বিগ্নস্বরে।

'হ্যাঁ, চলো। এবার ফেরা যাক,' রীজ মেনে নিল বাস্তবকে।

লংফেলো কিছুক্ষণ উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করল এদিক-সেদিক। গোলাগুলি ফ্ল্যাটারদের মধ্যেও উত্তেজনা এনে দিয়েছে। লংফেলো ওদের তিনটি দলে বিভক্ত করে ধাওয়া করল অ্যারোর লোকদের। ওর দলের একমাত্র জীবিত লোক উইলোকে নিয়ে নিজেই ঝোপ-ঝাড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল। অবশেষে যখন বুঝল সবই বৃথা তখন মেজাজ সামলে নিয়ে ফিরে যেতে বলল সবাইকে। 'হারামজাদাদের সাথে আরেকদিন মোকাবিলা করা যাবে।' উইলোকে সান্ত্বনা দিল।

অন্ধকারের মধ্যে আরও গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। লংফেলো আর উইলো শব্দের উৎসের দিকে বন্দুক তাক করতেই অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ছয়-সাতজন ফ্ল্যাটার। কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত স্বাস্থ্যবান একজনকে চিৎকার করে ডাকল লংফেলো। লোকটি তখন উত্তেজনার চরম শিখরে। 'ওরা আমাদের পেছন থেকে আক্রমণ করেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে এখনও আমরা অক্ষত রয়ে গেছি।' এরপর ও অন্যান্য অশ্বারোহীদের পেছনে এমনভবে ছুটতে লাগল যেন খোদ শয়তান ধাওয়া করে আসছে ওর পেছন পেছন।

Boighar.com

'কাপুরুষের দল।' লংফেলো খেপে গেল লোকগুলোর ওপর। 'অল্প কয়েকজন অ্যারো, সামান্য খেলা দেখাতেই ভয় পেয়ে এখন ইঁদুরের মত পালাচ্ছে ধ্যাটারা।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, ওদের ওপর ভরসা করতে যেও না,' উইলো হতাশ স্বরে বলল। 'নিজেকে আমার খুব অসহায় মনে হচ্ছে, ফেলো। উড মারা গেছে, কয়েকজন ভেগেছে। বাদবাকীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে সে ব্যাপারে কিছু অনুমান করতে পারো?'

'অ্যারোর লোকেরা বন্দী করে নিয়ে গেছে ওদের।' গম্ভীর সুরে জবাব দিল লংফেলো।

'তোমার আর আমার সামনেও খুব একটা সুযোগ নেই।' উইলো এবার পুরোপুরি ভেঙে পড়ল।

'আমরা বেশিক্ষণ একা থাকব না। আমার প্রচুর বন্ধু আছে, উইলো। আমার বিপদ দেখে চারদিক থেকে ছুটে আসবে ওরা। অ্যারোর কাছে এত সহজে আমরা হেরে যাব না।' লংফেলো আশ্বাস দিল ওকে। একইসাথে নিজের আত্মবিশ্বাসও ফিরিয়ে আনবার প্রয়াস পেল।

'ওরা তো এখান থেকে বহু দূরে, ফেলো।' বন্ধুর অভয়ে তেমন একটা উৎসাহ বোধ করল না উইলো।

লংফেলো বাধা দিল। 'আরিযোনায়ও প্রচুর বন্ধু আছে। ওরা খন শুনবে আমি বিপদে পড়েছি তখন দলে দলে ছুটে আসবে। টুসানে একজনের কাছে কালই খবর পাঠাচ্ছি আমি। ও-ই বেশ কিছু ভাল লোক জোগাড় করবে।' কথা শেষ করে সোলানোর উদ্দেশে ঘোড়া ফেরাল বন্দুকবাজ। 'চলো, উইলো। শহরে ফেরা যাক।'

মাঝরাতের অনেক পরে শহরে ঢুকল ওরা। গোটা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু রাস্তার বাতিগুলো জেগে রয়েছে। এ ছাড়া সেলুন ও আরও দু'একটি জায়গা থেকে মৃদু কোলাহল ভেসে আসছে। বারের সামনে উইলোকে রেখে লংফেলো সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি অফিসের দিকে এগিয়ে গেল। অফিস কামরাটি অন্ধকার, কিন্তু ও জানে থাস্টি পেছনের ঘরেই সাধারণত ঘুমোয়। ঘোড়া থেকে নেমে অল্প চেষ্টাতেই বাইরের দরজা খুলে ফেলল লংফেলো। সাথে সাথে পছন্দের কামরায় একটা আলো জ্বলে উঠল। থাস্টির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে, কে ওখানে?'

'আমি লংফেলো। দরজাটা খোলো, ভিতুর ডিম।'

খোলাই ছিল দরজা। লংফেলো থাস্টিকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। থাস্টি তখন জামার ওপর প্যান্ট পরে কার্পেট স্লিপারে পা ঢুকাচ্ছে। ওর চেহারায় একইসাথে ভয় আর-বিস্ময় ফুটে উঠেছে। দরজা বন্ধ করল সে। 'কী হয়েছে, ফেলো?'

'নরক ভেঙে পড়েছে।' লংফেলো রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগল। 'অ্যারোর কাছে আজ রাতে আমরা পাঁচজন লোক হারিয়েছি। ওদের জায়গায় আমার নতুন লোক দরকার। তুমি আমার জন্য একটা চিঠি লিখে দেবে আর পরের স্টেজেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে সেটা।'

বইঘর.কম

'ভিক্টরও তো বাইরে যাচ্ছে, ফেলো।' থাস্টির ঘামে-ভেজা মুখ নার্ভাস দেখাল।

'আমাকে এসব শুনিও না। এসময় সান্তা ফে-তে ওর করণীয় কিছু নেই। ওকে এখানেই থাকতে হবে।'

'সান্তা ফে-তে নাকি জরুরি কাজ আছে ওর।' গম্ভীরভাবে বলল ঘামে-ভেজা।

লংফেলো এবার ঘর্মাক্ত লোকটির উদ্দেশে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'তুমি কি আমার চিঠিটা লিখে দেবে?'

থাস্টি আর কথা না বাড়িয়ে বসে পড়ল ডেস্কে। লংফেলো পায়চারি করতে করতে ডিকটেশন দিতে লাগল। চিঠি লেখা শেষ হতেই ও এর নীচে দস্তখত দিল অনেক কষ্টে। কাজ সেরে ডেস্ক থেকে সরে এসেছে ফেলো এই সময় ঘরে ঢুকল উইলো। ওর চেহারায় উত্তেজনা।

'দারুণ খবর আছে, ফেলো,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'সেদিন আমরা যখন স্কোয়াটারদের নিয়ে ক্রীক অতিক্রম করে অ্যারোর লোকদের সাথে লড়াই করছিলাম তখন হেনরী থম্পসন গুলি খেয়েছে। ওর অবস্থা এখন খুব খারাপ। হয়তো আর বাঁচবে না। কিন্তু এটাই শেষ নয়। তুমি জানো এখন অ্যারোর বস কে?'

'কীভাবে জানব?' লংফেলো গরগর করে উঠল রাগে। 'জলদি হারামজাদাটার নাম বলে ফেলো।'

'লোকটা হচ্ছে ওই ভবঘুরে–মাইকেল রীজ।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও লংফেলো বোধহয় এতটা অবাক হত না। 'তুমি পাগল হয়েছ, উইলো, নাকি মাতাল?'

বিষাদের হাসি হাসল উইলো। 'পাগলও নই, আর মাতাল হবার মত সময়ও পাইনি।'

'তা হলে কে বলেছে?' লংফেলো এক লাফে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'অ্যারোর কিছু লোক,' উইলো বলল ভয়ে-ভয়ে। 'রীজ দায়িত্ব নিতেই ওরা সরে পড়েছে।'

'এখন কোথায় তারা?' লংফেলো উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

উইলোর দাঁত এবার দেখা গেল পরিষ্কার। 'তুমি মনে হচ্ছে ওদের সাথে কথা বলতে চাও? বারেই আছে। রীজের বুলেট ওদের দুজনকেই আঘাত করেছিল। ওরা হচ্ছে, ডেগার আর শর্টি।'

লংফেলো এবার থাস্টির দিকে ফিরল। 'পরবর্তী স্টেজেই এই চিঠিটা ধরিয়ে দেবে, বুঝেছ? তারপর ও উইলোকে সাথে নিয়ে দ্রুত বারের দিকে এগোল। ওখানে একটা টেবিলে ডেগার আর শর্টি বসেছিল। সামনে মদের বোতল আর গ্লাস। সেলুনে ঢুকে লংফেলো ওদের চিনতে পারল। ততক্ষণে মাতাল হয়ে গেছে লোকদুজন। ডেগারকে ওর কাছে খুবই কাজের মনে হলো। কিন্তু শর্টিকে সে চিহ্নিত করল আরেক উইলো হিসেবে। ওকে চালাতে হবে। লংফেলো বসে পড়ল একটা চেয়ার টেনে। ডেগার ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই ও একটা অমায়িক হাসি উপহার দিল তাকে। উইলো এসে দাঁড়াল ওর পেছনে।

Boighar.com

'অ্যারো থেকে তোমরা চলে এসেছ, তাই না?' মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল লংফেলো।'

'তাতে তোমার কী?' ডেগার ঢেঁকুর তুলল। বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করল না।

'আমি লংফেলো, ডেগার।'

'তাতে হয়েছেটা কী?' ডেগার এবার সত্যি সত্যি খেপে গেল।

'একটা চুক্তির ব্যাপারে তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি, ডেগার।' লংফেলোর হাসি চওড়া হলো আরও। 'যদি আমার মত তুমিও ওই ভবঘুরে রীজকে ঘৃণা করো তা হলে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

সংকুচিত চোখে বন্দুকবাজকে মাপল ডেগার। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ওর ভ্রূকুটি। 'বলে যাও। যদি তোমার প্রস্তাব ভাল মনে ধরে, তবে কাজে লেগে যাব।' ও এবার গ্লাস উঠিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল ভেতরের তরল পদার্থটুকু। 'বন্ধু, তুমি যা ভাবছ তার চাইতেও ওই ভবঘুরেকে আমি বেশি ঘৃণা করি।'

তেরো

সকালে ক্রীকে মুখ ধুতে যাবার সময় রীজ তার দাড়ি কামাবার ক্ষুরটাও সঙ্গে নিল। ধূসর হয়ে আসছে চারদিক। রাতের শীত এখনও রয়ে গেছে। তবু সে নেমে পড়ল পানিতে। র‍্যাঞ্চের বাবুর্চির কাছ থেকে পাওয়া ময়দার বস্তার টুকরা দিয়ে খুব করে ঘষল শরীর, তারপর গোসল সেরে প্যান্ট পরে নিল। এবার মনোযোগ দিল মুখের জঙ্গল দূর করায়। ঠিক এ-সময় সেখানে র‍্যাফায়েল এল। তখনও রীজের শেভ শেষ হয়নি। অপ্রতিভভঙ্গিতে হাসল সে। 'হেনরী টম্পসনের জায়গা নিয়েছে যে লোক তাকে কিছুটা ধোপদুরস্ত দেখানো উচিত।' ব্যাখ্যা দিল রীজ।

র‍্যাফায়েলও হাসল জবাবে। 'আমি ভেবেছিলাম ওর মেয়ের জন্যই বোধহয় তুমি উতলা হয়ে পড়েছ।'

'সে আশায় গুড়ে বালি।' রীজ একটু গম্ভীর হলো।

'সেকি, তোমার আর ওর মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে নাকি?' র‍্যাফায়েলের গলায় তখনও কৌতুক খেলা করছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম ও তোমাকেই ভালবাসে।'

'হ্যাঁ, ভালবাসত।' রীজ জবাব দিল গম্ভীর স্বরে, 'তখন অবশ্য ও আমার শর্ত শোনেনি।'

'তাই?' র‍্যাফায়েল কৌতূহলী হয়ে ওঠে। 'তা কী ছিল তোমার সেই শর্ত?'

'অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ।' রীজ শান্তস্বরে উচ্চারণ করল ধীরে ধীরে।

'কী বললে?' র‍্যাফায়েল প্রায় চিৎকার করে উঠল। তারপর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল রীজের দিকে। 'তুমি একজন ভবঘুরে, মাইক। এই ধরনের প্রস্তাব যখন মেনে নিয়েছে তখন নিশ্চয় মি. টম্পসনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' ও রীজের আরও কাছে সরে এল। 'আচ্ছা মাইক, সত্যি কি বস্ রাজি হয়েছেন।'

বইঘর.কম

'হয়েছেন।' রীজ দাড়ি কামানো শেষ করল। 'লিলি বলেছে। আমার কাছে কাগজপত্রও আছে। হয়তো এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় ওঁর মাথা ঠিক ছিল না। তবে লিলি বরাবর এর বিরুদ্ধে ছিল। এবং ওর আর আমার মাঝে এটাই একমাত্র বিরাট বাধা।' এবার শার্ট পরতে শুরু করল ও। স্পষ্ট বুঝতে পারল, র‍্যাফায়েল তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাপড় পরা যখন শেষ হলো তখন প্রসঙ্গ বদলাল রীজ। 'ওই চারজন বন্দীকে কোথায় রাখি বলো তো, ফ্রেড? এমন কোন জায়গায় যেখানে মাত্র এক বা দুজন পাহারায় থাকলে চলে।'

'হেডকোয়ার্টারে রাখা যায়,' একটু ভেবে বলল র‍্যাফায়েল।

'না, ওখানে নয়।' রীজ দ্বিমত পোষণ করল। 'যদি ওরা কোনরকমে নিজেদের মুক্ত করতে পারে তবে মি. টম্পসনকে সহজেই হাতের কাছে পেয়ে যাবে।'

র‍্যাফায়েল এবার উত্তরদিকের একটা কেবিনের কথা বলল। বন্দীদেরকে ও কয়েকজন বন্দুকধারীর পাহারায় ওখানে পাঠাবার কথা বলতেই রীজ সম্মতি জানাল মাথা নেড়ে। 'সে রাতে যেখানে মি. টম্পসন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন সেখানে স্কোয়াটারদের গরুর পালের দিকে দশজনকে পাঠাও।'

'ওদের কি তাড়াতে চাইছ?'

'না। যখন তাড়াব তখন অ্যারো এলাকা থেকেই তাড়াব।' রীজের মুখ প্রতিজ্ঞায় ঝলসে উঠল।

'কিন্তু মাইক, ওদেরকে ক্রীক থেকে বিতাড়িত করায় প্রচুর ঝক্কি আছে।' র‍্যামরড উদ্বিগ্নস্বরে বলল।

'আমার তা মনে হয় না।' রীজ এবার র‍্যাফায়েলের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। 'কারণ লংফেলোর সাথে আর একজন মাত্র বন্দুকধারী রয়েছে।' একটু থামল ও। 'নাস্তার পর আমি স্কোয়াটারদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করব। অবশ্য যদি ওরা যুদ্ধ বিরতির প্রতি আগ্রহ দেখায় তবেই।'

হঠাৎ চমকে উঠল র‍্যাফায়েল। 'সর্বনাশ! তুমিও তো গুলি খেয়েছ,' উদ্বিগ্নস্বরে বলল ও।

'ধরে নাও, ফ্রেড, এটা হচ্ছে অ্যারোর এক-তৃতীয়াংশের জন্য আমার ঝুঁকির চিহ্ন।' ম্লান হাসল রীজ।

নাস্তা সেরেই স্যাডলে চাপল রীজ। তার ডান উরুর ওপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল রাখা। রাইফেলটার ব্যারেল একটু আগে ব্যবহৃত ময়দার বস্তার টুকরো দিয়ে বাঁধা। কাপড়ের টুকরোটা চারকোনা, ধবধবে সাদা। মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে সেটা। দেখে মনে হয় যেন কোন শান্তি-পতাকা। রীজ যখন লারগো ক্রীক অতিক্রম করল তখন সূর্য পুব আকাশে উঠে পড়েছে অনেকখানি। অ্যারোর লোকদের দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে। রীজ একটু বিচলিত হলো এই ভেবে যে হয়তো ওরা তার অস্বস্তি বুঝে ফেলতে পারে।

স্কোয়াটারদের দুজন উঁচু টিবির মাথায় উঠে ঘোড়া থামিয়ে রীজকে লক্ষ্য করছিল। মিনিট কয়েক পরেই একজন ঘোড়া ছুটিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। অন্যজন আগের মতই পাহারায় রইল।

Boighar.com

প্রথম লোকটি যদি লংফেলো আর অন্যান্যদের আনতে গিয়ে থাকে তবে সামনে আমার বিপদ। মনে মনে ভাবল রীজ, একটু ভয় বোধ করল। তলপেটে এক ধরনের শিরশির অনুভূতি হলো। আরেকটু এগোতেই ওপরের অশ্বারোহী রাইফেলে কভার করল ওকে। 'যথেষ্ট হয়েছে, মিস্টার। আর এগিয়ো না, ওখানেই অপেক্ষা করো।'

রীজ হাসল। বাতাসে পত্ পত্ করে উড়তে লাগল সন্ধির পতাকা। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছ-সাতজন অশ্বারোহী জড়ো হলো ঢিবির মাথায়। ওরা তার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। লংফেলো ওদের মধ্যে নেই দেখে একটু নিশ্চিন্ত হলো রীজ। খানিক পর স্কোয়াটারদের একজন ধীরগতিতে এগিয়ে এল ওর দিকে। লোকটার বয়স ষাটের কাছাকাছি। মুখমণ্ডল এবড়োখেবড়ো, যেন পাথরে খোদাই করা। একটা ধূসর মাসটাংয়ে চড়ে এগিয়ে আসছে সে। রীজের মুখোমুখি এসে থামল লোকটা। 'ঠিক আছে, তোমার কী বলবার আছে বলে ফেলো, মিস্টার,' অধৈর্যসুরে বলল।

'আমি মাইকেল রীজ,' রীজ নিজের পরিচয় দিল।

'পারকিন্সন, কিট পারকিন্সন্,' বলল অপরজন।

'আমি অ্যারোর পক্ষ থেকে কথা বলতে এসেছি।' রীজ জানাল ওকে। 'অ্যারোর মালিক হেনরী টম্পসন বুলেটের আঘাতে এখন মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। তোমাদের সাথে লড়তে গিয়েই আজ ওঁর এই দশা, পারকিন্সন। এখন আমি ওঁর জায়গায় দায়িত্ব পালন করছি। তুমি স্কুয়াটারদের নেতা?'

'না। আমাদের কোন নেতা নেই।' পারকিন্সন একটু শান্ত হলো। 'কিন্তু তোমার যা বলবার আমাকে বলতে পারো।'

'লংফেলোকে দেখছি না। ও কোথায়?'

'কাল রাত থেকেই ও লা-পাত্তা।' লোকটি বলল বিরসবদনে।

'একেবারেই চলে গেছে?'

'আমি জানি না।'

'লংফেলো তোমাদের কেউ নয়।' রীজ বলে চলল শান্তস্বরে, 'ওকে কে টাকা দিচ্ছে? নিক ভিক্টর না অন্য কেউ?'

কিট পারকিনসন বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল এবার। 'তুমি কি শুধু প্রশ্নই করতে এসেছ?' একটু থামল ও। 'মি. ভিক্টর বলেছিল আমাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এবং সেই সমস্যা থেকে উদ্ধার করবার জন্য সে লংফেলো এবং অন্য আরও কজনকে পাঠিয়েছে। ও ঠিকই বলেছিল। তোমরা, অ্যারোর লোকেরা, আমাদের জন্য প্রচুর সমস্যার সৃষ্টি করেছ। কিন্তু তোমাদের তা করবার কোন অধিকার নেই। অ্যারোর এই অংশটা মি. ভিক্টরের। ও আমাদের এই অংশে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে। আমরা এখানেই আছি এবং এখানেই থাকব।'

রীজ এবার অন্য পথ ধরল। 'আচ্ছা, পারকিন্সন, তোমাদের মনে কি একবারও প্রশ্ন জাগেনি কেন একজন লোক এভাবে তার রেঞ্জে তোমাদের সবাইকে ঢুকতে দিল?'

'না।' অকপট জবাব এল অপর পক্ষ থেকে। 'কারণ আমরা র‍্যাঞ্চটা লীজ নেব।'

'বেশ। তা কখন লীজ নেবে?'

'যখন ভিক্টর ওর ক্লেইম প্রমাণ করতে পারবে,' জবাব দিল পারকিন্সন।

রীজ মাথা ঝাঁকাল। 'এরইমধ্যে ও তোমাদের, ফ্ল্যাটারদের, ব্যবহার করেছে অ্যারোর ওপর ওর ক্লেইমের অংশ দখল করবার কাজে। তোমাদের ও এর কিছু অংশ লীজ দিতে পারে। আবার না-ও দিতে পারে। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো, যদি কোর্টে ওর দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ও তোমাদের এখান থেকে বিতাড়িত করবে। তুমি এবং তোমার লোকেরা, পারকিন্সন, ওর দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছো।'

পারকিন্সন এবার খেপে গেল। উরুতে চাপড় দিয়ে ও বলল, 'মনে হয় তোমার সব কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি জেনে রাখো, মিস্টার, এ পর্যন্ত মি.ভিক্টর আমাদের একজন ভাল বন্ধু হিসেবেই কাজ করে এসেছে। আর ওর সাথে আমরা আমাদের ভাগ্যকে বেঁধে দিয়েছি।' ও একটু থামল। 'তোমার আর কিছু বলবার আছে, রীজ?'

রীজ গম্ভীর হলো এবার। 'আমি তোমাদের একটা প্রস্তাব দিতে চাই।'

'বলে যাও,' নিরুৎসুক স্বরে বলল অপরপক্ষ।

রীজ মৃদু হাসল। 'প্রস্তাবটা কি আমি তখনি বলব যখন জানব তুমিই ফ্ল্যাটারদের নেতা। আমার প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। ওদের নেতা হয়ে ফিরে এসো। আজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমাদের সময় দিচ্ছি।'

'তারপর কী করবে?' একটু সতর্ক হলো পারকিন্সন।

'যদি তোমরা ওই সময়ের মধ্যে না আসো,' রীজ বলল কঠিন স্বরে, 'আমি ধরে নেব আরও রক্তপাত ছাড়া তোমরা এর মীমাংসা চাও না। আমি তখন তোমাদের আবার পোভার্টি ফ্ল্যাটে ফেরত পাঠাব। মনে রেখো, বন্ধু, এই অ্যারো র‍্যাঞ্চ গেল পঁচিশটা বছর হেনরী টম্পসনের দখলে আছে। আর যে মান্দেলা পরিবারে ও বিয়ে করেছে তারা এটা ভোগ করেছে একশো বছরেরও ওপরে। এর একটা সামান্য অংশও নিতে গেলে ভিক্টরকে প্রচুর খাটতে হবে।' লাগাম আবার হাতে তুলে নিল রীজ। 'আমি তোমাদের সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দিলাম। এরপর লড়াই আবার পুরোদমে শুরু হবে, পারকিন্সন।'

রীজ ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল। প্রতি মুহূর্তে একটা বুলেট ছুটে আসার আশঙ্কা তাড়া করে ফিরতে লাগল তাকে। অনেক কষ্টে পেছন ফিরে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখল ও।

লিলির সময় আর কাটতে চায় না। বাইরে জবরদখলকারী। ভেতরে অনুপ্রবেশকারী। মার্থা স্টুয়ার্ট আসবার পর থেকে এই র‍্যাঞ্চহাউসটাও যেন ওর পর হয়ে গেছে। এখানে ওর জন্ম, এখানেই ও বড় হয়েছে; অথচ আজ নিজেকেই একজন জবরদখলকারীর মত মনে হচ্ছে। মার্থার কথা ভাবল ও। মহিলাটি সারাক্ষণ সিকরুমে থাকছে, ওর বাবার সেবা-শুশ্রূষা করছে। যে ব্যাপারটা ওকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে তা হলো ওর বাবাও মার্থাকে

নিজের মেয়ের চাইতে বেশিক্ষণ কাছে পেতে চাইছেন। সত্যি, মহিলা অসুস্থ লোকের সেবা-যত্নে পটু। তবু গোটা ব্যাপারটাই ওর জন্যে বেদনাদায়ক–এবং অস্বস্তিদায়ক।

ডাক্তার চলে গেছে, তবু ওর বাবার অবস্থা উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। আঘাতটা তেমন মারাত্মক নয়। তবে এটা ওঁর দুর্বল হার্টের শরীরে আঘাত করেছে। এখন তাঁর পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে শরীর, মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। 'আমার এখন করবার কিছুই নেই। আমি কেবলমাত্র অপেক্ষা, আশা আর প্রার্থনা করতে পারি।' শেষমেশ নিজেকে সান্ত্বনা দিল লিলি।

আবার নিজের কথা ভাবতে লাগল লিলি। আরও প্রকট হয়ে উঠল ওর একাকিত্ব। রীজের জন্য ও র‍্যাঞ্চের ভেতর ঘোড়া চালাবার অধিকারও হারিয়েছে। রীজ ওকে সাফ বলে দিয়েছে, লারগোর ক্যাম্পে ওকে সে দেখতে চায় না। এর ওপর গতরাতে একজন লোককে সাথে দিয়ে বাড়ি ফেরত পাঠিয়েছে ওকে। 'আমি পরোয়া করি না রীজকে,' জেদী গলায় বলল লিলি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল বারান্দা ধরে। এমন সময় মার্থা এগিয়ে এল ওর দিকে।

'তোমার বাবা এখন একটু আরামে বিশ্রাম নিচ্ছেন, লিলি। অবশেষে ঘুমাতে পেরেছেন।' মার্থা হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু বড্ড ক্লান্ত দেখাল তাকে। 'ব্যাপারটা তোমার জন্যও বিরাট দুশ্চিন্তার, লিলি। তুমি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো, অথবা যদি ভাল মনে করো তবে ঘোড়ায় চড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো।'

লিলি ওর বিরামহীন পায়চারি বন্ধ করল। মার্থার দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সে। আমার জন্য এই মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়া ভাল হবে তা ও কেমন করে বুঝতে পারল। অবাক হয়ে আপন মনে ভাবল লিলি। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। ও আর মার্থা ভাল বন্ধু হতে পারত। ওদের বন্ধুই হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বাবার সাথে মার্থার সম্পর্কটাই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপর ব্যারানকোসায় রীজের কাছে ওর যাবার কথা মনে পড়ল লিলির, অপরাধী মনে হলো নিজেকে ও উপলব্ধি করল সেদিন যদি রীজ ওকে এভাবে ফেরত না পাঠাত তবে আজ ওর আর মার্থার মধ্যে তেমন কোন তফাৎ থাকত না কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল লিলি। ওর মধ্যে এক ধরনের অহংকার রয়েছে যা ওর বাবা এবং তারও আগে মান্দেলা পরিবার থেকে ও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। না, এই মহিলার সাথে ও কিছুতেই বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করতে পারে না।

'আমি বাইরে বেরোতে চাই কিন্তু রীজ মনে করছে আমার বাড়িতে বন্দী অবস্থায় থাকা উচিত।' লিলি ক্ষুব্ধস্বরে বলল।

মার্থা মৃদু হাসল। 'তুমি কি ওর সাথে ঝগড়া করেছ?'

'ও খুব একগুঁয়ে,' লিলি ঈষৎ উত্তেজিত হলো। 'আমার সাথে সব সময় খারাপ ব্যবহার করে।'

'আমার মনে হয় রীজ ঠিকই বলেছে, লিলি,' মার্থা শান্তস্বরে বলল।

লিলি রেগে গেল এবার 'অথচ আমার সন্দেহ লাগছে আদৌ ও ঠিক বলেছে কি না।'

'আমার যদি বুঝতে ভুল না হয়ে থাকে, ও এই র‍্যাঞ্চের জন্য যা ভাল তাই-ই করবে,' রীজের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ পেল মার্থার গলায়

'তুমি মনে হয় লোকটাকে পছন্দ করো,' ওকে চ্যালেঞ্জ করল লিলি।

মার্থা ম্লান হাসল 'হ্যাঁ, করি।'

'মনে হয় তুমি পুরুষদের খুব সহজেই পছন্দ করো,' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল লিলির গলায়।

'সম্ভবত।' মার্থা ঘরে ঢুকে গেল এবার। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল দরজায়। 'হতে পারে আমারই ভুল। আমি ঠিক জানি না যদি আমি শক্তভাবে ধরে থাকতাম কাউকে, যেমন তুমি মাইকের ব্যাপারে করছ, তা হলে তা হয়তো আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিত।'

লিলি জবাবে কিছু বলবার আগেই মার্থা চলে গেল। আবার একাকী পায়চারি শুরু করল ও। তারপর একসময় হঠাৎ করেই উঠোন পেরিয়ে কোরালে চলে এল ও রীজকে এবার ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে।

রীজ আর র‍্যাফায়েল মাটিতে বসে। একটা চোখা কাঠি দিয়ে র‍্যাফায়েল অ্যারো র‍্যাঞ্চের একটা আনুমানিক ম্যাপ আঁকল। 'পুরো র‍্যাঞ্চটা দেখতে অনেকটা এরকম, মাইক। পুবে প্রচুর ঘাস রয়েছে। ওদিকে আমরা কোনদিন গরু চরাইনি।' রীজ মাথা ঝাঁকাল। অ্যারোর পুব দিকটা দেখেছে ও; পুরো দুটো দিন এবং এক রাত অভুক্ত অবস্থায় খালি পায়ে ওই এলাকা অতিক্রম করেছে।

হঠাৎ স্যামের চিৎকার ভেসে এল। 'ঘোড়সওয়ার আসছে।'

রীজ আর র‍্যামরড উঠে দাঁড়াল, তারপর তাকাল দক্ষিণে। তিনজন অশ্বারোহী সাদা পতাকা উড়িয়ে এদিকে আসছে। তখন মধ্যদুপুর।

'যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে,' মন্তব্য করল রীজ। স্যাডলে চেপে এগোল ও, র‍্যাফায়েল আর স্যামকে আসতে বলল সঙ্গে। ক্রীক অতিক্রম করে কিছুদূর এগোবার পর মিলিত হলো ফ্ল্যাটারদের সাথে

কিট পারকিনসনের হাতে সাদা পতাকা। ও ওর সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। 'বেন উইলিয়াম, হারভি রীচ। ওদের আমি সাথে এনেছি সাক্ষী হিসেবে, রীজ। ওরাই তোমাকে বলবে, আজ আমাদের একটা সভা হয়েছে, ভোট নেয়া হয়েছে এবং আমাদের পক্ষ থেকে কথা বলবার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, বন্ধু। এখন তা হলে প্রস্তাবটা দিচ্ছি। নিক ভিক্টর তোমাদের সাথে একটা রফায় এসেছিল ও বলেছিল, অ্যারো র‍্যাঞ্চকে লীজ দিয়ে তোমাদের এখানে গরু চরাতে দেবে। আর এভাবে ও তোমাদের এখানে এনেছে এবং তা রক্ষা করার জন্য তোমাদের এখন লড়াই করতে হচ্ছে। ভিক্টর কাগজে-কলমে তোমাদের কোন সমর্থন দেয়নি। কিন্তু আমি আরও ভাল প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি তোমাদের এমন লীজ দেব যার জন্য তোমাদের কোন যুদ্ধ করতে হবে না।'

Boighar.com

পারকিনসন এক হাত উঠিয়ে তা দিল গোঁফে। বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল ওর চেহারায়, একইসাথে সতর্কও রয়েছে। 'বলে যাও, রীজ। আমরা শুনছি।'

'যে রেঞ্জটার কথা বলছি সেটা ফার্নান্দো গ্রান্টের অংশ নয়।'

'তাই?' কিন্তু সেটা কি গরু চরানোর জন্য যথেষ্ট হবে?' ওর গলায় সন্দেহ ফুটে উঠল।

'তোমাদের প্রয়োজনের চাইতেও বেশি ঘাস আর পানি আছে সেখানে, রীজ অভয় দিল ওকে।

'জায়গাটা কোথায়?' পারকিনসন এবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে

'অ্যারোর পুবদিকের রেঞ্জ। জায়গাটা তোমরা দেখেছ কখনও?'

পারকিনসন ওপর-নীচ মাথা ঝাঁকাল। 'একবার গেছি ওদিকে।' ভাল জায়গা এবং তোমরা ওটা ব্যবহার কোরো না। তোমার প্রস্তাবটা এ পর্যন্ত ভালই মনে হচ্ছে, রীজ।'

রীজ মৃদু হাসল 'তবে কিছু শর্তও আছে

পারকিনসনও হাসল 'আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, এর শক্ত কিছু বাঁধনও থাকবে। ঠিক আছে, বলো শুনি।'

'প্রথমটা হয়তো তোমাদের পছন্দ হবে না,' রীজ বলল 'আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই তোমাদের সব গরু সরিয়ে নিতে হবে এখান থেকে। যারা ওই সময়ের মধ্যে যাবে না তারা আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে আমি যেভাবে হোক তাড়াব তাদের, এজন্যে হাজার রক্ত ঝরলেও তোয়াক্কা করব না।

ভ্রূ কোঁচকাল পারকিনসন উইলিয়াম শ্বাস ছাড়ল ধীরে ধীরে। ওর বয়স পারকিনসনের কাছাকাছি। রীচের চল্লিশের কোঠায়; স্থূলকায়, লাল মুখ। ও রেগে গেল। 'এটা একটা ভাঁওতা। আমাদের বিনাযুদ্ধে হটানোর একটা কৌশল। যদি আমরা সরে যাই তবে ও আর ওর কথা রাখবে না।'

পারকিনসন থমথমে মুখে বলল, 'এর পেছনে যুক্তি কী, রীজ?'

রীজ বলল, 'আমার দায়িত্ব, এই রেঞ্জ স্কোয়াটারদের হাত থেকে মুক্ত করা। আমি যেভাবেই হোক তা পালন করব। তোমরা শুধুমাত্র আমার কথা পেয়েছ। কিন্তু আমি এখনও দর কষাকষির পথ খোলা রেখেছি। আমি হেনরী টম্পসনের হয়ে কাজ করছি, পারকিনসন তাঁর কথাই কি যথেষ্ট নয়?'

'আমি শুনেছি, তিনি তাঁর কথা রাখেন।' পারকিনসন গম্ভীরভাবে বলল।

রীজ গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল 'তা হলে আমিও আমার কথা রাখব।'

পারকিনসন ব্যাপারটা নিয়ে তখনও ভাবছিল ভ্রূ কুঁচকে। অন্য দুজন প্রস্তাবটা পছন্দ করেনি। ওরা নিচুস্বরে আলাপ করতে লাগল। 'বাকি শর্তগুলো কী?' জানতে চাইল পারকিনসন।

'সাধারণত যা হয়ে থাকে,' রীজ বলল ওকে। 'আগামীকাল সূর্যাস্তের আগেই যেসব ফ্ল্যাটার চলে যাবে তাদের প্রত্যেকের সাথে লীজের দলিলনামা স্বাক্ষরিত হবে, আর তা অ্যারো হেডকোয়ার্টারে বসেই সম্পন্ন করা হবে। রেঞ্জ ফ্রি হবে অন্যান্য আউটফিটগুলো যেমন দিয়ে থাকে আর জমির পরিমাণ নির্ভর করবে এক একজনের পালে কত গরু রয়েছে তার ওপর। যারা সই করবে এই দলিলে

বইঘর.কম

তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে তুমি। পরে যদি এই ব্যাপারে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন তুমি আর আমি একসাথে বসে তা মীমাংসা করব এটাই হলো মোদ্দা কথা।'

'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা মনে হচ্ছে ভালই,' পারকিন্সন বলল। 'আমার আশার চাইতে অনেক ভাল প্রস্তাব দিয়েছ। তুমি নিশ্চয় এখনি জবাব চাও না?'

'যদি কাল সূর্যাস্তের আগেই তোমরা চলে যাও, আমি আমার জবাব পেয়ে যাব,' রীজ জানাল।

'ঠিক আছে, রীজ আমার লোকদেরকে আমি সবিস্তারে খুলে বলব তোমার প্রস্তাবের কথা।'

'তাদের এও বোলো,' রীজ লাগাম তুলে নিল, 'ডেড লাইনের পর আমি এই উপত্যকা যে কোন মূল্যে খালি করতে আসব। এখন গিয়ে সবাইকে বুঝাও, আমার প্রস্তাব মেনে নেয়া অথবা যুদ্ধ করা ছাড়া ওদের কোন বিকল্প নেই।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রীজ। র‍্যাফায়েল আর স্যাম অনুসরণ করল তাকে। পেছনে উইলিয়াম আর রীচ পারকিন্সনের সাথে উত্তপ্ত বিতর্কে লিপ্ত হলো।

সবকিছু এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, ভাবল রীজ। ফ্ল্যাটাররা যদি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, ভালই হবে। সে নিজেও আশা করে না, তার প্রস্তাব মেনে নিবে ওদের প্রত্যেকেই।

রীজ ওকে ক্যাম্পে দেখতে চায় না বলেছিল। তাই লিলি সেদিকে না গিয়ে ক্রীক ধরে বেশ কিছু মাইল পশ্চিমে এগোল দূর থেকে একজন পাহারাদার হাত নাড়ল ওকে দেখতে পেয়ে। লিলি এগিয়ে গেল তার দিকে। লোকটা হার্ডি। লিলি কাছে যেতেই হার্ডি ওর সোরেলের লাগাম টেনে ধরল, হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল লিলিকে। 'এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব আমাকে খুলে বলো, হার্ডি। কাল রাতে আমাকে যেভাবে বাড়ি পাঠালে তোমরা তাতে মনে হয় আমি যেন কচি খুকীটি। তা এরপর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু কি ঘটেছে?'

হার্ডি গভীর হাসি উপহার দিল ওকে। 'হ্যাঁ, অনেক কিছুই, লিলি। রীজ কাল রাতে শত্রু এলাকায় ঢুকে লংফেলোর একজন লোককে হত্যা করেছে। আর চারজনকে বন্দী করে এনেছে। অবশ্য লংফেলোকে এখনও ধরতে পারেনি।'

লিলির চোখ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল। 'সত্যি বলছ? আর কী কী ঘটিয়েছে ও?'

'ক্রীকের এই অংশে ফ্ল্যাটারদের বিরুদ্ধে পাহারাদার দাঁড় করিয়েছে। এই র‍্যাঞ্চ থেকে পুরো দলটাকেই উৎখাত করতে চায় ও।' হার্ডিও এবার উত্তেজিত হলো।

'সময় নষ্ট করেনি, তাই না?' লিলি মৃদু হাসল।

'ঠিক বলেছ।' হার্ডি একমত হলো ওর সাথে। 'শুধু তাই নয়, ও আজ সকালে ফ্ল্যাটারদের একজনের সাথে আলোচনাও করেছে।'

'আলোচনা করেছে?' লিলি ভ্রূ কোঁচকাল। ওর হাসি ততক্ষণে উধাও হয়েছে।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল হার্ডি। 'সন্ধির পতাকা হাতে ওদের ক্যাম্পে গিয়েছিল রীজ।'

Boighar.com

লিলিকে একটু চিন্তিত দেখাল। 'এতবড় ঝুঁকি নিল? তাও আবার একা?'

মাথা ঝাঁকাল হার্ডি। 'আমি জানি না ওরা কী নিয়ে আলোচনা করেছে, লিলি। তবে স্যাম আমাকে বলেছে, রীজ জবরদখলকারীদের কাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সময় দিয়েছে। তবে এটা কোন শান্তির ব্যাপার নয় এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি ' এবার ও প্রসঙ্গ পাল্টাল 'মি. টম্পসন কেমন আছেন?'

'বাবার অবস্থা এখন আগের চেয়ে ভাল বলে শুনেছি লিলি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'হার্ডি বড় বড় চোখে তাকাল ওর দিকে, 'আমি ভুল শুনলাম না তো লিলি–"তুমি শুনেছ"?'

'মনে হচ্ছে আমার চেয়ে যোগ্য হাতে পড়েছেন উনি লিলির গলা বুজে এল অভিমানে।

'সেই মহিলাটি, তাই না? আর তুমি তা পছন্দ করোনি হার্ডি বলল নরম গলায়।

হার্ডির সরাসরি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল লিলি 'আমার মনে হয় ভদ্রমহিলাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু এ সময় র‍্যাঞ্চে আমাদের সব ধরনের লোককেই সহ্য করতে হবে, এমনকী একজন ভবঘুরেকেও।' ওর মুখ হঠাৎ করেই আরক্তিম হয়ে উঠল। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ও। 'আচ্ছা হার্ডি, রীজ সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?'

হার্ডি এবার আকর্ণ হাসি উপহার দিল ওকে। 'তোমার মতই। ওকে আমি একজন মানুষের মত মানুষ মনে করি। একজন খাঁটি মানুষ।' কথা শেষ করে আবার পাহারায় ফিরে গেল কাউহ্যান্ড।

লিলি ক্যাম্পের দিকে তাকাল কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই, এমনকী চাক ওয়াগনটাকেও না। অথচ যে মানুষটিকে ও কামনা করছে মনের গহীনে, তাকে না দেখেও ফিরে যেতে পারছে না। সোরেলের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল ও রীজ সম্বন্ধে চুলচেরা বিশ্লেষণে নিজের বিপরীতমুখী অনুভূতিতে বিস্মিত হলো লিলি। রীজ ওকে আকর্ষণ করেছে আবার একইসাথে এক ধরনের বিতৃষ্ণারও জন্ম দিয়েছে। এর কোন গ্রহণযোগ্য কারণ খুঁজে পেল না ও। লোকটি নিঃসন্দেহে কঠিন এবং দক্ষ, ঠিক হার্ডি যেমনটি বলেছে–একজন মানুষের মত মানুষ, রীজকে ওর প্রশংসা করাই উচিত, কিন্তু ওর সাথে রুক্ষ ব্যবহারের জন্য, ওর একগুঁয়েমিতে রীজকে অপছন্দ করেছে ও, সেই সাথে ঘৃণাও এসে মিশেছে ওর বাবার জায়গায় রীজ ভালই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু লিলি জানে, এই র‍্যাঞ্চে সে ওর জন্য থাকেনি। এখানে সে বৈষয়িক স্বার্থকেই বড় করে দেখেছে, গুরুত্ব দিয়েছে, আর লিলির প্রতি দেখিয়েছে নিদারুণ অবহেলা। রীজের প্রতি ও এক ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করছে কারণ মার্থার সাথে তার এমন এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে যা লিলি অনুমোদন করতে পারে না। এই অনুভূতিকে অবশেষে সে ঈর্ষা হিসেবে চিহ্নিত করল।

র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে আবারও ভাবল লিলি। আজ ও আরও নিশ্চিত রীজ আরো

ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে এবং এর অখণ্ডতাকে ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু এর বিনিময়ে সে যে মূল্য দাবি করেছে এবং যা তাকে দিতেই হবে তা যে কোন যুক্তিকে হার মানায়। অংশীদারিত্ব রীজকে ব্যাঙ্কেই রেখে দেবে। আর মজার ব্যাপার হলো সে নিজেও সেটা কোন না কোনভাবে চায়। রীজকে ও ঘৃণা করে অথচ ওর কাছাকাছি সে থাকুক একইসাথে এটাও চায়। কেন? ওর সত্তার এক অংশ নিজেকে প্রশ্ন করে 'কারণ,' ওর অপর অংশ জবাব দেয়, 'যেখানেই সে জড়িত সেখানেই তুমি দুর্বল এবং নির্লজ্জ ' আর সম্ভবত এ কারণেই রীজকে ঘৃণা করে সে। এরও সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজে বের করল লিলি। অন্য কোন পুরুষ এর আগে যা পারেনি রীজ পেরেছে সে ওর মাঝে ভাবাবেগের, প্রেমের অনুভূতির জন্ম দিতে পেরেছে যার সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় ছিল না ওর।

আরো ব্যাঙ্ক থেকে যে রাস্তা সোলানোর দিকে গেছে এবার সেদিকে এগোল শহর থেকে একজন লোক বাগিতে চেপে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পরনে অদ্ভুত ক আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল লিলি। বাগিটা অরেকটু কাছে আসতেই উকিল টমাস এন্ডকে চিনতে পারল ও। পাশে একজন অচেনা ভদ্রলোক উকিল নিজেই বাগি চালাচ্ছে। লিলির কাছে আসতেই লাগাম টেনে ধরল সে তারপর হ্যাট নামিয়ে হাসল লাজুকভাবে।

মিস টম্পসন ত এমন বোদ্দুরে হেনরী টম্পসনের মিষ্টি মেয়েটি কোথায় চল্লে

মিস বিরাট, স্থূলদেহ চেহারায় গদগদে একটা ভাব রয়েছে, গায়ের ফরসা চে ছোট ছোট দেখেই মনে হয় অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেই অভ্যস্ত সে লিলি একরকম নিশ্চিত, আরও কাছে এগিয়ে এলেই ওর মুখে নির্ঘাত হুইস্কির গন্ধ পাওয়া যাবে

আপনি ফ্ল্যাটারদের অ্যাকো থেকে উচ্ছেদ করবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাথে এনেছেন?' উৎকণ্ঠা চেপে রাখবার কোন চেষ্টা করল না লিলি।

কোটের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করল। 'এ সবই কোর্টের অর্ডার কিট ব্রিকিনসন, বেন উইলিয়াম আর হারভি রীচ নামের তিন বড় আইরিশ মালিকদের উচ্ছেদের রীট ' এবার ও সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'এ হচ্ছে পীয় বিল ও ফে থেকে এসেছে কোর্ট অর্ডার কার্যকর করবে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে হেনরীর সাথে কথা বলব। তারপর–'

হয়তো সম্ভব হবে না,' লিলি বাধা দিয়ে বলল শান্তকণ্ঠে। 'কে এক লড়াইয়ে আহত হয়েছেন। এখন যে কোন ধরনের আলোচনা ক্ষতিকর হতে পারে ওর অবস্থা সত্যিই খারাপ, জাজ।'

লিলি ইচ্ছা ব্যাঙ্কে দুপুরের খাবার খেয়ে সন্ধ্যায় ওর বাবার সিগার আর হুইস্কি করে 'আপনারা বরং লারগো ক্রীকের ধারে আমাদের ক্যাম্পেই চলে আসুন ওখানে সবাই আছে '

গেল 'কী বললে তুমি? স্কোয়াটারদের হাতে হেনরী আহত হয়েছে! হায় এসব কী হচ্ছে?' আপন মনে কিছুক্ষণ আবলতাবল বকল উকিল 'আমার ধারণার চাইতেও দেখছি অবস্থা আরও খারাপ। ওরা যখন

Boighar.com

হেনরীকে গুলি করেছে তখন আমরা যখন এসব কাগজ নিয়ে যাব তখন আমাদেরও গুলি করবে।' এবার ভয়ে ভয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল জাজ এন্ড।

ডেপুটি শেরিফের সাদামাঠা চেহারা লিলির মনে তেমন কোন দাগ কাটতে পারেনি। মামুলি দুর্বল একটা মাস্টাংয়ের সাথেই যেন ওর মিল বেশি। বিল ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল লিলির দিকে। ওর মনে হলো ডেপুটি শেরিফ দুঃখ বোধও করছে, কারণ সে হেনরী টম্পসনের মেয়ে। বিলকে সাদামাঠা একজন আইনের লোক বলে ধরে নিল ও। কিন্তু বিল একজন উকিলের মত অস্বস্তি প্রকাশ করল না। 'ঠিক আছে, এ ধরনের সমস্যা তো তুমি আগেই আশঙ্কা করেছিলে, এন্ড।' উকিলকে অভয় দেয়ার প্রয়াস পেল না অফিসার।

লিলি এবার ডেপুটি শেরিফের দিকে তাকাল। 'অ্যারোর লোকেরা আপনাদের পেছনে থাকবে, মি. বিল।'

এন্ড রুমাল দিয়ে তার মুখের ঘাম মুছল। 'কিন্তু হেনরী ছাড়া–' নার্ভাসভাবে বলল ও। 'আমরা বরং আপাতত রীটগুলোর প্রয়োগ স্থগিত রাখি। পরে ও ভাল হয়ে উঠলে–'

'আপনি একজন যোগ্য লোককে পাশে পাবেন, জাজ,' উকিলকে বাধা দিয়ে বলল লিলি। 'বাবা যতদিন অসুস্থ থাকছেন ততদিন মাইকেল রীজ এইসব ঝামেলা সামলাবে।'

'রীজ? ওই নাম তো কোনদিন শুনিনি।' উকিল শব্দ করে নাক টানল। 'তুমি নিশ্চয়ই ওই ভবঘুরের কথা বলছ না?'

'হ্যাঁ, জাজ, সেই ভবঘুরেই এখন আমাদের সবচাইতে বড় ভরসা।' লিলি এবার গম্ভীর হলো।

'তুমি পাগল হয়েছ, লিলি! তার মানে তুমি বলতে চাও যে হেনরী–'

লিলি উকিলকে তার কথা শেষ করতে দিল না। 'চলুন, এবার ক্যাম্পে যাওয়া যাক।' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও।

মধ্য বিকালের মধ্যেই ক্রীকে আসা বেশির ভাগ ফ্ল্যাটারদের গরুর পাল একত্রিত হলো। এগুলোর মধ্যে প্রায় আঠারোশো টেক্সাসের গরু। অ্যারোর সাদামুখো গরুবাছুরের চাইতে নিম্নমানের। একটা ফাঁকা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রীজ আর র‍্যাফায়েল ফ্ল্যাটারদের কর্মতৎপরতা লক্ষ করছে। অন্যরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘোড়া বদলাবার জন্য ক্যাম্পে ফিরে গেছে। জবরদখলকারীদের গরুর পালটাকে প্রথমে ক্রীকের পশ্চিম দিকে, তারপর স্পার হিলের মাঝ দিয়ে দক্ষিণে পোভার্টি ফ্ল্যাট রেঞ্জের কাছাকাছি ফেরত নিয়ে যাবার কথা।

'মনে হচ্ছে ফ্ল্যাটাররা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, মাইক।' র‍্যাফায়েল আশঙ্কা প্রকাশ করল।

রীজ মাথা নাড়ল। 'আমার তা মনে হয় না। ওরা আমার প্রস্তাব নিয়ে যুক্তিতর্কে ব্যস্ত থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার সে বলল, 'অবশ্য যতক্ষণ না লংফেলো ওদের এদিকে ঠেলে দেয়। আমি শুধু জানতে চাই, ওর মনের মধ্যে কী খেলা করছে। অনেকক্ষণ হলো ও চুপ মেরে আছে। ব্যাপারটা কেমন যেন

বইঘর.কম

সন্দেহজনক, তাই না, ফ্রেড?'

র‍্যাফায়েল ঠোঁট উল্টাল। 'মনে হয় ও এ তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে?'

'ফেলোর মত লোক সহজে তা করবে না।' রীজ দূরে অপেক্ষমাণ ফ্ল্যাটাবদের দিকে তাকিয়ে বলল।

রাউন্ড আপ ক্যাম্পের লোকেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন ফিরে এল, তখন একজন বলল, 'রীজ, ক্যাম্পে জলদি যাও ওখানে লিলি, জাজ এন্ড আর সান্তা ফে থেকে আসা একজন ব্যাজধারী লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। লিলি বলেছে ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

রীজ একবার র‍্যাফায়েলের দিকে তাকিয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। 'নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে, নইলে ও আবার আসবে কেন!' বিড়বিড় করে বলল ও 'সাথে আবার আইনের লোকও রয়েছে। টম্পসনরা নিশ্চয়ই শেষ চেষ্টা করছে।' ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এল সে। একটা ঘোড়া আর বাগি চাক ওয়াগনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন লোক কফির কাপ হাতে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্য। লিলি একধারে তার সোরেলটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, রীজ আদেশ করলেই ও চলে যেতে প্রস্তুত। রীজ অবাক হয়ে দেখল তার গতরাতের দুর্ব্যবহার ওর উদ্ধতভাব কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা। ঘোড়া থেকে নামবার সময় রীজ ওর দিকে তাকাতেই লিলি এটাকে আহ্বান মনে করে এগিয়ে এল কাছে। অন্যদিকে কফি পানরত লোক দুজন আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল তাকে। রীজ এক নজরেই বুঝে ফেলল জাজ বা ডেপুটি শেরিফ কেউ-ই স্কোয়াটারদের বিরুদ্ধে খুব বেশি কিছু একটা করতে পারবে না।

লিলি পরিচয় করিয়ে দিতেই রীজ করমর্দন করল জাজের সঙ্গে। ভদ্রলোকের হাতের তালু বেশ পুরু আর ঘর্মাক্ত। কিন্তু বিলের হাত নরম, ঠাণ্ডা। 'জাজ এন্ড তিনজন ফ্ল্যাটারের উচ্ছেদের নোটিস নিয়ে এসেছেন, মাইক। মি. বিল ওদের এসব সার্ভ করবেন। আমি বলেছি, তুমি এবং আমাদের অন্যান্য লোক সেইসময় ওদের পাশে থাকবে।' একদমে কথাগুলো বলে গেল লিলি।

'আপনার কাগজে কার কার নাম আছে, জাজ?' রীজ জানতে চাইল।

'কিট পারকিন্সন, রেন উইলিয়াম আর হারভি রীচ।' জাজ একঘেঁয়ে সুরে জবাব দিল।

'তাই? তা ওই নামগুলো কীভাবে বাছাই করলেন?' রীজ মৃদু হাসল।

'কারণ অন্যান্য ফ্ল্যাটারের চাইতে ওদের বেশি গরু আছে।' জাজ জবাব দিল। 'যে কোন দলের বড় বড় মাথাকে সবার আগে আঘাত করতে হয়। এটাই হচ্ছে রণ-নীতি। যখন বড়রা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন ছোটরা লেজ তুলে পালায়।' ও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। 'আচ্ছা রীজ, তুমি কি মনে করো কোন বিপদ ঘটতে পারে?'

'এখনি নয়।' জাজকে অভয় দিল রীজ। 'তবে আপাতত কাগজগুলো আমরা কাজে লাগাব না। ধরে রাখব।'

'ধরে রাখবে!' লিলি প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'তুমি কি পাগল হয়েছ, মাইক?'

Boighar.com

রীজ মৃদু হাসল। 'আমি ফ্ল্যাটারদের একটা প্রস্তাব দিয়েছি। আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে তা ওদের মানতে হবে আমি জাজের ওই কাগজগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখতে চাই।'

'প্রস্তাব দিয়েছ? কী ধরনের প্রস্তাব সেটা?' লিলি উত্তেজিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'যদি ওই সময়সীমার মধ্যে ওরা সরে যায় তবে অ্যারোর কিছু অংশ ওদের লীজ দেব।' রীজ থেমে থেমে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করল।

লিলিকে কে যেন শক্তভাবে আঘাত করল। 'না মাইক, তুমি এটা পারো না তোমার এ ধরনের কোন অধিকার নেই। অ্যারোকে তুমি এ ধরনের কোন বাঁধনে জড়াতে পারো না। আমার বাবাও এটা সহ্য করবেন না। আর আমার প্রতিও তুমি এতটা অবিচার করতে পারো না।'

এবার বিস্মিত হবার পালা রীজের। 'তোমার প্রতি অবিচার করেছি? একথায় তুমি ঠিক কী বুঝাতে চাইছ?' লিলির জবাবের জন্য অপেক্ষা করল ও কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে যার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পেল না 'দেখো, লিলি, এখন এই সময়ে আমাদের মাথা খাটিয়ে কাজ করা উচিত ফ্ল্যাটারদের সবাই খারাপ না। যারা ভাল তারা আমাদের সাথে রফায় আসবে। ডেড লাইনের আগেই ওরা এখান থেকে চলে যাবে। ফলে আমাদের অন্তত আগের মত ওই বিশাল দলের সাথে লড়তে হবে না। আর যারা যাবে না তাদের আমরা তাড়িয়ে দেব অথবা জাজের রীট দেখে ওরা ভয় পেয়ে সরে পড়বে। যেভাবেই হোক, অ্যারো র‍্যাঞ্চ জবরদখলকারীদের হাত থেকে মুক্ত হবে।'

'কিন্তু র‍্যাঞ্চের আরেক পাশে ওরা থাকছে।' লিলি একগুঁয়ে ভাবে বলল।

'মনে রেখো, লিলি, ওই এলাকা অ্যারো ব্যবহার করে না।' রীজ একটু অধৈর্য হয়ে পড়ল।

'তুমি আমার সাথে চালাকি করেছ, মাইক। বিশ্বাসঘাতকতা করছ।' লিলি ক্রুদ্ধ সুরে বলল। আগুনঝরা দৃষ্টিতে ও তাকাল রীজের দিকে।

রীজ অবাক চোখে তাকাল ওর পানে। 'লিলি, তুমি বলছ, "তোমাকে" কিন্তু কেন "তোমার বাবাকে" বলছ না?' ওর গলা এবার কঠিন হলো। 'আমাকে আমার মত করে কাজ করতে দাও। যদি আমি লড়াই এড়াতে পারি এবং কিছু রেঞ্জ লীজ দেবার বদলে অনেকের জীবন রক্ষা করতে পারি তবে আমি তাই করব। তোমাদের টম্পসনদের এখন কিছু শেয়ার করবার সময় এসেছে। অবশ্য তোমরা এর প্রতিদান পাবে। ফ্ল্যাটাররা যে জমি ব্যবহার করবে তার জন্য ওরা নির্ধারিত ফি দেবে।'

'তুমি দেখছি এখনও তোমার দর কষাকষি শেষ করোনি।'

'বরং বলতে পারো তাতে সুযোগ নিইনি।'

লিলি এবার রীজের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য অসহায়ভাবে অন্যদের উদ্দেশে তাকাল। কিন্তু জাজ এন্ড, ডেপুটি শেরিফ বিল এবং র‍্যাঞ্চের অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। র‍্যাফায়েল ঘোড়া দুটোর ওখানে উপস্থিত হতেই লিলি অনন্যোপায় হয়ে

বইঘর.কম

ছুটে গেল ওর দিকে। রীজ ওর এই পাগলামির কোন কারণ বুঝতে পারল না। রেঞ্জ লীজ দেয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক বড় বড় আউটফিট বাড়তি আয়ের জন্য আজকাল প্রায়ই এসব করছে। কিন্তু লিলি এমন ব্যবহার করছে যেন ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মেয়েটার সাথে। গোটা অ্যারো র‍্যাঞ্চটাই দিয়ে দিয়েছে ওদের।

'ফ্রেড,' লিলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমার কথা শোনো। তুমি লোকজন নিয়ে জাজ এন্ড আর মি. বিলের সাথে যাও। ফ্ল্যাটারদের কোর্ট অর্ডার সার্ভ করবার সময় ওদের দুজনকে রক্ষা করবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

র‍্যাফায়েল রীজের দিকে তাকাল। ওর শ্যামলা মুখে ভ্রূকুটি। 'এটা কি তোমার আদেশ, মাইক?'

'না।' রীজ শান্তস্বরে বলল।

'তা হলে তা পালনের কোন কারণও আমি দেখছি না।' র‍্যাফায়েল লিলির দিকে ফিরল। 'রীজই খেলাটা চালাচ্ছে। ও হেনরী টম্পসনের জায়গায় আছে। না লিলি, আমি দুঃখিত। আমি তোমার কথামত কাজ করতে পারছি না। ওকে অন্তত একটা সুযোগ দাও।'

লিলি এবার স্যামের দিকে তাকাল। 'স্যাম, কিছু একটা করো।'

স্যাম মাথা নাড়ল। 'আমি দুঃখিত, মিস টম্পসন। আমার করবার কিছু নেই।'

লিলি এবার রীজের দিকে ফিরল। মিনতির ভঙ্গিতে হাতজোড় করল ও। কথা বলতে শুরু করল কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বেরোল না কোন। একলাফে স্যাডলে চেপে রীজের উদ্দেশে ফিরল ও। 'আমি তোমাকে থামাব, রীজ। আমি এমন একটা পথ খুঁজে বের করব যা আমাদের কারও জন্যেই ভাল হবে না শেষ পর্যন্ত।' তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটল ও।

রীজ তাকিয়ে রইল ওর যাত্রাপথের দিকে। চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ, কপালে ভাঁজ। ও ভেবে পেল না লিলির এই রহস্যময় আচরণের কারণ কী। ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সে এটাই বা কী করে বলল মেয়েটা ভেবে পেল না রীজ। 'ও হেনরী টম্পসনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলল না কেন? অথবা হেনরী টম্পসন আর ওর, দুজনের সাথেই?' আপন মনে বিড়বিড় করে বলল রীজ। সহসাই বুঝতে পারল ও, আসলে হেনরী টম্পসন নয় রীজকে অ্যারো র‍্যাঞ্চের দায়িত্বভার নেয়ার সিদ্ধান্ত লিলির একার। উপলব্ধিটা বেদনার সৃষ্টি করল তার মাঝে, মনে হলো কেউ তার পেটে প্রচণ্ড একটা আঘাত করেছে আর সেই ব্যথা তার সারা দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

চোদ্দ

জাজ এন্ডের একদিন পর সান্তা ফে থেকে ফিরল নিক ভিক্টর। ওর দীর্ঘ যাত্রাপথের পুরোটাই ছিল দারুণ গরম আর ধূলিময়। কিন্তু এসব কিছুই স্পর্শ করতে পারেনি

Boighar.com

ওকে। সে এখন পাশমেজাজে আছে। তার এই কষ্টকর যাত্রা সফল হয়েছে। এর ফলে সে আরও বৃহত্তর সাফল্যে, তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। ভিক্টর অফিসে ঢুকেই দেখল ঘামে-ভেজা বিষণ্ন চেহারায় বসে আছে চেয়ারে।

ওকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে উঠল থাস্টি। 'নিক! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ফিরে এসেছ।'

ভিক্টর ওর ট্র্যাভেল ব্যাগ নামিয়ে সিগার বের করল একটা। তারপর ভ্রূ কুঁচকে থাস্টির দিকে তাকিয়ে থেকে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করল। 'কী হয়েছে, থাস্টি? আমি এক কি দুদিনের জন্য বাইরে গেছি আর এদিকে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ তুমি?'

'আমার কোন দোষ নেই, নিক।' ঘামে-ভেজা হাত কচলাতে শুরু করল।

'ঠিক আছে, আমি তা পরে বিচার করব। এখন দয়া করে সংক্ষেপে সব খুলে বলো।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে থাস্টির দিকে তাকাল নিক।

'সব···সব ওই ভবঘুরের কাজ, নিক। আমাদের কারও কিছু করবার ছিল না।'

ভিক্টর সিগার ধরাতে গিয়েও থেমে গেল। 'রীজের কথা বলছ? ওর সাথে আবার আমাদের কী হয়েছে?'

'ও অ্যারো র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছে।' ঘামে-ভেজা মুখখানা রুমালে আবার মুছে নিল থাস্টি।

'কী করেছে হারামজাদা?' ভিক্টর বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

থাস্টি এবার সব খুলে বলল ভিক্টরকে। ফ্ল্যাটারদের সাথে লড়াইয়ে টম্পসন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। অ্যারো হেডকোয়ার্টারে ওর অবস্থা খুব সঙ্গীন। ডা. হোপ বলেছে এখন-তখন অবস্থা। একজন ফ্ল্যাটারও মারা গেছে, আহত হয়েছে দুজন। মোটামুটি অবস্থা যখন এমন ঠিক এই সময় মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে রীজ। অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকদের এখন সে-ই চালাচ্ছে। পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া শেষ করে উত্তেজিতভাবে বলল ঘামে-ভেজা। 'আমি তোমাকে বলছি, নিক, আমাদের আর কোন আশাই নেই। ওই রীজ, আমি জানি না ও কীভাবে হেনরী টম্পসনের সাথে নিজেকে জড়াল, এখন জিনের ওপর আছে এবং গোটা নরক পরিচালনা করছে।'

'তা হলে হেনরী টম্পসনের অবস্থা খারাপ?' ভিক্টর পায়চারি শুরু করল।

'হ্যাঁ। কিন্তু রীজ–' থাস্টি কথা শেষ করতে পারল না।

'রীজকে আপাতত ভুলে যাও। ও টাফ, স্মার্ট এবং বর্তমানে অ্যারোর হাল ধরেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওর পরিচয় ও একজন ভবঘুরেই, হেনরী টম্পসন নয়।' পায়চারি থামাল ভিক্টর। 'ফেলোকে ধরতে পেরেছে ও?'

'না, কিন্তু–' এবারও ঘামে-ভেজা কথা শেষ করতে পারল না।

'ওই লোক কোথায়?'

'ফ্ল্যাটারদের সাথে রয়েছে।' এতক্ষণে মনে একটু সাহস ফিরে পেল থাস্টি। 'সকালে বেরিয়ে গেছে। ও আরিযোনায় কিছু লোক চেয়ে খবর পাঠিয়েছে। ওর পুরানো সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে একমাত্র উইলোই রয়েছে। অবশ্য অ্যারোর ডেগার আর শর্টি নামে দুইজন কাউহ্যান্ড যোগ দিয়েছে লংফেলোর সাথে। রীজকে সহ্য

করতে পারেনি বলে অ্যারো ছেড়েছে ওরা।'

ভিক্টর মাথা ঝাঁকাল। 'একটা ঘোড়া নিয়ে এখনি চলে যাও ওখানে। লংফেলোকে বলো আমার সাথে দেখা করতে।' ও এবার থামল একটু, সিগার ধরাল। 'জাজ এন্ড কি শহরেই আছে না অ্যারোতে গেছে, জানো কিছু?'

উকিল শহরেই আছে বলে জানাল থাস্টি। 'ও সান্তা ফে থেকে একজন ডেপুটি শেরিফকে নিয়ে এসেছে। গতকাল বিকালে ওরা অ্যারোতে গিয়েছিল। আবার সন্ধ্যায় ফিরে এসেছে।'

'ঠিক আছে,' ভিক্টর বলল। 'তুমি লংফেলোকে নিয়ে এসো। আমি এদিকে জাজকে সামলাচ্ছি।'

'তুমি এখনি একটা বোঝাপড়া করতে চাও, নিক?' ঘামে-ভেজা আরও ঘামতে লাগল।

'হয় এখনি নতুবা কখনোই নয়,' ভিক্টর বলল কঠিনস্বরে

'তুমি নিশ্চিত?' থাস্টি নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

'অবশ্যই,' বলে ভিক্টর এগিয়ে গেল দরজার দিকে

উকিল টমাস এন্ডের অফিসটা টমের 'গ্রেন অ্যান্ড ফিড স্টোর্রে'র ডান পাশে কাঠের বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি বেয়ে সহজেই যাওয়া যায় ওখানে। ভিক্টর একসাথে দুই ধাপ করে সিঁড়ি টপকে দরজায় গিয়ে নক করল।

এন্ডের গলা শোনা গেল। 'ভেতরে এসো।'

ভিক্টর প্রবেশ করল। 'কেমন আছ, জাজ? আমাকে কিছু সময় দিতে পারবে?' ও দরজাটা বন্ধ করে এন্ড কিছু বলবার আগেই আরও ভেতরে ঢুকে গেল। উকিলের উঁচু ডেস্কের পাশে একটা পুরনো আর্ম চেয়ারে বসে পড়ল ভিক্টর। 'তুমি কি হেনরী টম্পসনের আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করছ, জাজ?' সরাসরি জানতে চাইল সোলানো ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির মালিক।

'সবাই আমাকে ওই পরিচয়েই চেনে,' এন্ডের গলা কর্কশ শোনাল। তবে একইসাথে সতর্কও আছে সে। 'তা কী মনে করে আমার কাছে এসেছ, ভিক্টর?'

'অ্যারো,' ভিক্টর সংক্ষেপে জবাব দিল।

'তাই ভেবেছিলাম।' উকিল খ্যাকখ্যাক করে হাসল। 'আমি শুনেছি, তুমিই ফ্ল্যাটারদের মদদ জোগাচ্ছ।'

ভিক্টর ম্লান হেসে সিগারে হাত বোলাল। 'ঠিকই শুনেছ, জাজ। এদিকে আমি শুনেছি বুলেটের আঘাত পেয়ে টম্পসন মরতে বসেছে। আর ওই জন্যই আমি এসেছি এই অবস্থায় টম্পসনের কাছে আমার যাওয়াটা ঠিক বিবেচনা করছি না। শুধুমাত্র অ্যারোর ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্টের ব্যাপারেই আমার আগ্রহ। এর অবশ্য ভিত্তিও আছে। আমি ব্যাপারটা কোর্টেও নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল আর সময়সাপেক্ষ। এর বদলে আমি টম্পসনকেই একটা সুযোগ দিতে চাচ্ছি।'

উকিলকে হতভম্ব দেখাল। 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি না একজন উকিল,' সুযোগ পেয়ে ফোড়ন কাটল ভিক্টর।

Boighar.com

'বইয়ের ধ্রুব কলা-কৌশলই যে আমার জানা তা কিন্তু আমি দাবি করি না, ভিক্টর।'

ভিক্টর হাসল। 'এটা আইনের কোন মারপ্যাঁচ নয়। আসলে আমি শুধুমাত্র তোমাকেই অনুসরণ করেছি। তুমি সান্তা ফে-তে গিয়ে ফ্ল্যাটারদের উচ্ছেদের রীট এনেছ এই বলে যে ওরা অ্যারো জবরদখল করেছে। আর আমিও ফার্নান্দো অংশের ওপর অবস্থানকারী একজন জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে রীট নিয়ে এসেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য ধরো লোকটার নাম জন রিচার্ড।' ও একটু থেমে উকিলের দিকে তাকাল। 'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ তো, জাজ?'

এন্ড ড্রয়ার খুলে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল। 'হ্যাঁ, পারছি,' উত্তেজিতভাবে বলল সে। তারপর বোতলের ছিপি খুলে গ্লাস দুটো ভরে আবার সেটা রেখে দিল ড্রয়ারে। 'তুমি যা চাও তার ওপর সহজেই আঘাত হানতে পেরেছ, ভিক্টর!' একটা গ্লাস ভিক্টরকে দিয়ে আরেকটিতে নিজে চুমুক দিল উকিল। 'আহ!' বিড়বিড় করে বলে ঠোঁট চেটে নিল সে। 'ফার্নান্দো অংশে তোমার দাবি প্রমাণ করবার জন্য হেনরীর বিরুদ্ধে মামলা করবার চাইতে তুমি ওকে এমন এক বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেছ যাতে ও তোমার দাবি মেনে নেয়। স্মার্ট, বন্ধু। দারুণ স্মার্ট তুমি!'

উকিল গ্লাসে আরেক চুমুক দিল। 'তুমি আমাকে সান্তা ফে-তে গিয়ে জাজ টমব্রির কোর্ট অর্ডার আনার পথে বাধা দাওনি, কারণ এর ফলে প্রকারান্তরে তোমার ওখানে যাবার পথ খুলে গেছে। আমি জাজকে বলেছিলাম, মান্দেলা ল্যান্ড গ্রান্টের জবরদখলকারীদের আমি হটাতে চাই। আর তুমি ওঁকে বুঝিয়েছ, ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্টে একজন জবরদখলকারী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জাজ টমব্রি তো আর জানেন না যে, মান্দেলা আর ফার্নান্দো গ্রান্ট মিলিয়েই অ্যারো র‍্যাঞ্চ। তুমি এভাবেই গোটা পরিকল্পনা এঁটেছ, ভিক্টর। তুমি ফ্ল্যাটারদের অ্যারোতে পাঠিয়েছ কারণ তুমি জানতে, হেনরী ওদের ঠেকানোর জন্য এই রকম আইনগত পদক্ষেপ নেবে। ধূর্ত, ভিক্টর! তুমি দারুণ ধূর্ত!'

'ধন্যবাদ।' ভিক্টর মৃদু হাসল। 'আমি স্বীকার করছি, যতক্ষণ না জাজ টমব্রি আমার জন রিচার্ডের রীটে সই করেছিলেন ততক্ষণ আমি নার্ভাস ছিলাম। তবে এখন টেনশন মুক্ত।'

'জন রিচার্ড নিশ্চয়ই হেনরী টম্পসন?' উকিল ভ্রূ নাচাল।

'ঠিকই ধরেছ।' ভিক্টরের মুখে সন্তুষ্টির হাসি।

'ওকে তুমি কিছু বলতে বলেছিলে, ভিক্টর।'

'যদি তুমি ইচ্ছে করো, জাজ।' ভিক্টর বিনয়ের অবতার সাজল। 'অবশ্য তুমি যে ডেপুটি শেরিফকে সান্তা ফে থেকে নিয়ে এসেছ তাকে আমি কাজে লাগাতে পারতাম। 'যেহেতু টম্পসন বুলেটবিদ্ধ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে এই অবস্থায় ওকে আমি আর আঘাত দিতে চাই না। তুমি তো জানোই, জাজ, ফার্নান্দো গ্রান্ট অ্যারোর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। র‍্যাঞ্চের দক্ষিণের শেষ প্রান্ত এবং পশ্চিমের সবটুকু। একজন অসুস্থ লোককে তো আর পথে বসাতে পারি না আমি।'

এন্ড শুষ্ক হাসল। 'আমারও তাই বিশ্বাস।' গ্লাস আবার ভরে নিয়ে পকেট

বইঘর.কম

হাতড়াল ও, তারপর অনুনয়ের দৃষ্টিতে ভিক্টরের দিকে তাকাল। ও হেসে পকেট থেকে একটা সিগার বের করে এগিয়ে দিল উকিলের দিকে। 'ধন্যবাদ' বলে সিগারটা নিয়ে ধরাল এন্ড। 'কিন্তু তুমি তো র‍্যাঞ্চার বা কাউম্যান নও, ভিক্টর।' উকিলের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভিক্টরকে জরিপ করছে।

'তা ঠিক, জাজ।' ভিক্টর এবারও হাসল মৃদু।

'তা হলে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র ঘেসো জমির জন্য তুমি ফার্নান্দো অংশ চাইছ না?'

'চাইতে পারতাম, কিন্তু আমার নিজের ব্যবহারের জন্য নয়,' ভিক্টর জবাব দিল। 'আমি এই অংশের কিছু জমি ফ্ল্যাটারদের লীজ দিতে পারি। আর এ বাকী অংশ ভাগ করে বাড়িঘর তুলতে দিতাম মানুষকে। না, জাজ, আমার র‍্যাঞ্চার হবার আদৌ কোন পরিকল্পনা নেই। আমি জায়গাটাকে অন্যভাবে কাজে লাগাব।'

'প্রথমে জবরদখলকারী এবং পরে জমির মালিক।' এন্ড ম্লান হাসল। 'তোমার পরিকল্পনা শুনলে হেনরী এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে।' উকিলের রক্তলাল চোখে ভিক্টরের প্রশংসা। 'তা ওকে তুমি কতটুকু সময় দিচ্ছ?'

'টম্পসনকে রীট সার্ভ করবার আগে?' ভিক্টর সামান্য চিন্তার ভান করল 'ঠিক আছে, আমি অবিবেচক হব না, যদি জিনিসটা পাওয়ার জন্যে আমি সত্যিই উতলা। আইন অনুসারে উচ্ছেদের রীট সাধারণত জবরদখলকারীকে অবিলম্বে সরে যেতে বলে। আর তার মানে হচ্ছে টম্পসনকে অ্যারো হেডকোয়ার্টার খালি করে দিতে হবে; অবশ্যই এটা ওর জন্য কষ্টকর হবে।'

উকিল এন্ডের চোখে তখনও ভিক্টরের প্রশংসা, কিন্তু এখন সেখানে একটু ধূর্ততাও দেখা দিল। ও ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বেশ কঠিনই বটে। বিশ বছর ধরে ওটা হেনরীর বাড়ি। আর সেটা ও খালি করতেও চাইবে না।'

'আহ্! কী যা-তা বলছ তুমি, জাজ?' ভিক্টর বিরক্ত হলো।

'তুমি তা ঠিকই জানো, ভিক্টর।'

'ঠিক আছে, স্বাভাবিক একজন মানুষকে হঠাৎ করে ওর ঘর বাড়ি–'

এন্ড ওর সিগারে হাত বুলিয়ে ধূর্ত হাসি হাসল। 'চলো বন্ধু, ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু চিন্তা করা যাক। তুমি হেনরীকে হেডকোয়ার্টার বা তথাকথিত ফার্নান্দো অংশ থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছ না। তুমি ওকে কোর্টে তোমার সাথে লড়তেও চাইছ না। অন্যদিকে তুমি র‍্যাঞ্চটা ওইসব কাউম্যানদের কাছে লীজ দিতে অথবা সেটলারদের কাছে বিক্রিও করতে চাইছ না। এক কথায় তুমি অ্যারোর ফার্নান্দো অংশের জন্য তেমন মারাত্মক কিছু করতে চাইছ না।'

ভিক্টর হেসে ওর দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকাল। 'এই দিনটার জন্য আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করছি, জাজ। কিন্তু আগেই বলেছি আমি অবিবেচক হব না। আমি এমন পাষাণ নই যে একজন অসুস্থ লোককে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।'

'তুমি এজন্য ঠিক কত চাও, ভিক্টর?' উকিল সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল

'পাঁচ লাখ ডলার,' স্থির কণ্ঠে বলল ভিক্টর।

'[illegible]' উকিল বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। 'তোমার মাথা ঠিক আছে

Boighar.com

ক্রীক লাগোয়া এলাকায় উইনচেস্টার হাতে পাহারারত লোকের ছাড়া আর সবাই সাপার খেতে বসেছে। পশ্চিমে অনেকটা হেলে পড়েছে সূর্য। রীজ খাওয়া শেষ করে টিনের প্লেট নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর কফি শেষ করে কাপটা চাক ওয়াগনের ডিস প্যানে রেখে একটা সিগারেট রোল করে ধরাল। দক্ষিণে ক্রীক লাগোয়া এলাকার দিকে তাকাতেই ও দেখা পেল ফ্ল্যাটারদের দিক থেকে একজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। লোকটা কিট পারকিনসন।

পারকিনসন ক্যাম্পের কাছে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। তারপর স্যাডল হর্নের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করে রাখল। ওর এবড়োখেবড়ো মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছে। রীজের দিকে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকাল সে। 'কাজ শেষ। আমি আমার গরুর পাল নিয়ে অ্যারো ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' এবার পশ্চিমে তাকাল সে। 'সূর্যাস্তের আগেই। তুমি তোমার কথা রাখছ তো, রীজ?'

'অবশ্যই,' রীজ জবাব দিল। 'অ্যারোর পুবদিকে তোমার আউটফিট সরিয়ে নাও। তারপর তোমার র‍্যাঞ্চের জন্য একটা জায়গা পছন্দ করো। জায়গা চিহ্নিত করবার পরপরই এখানে চলে আসবে। তারপর অ্যারো হেডকোয়ার্টারে গিয়ে আমরা লীজ চুক্তিতে সই করব। ঠিক আছে?'

'ভালর থেকেও ভাল।' পারকিনসন ম্লান হাসল।

'আমি যা চাই তা হলো তুমি আমাদের একজন ভাল প্রতিবেশী হও, কিট।' রীজ ওর দিকে সামান্য এগিয়ে গেল।

'আমি চেষ্টা করব।' পারকিনসন গম্ভীর কণ্ঠে বলল। ওকে সামান্য বিষণ্ন দেখাচ্ছে 'এটা তোমার কাছে আমার পাওনা, বন্ধু। আমি এই র‍্যাঞ্চ থেকে সব আবর্জনা সরিয়ে নিয়েছি, আর তার বদলে তুমি একটা সুন্দর রফায় এসেছ। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, রীজ। আমার মনে হয় তুমি হচ্ছো সেই মানুষ, যে মার খেয়েও অন্য গালটি পেতে দেয়।' ও একটু থামল। 'তবে দুঃখ একটাই, আমার সাথে ফ্ল্যাটারদের সবাইকে নিতে পারিনি।'

'তুমি তা হলে একাই যাচ্ছ?' রীজ উদ্বিগ্নসুরে বলল। কিছুটা হতাশ হয়েছে সে।

রীজ।' পারকিনসন তাকে আশ্বস্ত করল, 'বেন উইলিয়ামও আছে। এ ছাড়া কনোরী পরিবার। সব মিলিয়ে এরাই। আমরা আরও অনেকে যেতাম কিন্তু লংফেলোর জন্য তা হলো না। আজ সকালে এসে ও আমার সাথে অনেক তর্কাতর্কি করেছে, ওর দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমার সাথে চালাকি করেছ। ওর সাথে অবশ্য তোমাদের কিছু লোকও আছে। ওরা ওকে সমর্থন দিচ্ছে

'ডেপার আর শর্টি, তাই না?' রীজ ম্লান হাসল।

'হ্যাঁ। তোমার কিন্তু সতর্ক থাকা উচিত, রীজ।' পারকিনসন উদ্বিগ্নস্বরে বলল। 'ওরা তোমার জন্য বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছে।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল। 'ধন্যবাদ, বন্ধু। আমি সতর্ক থাকবার চেষ্টা করব।' এবার সে প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তা তোমার আর অন্য দুজনের আউটফিট মিলিয়ে কীরকম লোক হবে?'

পারকিনসন একটু চিন্তা করল। 'এই ধরো আমরা পাঁচজন, তার মধ্যে দুজন আমার ছেলে। বেন উইলিয়ামের এক ছেলে আর দুজন কাউহ্যান্ড। তিন কনোরী ভাইয়ের দুজন করে লোক।' ও মৃদু হাসল। 'আমরা মোট পনেরোজন লোক তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়ালাম, রীজ। তবু এখনও প্রায় আশিজনের মত রয়ে গেছে। অবশ্য তাদের সবাই তোমাকে সমস্যায় ফেলতে চায় না। কিছু ছেলেপুলে আর মেক্সিক্যান কাউহ্যান্ড আছে। অনেকে আবার গোলাগুলি চায় না কিন্তু রয়ে গেছে এজন্য যে ওরা ওদের শেষ সম্বলটুকু নিক ভিক্টরের ওপর বাজি রেখেছে। অন্যদিকে লংফেলো একটা লাভজনক লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছে ওদের।'

রীজের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। 'লংফেলো কি এখনও আছে ওখানে?'

'না।' জবাব দিল পারকিনসন। 'ও শহরে ফিরে গেছে। আমি এখানে আসবার আগে ভিক্টরের লোক থাস্টি এসেছিল।'

রীজ একপা এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই পারকিনসন শক্ত হাতে তা আঁকড়ে ধরল। 'আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে, কিট, অন্যরা তোমার মত বুঝল না ব্যাপারটা,' বলল রীজ। 'এখন যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার জায়গা চিহ্নিত করে আমার কাছে ফিরে এসো।'

'আমার সাথে বেন উইলিয়াম আর কনোরী পরিবারও আসবে।' পারকিনসন ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

রীজ চাক ওয়াগনের কাছে দাঁড়ানো র‍্যাফায়েলের কাছে গেল। 'আমরা ওদের সংখ্যা সামান্যই কমাতে পেরেছি, ফ্রেড। পারকিনসন এবং আরও দুজন ফ্ল্যাটার তাদের আউফিট নিয়ে চলে যাচ্ছে। ওদিকে থাস্টি লংফেলোকে শহরে নিয়ে গেছে। তারমানে ভিক্টর সান্তা ফে থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই কোন নতুন মতলব ভাঁজছে। ডেগার আর শর্টি লংফেলোর সাথে যোগ দিয়েছে,' শুষ্ক হাসি হাসল ও। 'তবে এগুলোর কোনটাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা আজ রাতে ফ্ল্যাটারদের দর্শন দেব।'

'জাড এন্ড আর ওই ব্যাজধারীকেও সাথে নেবে?' র‍্যাফায়েলের কণ্ঠে লড়াইয়ের উত্তেজনা।

'নেবো। অবশ্যি যদি ওরা এর মধ্যে দেখা দেয়। সূর্যাস্তের আগেই ওদের আমি আসতে বলেছি।'

'যদি না আসে তা হলে কী করবে, মাইক?'

'ওদেরকে ছাড়াই আমরা ওখানে যাব,' রীজ বলল দৃঢ়কণ্ঠে

ডেপুটি শেরিফ বিল কয়েক মিনিট পরেই হাজির হলো এসে। লিভারি আস্তাবলের একটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে সে। উকিলের কথা জিজ্ঞেস করতেই ডেপুটি জানাল, উকিল অ্যারো হেডকোয়ার্টারে গেছে হেনরী টম্পসনকে দেখতে 'আমার কাছে রীটগুলো আছে, রীজ,' বিল বলল। 'অবশ্য ওগুলো যদি এখনও সার্ভ করতে চাও।'

'আমাদের এখন শুধুমাত্র একটা দরকার,' রীজ জবাব দিল 'শুধু হারভি রীচের জন্য।' ওরা যখন ক্রীক অতিক্রম করল তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। রীজ আর র‍্যাফায়েল ডেপুটি শেরিফকে ওদের মাঝখানে রেখে এগিয়ে

Boighar.com

চলেছে। র‍্যাঞ্চের বাকী লোকেরা জোড়ায় জোড়ায় অনুসরণ করছে ওদের। একজন ফ্ল্যাটার ওদের দেখতে পেয়েই পিস্তল ছুঁড়ে সতর্ক করে দিতে চাইল ওর সঙ্গীদের, কিন্তু ওকে রাইফেলের বাড়ি মেরে ফেলে দিয়ে হঠকারিতা না করার জন্যে সাবধান করে দিল। রীজের নির্দেশ মানাই সঙ্গত মনে হলো ফ্ল্যাটারের, পিস্তলটা সে খাপে পুরে রাখল এবার র‍্যাফায়েল এগিয়ে গিয়ে কেড়ে নিল ওর অস্ত্রপাতি, বন্দী করল ওকে। অ্যারোর অশ্বারোহীরা আরও দুজন ফ্ল্যাটারকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেল ওদের দিকে। কিন্তু একজন কোনমতে একটা গুলি ছুঁড়ে বসল সাথে সাথে আপাতশান্ত অন্ধকারের মধ্যে আরও তিনটি গুলির শব্দ শোনা গেল তবে বেশি কিছু ঘটার আগেই নিরস্ত্র করা হলো ওদের।

হঠাৎ রীজ দেখল সামনের উপত্যকা ধরে অনেক অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে দল বেঁধে, হাত তুলে সঙ্গীসাথীদের থামার নির্দেশ দিল ও। তারপর একজন বন্দীর দিকে ফিরল 'ওদের গিয়ে বলো আমাদের সাথে আইনের লোক রয়েছে। ওদের আরও বলবে, হারভি রীচের ওপর কোর্টের নির্দেশ আছে। ওদের জানাবে ওরা যদি যুদ্ধ চায় তবে তাই হবে। যাও।

ভীত-সন্ত্রস্ত লোকটি দ্রুত ছুটে গেল তার বন্ধুদের দিকে। প্রায় সিকি মাইল দূরে বিরাট এক অশ্বারোহী দল ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে ওদের দল ভারী হচ্ছে। রীজের বার্তা নিয়ে লোকটি পৌঁছুল তার দলের কাছে। তারপর দীর্ঘক্ষণ আলাপ করবার পর ও ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে পশ্চিমে ছুটল।

'শহরে যাচ্ছে ভিক্টরকে জানাতে,' র‍্যাফায়েল আর বিলকে উদ্দেশ্য করে বলল রীজ

BOIGHAR

র‍্যাফায়েল বুট থেকে রাইফেল বের করল। 'দেব ফেলে, মাইক?'

রীজ মাথা নাড়ল। 'আমরা প্রথমে গোলাগুলি শুরু করব না। ফ্রেড, তুমি আর অন্যরা মিলে বিল আর আমাকে কভার দেবে। আমরা ওই লোকগুলোর সাথে এখন কথা বলতে যাচ্ছি।'

হারভি রীচ এগিয়ে এল ধীর কদমে। হৃষ্টপুষ্ট গড়ন ওর, দাড়িতে ঢাকা মুখ, মাঝবয়েসী লোক। রীজ যখন প্রথম লীজের প্রস্তাব দেয় তখন বেন উইলিয়ামই রেগে গিয়েছিল, রীচ নয় কিন্তু এই উইলিয়ামই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে পারকিনসন আর কনোরী পরিবারের সাথে এই এলাকা ত্যাগ করেছে। অন্যদিকে হারভি রীচ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে রীজ আর ডেপুটি শেরিফের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। 'শুনলাম একটা আইনের কাগজ আমার জন্য এনেছ। তা কি লেখা আছে ওই কাগজটায়?'

'উচ্ছেদের রীট,' জবাব দিয়ে কোটের পকেট থেকে কাগজটা বের করল ডেপুটি, ঘোড়া হাঁটিয়ে এগোল সামনে, রীচের দিকে বাড়িয়ে দিল হুকুমনামাটা। 'এই দেখো।'

রীচ ওটা নিয়ে একবারও না পড়ে দুটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। 'তোমাদের আইনের কাগজ আমি ঠিক এভাবে নিকুচি করি, মিস্টার,' সরাসরি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল ও। তারপর রীজের উদ্দেশে ফিরল। 'শোনো, ছন্নছাড়া ভবঘুরে, তোমার কোন চালাকিই আমার বেলায় কাজে লাগাতে পারবে না।'

'তুমি তা হলে ঝামেলা চাইছ, রীচ?' বিল শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

বইঘর.কম

'যদি চাই তা হলে কী করতে পারবে তোমরা?' রীচ বলল উদ্ধতভাবে। 'আমার সাথে আশিজন লোক রয়েছে। আমরা সবাই সশস্ত্র এবং পিছু হটবার পাত্র নই।'

'আইনের বিরুদ্ধে তুমি কথা বলছ, রীচ,' শেষ চেষ্টা করল বিল।

'অ্যারোর কেনা আইন।' রীচ বলল ঘৃণাভরে। 'ধনী লোকের আইন। এইসব আইন জাহান্নামে যাক। আমি তোমাকে আবার হুঁশিয়ার করছি, রীজ, তুমি সফল হবে না। লংফেলো আমাদের বলেছিল, ভিক্টর শান্তা ফে থেকে ফিরলেই এই খেলার অবসান ঘটবে। আজ ভিক্টর ফিরেছে। তোমার সব খেলা–'

রীজ ওকে থামিয়ে দিল মাঝপথে। 'বিল, তুমি ওকে রীট সার্ভ করেছ। এবার উচ্ছেদ করো।' তার সমস্ত ধৈর্য ততক্ষণে উধাও হয়েছে। কঠিন হয়ে উঠেছে মুখ। 'যা পাওনা এই বুড়োকে তার চেয়ে বেশি সুযোগ দিয়েছি। এবার তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করো।'

হারভি রীচ এবার বিড়বিড় করে গাল বকে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াতেই বিল অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ততা দেখাল। আরও কয়েক পা ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল রীচকে। রীচ রাইফেল বের করে আনল ঠিকই কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথায় ওর হাত থেকে খসে পড়ল সেটা। এবার রীচের দিকে রিভলভার তাক করে গম্ভীর সুরে বলল ডেপুটি, 'এত দুঃসাহস তোমার, একজন পিস অফিসারকে বাধা চাও।'

'থামো, আমার কথা শোনো,' বিষাদমাখা স্বরে বলল রীচ। 'আমি–'

'ওকে এখান থেকে নিয়ে চলো, বিল,' রীজ বলল চিৎকার করে 'গোটা দলটাই এদিকে এগিয়ে আসছে।'

বিল কাঁধের পেছনে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই রীচকে বাধ্য করল ক্রীকের দিকে এগোতে। অ্যারো র‍্যাঞ্চের লোকেরা ওদের পেছন পেছন ফিরে চলল সার বেঁধে। সবশেষে যখন রীজ ফিরতে উদ্যত হলো, গোলাগুলি শুরু করে দিল ফ্ল্যাটাররা। তার ঘোড়াটা একটা আর্তনাদ করে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেলো ওটার শরীর। রীজ বুঝল গুলি খেয়েছে ঘোড়াটা, এবং মারা যাচ্ছে। ঘোড়াটা ধরাশায়ী হবার আগেই লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে সাথে সাথে আবার উঠে দাঁড়াল ও। পরক্ষণে জবরদখলকারীরা ওর উদ্দেশে গুলি চালাতেই আবার শুয়ে পড়ল মাটি কামড়ে। একজন ওই অবস্থাতেই গুলি ছুঁড়ল ওর দিকে, কিন্তু চকিতে গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল রীজ। কিছুদূরে দুজন অশ্বারোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হতেই বুনো চিৎকার দিয়ে উঠল ওরা। একটা ঘোড়া পিঠ থেকে ফেলে দিল তার আরোহীকে, তারপর নিজেও ঢলে পড়ল। খানিক বাদে ঘোড়াটা উঠে দাঁড়াল ঠিকই, কিন্তু সওয়ারি মাটিতে পড়েই রইল।

চারদিকে সমানে রাইফেলের গর্জনে কান পাতা দায়। রীজ সাবধানে উঠে দাঁড়াতেই কাছেই একজনকে গোঙাতে শুনল। আরেকজন অদৃশ্য কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে। জবরদখলকারীদের পুরো দলটা তাকে অতিক্রম করে অ্যারোর লোকদের পেছনে ছুটে গেল। কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। অ্যারোর লোকেরা ওদের সীমানায় পৌঁছে গেছে। ওদিক থেকে অ্যারোর রাইফেলগুলো

BoigharOm

সমান তালে গর্জে চলেছে। রীজ একবার চারদিকে দেখে নিয়ে দৌড় দিল পিস্তল হাতে। হঠাৎ তার কাছেই এক অশ্বারোহী রাইফেল ফেলে দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে উড়ে গিয়ে সামনে পড়ল। ঘোড়সওয়ারটি অল্পবয়স্ক একটা ছেলে। শিশুর মত কাঁদতে লাগল ও। আরও ছয়সাতজন ওকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল দল থেকে। অ্যারোর লোকেরা হঠাৎ করে বন্ধ করে দিল গোলাগুলি। ভয়চকিত জবরদখলকারীদের উদ্দেশে র‍্যাফায়েলের উচ্চকণ্ঠের নির্দেশ শোনা গেল, 'তোমাদের সব অস্ত্র ফেলে দাও।'

রীজ একটা মালিকবিহীন ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ওটার লাগাম ধরে উঠে বসল স্যাডলে। জানোয়ারটা ভয়ে চিৎকার করে ফেলে দিতে চাইল ওকে। কিন্তু রীজ স্পারের গুঁতোয় শান্ত করল ওকে, ভীত সন্ত্রস্ত ফ্ল্যাটারদের মাঝ দিয়ে ছোটাল। র‍্যাফায়েল আবার চিৎকার করে ওদের অস্ত্র ফেলে দিতে বলল। এবার রীজও রাগত স্বরে একই নির্দেশ দিল।

পরিবেশটা আপাতশান্ত হয়ে এলেও একটা থমথমে ভাব চারদিকে বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে আবার দপ করে জ্বলে উঠতে পারে আগুন। জবরদখলকারীরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ছয়-সাতজন হয় গুলিতে মারা গেছে নতুবা আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। কিন্তু এখনও ওরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সম্ভবত সত্যিকার অর্থে কোন লড়াইয়ের ইচ্ছে না থাকায় ইতস্তত করছে ওরা। রীজ এবার ওদের দিকে পিস্তল তাক করে কাছের একজনের কাছ থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর আরেকজনের সিক্স-শুটার কেড়ে নিল। র‍্যাফায়েল এবং আরও ছয়-সাতজন এগিয়ে এসে যোগ দিল রীজের সাথে। জবরদখলকারীরা তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাল অ্যারোর লোকেরা। চারদিক ছড়িয়ে পড়ে ফ্ল্যাটারদের ঘিরে দাঁড়াল ওরা।

এখানে-সেখানে কিছু লোক আপত্তি জানাল। 'বোকামি কোরো না, বন্ধু,' একজনকে বলল রীজ এবং অন্যজনকে ফেলে দিল তার ঘোড়া থেকে। র‍্যাফায়েল আরও কঠোর হলো। একজন একটু অবাধ্য হতেই সিক্স-শুটার দিয়ে ওর মাথায় প্রচণ্ড বাড়ি মারল সে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেশির ভাগ লোককে নিরস্ত্র করে গোটা দলকে অকেজো করে দিল ওরা। তারপর রীজ ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, তোমরা নিক ভিক্টরের পক্ষে খেলেছ এবং হেরেছ।' তার কর্কশ কণ্ঠস্বর ওদের সবাইকে গভীরভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, 'সে এখন এখানে তোমাদের সাহায্যের জন্য উপস্থিত নেই। এবং ও আসবেও না। আমি তোমাদের সাথে যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু কিট পারকিনসন এবং আরও দুজন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এখন তোমাদের এই র‍্যাঞ্চ ছাড়তে হবে।'

চারদিকে পিন পতন নিস্তব্ধতা। রীজ ওদের সবার মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করল আবার, 'তোমরা জোড়ায় জোড়ায় ফিরে যাবে। তোমাদের মধ্যে এখনও যাদের কাছে অস্ত্র রয়েছে তাদের কাছ থেকে আমার লোকেরা ওসব এখনি নিয়ে নেবে। তারপর ক্যাম্পে ফিরে যাবে তোমরা,' ওয়াগন প্রস্তুত করবে এবং পোভার্টি ফ্ল্যাটের দিকে যাত্রা শুরু করবে।'

ফ্ল্যাটারদের একজন তিক্তস্বরে বলল, 'রীজ, আজ রাতে তুমি এখানে মানুষ খুন করেছ।'

'আমাকে ওসব কথা বোলো না।' রীজ খেপে গেল। 'আমি জানি, কী ঘটেছে, তোমরা উন্মত্ত বোকারাই ঘটিয়েছ এটা। এখন তোমাদের নিহত আর আহতদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

'আমাদের গরুবাছুরের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

'ওগুলোর কথা ভুলে যাও আপাতত।' রীজ তখনও খেপে আছে। 'কাল সকালে তোমাদের গরুবাছুর স্পার হিলের মাঝ দিয়ে ফেরত পাঠাব।'

জোড়ায় জোড়ায় ফিরে যেতে লাগল স্কোয়াটাররা। অন্যদিকে অ্যারোর লোকেরা ফ্ল্যাটারদের মাঝে যারা তখনও অস্ত্র জমা দেয়নি তাদের নিরস্ত্র করতে লাগল শুধু কয়েকজন রয়ে গেল মৃতদেহগুলো জড়ো আর আহতদের পরিচর্যা করতে। অধিকাংশই ফিরে গেল ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে অ্যারো র‍্যাঞ্চ এলাকা ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে। অ্যারোর লোকেরা এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল।

র‍্যাফায়েল এগিয়ে এল রীজের দিকে। ওর দৃষ্টিতে কৌতূহল উপচে পড়ছে। 'তোমার কী হয়েছে, মাইক? কী এত ভাবছ তুমি? ওদের তো আমরা হারিয়ে দিয়েছি।'

'বলো তাড়িয়ে দিয়েছি, ফ্রেড। কিন্তু যারা মারা গেছে?' অপরাধীর সুর বাজল রীজের কণ্ঠে।

'আরে ধেৎ, বাদ দাও তো ওসব চিন্তা। মৃতের কথা কে মনে রাখে বলো?' র‍্যামরড সান্ত্বনা দিল ওকে।

রীজদের পক্ষেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বেশ কিছু। পিটার নামে একজন মারা গেছে; ফ্ল্যাটারদের বুলেটে আহত হয়েছে দুজন, এদের একজনের আঘাত মারাত্মক। রীজ ডাক্তার ডাকতে হার্ডিকে সোলানোয় পাঠিয়ে আহত দুজনকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল। ওখানে সে আর বাবুর্চি মিলে ফার্স্ট এইড দিল ওদের। মাঝরাতে র‍্যাফায়েল ক্যাম্পে ফিরে এসে জানাল, জবরদখলকারীদের শেষ লোকটাও স্পার হিলের ওপাশে চলে গেছে।

র‍্যাফায়েল বুঝতে পারেনি কেন লড়াইয়ের ব্যাপারে এতটা বীতশ্রদ্ধ ছিল রীজ। কিন্তু ও রীজের অনুভূতিকে সম্মান দেখাল। 'ঘটনা আরও খারাপের দিকে যেতে পারত, মাইক,' বলল সে। 'আমরা একজনকে হারিয়েছি। অন্যদিকে জবরদখলকারীরা তিনজনকে। যখন ওরা আমাদের আক্রমণ করতে এগিয়ে এল তখন ভেবেছিলাম এই উপত্যকা বুঝি লাশে লাশে ভরে যাবে। একটা কথা তোমাকে বলি, মাইক, মি. টম্পসন এত সহজে এই লড়াইয়ে জিততে পারত না। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

রীজ মাথা ঝাঁকাল আনমনে। নিজেকে অল্পকটা সামলে নিয়েছে সে।

উত্তরদিক থেকে এইসময় দুজন অশ্বারোহী এগিয়ে এল। ওদের মধ্যে একজন মেক্সিক্যান কিশোরকে চোখে পড়ল ওদের। অ্যারো র‍্যাঞ্চের একজন কাউহ্যান্ডের ছেলে। ও ঘোড়া থেকে নেমে আগুনের কাছে এগিয়ে এল। তারপর

Boighar.com

র‍্যাফায়েলের হাতে ভাঁজ করা একটা চিরকুট দিল। র‍্যামরড কাগজটা বাড়িয়ে ধরল রীজের দিকে। 'তোমার।' সংক্ষেপে বলল ও।

ভ্রূ কুঁচকে চিরকুটটা হাতে নিল রীজ। 'মাইক,' জোরে জোরে পড়ল ও, 'জাজ এন্ড এখন এখানে। উনি খুব খারাপ খবর এনেছেন। আমার মনে হয় তোমার তা শোনা দরকার। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসো–লিলি।'

সবে সিগারেট ধরিয়েছিল রীজ, কষে একটা সুখটান মেরে ওটা আগুনে নিক্ষেপ করল সে, উঠে দাঁড়াল।

'ওই জাজ আবার কী খারাপ খবর আনল?' র‍্যাফায়েল উদ্বিগ্নস্বরে বলল।

'মনে হয় ভিক্টর নতুন কোন চাল চেলেছে,' রীজ বলল থমথমে মুখে। তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল ওর ঘোড়ার দিকে। ক্যাম্প ফায়ারের আধো-আলোয় ওর কঠিন মুখখানা চকচক করছে।

পনেরো

রীজ র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছুতেই ওর আসবার শব্দ শুনে বারান্দায় চলে এল লিলি।

'কী হয়েছে, লিলি?' ওর দিকে এগিয়ে গেল রীজ। 'ভিক্টর নিশ্চয়ই অন্য কোন চাল চেলেছে?'

লিলি জবাবে কিছু বলতে গিয়েও কোন অজ্ঞাত কারণে থেমে গিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল। খুব কাছে সরে এসে রীজের চোখে চোখ রাখল ও। খোলা দরজা পথে আলো এসে লিলির ওপর পড়েছে। স্পষ্ট করে তুলেছে ওর শরীরের প্রতিটি বাঁককে। সোনালি চুলকে অনেকটা অগ্নিশিখার মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ করেই লিলির সারা মুখে কী এক আবেগ জেগে উঠল। আর তা রীজের অনুভূতিকে সতর্ক করে তুলল আরও। সে আরও কাছে গিয়ে লিলিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। এই প্রথমবার ধস্তাধস্তি করবার বদলে ঠোঁটে-ঠোঁটে সাড়া দিল লিলি। তারপর ওর সমস্ত শীরের ভার ছেড়ে দিল রীজের ওপর। অনেকক্ষণ পর নিজেকে মুক্ত করল ও, রীজের ওপর তখনও ও নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে। তার গালে ওর ঠোঁট। 'মাইক, যদি আমি তোমাকে আসবার জন্য লোক না পাঠাতাম–যদি তুমি না আসতে…' কথাটা শেষ করতে পারল না লিলি। ওর শরীর কেঁপে উঠল।

'কী হয়েছে, লিলি?' ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল রীজ।

'একটু অপেক্ষা করো। সামান্য একটু সময়।' লিলি বলল কোনমতে। তারপর আবার সজোরে আঁকড়ে ধরল রীজকে। হঠাৎ করেই রীজ বুঝতে পারল, যদিও এটা ভাবাবেগের একটা অংশ, তবু লিলি তার কাছ থেকে আসলে শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করতে চাইছে। ও কোন অজ্ঞাত কারণে ভয় পেয়েছে মারাত্মক ভাবে। রীজ আরও কাছে টেনে আনল ওকে। 'সত্যিই মেয়েটা আসলে দারুণ দুর্বোধ্য,' ভাবল সে। গতকাল ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাকে দোষারোপ করেছে আর আজ অন্ধের মত আঁকড়ে ধরেছে তাকে, যেন ওর জগতে সে-ই

বইঘর.কম

একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

অনেকক্ষণ পর রীজই প্রথম কথা বলল। 'হয়তো-বা আমিও তোমার জন্য কিছু খারাপ খবর এনেছি আমি অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ অর্জন করতে চলেছি, লিলি। আজ সন্ধ্যায় জবরদখলকারীদের আমরা হটিয়ে দিয়েছি।'

'সত্যি বলছ? তুমি সত্যিই ওদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছ, মাইক?' লিলি রীজের বাহু খামচে ধরল।

'হ্যাঁ, ওরা স্পার হিলের ওপাশে চলে গেছে। তবে একটা লড়াই হয়েছিল,' রীজ বলল সংক্ষেপে।

লিলি কেঁপে উঠল। 'বহু মানুষ হতাহত হয়েছে, তাই না?'

'ওরকম করে ভেবো না।' রীজ ওকে আশ্বস্ত করবার প্রয়াস পেল। 'মানুষ সবসময় জমির জন্য লড়ে এসেছে। ভবিষ্যতেও লড়বে এবং মারা পড়বে। মাত্র তিনটা আউটফিট আমার লীজের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের, টম্পসনদের এখন আর বেশি কিছু হারাতে হবে না।'

লিলি এবার তফাতে সরে গেল একটু। 'মাইক,' বলল মিনতিভরা কণ্ঠে, 'আজ রাতে অন্তত আমাকে আঘাত করে কিছু বোলো না।'

রীজ আবার বুকে টেনে নিতে চাইল ওকে, কিন্তু লিলি মাথা নেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করে হেনরী টম্পসনের স্টাডিতে চলে এল রীজ। উকিল টমাস এন্ড একটা আর্মচেয়ারে আরাম করে বসে আছে। ওর এক হাতে সিগার, অন্য হাতে ড্রিঙ্ক। মাথা দুলিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাভরে রীজকে অভিবাদন জানাল সে। ওর উজ্জ্বল মুখে একই সঙ্গে জেগে রয়েছে শ্রদ্ধা আর ভয়।

সিগারেট রোল করতে করতে রীজ জিজ্ঞেস করল, 'জাজ, ভিক্টর কী বলেছে সব আমাকে খুলে বলুন।'

'হেনরীকে এবার ও ফাঁকা জায়গায় পেয়েছে, রীজ,' উকিলের গলা সুরার তোড়ে এরইমধ্যে ভারি হয়ে এসেছে। 'ও একটা ভালুকের ফাঁদ পেতেছে আর হেনরী তাতে এরইমধ্যে পা দিয়ে ফেলেছে। ভিক্টরের পরিকল্পনা ছিল হেনরীকে ফ্ল্যাটারদের জবরদখলকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে দেয়া। আর এটাই ওকে ফার্নান্দো অংশ থেকে জবরদখলকারী উচ্ছেদের একটা রীট পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানে জবরদখলকারী হলো জন রিচার্ড নামে একজন কাল্পনিক লোক। আর এই রিচার্ড-ই হচ্ছে আমাদের হেনরী টম্পসন। এখন ও ডেপুটি শেরিফ বিলকে দিয়ে আইনের কাগজটা সার্ভ করাবে এবং–'

'পাগল!' রীজ বাধা দিল। 'জাজ, তুমি বলছ এটা আইন বিরোধী হবে না?'

'ভিক্টরের কাছে কোর্টের অর্ডার আছে কথাটা মনে রেখো, রীজ, এন্ড বলল গম্ভীরস্বরে।

'মানলাম।' রীজ উত্তেজিতভাবে বলল। 'তবু একজন লোককে তার নিজের র‍্যাঞ্চেই জবরদখলকারী বানানো!'

উকিল গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল। রীতিমত ঘামছে সে। 'তুমি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারোনি, রীজ। ভিক্টর হেনরীকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে ফেলেছে যেখানে ও বাধ্য হবে ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্টের বৈধতা স্বীকার করে নিতে।

Boighar.com

ভিক্টর যে জবরদখলকারীর খেলায় নেমেছে তা এর আগেও এই নিউ মেক্সিকো টেরিটোরিতে দেখা গেছে টাইসন নামে এক পরিবারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল এই খেলা–'

'ভিক্টরের কাছে ফিরে যাও,' রীজ থামিয়ে দিল উকিলকে। 'তুমি বলতে চাইছ, মি. টম্পসনকে এই র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে ও?'

'সেরকমই হুমকি দিয়েছে,' উকিল একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'তোমার মনে হয় পারবে?'

'যদি না হেনরী বল প্রয়োগ করে ডেপুটি শেরিফকে বাধা দেয়।'

রীজ সিগারেট বানানো শেষ করে আগুন ধরাল। তারপর লিলির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল কেন ও এত ভয় পেয়েছে। 'মি. টম্পসন এর প্রতিরোধ করতে চাইলে সেটা ওঁর জন্য আরও খারাপ হবে,' বলল রীজ। 'যে মুহূর্তে উনি আইন ভাঙা শুরু করবেন তখনই সমর্থন হারাবেন কোর্টের। সুতরাং তাকে ভিক্টরের সাথে কোর্টেই লড়তে হবে। আচ্ছা ভাল কথা, ফার্নান্দো গ্রান্ট প্রমাণ করবার জন্য ভিক্টরের পক্ষে কী বলবার আছে?'

উকিল শ্রাগ করল। 'কে জানে? একমাত্র মান্দেলা গ্রান্টের ভিত্তিতে হেনরী এই র‍্যাঞ্চে নিজের মালিকানা প্রমাণ করতে পারবে। কিন্তু ওটা স্প্যানিশ গ্রান্ট, অন্যদিকে ফার্নান্দো ছিল মেক্সিক্যান। টেরিটোরিয়াল কোর্ট অবশ্যি স্প্যানিশ ও মেক্সিক্যান উভয় গ্রান্টের বৈধতাই স্বীকার করে। আর যেহেতু ফার্নান্দো গ্রান্ট মান্দেলা গ্রান্টের পরে জারি হয়েছে–থাক, আমি সামান্য একজন উকিল মাত্র। কোর্ট কী সিদ্ধান্ত নেবে তা আমি আগাম বলতে পারি না।'

'মি. টম্পসন কী বলছেন?' রীজের আত্মবিশ্বাসের ভিতটা ততক্ষণে অনেক নড়বড়ে হয়ে গেছে।

'ওর শরীর খুবই খারাপ, কোন সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থায় নেই,' উকিল জবাব দিল। 'আমি ওঁর সাথে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারিনি। আর এজন্যই লিলি তোমাকে ডেকেছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস তুমি একটা পথ খুঁজে বের করতে পারবে।' এবার শুষ্কভাবে হাসল জাজ এন্ড। 'লিলি তোমার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করে, রীজ। যা হোক, যেহেতু তুমি কোন এটর্নি নও–' কথা শেষ করল না উকিল।

রীজ উকিলের চোখে সরাসরি তাকাল। 'ভিক্টর যদি ফার্নান্দো গ্রান্ট নেবার জন্য এতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন? কেন ও মি. টম্পসনের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ আইন প্রয়োগ করছে না? দেখো, জাজ, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই অন্য কিছু চাইছে সে। বিক্রি করতে চাইছে কোন কিছু।'

উকিল এন্ড লিলির দিকে তাকাল। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, মিষ্টি মেয়ে। এই লোকটি স্মার্ট।' আবার রীজের দিকে ফিরল সে। 'এখানেই হচ্ছে আসল কথা, রীজ। ভিক্টর চাইছে ওর অংশ কেউ কিনে নিক। এবং এজন্য সে পাঁচ লাখ ডলার হেঁকেছে।'

'পাঁচ লাখ!' রীজ চমকে উঠল। লিলি সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল ওর দিকে।

'লোকটা রসিকতা করছে না, রীজ,' এন্ড বলল গম্ভীর সুরে।

রীজ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে নিক ভিক্টরকে আন্ডার এস্টিমেট

বইঘর.কম

করেছিল। ও ভাগ্যের দিকে স্বাভাবিক পথে হাত বাড়ায়নি প্রচুর মাথা খাটিয়েছে। 'তুমি একজন আইনজীবী, জাজ। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে মি. টম্পসনের প্রতি তোমার পরামর্শ কী?'

এন্ড সিগারে আঙুল বুলাল, ভাঁজ পড়ল কপালে, জবাব দিতে অনিচ্ছুক মনে হলো ওকে। 'এটা আমার জন্য বেশ জটিল ব্যাপার, রীজ। আমি কোনভাবেই হেনরীকে পরামর্শ দেব না। আমি শুধু এটুকু তুলে ধরতে চেষ্টা করছি, কোর্টে ভিক্টরের সাথে লড়তে গেলে ও কী কী হারাতে পারে। ওই অবস্থায় ও অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ হারাবে আর তা হচ্ছে এই র‍্যাঞ্চটির শ্রেষ্ঠতম অংশ। ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্টটা অ্যারোর শ্রেষ্ঠ রেঞ্জ আর পানির মূল উৎস জুড়ে অবস্থিত। আমি হেনরীকে এটাও বোঝাব যে পাঁচ লাখ ডলার মোটা অঙ্কের অর্থ ঠিকই, কিন্তু তা ফার্নান্দো অংশের চেয়ে বড় কিছু নয়।'

'তার মানে,' রীজ বলল, 'তুমি মনে করো ভিক্টরের অংশটা মি. টম্পসনের কিনে নেয়াই উচিত।'

'মানে···আমি···' আমতা আমতা করতে লাগল এন্ড।

'মি. টম্পসনকে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কতক্ষণ সময় দিয়েছে ভিক্টর?'

'আগামীকাল বিকেল চারটা পর্যন্ত।' উকিল সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল একটা।

রীজ তার চেপে রাখা নিঃশ্বাসটি ধীরে ধীরে ছেড়ে পায়চারি শুরু করল। স্পষ্ট উপলব্ধি করছে সে লিলি তার দিকে প্রত্যাশিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই আশা করছে মেয়েটা, এবারও ভেলকি দেখাবে ও। কিন্তু আপাতত নিক ভিক্টরকে ঠেকাবার একটা মাত্র পথই তার সামনে খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে পিস্তল। পায়চারি থামিয়ে লিলির দিকে তাকাল ও।

'ভিক্টর খুব স্মার্ট। ওকে অস্ত্র দিয়ে কাবু করা যাবে না। ওরা তোমাদের কাছে রীট নিয়ে আসবে এবং কোন গানফাইটে যাবে না। ঠিক, ও লংফেলোর মত বন্দুকবাজকে ভাড়া করেছে। কিন্তু ওকে তুমি কখনও গানফাইটে পাবে না, তা সে ওকে যতই অপমান করো না কেন।'

'যদি তা করেও তবু আমি তোমাকে ওর মুখোমুখি হতে বলব না,' লিলি শান্ত স্বরে বলল।

'বেশ,' রীজ মাথা ঝাঁকাল। 'তা হলে ওর বিরুদ্ধে তুমি এখন আমাকে কী করতে বলো?'

'আ–আমি জানি না।' অসহায় দেখাল লিলিকে।

'তোমরা কি ভিক্টরের দাবি মেটাতে চাও?'

লিলির চোখ দু'টোয় এবার রাজ্যের বিষাদ এসে ভর করল। 'আমার মনে হয় না আমরা তা পারব। আমার ধারণা বাবা এত টাকা একসঙ্গে এই মুহূর্তে জোগাড় করতে পারবেন না। সেটা যত ধীরে-সুস্থেই হোক। যদি উনি সুস্থ থাকতেন তবে হয়তো ধার করবার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের ঝুঁকি নিতে পারবেন না তিনি। আর ব্যাংকাররাও এই অবস্থায় এগিয়ে আসবে না। বাবা হয়তো এই র‍্যাঞ্চ বন্ধক রাখতে অথবা গরুগুলো বিক্রি করতে পারতেন।

Boighar.com

আমি–আমি আসলে জানি না তিনি যদি নিজে করতেন তা হলে কী করতেন। আমি কিচ্ছু জানি না, মাইক। আমার মাথায় কিছুই আসছে না।' লিলি প্রায় ভেঙে পড়ল।

রীজ উকিলের দিকে ফিরল। 'এই ফার্নান্দো ল্যান্ড গ্রান্ট,' বলল সে, 'তুমি নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত কোর্টে টিকে যাবে এটা?'

'না, জোর দিয়ে বলতে পারব না, রীজ,' এন্ড দ্বিধাজড়িত গলায় জবাব দিল।

'তুমি দেখেছ টাইটলটা?'

'হ্যাঁ। বছর কয়েক আগে।' উকিল জানাল। 'হেনরী আমাকে দেখিয়েছিল। ওর কাছে এর একটা কপি ছিল।'

'এখনও আছে ওটা।' লিলি ড্রয়ার খুলল বেশ কিছুক্ষণ আঁতিপাতি করার পর অবশেষে ম্যাপটা পেল খুঁজে। এ কয়েক বছরে হলদেটে হয়ে গেছে কাগজ। ম্যাপটা রীজের হাতে দিল ও। 'বরাবরই বাবার বিশ্বাস, এটা বৈধ নয়। আর তাঁর অভ্যাসেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা জিনিস, কখনও কেউ অ্যারোর কাছ থেকে কোন কিছু দাবি করলে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা। জাজ এন্ড ছাড়াও আরও কজন উকিল তাঁকে বলেছে কোর্ট এই দাবি সমর্থন করতে পারে।'

রীজ লিলির দিকে তাকাল, তারপর উকিলের দিকে ফিরল। 'ম্যাপটা আমার প্রথম দেখেই ধারণা হয়েছিল, ভিক্টর নিজেই কেন যেন ওর ওপর বেশি ভরসা করতে পারছে না। কিন্তু যাক, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।' সে এবার গভীর মনোযোগ দিয়ে ফার্নান্দো গ্রান্টের দিকে তাকাল কিন্তু কিছুই বুঝল না। এটা কোন অনুবাদ কপি নয়, স্প্যানিশ ভাষায় লেখা। ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ বলতে ও বুঝতে পারে রীজ কিন্তু পড়তে পারে না।

একসময় রীজ একটা, দুটো শব্দের সাথে 'ফার্নান্দো' নামটাও চিনতে পারল। সেই সাথে নিউ মেক্সিকোর শেষ গভর্নর আরমিজোর স্বাক্ষর। কিন্তু বাদবাকী অংশ তার কোন কাজেই এল না। এবার সে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে মাথা নাড়ল। ম্যাপটা যখন লিলির হাতে ফেরত দিতে যাচ্ছে তখনি হঠাৎ করে ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার–তারিখ। তারিখটা এভাবে লেখা রয়েছে: '১৮ই অগাস্ট, সাল ১৮৪৬।'

লিলি রীজের চোখে-মুখে বিস্ময় লক্ষ করে উত্তেজিতস্বরে বলল, 'মাইক, কী ব্যাপার?'

লিলির হাতে ম্যাপটা দিল ও। 'তারিখটা পড়ো।'

লিলি ডেস্কের স্বল্প আলোর নীচে মেলে ধরল কাগজখানা। 'আঠারোই অগাস্ট, আঠারোশো ছেচল্লিশ।' জোরে জোরে পড়ে রীজের দিকে তাকাল ও। 'কালি ম্লান হয়ে গেছে কিন্তু এখনও সহজেই পড়া যায়। মাইক, তুমি এর মাঝে গোলমাল কিছু পেয়েছ?'

'হয়তো-বা।' রীজ এবার এন্ডের দিকে ফিরল। 'জাজ, এই ম্যাপ ঠিক আছে তো?'

'থাকাই উচিত,' জবাব দিল উকিল। 'সান্তা ফে-র মার্কোস ডি কার্লোস ল' অফিস থেকে একজন কেরানি মূল কপি থেকে এই কপি করেছে। কিন্তু কেন? এর

বইঘর.কম

মধ্যে আবার কীসের গণ্ডগোল?'

'তারিখ,' গম্ভীরস্বরে বলল রীজ। 'একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর চোখে তা প্রথমেই ধরা পড়া উচিত ছিল।'

'আমি বোধহয় আসলে একটা গরু।' নিজেকে বিদ্রূপ করল এন্ড। 'এবং মার্কোস ডি কার্লোও। তুমি বরং আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলো, বন্ধু।'

'মাইক! মাইক!' লিলি ওর বাহু খামচে ধরল।

রীজ হাসল মৃদু। 'আমার ভুলও হতে পারে, তবু বলছি তোমাদের। আমার বাবা পশ্চিমে কারনির আর্মির সাথে ছিলেন। আমি যখন ছোট তখন তিনি প্রায়ই আমাকে মেক্সিক্যান যুদ্ধের কথা বলতেন। উনি ড্রাগনদের স্কাউট ছিলেন। তার একটা কথা এখনও আমার মনে আছে—আমেরিকানরা যখন সান্তা ফে-তে ঢুকে প্যালাসিওতে তারকাখচিত পতাকা উড়িয়ে দেয় সেদিন ছিল অগাস্টের আঠারো তারিখ আর বছর আঠারোশো ছেচল্লিশ। ওই তারিখেই আরমিজো এই ফার্নান্দো গ্রান্টে সই করেছিল।'

লিলি তখনও অসহায়ের মত রীজের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু মাইক, আমি তো তেমন কিছুই—'

উকিল এন্ড এবার ওকে বাধা দিল। 'আমি যেন এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।' চেয়ার থেকে উঠে এল সে। 'তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না রীজ। কারনি প্রবেশ করবার আগেই আরমিজো সান্তা ফে থেকে পালিয়ে যায়। আমেরিকানরা যখন এখানে এসে পৌঁছায় তখন সে কার্যত আর গভর্নর ছিল না। আর এই গ্রান্ট সই করবার সময় তা সে জানতও। সে ভাল করেই জানত, জেনারেল ফার্নান্দো বা অন্য কাউকে এ ধরনের ল্যান্ড গ্র্যান্ট দেয়ার অধিকার ওই সময়ে তার ছিল না। দেখে মনে হচ্ছে মান্দেলা পরিবারকে একটা ধাক্কা দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' লিলি এবার বলল উত্তেজিত কণ্ঠে। 'আমার দাদু লুই মান্দেলা এবং গভর্নর আরমিজোর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। নানাভাই আমেরিকানদের এখানে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে ওদের বিরুদ্ধে তাঁর ভ্যাকুয়েরোদের পরিচালিত করবার ব্যাপারে আরমিজোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি যখন ছোট তখন এক বুড়ো ভ্যাকুয়েরোর কাছে এই কাহিনী শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি ওই কাহিনী।' উকিলও লিলির মত উত্তেজিত। 'এখনও অনেক লোক বেঁচে আছে যারা লুই মান্দেলা আর আরমিজোর কথা জানে। ওরা এক্ষেত্রে ভাল সাক্ষী হতে পারবে। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব, মান্দেলা পরিবারের প্রতি আরমিজোর বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তারিখ। আমরা ভিক্টরকে চাপ দেব এটা প্রমাণ করবার জন্য যে ফার্নান্দো গ্রান্ট আরমিজো গভর্নর থাকা অবস্থাতেই সই করেছিল। তখন ওর সামনে আর কোন সুযোগ থাকবে না।'

'তুমি কি ব্যাপারটা ভিক্টরকে খুলে বলবে?' রীজ এন্ডের দিকে তাকাল।

'নিশ্চয়ই।' উকিল বলল, 'আর এটা ওকে পুরো ব্যাপারটা থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য করবে।'

'দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সহজ।' তবু দূর হলো না রীজের সংশয়।

Boighar.com

'সহজ হোক বা না হোক,' উকিল এন্ড বলল, 'আমরা এতদিনে ওকে বাগে পেয়েছি।'

কথা বলবার পাশাপাশি পায়চারি শুরু করেছিল জাজ এন্ড। ওর গলার স্বর উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে একসময় ভরিয়ে দিল সারা ঘর। ওকে দেখে মনে হচ্ছে এরই মধ্যে ও কোর্টে হাজির হয়ে গেছে। রীজ আর লিলি হঠাৎ করেই ওকে একজন যোগ্য আইনজীবী হিসেবে দেখতে পেল চেষ্টা করলে যা হতে পারত সে আর এই ক্যাটল টাউনে সারাক্ষণ বোতল নিয়ে পড়ে থাকার বদলে সেটাই হত ওর জন্যে মানানসই।

লিলি রীজের বাহু আবার খামচে ধরে কানে কানে বলল, 'তুমি কাজটা করতে পেরেছ, মাইক। তুমি এবার গোটা অ্যারো র‍্যাঞ্চকে রক্ষা করেছ।'

'যদি আসলেও ব্যাপারটা ওভাবে ঘটে,' লিলির দিকে তাকিয়ে হাসল রীজ, 'মনে রেখো এর জন্য তোমাদের কী মূল্য দিতে হবে। অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ।'

'আমি ভুলিনি, মাইক।' লিলি শান্তস্বরে জবাব দিল। 'ঋণ ঋণই।'

ওকে দেখে রীজের মনে হলো এই ঋণের মত অন্য কিছুতে আর কখনও এই র‍্যাঞ্চকে এতটা মাশুল গুনতে হয়নি। এবার উঠোনের দিকে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও। আর ওই শব্দই তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। জাজ এন্ডের মত রীজও নিশ্চিত জানে না, এর ফলে ভিক্টরের সঙ্গে ওদের সমস্ত গণ্ডগোলের মীমাংসা হয়ে যাবে কিনা। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। লিলির দিকে তাকাল সে। 'তুমি জানো কে আসছে?'

লিলি জানাল ও কাউকে আশা করছে না। রীজ এবার বারান্দায় বেরিয়ে এল। লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। ও ডাকল, 'রীজ?' এবার সে চিনতে পারল ওকে। 'কী হয়েছে, হার্ডি?'

'আমি যখন শহরে ডাক্তার হোপের কাছে গিয়েছিলাম তখন শর্টির সাথে আমার দেখা হয়,' হার্ডি বারান্দায় পৌঁছে বলল। 'ডাক্তারকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে র‍্যাফায়েলকেও কথাটা বলেছি, কিন্তু ও বলেছে তোমাকে সব খুলে বলতে। শর্টি ছিল মাতাল আবার একইসাথে ভীতসন্ত্রস্তও। ও এখন আমাদের কাছে ফিরে আসতে চায় কারণ ও আর ডেগার এরইমধ্যে লংফেলোর সাথে জড়িয়ে গেছে। শর্টি ভয় পাচ্ছে কারণ ওর ধারণা লংফেলো ওদের বিপদে ফেলতে পারে। যা হোক, ও আমাকে বলেছে, লংফেলো আর ডেগার মিলে তোমাকে হত্যা করবার চক্রান্ত করেছে।'

'আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না এতে, হার্ডি।' রীজ মৃদু হাসল।

'আমারও তাই বিশ্বাস।' হার্ডি জবাবে হাসবার চেষ্টা করল। 'কিন্তু শর্টি আমাকে বলেছে ওরা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে ফেলেছে—কীভাবে, কখন, কোথায়।'

'ও সবই বলেছে?' রীজ এখন রীতিমত উত্তেজিত।

হার্ডি মাথা নাড়ল। 'শর্টি বিস্তারিত জানে না। কিন্তু ডেগার ওকে বলেছে, এটা নিতান্তভাবেই কোন আগুনের ফাঁদ হবে। ও জানিয়েছে, ব্যাপারটা ফয়সালা করতে ডেগার আর লংফেলো ইতিমধ্যেই সোলানো ত্যাগ করেছে। তুমি সাবধান হও,

বইঘর.কম

রীজ। ওরা তোমাকে সতর্ক হবার সুযোগ দেবে না। আর যখন গুলি করবে তখন নিশ্চিত ভাবেই সেটা তোমার পিঠেই করবে।'

রীজ গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। এই খবরটার জন্য শর্টির কাছে আমি বাঁধা রইলাম।' একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল ওর শরীরে। এর পেছনে কোন ঠাণ্ডা বাতাস কাজ করেনি, এটা এক ধরনের অজানা ভয় থেকে উৎসরিত এবং সেটা সে উপলব্ধি করল। তাকে আচমকা হামলা করা হবে এই ব্যাপারে সতর্ক করবার তেমন কোন মূল্য নেই। যদিও হার্ডির কথামত সে এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা করবে তবু একসময় না একসময় তাকে ওই ফাঁদে পা দিতেই হবে। ফাঁদটা হয়তো কালকেই ধরা যাবে, অথবা পরবর্তী সপ্তাহ, মাস কিংবা আগামী বছরে। এবং এটা মূলত নির্ভর করবে তাকে ধরার জন্য লংফেলো আর ডেগার কতখানি আগ্রহী তার ওপর। এ তো জানা কথা, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে পারবে না সে। হার্ডি বোধহয় বুঝতে পারল ওর চিন্তা কোন খাতে বইছে।

'ওদের দুজনের পেছনে আমাদের সব লোককে লেলিয়ে দাও, রীজ। ওদের ধরে আনো।' রীজের হাত চেপে ধরল হার্ডি।

ওর মঙ্গল চিন্তায় হার্ডির উদ্বেগ দেখে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রীজ। হার্ডির কাঁধে হাত রেখে ম্লান হাসল ও। 'তাতে কোন ফল হবে না, হার্ডি। আমাকে ধরবার সময় অ্যারো র‍্যাঞ্চ যে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়েছিল এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'শুধুমাত্র ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে আমাকে।'

লারগো ক্রীকের ক্যাম্পে ফেরার কোন প্রয়োজন না থাকায় রীজ আর হার্ডি সে রাতে হেডকোয়ার্টারেই ঘুমাল। পরদিন ওরা অনেক দেরীতে ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সারল দুজনে। ওরা যখন নাস্তা করতে ব্যস্ত তখন উকিল এন্ড ফিরে গেল সোলানোয়। এন্ড আজই ভিক্টরের সাথে দেখা করে ওকে দুঃসংবাদটি দেবে, রীজ ভাবল। 'আর তখনি ভিক্টর, লংফেলো এবং ডেগারের পক্ষে আমাকে হত্যা করা আরও জরুরী হয়ে দাঁড়াবে,' মনে মনে নিজেকে বলল রীজ।

নাস্তা খাওয়া শেষ হতেই কোরালে গেল ওরা। ঘোড়ায় জিন চাপাচ্ছে এই সময় লিলি সেখানে এসে হাজির হলো। ওর আচরণ খুবই সংযত। চোখ-মুখে কেমন যেন একটা অদৃশ্য কালো ছায়ার উপস্থিতি লক্ষ করল রীজ। 'সুপ্রভাত!' খুব একটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারল না লিলি। 'মাইক, বাবা তোমার সাথে কথা বলতে চান।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি,' রীজ জবাব দিল।

'তিনি আর জাজ এন্ড আজ সকালে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন।' লিলি শুকনোমুখে বলল।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এমন কোন দিকে মোড় নিয়েছে যা তোমাকে চিন্তিত করে তুলেছে?'

রীজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেল লিলি। 'না, না, সবকিছুই ঠিকমত চলছে,'

Boighar.com

দ্বিধামিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিল ও। আরও কিছু বলতে চাইল লিলি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না বলে চলে গেল উঠোন পেরিয়ে। রীজ লিলিকে অনুসরণ করে বারান্দায় এল। তারপর শক্তহাতে ওকে ধরে ফেরাল নিজের দিকে। 'তোমাকে কোন একটা ব্যাপারে চিন্তিত করে তুলেছে, লিলি। তোমার বাবার অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'না। আজ সকালে আগের চাইতে অনেক ভাল আছেন উনি,' লিলি জবাব দিল মাথা নিচু করে।

'তা হলে কী হয়েছে তোমার?' রীজ এবার ধৈর্য হারাল।

'আসলেই কিছু হয়নি।' হাত ছাড়িয়ে নিল লিলি।

রীজ ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর শ্রাগ করে লিলিকে অনুসরণ করে দোতলায় ওর বাবার শোবার ঘরে এল।

হেনরী টম্পসন বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। তাঁর বিরাট মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। রীজ চুপচাপ তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। এই লোকটিই একদিন তাকে ওয়াগনের হুইলের সাথে বেঁধে চাবকাতে আদেশ দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে ঘটনাটা অনেক অনেক বছর আগে ঘটেছিল। মার্থা স্টুয়ার্ট স্বাগত হাসি নিয়ে বিছানার এক পাশে দাঁড়িয়ে। টম্পসনও মাপা হাসলেন। 'ঠিক আছে, রীজ,' বললেন তিনি, 'শেষ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে নানাদিক দিয়ে ঋণী হলাম।'

'ভিক্টরকে হারাবার ব্যাপারে এন্ডের মত আপনিও কি নিশ্চিত?' রীজ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

'আমি বরাবর জানতাম, ওই ফার্নান্দো গ্রান্টের কোথাও না কোথাও গণ্ডগোল আছে।' টম্পসনের গলায় অতিপরিচিত অহঙ্কার এসে ভর করল।

'ভিক্টরের সাথে আপনাকে এখনও কোর্টে লড়তে হতে পারে।'

'ও নিয়ে চিন্তা করছি না আমি,' টম্পসন বললেন। 'অন্তত এখন নয়। আর তোমাকে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।' স্থির দৃষ্টিতে রীজকে মাপলেন তিনি, বিশ্লেষণ করলেন, মনে হচ্ছে ওকে এই প্রথম দেখছেন র‍্যাঞ্চার। 'একজন ভবঘুরে হিসেবে তোমার যোগ্যতা অনেক বেশি,' অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। 'তবে আমার মেয়ে শুরুতেই সেকথা বলেছিল আমাকে। তুমি একসময় আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলেছিলে, বন্ধু। আমার মনে হয় তুমি তা নিতে পেরেছ।'

রীজ ম্লান হাসল। 'ওঃ, তা হলে এই কথা ভাবছেন আপনি?'

টম্পসন হাসলেন মৃদু। 'অস্বীকার করব না, তুমি আমার দর্পচূর্ণ করেছ।' একটু থেমে শান্তভাবে বললেন র‍্যাঞ্চার, 'কিন্তু আমি এবার তোমার জন্য কিছু করতে চাই, রীজ। আমার জীবন রক্ষার জন্যে নয়, এটার পাওনা তুমি পেয়ে গেছ, তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়েছ। কিন্তু ফ্ল্যাটারদের তাড়িয়ে দিয়ে এবং ফার্নান্দো গ্রান্টের দুর্বল জায়গা দেখিয়ে দিয়ে যা করেছ তার যোগ্য বিচার সাধারণ কোন কাউহ্যান্ডের পারিশ্রমিকে হবে না। তুমি এর থেকে আরও অনেক বেশি পাবার যোগ্য। তুমি কী বলো—পাঁচ হাজার ডলার, ঠিক আছে?'

চকিতে শক্ত হয়ে গেল রীজের চোয়াল। ওর পেছন থেকে দুর্বোধ্য স্বরে কী যেন বলল লিলি। টম্পসনের বিছানার পাশে দাঁড়ানো মার্থাকে সন্ত্রস্ত দেখাল।

বইঘর.কম

টম্পসনকে ততক্ষণে পুরোমাত্রায় বদান্যতায় পেয়ে বসেছে। যাকে তিনি এখনও একজন সাধারণ ভবঘুরে মনে করেন সেই রীজ এই প্রস্তাবে বিগলিত হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি। তাই এবার অধৈর্যস্বরে বললেন, 'কী হলো, রীজ? কোন কথা বলছ না যে?'

'পাঁচ হাজার ডলার, তাই না?' রীজের গলা কর্কশ শোনাল। 'আপনি আমাকে কী ভেবেছেন? মনে করেছেন আমার সাথে দর কষাকষি শেষে একটা সমঝোতায় এসে পরে আবার তা ভাঙতে পারবেন?'

'দর কষাকষি? কীসের দর কষাকষি?' টম্পসন বিস্মিত হলেন। 'তুমি কী বলতে চাইছ।'

'অ্যারো র‍্যাঞ্চের এক-তৃতীয়াংশ। এর অংশীদারিত্বের কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে গেছেন,' রীজ এবার বলল উত্তেজিত গলায়।

'কী বললে তুমি? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, রীজ?' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন টম্পসন।

রীজ মার্থার দিকে তাকাল। ওর মাঝে থমথমে সতর্কতা। এবার লিলির দিকে ফিরল ও। সেখানে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার উপস্থিতি। 'অ, ব্যাপারটা তা হলে শেষ পর্যন্ত এই।' লিলির দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বলল রীজ। 'এখন আমি সবকিছুই বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি, ফ্ল্যাটারদের কাছে জমি লীজ দেবার প্রস্তাবে তুমি কেন এত ভেঙে পড়েছিলে, কেন তোমার সাথে বেঈমানি করবার অভিযোগ এনেছিল। বুঝতে পারছি, এখানে ডেকে আনবার সময় তোমাকে কেন এত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তোমার বাবার সাথে আমার কথা বলবার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিলে তুমি, কারণ তোমার সাথে আমার চুক্তির ব্যাপারে উনি কিছুই জানেন না। তোমাদের র‍্যাঞ্চ রক্ষা করবার জন্য তুমি একটা মূল্যহীন কাগজের টুকরোর বদলে আমাকে আমার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ।'

লিলিকে কেউ যেন প্রচণ্ড আঘাত করেছে। 'মাইক! মাইক!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও।

রীজ ধীরে ধীরে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল, রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। দয়া করে আর অভিনয় কোরো না। এভাবে আর বোলো না। তোমরাই জিতলে। তোমরা যা চেয়েছিলে তাই পেলে এখন।' পকেট থেকে লিলির স্বাক্ষর করা কাগজটা বের করে হেনরী টম্পসনের বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল রীজ। 'এটার কথাই আমি বলেছিলাম,' তিক্তস্বরে বলল ও। 'একবার পড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন ওটা। আর আপনার পাঁচ হাজার ডলার গোল্লায় যাক।'

দরজার উদ্দেশে হাঁটা দিল রীজ, তারপর ফিরল আবার। 'মাইক, প্লিজ!' মার্থা অনুনয় করল। ওকেও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। রীজ এবার ওর চোখের দিকে তাকাল। 'তুমিও এসবের মধ্যে ওর সাথে ছিলে। তুমি সাক্ষী হিসেবে সই করেছ এতে।' মার্থার চোখে স্পষ্ট ব্যথা দেখতে পেল রীজ।

'আমি ভেবেছিলাম কাজটা করা উচিত, মাইক,' মার্থা বলল কোনমতে।

'ঠিক তাই। এতে অ্যারো রক্ষা পেয়েছে, তাই না?' রীজের গলায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

Boighar.com

অত্যন্ত দ্রুত কাগজটা পড়ে মুখ তুলে তাকালেন টম্পসন। 'আমি এর কিছুই জানি না, রীজ। আমি কখনও এ ধরনের অনুমতি দিতাম না।'

রীজ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল। 'জানি। শুরু থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল আপনি এতদূর অগ্রসর হতে পারেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে দক্ষ অভিনেত্রী। ও আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে, এতে আপনার সম্মতি রয়েছে। ও জোর দিয়ে বলেছিল, আপনি পছন্দ করেছেন রফাটা, কিন্তু আসলে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলাপই করেনি ও। নিঃসন্দেহে খুব চালু আপনার মেয়ে। ওর জন্য আপনার গর্ব করা উচিত, মি. টম্পসন।'

লিলি কিছুই বলল না। নীরবে চেয়ে রইল মেঝের দিকে।

মার্থা বলল, 'এ ধরনের একটা প্রস্তাব বিবেচনা করবার পক্ষে হেনরী খুবই অসুস্থ ছিল, মাইক। খুবই অসুস্থ। তুমি যা বলেছিলে সে ব্যাপারে লিলি আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল। আমি ওকে এভাবেই এগোতে বলেছিলাম; সাথে সাথে এও বলেছিলাম, ওর বাবা যে এতে রাজী তা যেন তোমাকে ও যে কোনভাবে বিশ্বাস করায়। হেনরী যথাসম্ভব সুস্থ হয়ে উঠলেই ওকে আমরা খুলে বলতাম ব্যাপারটা। আমরা দুজনে অবলা নারী, মাইক। আমরা ভেবেছিলাম ডাক্তার হোপ হেনরীর ভাল হওয়ার ব্যাপারে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা আরও ভয় পেয়েছিলাম এই ভেবে, হয়তো অ্যারোর শ্রেষ্ঠ অংশ হারাতে যাচ্ছি। আমরা তোমাকেই একমাত্র ভরসা বলে মনে করেছিলাম, মাইক।'

'আর এখন সেই আমাকেই মাত্র পাঁচ হাজার ডলারে মূল্যায়ন করা হচ্ছে,' রীজ বলল ক্ষুব্ধস্বরে।

'টাকাটা একজন ভবঘুরের জন্য অনেক, রীজ,' টম্পসন বললেন 'আর তুমি যদি কোন কোর্টে এ নিয়ে ঝামেলা করো তবে জিততে পারবে না।'

'আমি তো বলেইছি ওটার পেছনে একটা ম্যাচের কাঠি খরচ করতে, বলিনি?' রীজ এবার রেগে গেল।

'গোল্লায় যাক সব। আমি তাই করব টম্পসনও রেগে গেলেন 'মার্থা, আমাকে একটা ম্যাচ দাও তো।'

মার্থা টম্পসনের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল 'কাগজটা পোড়ালেই গোটা ব্যাপারটা বদলে যাবে না, হেনরী,' গম্ভীরস্বরে বলল ও। 'ওকে যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা দিতে তুমি এখন নীতিগতভাবে বাধ্য।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস নিল মহিলা যেন ঠাণ্ডা পানিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। 'তোমাকে ওই কাগজে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, হেনরী। নইলে তুমি ভাবতেও পারো না কী হারাতে হবে তোমাকে। মাইকের পাওনা তুমি পরিশোধ করো এটা আমি মনেপ্রাণে চাই, এবং জানি লিলিও তা-ই চায়।'

টম্পসন ভ্রূকুটি করে একবার মার্থা, তারপর লিলির দিকে তাকালেন। শরীরের এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ হওয়া তাঁর সাজে না, তবু তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল তা।

'গোল্লায় যাও তোমরা সবাই। তোমরা দুজনেই এই ভবঘুরের প্রেমে পড়েছ। আর এসবের জন্যে দায়ী এটাই।'

মার্থাকে মুহূর্তের মধ্যে যেন ক্রোধের আগুন ঘিরে ধরল। 'হয়তো বা আমি–আমি ওর ভালবাসায় পড়েছি। কেন পড়ব না? ও এমন একজন পুরুষ যাকে যে কোন নারী প্রশংসা করবে। লিলির ব্যাপারেও আমি মনে করি–'

রীজ এবার বাধা দিল। 'একটা ব্যাপার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মি. টম্পসন। ফ্ল্যাটারদের আমি অ্যারোর জমি লীজ দেবার ব্যাপারে কথা দিয়েছি। কিট পারকিনসন, বেন উইলিয়াম আর কনোরী পরিবারকে। ওদের সাথে আমি আপনার পক্ষ হয়ে কথা বলেছিলাম। আমি যা করেছি তা ওই দলিলের জোরেই করেছিলাম। আপনাকে এটা অবশ্যই মানতে হবে, আর নয়তো আপনার চোখের সামনে এই বাড়ি আমি তাসের ঘরের মত উড়িয়ে দেব।'

এরপর রীজ ঘুরে বেরিয়ে এল টম্পসনের শোবার ঘর থেকে।

হেনরী টম্পসন ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, 'রীজ, আমার কথা শোনো।'

মার্থা কেঁদে উঠল। 'মাইক, যেয়ো না। দাঁড়াও।'

কিন্তু লিলি নির্বাক রইল। ও রীজকে এমনকী ডাকলও না যেন ও-ই চলে যেতে বলেছে তাকে। রীজ দ্রুত বেরিয়ে এল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে। হার্ডি বাইরে উঠোনের গেটের কাছে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। রীজ স্যাডলে চেপে উঠোন পেরোল। তার পাশে এসে হার্ডি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, মাইক? খারাপ কিছু ঘটেছে?'

'ওরা সবাই জাহান্নামে যাক,' চিৎকার করে উঠল রীজ, 'গোটা অ্যারো র‍্যাঞ্চ জাহান্নামে যাক, হার্ডি।'

আর ঠিক ওই মুহূর্তে ওটাই ছিল ওর অন্তরের কথা।

ষোলো

সোলানো হাউসে নিক ভিক্টর একটা অলস ডিনার সারল। কিছু স্টীক, সেদ্ধ আলু আর অর্ধ-সিদ্ধ সীম–এই ছিল ডিনারের মেনু। সোলানোতে অবশ্য এর চাইতে ভাল কিছু পাওয়া দুষ্কর। ওর হঠাৎ অন্যান্য জায়গার কথা মনে পড়ল। বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়ার ভাল ভাল সব রেস্তোরাঁয় খেয়েছে সে। ওসব খাবারের স্বাদ যেন এখনও লেগে রয়েছে ওর জিভে। 'আর কয়েকটা দিন, তারপর আবার আমি ওই রেস্তোরাঁগুলোতে যাচ্ছি,' নিজেকে বলল ভিক্টর। এখানকার পরিবেশের কথা মনে হতেই নাক সিটকাল ও। নাহ্, এই পরিবেশে ওকে মানায় না। ওর মত লোকের স্থান বড় বড় শহরের ভদ্র পরিবেশে।

ডাইনিং রুমে স্কাই হাইট সেলুনের তিনজন মেয়ে এসে ঢুকল। ওদের একজন ডেইজী ফস্টার। ওরা এই মৃতপ্রায় কক্ষে প্রাণ ফিরিয়ে আনল। তবে ওদের উচ্চকিত কণ্ঠ উপস্থিত পুরুষদের অনেকের বিরক্তিরও উদ্রেক করল।

ডেইজী ভিক্টরকে দেখতে পেয়ে ওর টেবিলের দিকে প্রায় উড়ে এল। ভিক্টর তখন উঠে পড়বার উপক্রম করছে।

'উঠো না, ডার্লিং। আমি তোমার সাথে বসছি না। আমার ডিনারের বিল

Boighar.com

পরিশোধ করতেও বলব না তোমাকে।' ও এবার ভিক্টরের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'অন্তত যতদিন না তুমি ওই ভাগ্য গড়ে তুলছ যার গল্প তুমি সব সময় করো। তোমার সেই ভাগ্য গড়া কি শেষ হয়েছে, নিক?' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল ডেইজী।

ভিক্টরের সারা মুখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'আর দু'একটা দিন অপেক্ষা করো, ডার্লিং। বিজয় আমার দোরগোড়ায়।'

'তোমার দু'একটা দিন!' ডেইজী ঠোঁট উল্টাল।

'আমি সত্যি বলছি, ডেইজী।' ভিক্টর গম্ভীর হলো।

ডেইজী ঘাড় কাত করে তাকাল ভিক্টরের দিকে। ওর দৃষ্টি ধীরে ধীরে নরম হয়ে এল। ভিক্টর যে শুধু সুদর্শন সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কোন কাউ বা মাইনিং টাউনে সাধারণত যেসব লোক দেখা যায় তাদের থেকে ও আলাদা, আর এই পার্থক্যই ডেইজীকে আকর্ষণ করেছে। কণ্ঠস্বরকে প্রায় ফিস্‌ফিসের পর্যায়ে নামিয়ে আনল ডেইজী। 'ভাগ্য হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক, আজ রাতে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।' কথা শেষ করেই ঘুরে চলে গেল ও।

ভিক্টরের চোখ ওকে অপর দুই মহিলা টেবিল পর্যন্ত অনুসরণ করল। ওর মনে তখন অন্য ধরনের মহিলার চিন্তা খেলা করছে যার পাশে ডেইজী একেবারে বেমানান।

থাস্টি এসে যখন হাজির হলো তখন ও সুন্দর সুন্দর খাবার আর ভবিষ্যতের দিবাস্বপ্নে ডুবে আছে। থাস্টির ঘামে ভেজা মুখ দারুণ বিমর্ষ, গলার স্বরে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। 'জাজ অ্যারো থেকে ফিরে এসেছে। ও তোমার সাথে দেখা করতে চায়, নিক।'

'ভাল,' ভিক্টর হাসল মৃদু। 'ওকে একঘণ্টার মধ্যে আমার অফিসে হাজির হতে বলো।'

'জাজ ওর অফিসে তোমাকে যেতে বলেছে।' ঘামে-ভেজা পকেট থেকে রুমাল বের করল।

'কী বললে, থাস্টি,' ভিক্টর বিস্মিত হলো। 'এন্ড এই কথা বলেছে?'

'ও বোধহয় তোমাকে শমন দিয়েছে, নিক।' ঘামে-ভেজার গলা একটু কেঁপে গেল। আরও ঘামতে লাগল সে। 'ওর কথা বলবার ধরনটা আমার পছন্দ হয়নি, এমনকী চাহনিও। নিক, আমার মনে হয় কোথাও কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে।'

এইমাত্র উদরস্থ খাবারগুলো হঠাৎ করেই যেন ভিক্টরের পাকস্থলীতে জমাট বেঁধে গেল। নিজেকে সামলে নেয়ার প্রয়াস পেল সে। 'আমিও ওর সাথে রসিকতা করতে পারি।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত অজানা আশঙ্কা আর অধৈর্যে নিয়ন্ত্রণ হারাল নিজের ওপর। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে একটা রূপার ডলার রেখে হ্যাটটা তুলে নিল সে। থাস্টি দ্রুতপায়ে পিছু নিল ওর। কিন্তু ভিক্টরের তখন ওসব দিকে খেয়াল নেই।

'মনে হচ্ছে আমি খুব বেশি চেয়ে ফেলেছি। তবু এখন আর দাম কমাতে পারব না। তবে আড়াই লাখ পেলেও বড় লোক হয়ে যাব আমি।' বড় রাস্তায় চলতে চলতে আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগল ভিক্টর। সোলানোর প্রধান রাস্তা দিয়ে এত জোরে আর কখনও হাঁটেনি সে। উকিল এন্ডের দরজায় পৌঁছুবার জন্য

বইঘর.কম

যখন সিঁড়ি টপকাচ্ছে তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছিল ভিক্টর। কোন রকম নক না করেই ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। দেখল, আইনজীবী আয়েশ করে বসে আছে নিজের আসনে। সামনে মদের বোতল। হাতে গ্লাস। যেন ওরই প্রতীক্ষা করছে সে। খাস্টি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এন্ড দুজনের উদ্দেশে মাপা হাসল। বোতলটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখল ও, গ্লাসহাতে হেলান দিল চেয়ারে, ওর দেঁতো হাসি ততক্ষণে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

'তোমার জন্য খারাপ খবর এনেছি, ভিক্টর,' উকিল মুখ খুলল অবশেষে। 'হেনরী তোমাকে উচ্ছেদের রীট নিয়ে ওর মুখোমুখি হতে বলেছে। তোমার সাথে ও টেরিটোরিয়াল কোর্টে লড়বে।'

'ও একটা আস্ত গর্দভ।' ভিক্টর কাঁপতে লাগল রাগে। 'তুমি বলোনি, আমি ওকে সম্পত্তিহারা করতে চাই না? এমনকী কোনরকম মামলা-মোকদ্দমা ছাড়াই ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চাই।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। ও ফার্নান্দো গ্রান্ট মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে।'

'ননসেন্স!'

'কথাটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই একবার না একবার প্রযোজ্য, ভিক্টর,' এন্ড বলল গম্ভীরস্বরে।

এবার এক অজানা ভয় গ্রাস করল ভিক্টরকে, তবু কোনমতে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল ও। 'এটা একটা ভাঁওতা, জাজ। আর তা তুমিও আমার মত ভাল করেই জানো।' বলল সে। 'এখনও যদি টম্পসন সাবধান না হয়, আমি অপ্রিয় কাজটা করতে বাধ্য হব। টম্পসন কি জানে না, ফার্নান্দো গ্রান্ট পাঁচ লাখ ডলারের চাইতেও মূল্যবান?'

'ওই গ্রান্ট দলিলে একটা ছোট্ট দুর্বলতা রয়েছে।' উকিল এন্ড থেমে থেমে উচ্চারণ করল। 'মাইকেল রীজ সেটা বের করেছে।' ভিক্টরের ভীতসন্ত্রস্ত ভাব দেঁতো হাসি হেসে উপভোগ করছে উকিল। 'ওই ভবঘুরের চোখ খুব তীক্ষ্ণ, ভিক্টর। ও একজন ভাল উকিল হতে পারবে।'

ভিক্টরের ম্যানেজ-করা হাসি এবার তড়িতে উধাও হলো। 'ক্লেইমটার মধ্যে কি ভুল রয়েছে?' ওর গলা এবার সামান্য কেঁপে গেল।

'তারিখ।' উকিল কুঁতকুঁতে চোখে ভিক্টরকে লক্ষ করছে 'ইউনাইটেড স্টেটসের সেনাবাহিনী সান্তা-ফে দখল করবার দিন আরমিজো ওটা সই করেছিল।'

'তবু সে নিউ মেক্সিকোর গভর্নর থাকা অবস্থায় সই করেছিল ওটা,' ভিক্টর দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

'তুমি প্রমাণ করতে পারবে সেটা, ভিক্টর? সত্যি যদি কোর্টে মামলা ওঠে তবে তোমাকে তা প্রমাণ করতেই হবে।'

'যদি সে গভর্নর না থাকত, তবে কি সই করত এতে?' ভিক্টর নিজের অবস্থান থেকে সরল না।

এন্ড শ্রাগ করে অ্যাশট্রে থেকে একটা পোড়া সিগারের শেষাংশ তুলে নিল। তারপর একটা ম্যাচের খোঁজে তাকাল এদিক-ওদিক। ডেস্কের ওপর রাখা কাগজ-

Boighar.com

পত্র আর ব্রোঞ্জ নির্মিত একটা অশ্বক্ষুরের পেপার ওয়েট সরাল, তারপর ম্যাচটা পেয়ে সিগার ধরাল। 'আরমিজো জানত, গভর্নর হিসেবে ওটাই তার শেষ দিন। আমেরিকানদের সামনে থেকে ওর সৈন্যরা পরাজিত কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে ভাগছে, ও নিউ মেক্সিকো হারাচ্ছে এবং কারনির সৈন্যদল সান্তা ফে-তে প্রবেশ করতে চলেছে–এ-ই ছিল তখনকার অবস্থা। যদি গভর্নর হিসেবে ওটা সই করেও থাকে তবে প্যালামিওতে শেষ কয়েক ঘণ্টা থাকবার সময়েই করেছে সে। আর সেটা এমন এক সময়ে যখন ওর সব ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত এক ধরনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই এ কাজ করেছিল সে। মান্দেলা পরিবার, বিশেষ করে লুই মান্দেলাকে ঘৃণা করত আরমিজো। এখনও অনেক লোক বেঁচে আছে যারা প্রমাণ করবে, আরমিজো লুই মান্দেলাকে ঘৃণা করত এবং–' হঠাৎ করেই ভিক্টরের অস্বস্তিভাব লক্ষ করে থেমে গেল জাজ ম্যাস এন্ড।

ভিক্টর ডেস্কের আরও কাছে সরে এল। ওর দৃষ্টি ব্রোঞ্জের অশ্বক্ষুরের ওপর আটকে আছে, যেন ওটা ওকে সম্মোহিত করেছে। ওর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে আর কঠিন হয়ে উঠেছে। 'তুমি, রীজ আর টম্পসন ছাড়া এই ব্যাপারে আর কে জানে, জাজ?'

'কেউ না। কিন্তু কেন?' উকিল এন্ড ভিক্টরের মতলব বোঝার চেষ্টা করল।

'টম্পসনের মেয়ে?' ভিক্টর এড়িয়ে গেল ওর প্রশ্ন।

'জানে।'

মাথা ঝাঁকাল ভিক্টর। অশ্বক্ষুরটা হাতে নিয়ে এর ওজন বোঝার প্রয়াস পেল সে। 'আমার সুযোগটা এখানেই, রীজের মত আর কেউ এত চালাক নয়।' এবার উকিলের দিকে ফিরল ভিক্টর। 'ফার্নান্দো গ্রান্ট ক্যাশ করবার একটা সুযোগ এখনও আমার আছে। হয়তো যেরকম আশা করেছিলাম ততটা তাড়াতাড়ি হবে না। কিন্তু–'

ভিক্টরের চোখের দিকে তাকাতেই এতক্ষণে উকিলের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। মৃত্যুদূত আরও কাছে এগিয়ে আসবার আগেই ও সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর গতি আরও মন্থর হয়ে পড়ল। কে যেন মেঝের সাথে ওর পা আটকে দিয়েছে। ভিক্টর ব্রোঞ্জের ওই ভারি বস্তুটা দিয়ে আইনজীবীর মাথায় জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল ঘনঘন। এন্ড চেয়ারে এলিয়ে পড়া সত্ত্বেও আঘাতের পর আঘাত চালিয়ে গেল সে। কিন্তু ওর অসহায় শিকার ততক্ষণে সব ধরনের আঘাতের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। উকিলের প্রাণহীন দেহ ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। ভিক্টর এবার রক্তমাখা অশ্বক্ষুরটা নামিয়ে রাখল ডেস্কে।

'হায় ঈশ্বর! নিক, তুমি ওকে মেরে ফেলেছ।' থাস্টি ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

ভিক্টর ঘুরে দাঁড়াল। ওর চেহারা তখনও ফ্যাকাসে, তবে চোখে এক ধরনের অপরিচিত নগ্নতা। 'মুখে তালা মারো, থাস্টি।' গম্ভীরস্বরে বলল ও।

ঘামে-ভেজাকে অসুস্থ দেখাল। কোনমতে বলল ও, 'কিন্তু আইনকে কী বোঝাবে, নিক?'

'সোলানোতে আবার আইন!' খ্যাপার মত হাসল ভিক্টর। 'বুড়ো টাউন মার্শাল তো এখন ওর দ্বিতীয় শৈশবে পড়েছে।'

'কিন্তু···কিন্তু ওই ডেপুটি শেরিফ, জাজ যাকে সান্তা ফে থেকে এনেছে?' ঘামে-ভেজা এবার ভয়ে কাঁপতে শুরু করল।

ভিক্টর ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে। ডেপুটির কথা ভুলে গিয়েছিল ও। একটুক্ষণ ভাবল সে। 'আমরা দরজা বন্ধ করে চাবি আমাদের সাথে নিয়ে যাব। কেউ ওকে খুঁজে পাবে না। আজ রাতে আমি সবকিছু এমনভাবে ঠিকঠাক করব যাতে ও খুন হয়েছে একথা কেউ বুঝতে না পারে।'

এর আগে কখনও মানুষ খুন করেনি সে এবং এখন, এই মুহূর্তে, একটুও খারাপ লাগছে না দেখে ভিক্টর নিজেই অবাক হলো। এরই মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে ও। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গলায় থাস্টিকে বলল, 'চলো, যাওয়া যাক।' দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। তালার ভেতর থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল। তারপর মাথা বের করে সতর্কতার সাথে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে থাস্টিকে এগোতে দিল সামনে। প্রধান রাস্তায় পৌঁছুবার পর আবার মুখ খুলল ভিক্টর। 'লংফেলোকে জলদি খুঁজে বের করো, থাস্টি।'

লারগো ক্রীক সংলগ্ন ক্যাম্পে অল্পসময়ের জন্য থামল রীজ। তারপর র‍্যাফায়েলকে সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে বেড-রোলটা বেঁধে নিল জিনের সাথে। তারপর ঘোড়া ছোটাল পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে। ওদিকেই কন্টেলা র‍্যাঞ্চ। এটাই অ্যারো র‍্যাঞ্চের মাঝ দিয়ে তার শেষ যাত্রা। রীজের ক্রোধ ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে অনেকটা, তবে তিক্তভাব রয়ে গেছে। তার অজান্তে একটা মেয়ে তাকে নির্মমভাবে ব্যবহার করেছে, এই বোধটাই ওকে বেশি দংশন করতে লাগল। লিলি সম্বন্ধে তার ধারণা অন্যরকম ছিল। ভেবেছিল, ও এমন একটি মেয়ে যে নিজের কথার মূল্য রাখবে। বিশেষ করে ও যে তার সাথে এত বড় একটা অভিনয় করবে এটা রীজের কল্পনাতেও আসেনি। যদিও মাঝে মাঝে লিলির ব্যবহার, উচ্চারিত দু-একটি কথা তার মনকে সংশয়ে ফেলে দিচ্ছিল কিন্তু তা দৃঢ় ভিত্তি পাবার আগেই সে অন্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবে এখন পার্থক্যটা ধরতে পেরেছে সে। রীজ ভেবে পেল না আগুনে দেবার আগে একজন মানুষের হাত কতবার পুড়তে পারে। তার জীবনে প্রথম নারীটি ছিল তারই স্ত্রী, তারপর লিলি, এবং এক অর্থে মার্থাও। অবশ্য মার্থা স্টুয়ার্ট সম্বন্ধেও ভাল ধারণা ছিল ওর। কিন্তু সে-ও লিলির সাথে যোগ-সাজশ করে ব্যবহার করেছে তাকে, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন আবার খালি হাতে বিদায় হতে দিয়েছে।

'জাহান্নামে যাক ওরা,' বিড়বিড় করে বলল রীজ, তারপর চেষ্টা করল সবকিছু ভুলে যেতে।

পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে রীজ। সামনের জায়গাটা একটু ঢালু। হঠাৎ একটা বিরাট গাছের পেছন থেকে কার্লোস বেরিয়ে এল। ওর রাইফেল জিনের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা। 'তুমি কার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছ, অ্যামিগো?' রীজ ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল।

Boighar.com

কার্লোসকে হতবিহ্বল দেখাল। 'তোমাকে পেয়ে ভালই হলো, এডুয়ারডো। এখানে চারপাশে কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। গতকাল সূর্যাস্তের সময় পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে দুজন অশ্বারোহী এসেছে। ওরা বনে ঢুকেছে।' যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে তার উল্টোদিকটা দেখাল ও। 'ওখানেই ক্যাম্প করেছে ওরা। আমাকে দেখেনি। ওদের আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত লক্ষ করেছি। আজ ভোরে আবার ফিরে এসে ওদের পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম সারাদিনে একবারের জন্য হলেও বেরিয়ে আসবে লোকগুলো। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে মাত্র গেল ওরা। তৃতীয় একজন অশ্বারোহী এসে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে, ওরা তিনজন পাহাড়ের মাঝ দিয়ে দক্ষিণে গেছে।' কার্লোস একটু থামল। ওর গলায় স্বর এখন অনেক নিচু। 'ওদের একজন, ডেগার।'

'কী বললে, ডেগার ছিল ওই দলে?' রীজ হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল। 'এতক্ষণে আমি সব বুঝতে পেরেছি, কার্লোস। ওরা আসলে আমাকেই খুঁজছে।'

'কিন্তু তুমি আসা মাত্রই ওরা চলে গেল!' কার্লোস বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

'সম্ভবত দেখেনি আমাকে।'

'ঠিক তাই। আমি উঁচু জায়গায় ছিলাম। ওখান থেকে অ্যারোর অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি।' কার্লোসকে তখনও হতভম্ব দেখাচ্ছিল। 'এখানে ওরা তোমার জন্য কেন অপেক্ষা করছিল, মাইক?'

রীজ ওকে একটা ম্লান হাসি উপহার দিল। 'খুন করতে চাইছে আমাকে। ডেগারকে আমি গুলি করেছিলাম কারণ ও সিনথিয়াকে উত্যক্ত করছিল। সুতরাং ও ধরে নিয়েছে আমরা পরস্পরের বন্ধু। ওর ধারণায় একথা আসেনি, বন্ধুত্বের দুর্বলতার সুযোগ নেয়া ছাড়াও একজন পুরুষের একটি মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে। ও নিশ্চিত ছিল আগে হোক, পরে হোক, আমি সিনথিয়ার সাথে দেখা করতে আসবই।'

'এবং ঠিক তখনই দূর থেকে গুলি করবে তোমাকে।' এতক্ষণে কার্লোসকে স্বাভাবিক দেখাল।

'তা অবশ্য আর পারবে না। কারণ তুমি আমাকে ওই অ্যামবুশের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছ।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি ঠিক।' খুশি খুশি দেখাল কার্লোসকে।

রীজ তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। 'আমার যে ঘোড়াটা রয়েছে তোমার কাছে সেটা আর ক্যাম্প আউট ফিটটা নিয়ে যেতে এসেছি আমি, তোমার সাথে দেখা করতে নয়। আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, কার্লোস।' তামাকের প্যাকেট আর কাগজ তরুণ মেক্সিক্যানকে দিল ও, তারপর আগুন ধরাল সিগারেটে। 'আমার আবার পথ চলার সময় হয়েছে, বন্ধু।'

'কোথায় যাবে, অ্যামিগো?' কার্লোস উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'জানি না।'

'এভাবে ঘুরে বেড়ানো ভাল নয়,' কার্লোস বলল। 'এই অ্যারো অঞ্চলে এখনও তুমি বিরাট ঝামেলার মধ্যে আছ। তোমার চলে যাওয়াই ভাল। চলো, এডুয়ারডো, আমাদের সাথে তুমি সাপার খাবে। আর সম্ভব হলে আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে।'

বইঘর.কম

সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। রীজ ভেবে পেল না কেন ডেগার আর লংফেলো চলে গেল ওদের অ্যামবুশের স্থান ছেড়ে। কেবল এটুকু বুঝতে পারল, তৃতীয় অশ্বারোহী সোলানো থেকে এসেছে। ভিক্টর খুব সম্ভবত জাজ এন্ডের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, ফার্নান্দো গ্রান্ট থেকে ও আর কিছুই পাবে না। তাই এখন শেষ ব্যবস্থা হিসেবে ওই দুজনকে ডেকেছে। এ ছাড়া ভিক্টর আর কোন্ কারণে ওই দুজন অ্যামবুশকারীকে ডেকে পাঠাবে তা ভেবে পেল না রীজ। হয়তো ওই ধূর্ত লোকটা আবার অ্যারো র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে নতুন কোন চাল চালতে চাইছে। এবার মাথা নাড়ল ও। 'এটা এখন আর আমার ব্যাপার নয়। অ্যারোর সাথে আমার সব সম্পর্ক শেষ।'

মা কন্টেলা, সিনথিয়া আর বাচ্চা তিনটির কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল রীজ। ওদের এই ব্যবহার তার মনে নতুন উপলব্ধি জাগাল একটা: এখানে যদি সে থেকে যেতে চায় তবে শান্তিতে থাকতে পারবে, কেউ ব্যবহার করতে চাইবে না তাকে। বরং তারই চাইতে হবে ওদের কাছে এবং ওরা কোনকিছুর জন্য দর কষাকষি করবে না। আহার পর্ব শেষ হবার পর সিগারেট ফুঁকতে বাইরে গেল রীজ। কার্লোস তখন ঘোড়াগুলোকে কোরালে রাখায় ব্যস্ত। সন্ধ্যের ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সিনথিয়া তার কাছে এল।

'তোমাকে অসুখী দেখাচ্ছে, এডুয়ারডো,' হৃদয়-ছোঁয়া কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'তুমি আর আগের মতটি নেই। আমি জানি। যে কোন মেয়েই বুঝতে পারে এসব তুমি বলেছ বটে আবার ঘুরতে বেরুচ্ছ, কিন্তু এ জায়গা ছাড়তে চাইছ না তুমি। কী, ঠিক বলিনি?'

'আমি জানি না, সিনথিয়া।' রীজের বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'এর পেছনে নিশ্চয়ই লিলি টম্পসন রয়েছে,' সিনথিয়া বলল মৃদুকণ্ঠে।

রীজ বিস্মিত হলো। আধো-অন্ধকারের মধ্যে তাকাল ওর পানে। 'তুমি একথা কীভাবে ভাবলে?'

সিনথিয়া মাথা ঝাঁকাল। 'তোমাকে যখন ওরা শিকারের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল তখন লিলি ব্যারানকোসায় তোমার কাছে ক্যাম্প আউটফিট নিয়ে গিয়েছিল। এতে ও বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল। আর তা শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে। আমার মনে হয় তখন থেকেই ওর চিন্তা তোমার মধ্যে গেঁথে গেছে।' একটু থামল সিনথিয়া। 'আসলে ব্যাপারটা কী, এডুয়ারডো? ও কি তোমাকে চেয়েও চায় না?'

ভ্রূ কোঁচকাল রীজ, কিছু বলল না।

'কাজটা কিন্তু খারাপ হচ্ছে,' সিনথিয়া বেদনামাখা গলায় বলল, 'তুমি আসলে ওর প্রেমে পড়েছ।'

চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল রীজ, কিন্তু তারপর কী ভেবে বসে পড়ল আবার। সিনথিয়ার দিকে তাকাল ও, একটা প্রতিবাদ জিভের ডগায় এসেও ফিরে গেল। যা সত্যি তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই। আশ্চর্য, লিলিকে সে ভালবাসে এটা সে

Boighar.com

নিজে বুঝবার আগেই সিনথিয়ার চোখে ধরা পড়েছে।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল রীজ, 'ব্যাপারটা আসলেও খুব খারাপ।'

কাকতাড়ুয়া উইলো ঠিকমত কাজটা করেছে কিনা তা দেখার জন্য নিক ভিক্টর অপেক্ষা করল। নিজের অফিস কামরার খোলা দরজাপথে লক্ষ্য রাখছে ও। চারদিকে প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, কিন্তু ভিক্টর অফিসে কোন আলো জ্বালেনি। সিগারে হাত বুলাল ও, অপেক্ষা আর অস্বস্তিতে ছটফট্ করতে লাগল। ও দেখল উইলো জাজ এন্ডের অফিস থেকে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। এ ধরনের জঘন্য কাজেরই উপযুক্ত উইলো। 'যোগ্য লোককে সবসময় উপযুক্ত কাজ দেবারই চেষ্টা করি আমি।' একটা আত্মতৃপ্তির হাসি খেলা করে গেল ভিক্টরের সারা মুখে।

উইলো রাস্তা পেরিয়ে উধাও হলো ভিক্টরের দৃষ্টির সামনে থেকে। গ্রেইন অ্যান্ড ফিড স্টোরের অদূরে ল' অফিসের জানালায় হঠাৎ উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। শিখাটা বাড়তে বাড়তে একসময় লাল আগুনে পরিণত হলো। দালানের জীর্ণ কাঠের দরজা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল ওপরের দিকে। আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে কয়লার তেল বেশ ভাল কাজ করছে। উইলো নিশ্চয়ই অফিসে পানি ঢেলে এসেছে। ভাবল ভিক্টর। কয়েক মিনিট পরেই একটা ভীত কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠল, 'আগুন! আগুন!' এরইমধ্যে দালানের ওপরের কামরাটিতে ধরে গেছে আগুন। দালানটার কোন অংশই রক্ষা পায়নি আগুনের হাত থেকে। 'আগুন! আগুন!' ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরটি আবার চিৎকার করে উঠল। ভিক্টর হাসল আপন মনে। তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেল অফিসে, পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

দালানের সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল লংফেলো আর ডেগার, এবার স্যাডলে চাপল ওরা। আর ঠিক তখনই উইলো এল সেখানে। 'কাজটা করে এলাম।' ও দাঁত বের করে হাসল। তারপর চড়ে বসল ঘোড়ায়।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ, উইলো।' ভিক্টর সন্তুষ্টির সাথে বলল। তারপর নিজের ঘোড়ায় চেপে ছুটল সামনের দিকে। অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলল ওরা চারজন। প্রধান রাস্তার ওপর এতক্ষণ আগুনকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা জমে উঠেছে। সোলানোকে পেছনে ফেলে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল ওরা।

'বাতাসের গতি লক্ষ্য করো, নিক,' লংফেলো বলল। 'আগুনের জন্য আদর্শ রাত।'

ডেগার মুখ খুলল, ওর কণ্ঠস্বর হুইস্কি আর উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। 'আরও একটা আগুন দরকার। আমার মনে হয় মাঝরাতেই অ্যারোতে একটা ম্যাচের কাঠি খরচ করা সবচেয়ে ভাল হবে।'

ভিক্টর ওদের দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। এবার টম্পসনকে ওর শেষ খেলা দেখাবে সে। মরণকামড় বসাবে অ্যারোতে।

অন্যান্যরা বিদায় নেয়ার পরও রীজ আর কার্লোস রয়ে গেল। রান্নাঘরে বসে গল্প করতে লাগল ওরা, মদ খেলো, তাস পেটাল। অবশেষে মাঝরাতের দিকে হুঁশ

হলো ওদের। পঞ্চম রাউন্ডের বাজিও জিতল কার্লোস। 'তোমার আজ রাতে খেলাতে মন নেই, অ্যামিগো।' চেয়ারে হেলান দিল ও। 'আমি বরং চারদিক একবার দেখে আসি, তারপর একসাথে শুতে যাব।' দরজা খুলে এক পা এগিয়েই চিৎকার করে উঠল ও, 'এডুয়ারডো!'

রীজ লাফিয়ে চেয়ার থেকে উঠে টুপি আর গানবেল্ট হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'কী হয়েছে, কার্লোস?' কার্লোসের দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর সামনে তাকাতেই ওর ভয় পাবার কারণটা দেখতে পেল। অনতিদূরের পাহাড়টার উত্তর-পুবে আকাশ লালে নেয়ে উঠেছে। ওটা একটা বিরাট আগুনের প্রতিফলন, এটা উপলব্ধি করেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল রীজ। প্রতি মুহূর্তে আগুনের আকৃতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। যেন একদঙ্গল প্রেতাত্মা আগুনের গোলা নিয়ে খেলতে নেমেছে ওখানে।

'অ্যারোর ঘাসে আগুন লেগেছে!' কার্লোস চিৎকার করে উঠল।

অ্যারো র‍্যাঞ্চের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণা ছিল কার্লোসের, কিন্তু এখন সে কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই কোরালের দিকে ছুটে গেল ঘোড়ায় চড়তে। যখন কোন ঘাসে আগুন লাগে তখন একজন মানুষের ওই যুদ্ধে সাহায্য করতে ছুটে যাওয়া উচিত। দুর্ঘটনাটা যদি কোন শত্রু র‍্যাঞ্চে ঘটে তবু আশেপাশের সবাই একসাথে ছুটে আসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। এটাই পশ্চিমের রীতি। কিন্তু রীজ ইতস্তত করতে লাগল; ভাবল অ্যারো র‍্যাঞ্চ থেকে চিরদিনের মত সে চলে এসেছে এবং কোন কারণেই আর সেখানে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু আসলে ও একজন কাউম্যান, জানে একটা র‍্যাঞ্চের জন্য খরা, তুষার ঝড়, ঘোড়াচোর, জবরদখলকারী, ইন্ডিয়ান–এসবই ক্ষতিকারক; কিন্তু দাবানল এর দ্রুততা আর প্রচণ্ড ধ্বংস ক্ষমতা নিয়ে সবার ওপরে আতঙ্কজনক অবস্থানে রয়েছে। সব ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পালা শেষ হতেই এবার সেও দ্রুত দৌড় দিল কোরালের দিকে।

সতেরো

অ্যারো র‍্যাঞ্চে তখনও সবাই ঘুমে। উন্মত্ত দাবানল ঝড়ের গতিতে উত্তর দিক থেকে র‍্যাঞ্চের দিকে ধেয়ে আসছে। গোটা র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারে কান পাতলে একটা মাত্র কামরা ছাড়া আর কোথাও জেগে থাকার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। কামরাটা লিলির। বিছানায় শুয়ে রীজের কথা ভাবছে ও। প্রচণ্ড এক অন্তর্জ্বালা দাবানলের মতই চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওকে। আর তারই এক একটা শিখা ওকে ক্রমাগত রক্তাক্ত করে চলেছে ছোবলে ছোবলে। এমন সময় গোলাপি আভায় ঘর ভেসে গেল। কিন্তু প্রথমে ওর নজরে পড়ল না সেটা। ওর সারা মন জুড়ে তখনও রীজ অবস্থান করছে। রীজকে ভালবেসে ফেলেছে সে, এতদিনে বুঝতে পারল লিলি। কিন্তু ভাগ্যের প্রতিকূল খেলায় হারাতে হয়েছে তাকে। হেনরী টম্পসনের একগুঁয়ে অহঙ্কারের সাথে রীজের অহংবোধও সমান তালে পাল্লা দিয়েছে। ফলে ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুই ঘটেনি। ও শুয়ে শুয়ে এসব

Boighar.com

পীড়াদায়ক স্মৃতির সাথে এতক্ষণ ধরে নীরবে কথা বলছিল। লিলি জানে, রীজকে ফিরে পাবার পথ এটা নয়। ওর কোন কথাই সে শুনতে চায়নি। ওকে পরিকল্পনামত কাজটাও করতে দেয়নি রীজ। ঠিক, রীজকে ও ভালবাসে একথা ওই মুহূর্তে বললেও লাভ হত না কোন। অতীতে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে লিলি।

গভীর ক্রমবর্ধমান গোলাপি আভা লিলিকে একসময় বিছানা থেকে জানালার পাশে টেনে নিয়ে গেল। এবার ও র‍্যাঞ্চের উত্তর পাশ ধরে উন্মত্ত দাবানলের তাণ্ডবলীলা দেখতে পেল। ঘাসে আগুন লেগেছে! মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের এক বিশাল স্রোত এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। 'আগুন! আগুন!' হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠল ও। পরমুহূর্তে র‍্যাফায়েল আর স্যামকে ডাকতে শুরু করল উচ্চস্বরে। একজন লোক বাঙ্ক হাউসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল উঠোনে। 'ঠিক আছে, লিলি। আমরা দেখেছি,' লোকটি বলল। এতক্ষণে ওকে চিনতে পারল লিলি। স্যাম।

জবরদখলকারীদের ঝামেলা শেষ হবার পর সেদিন বিকালেই সমস্ত লোক লারগো ক্রীকের ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে। লিলি যখন উঠোনে পৌঁছুল তখন ওরা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ওয়াগন টেনে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত শেষ করে এনেছে। অ্যারো র‍্যাঞ্চে আগুনের হুমকি মোকাবিলার জন্য পানির ব্যারেল ভর্তি একটা ওয়াগন সব সময় তৈরি থাকে। এই মুহূর্তে ভয়াবহ দাবানলের সাথে লড়বার জন্য আরেকটি ওয়াগনে বেলচা, বালির বস্তা, পুরানো কম্বল, তারপুলিন ইত্যাদিতে বোঝাই করা হচ্ছে। ঘোড়াগুলো আগুন আর ধোঁয়া দেখে ভয় পেয়েছে। কাউহ্যান্ডরা অনেক কষ্টে ওগুলোর পিঠে জিন চাপাল। এবং এভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত লোক ছুটে গেল দাবানল ঠেকাতে। এমনকী বাবুর্চি এবং ভ্যাকুয়েরোদের ঘরগুলো থেকে পর্যন্ত বৃদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী ছেলেরাও বেরিয়ে এসে যোগ দিল ওদের সাথে। এডৌবি কুঁড়েগুলো থেকে মেয়েদের উচ্চকিত কণ্ঠ আর বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল লিলি। ও নিজেও দারুণ ভয় পেয়েছে। আগুন ইতিমধ্যে আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

লিলি জানে, র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের চতুর্দিকে একধরনের অগ্নি প্রতিরোধক বেষ্টনী রয়েছে। একটা বিরাট বিস্তৃত খাদের জন্য আগুন কোনদিন হেডকোয়ার্টারকে ছুঁতে পারবে না। কিন্তু তবু খাদ পর্যন্ত পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। আগুনের ফুলকির র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের ছাদে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

'অন্দরমহলের উঠোনের গেট থেকে মার্থা ছুটে এল ওর দিকে। ওর গলা ভয়ে শুকিয়ে গেছে। 'লিলি, আমরা এখন কী করব? তোমার বাবা–'

লিলিও দৌড়ে গেল ওর দিকে। 'বাবাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করো, মার্থা। এখনও পর্যন্ত এখানে কোন বিপদ ঘটেনি। যদি আগুন আরও কাছে আসে তবে সব মানুষ চলে আসবে।'

'কিন্তু ও যে বিছানা থেকে উঠতে চাইছে।' মার্থাকে অসহায় দেখাল।

'বাবাকে উঠতে দাও, মার্থা। এই সময় তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখলে তাঁর

বইঘর.কম

প্রতি অবিচার করা হবে। তাঁকে উঠে কাপড়-চোপড় পরতে দাও, কিন্তু বিপদ-মুক্ত ঘটা পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বেরোতে দেবে না।'

মার্থা মাথা নেড়ে দ্রুত ছুটে গেল দোতলায়।

ঘোড়ায় চেপে আগুনের দিকে ছুটে যাওয়ার ঝোঁক অতিকষ্টে দমন করলিলি, বুঝল এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় অনভিজ্ঞতার কারণে ও শুধু সমস্যা সৃষ্টি করবে। তবে আমি অবশ্যি আরেকটা কাজ করতে পারি, মনে মনে ভাবল এভাবে ছুটোছুটি করে লোকগুলোর একসময় খিদে পাবে। এদিকে বাবুর্চি পর্যন্ত আগুনের কাছে ছুটে গেছে। এবার ও রান্নাঘরের দিকে ফিরে চলল।

ওরা চারজন অ্যারো হেডকোয়ার্টারের দক্ষিণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আগুনের তাণ্ডবলীলা উপভোগ করল। তিনটে পৃথক জায়গায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে এবার র‍্যাঞ্চ হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে ছুটে গেল ওরা। তিনটা আগুনই ভয়ানক গতিতে ছুটে এসে এক জায়গায় মিলিত হলো। তারপর আগুনের স্রোত দালানের দিকে ধেয়ে এল। সঙ্গে আনা হুইস্কির বোতলটা এক চুমুকে সাবাড় করে ডেগার দূরে ছুঁড়ে মারল ওটা; তারপর মাতালস্বরে বলল, 'তা হলে আমরা আর কীসের জন্য অপেক্ষা করছি?'

আগুনের লাল আভার মাঝখান দিয়ে ছুটছে ওরা চারজন—ডেগার, লংফেলো, উইলো এবং ভিক্টর। আগুনের উজ্জ্বল আলোয় ওদের মুখ লালচে দেখাচ্ছে। ওদের মধ্যে একমাত্র ডেগারই ড্রিঙ্ক করেছে, তবু চারজনই এক ধরনের বন্য উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে আছে। লংফেলোর মুখের নিষ্ঠুরতা কমে এসেছে অনেকটা, উইলোর হাড় জিরজিরে মুখখানা শয়তানের মত মনে হচ্ছে, ভিক্টরের মুখ বরাবরের মত চকচক করছে লোভে। কিন্তু জাজ এন্ডকে হত্যা করবার পর থেকে ও-ও আর সকলের মত পাগলা কুকুরে পরিণত হয়েছে।

ভিক্টর এবার সবার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। 'তোমরা প্রত্যেকেই জানো কাকে কী করতে হবে। আমাদের যাত্রাপথে যারা পড়বে তাদের ফেলো আর উইলো সামলাবে। আমি সামলাব টম্পসনকে—আর ডেগার—ওর মেয়েটিকে। পরে ওকে কুভার করে দালানে আগুন ধরিয়ে দেব আমরা।'

'রীজ তো এখনও রয়ে গেল,' লংফেলো বলল। 'ওকে আমার চাই।'

'ও এখানে আগুনের সাথে লড়তে আসবে না,' ভিক্টর জবাব দিল। 'আরেক রাতে ওকে আমরা বাগে পাব। ওকে তোমার জন্যই রেখে দেয়া হলো, ফেলো।'

সিকি মাইল দূরে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ওরা এবার ছুটে গেল একসাথে। এডোবি কুঁড়েগুলোর কোনা ঘুরে এগোল, ফলে মহিলা আর বাচ্চারা ওদের দেখতে পেল না তালমত। র‍্যাঞ্চহাউস আর মাত্র শ' খানেক গজ দূরে, এই সময়ে আলোকিত জানালাটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। র‍্যাঞ্চের উঠোন জনশূন্য কিন্তু ভিক্টর লক্ষ্য করল রান্নাঘরে আলো জ্বলছে আর ভেতরে চলাফেরা করছে কেউ একজন। ও নিচুস্বরে বলল, 'উইলো, বাবুর্চিকে সামলাও।' কিন্তু মদ গেলা সত্ত্বেও ডেগারের চোখ অন্ধকারে ঠিকই কাজ করল। ও উত্তেজিতস্বরে বলল, 'তার আর দরকার নেই। মেয়েটিই ওখানে রয়েছে। আর ও একমাত্র আমার।' তারপর

Boighar.com

উন্মত্তের মত রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল সে।

লংফেলো আর উইলো পিস্তল হাতে উঠোনের মাঝখানে অবস্থান নিল। অন্যদিকে ভিক্টর উঠোনের গেটের দিকে এগিয়ে গেল নির্ভীক চিত্তে। ওদের শেষ পরিকল্পনাটা অবশেষে সফল হতে চলেছে।

অশ্বারোহীদের আসার শব্দ শুনে লিলি রান্নার আয়োজনে বিরতি দিয়ে রান্নাঘরের খোলা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। আগুন ইতিমধ্যে আরও কাছে সরে এসেছে। এর উজ্জ্বল আভায় পুরো উঠোন আলোকিত হয়ে গেছে। আর ওই আলোয় অশ্বারোহী চারজনকে দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে কাছের জন ডেগার। উঠোনের মাঝখানে লংফেলো, তবে ওর সাথের লোকটাকে লিলি এর আগে কখনও দেখেনি। ওদের সামনে, হ্যাঁ, নিক ভিক্টর। ও সবাইকে কী যেন নির্দেশ দিচ্ছে। হঠাৎ করেই লিলি ওর চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। অবশেষে নির্মম বাস্তব অনুধাবন করে অবশ হয়ে এল ওর শরীর। ডেগার ওর দিকে এগিয়ে আসবার সময় ও নড়তে বা কাঁদতে, কোনটাই করতে পারল না। ডেগার ঘোড়া থেকে নেমে এসে লিলিকে পাঁজাকোলা করে ওর ঘোড়ায় তুলে নিল। তারপর রান্নাঘরের সামনে থেকে সরে এল। ওর স্পারের গুঁতা খেয়ে ছুটে চলল ঘোড়া। লংফেলো ওদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। 'নিক, ডেগার মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে।' ভিক্টরের চিৎকারও লিলির কানে ভেসে এল। 'ডেগার, গর্দভের মত কাজ কোরো না। এখানে ফিরে এসো।'

এতক্ষণে হুঁশ ফিরে এল লিলির। সামনে আগুন। ও ডেগারের হাতে বন্দী। ডেগার ওকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলেছে। এবার অতিকষ্টে শরীরকে বাঁকাল ও, স্যাডল হর্নের ওপর হাত রেখে ডেগারের শক্ত বাহুর শিকল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু ডেগার লিলির চাইতে অনেক বেশি শক্তি রাখে, এমনকী এই মরণপণ ধস্তাধস্তির সময়ও ওর শক্ত বাঁধন শিথিল হলো না বিন্দুমাত্র। এরপর লিলি তার কানের কাছে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'বোকামি কোরো না। ওরা তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে। তুমি আমার কাছেই নিরাপদে থাকবে।' ডেগারের কথাগুলো ওর ভয়চকিত মনে ছুরির মত বিঁধল, লিলির মুক্ত হবার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ল আপাতত। কিন্তু তা মাত্র অল্প সময়ের জন্য। হঠাৎ করেই ওর মনে পড়ল, ডেগার মেয়েদের সাথে কেমন ব্যবহার করে। তখনি আবার ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। ডেগার এবার গাল বকল লিলিকে, লাগামটা ঢিলে করে ধরে বাম হাতে ওর মাথার এক পাশে ঘুসি মারল। লিলির সারা মুখে একটা তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল, শরীর শিথিল হয়ে এল। ও জ্ঞান হারাল না বটে, কিন্তু এত অসাড় হয়ে পড়ল যে ওর ধস্তাধস্তি বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ ও ডেগারকে আবার চিৎকার করে উঠতে শুনল। তবে ওর উদ্দেশে নয়।

ডেগার চিৎকার করছিল, 'সরে যাও, নরকের কীট। যা আমি চাই সেখানে তুমি কী চাও? এখন ভালয় ভালয় আমার পথ থেকে কেটে পড়ো।' অন্যদের পাশ কাটানোর চেষ্টায় ও এবার এঁকেবেঁকে ঘোড়া চালাতে লাগল।

গোটা ব্যাপারটাই লিলির জন্য তখন একটা বিরাট দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এবং সব দুঃস্বপ্নই অবাস্তবতার উন্মত্ত সংমিশ্রণ। তারপর একসময় অপরিচিত

ভয়ার্ত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, 'সাবধান! সাবধান! রীজ আসছে।'

অ্যারো র‍্যাঞ্চের উঠোনে এসে রীজ দেখতে পেল চারজন অশ্বারোহী উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আগে-পিছে ঘোরা-ফেরা করছে। আরেকটু এগোতেই নিক ভিক্টরকে চিনতে পারল সে। তখন পর্যন্ত ও বুঝতে পারেনি এই পরিস্থিতিতে ওরা কেন এখানে। তবে এটুকু উপলব্ধি করতে পারল ওদের অ্যারোতে উপস্থিতি মানেই ঝামেলা। এই সময় ওদের একজনকে চিৎকার করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে শুনল সে। সাথে সাথে রীজ রাইফেল হাতে নেমে পড়ল জিন থেকে। একটা পিস্তল একবার, দু'বার, তিনবার গর্জে উঠল। এবার র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে দৌড় দিল ও। শেষমেশ অন্দরমহলের উঠোনের গেটে সামান্য কভার পেয়ে ওখানেই পজিশন নিল।

রীজ দেখল ঘোড়া ছুটিয়ে লংফেলো এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবে রাইফেল সাইটে লংফেলোকে পেয়েছে এই সময় গর্জে উঠল বন্দুকবাজের পিস্তল। সতর্ক হবার সুযোগ পেল না রীজ, বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল শরীরে, পা টলে উঠল। সে-ও পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করল লংফেলোকে। জিনের ওপর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো বন্দুকবাজ। রাইফেলের শব্দে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনের পা দুটো উঁচু করে। লংফেলো ডানা মেলল বাতাসে, হাত কয়েক দূরে উড়ে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ল ধপাস করে। তারপর একটা মোচড় খেয়ে চিরতরে স্থির হয়ে গেল ওর নিষ্প্রাণ দেহটা। সওয়ারবিহীন ঘোড়া লাফিয়ে দিক পরিবর্তন করে চকিতে রীজের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। একটা এডোবি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে অবিরাম রাইফেলের লিভার টেনে চলল রীজ। তারপর ডেগার আর লিলিকে দেখতে পেল।

ডেগার একটা ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। উঠোন পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউস আর কোরালের মাঝের খোলা জায়গা দিয়ে ছুটল ঘোড়াটা। অন্যদিকে ভিক্টর আর চতুর্থ অশ্বারোহী রীজ আর পলায়নরত ডেগারের মাঝখানে এসে পড়ল। রীজ তার জখমের প্রচণ্ড ব্যথা সত্ত্বেও স্পষ্ট বুঝতে পারল, ওরা দুজন তাকে গুলি করতে যাচ্ছে। এবার রাইফেল তুলে প্রথমেই কাছের জনকে গুলি করল সে। সাথে সাথে আর্তচিৎকার শোনা গেল একটা। ঠিক এসময় কার্লোস এসে সেখানে হাজির হলো। রীজ দেখল, তরুণ মেক্সিক্যানটি তার বন্দুক বের করেই গুলি চালানো শুরু করেছে। মুহুর্মুহু বুলেট বর্ষণ করে চলল ওর উইনচেস্টার। হঠাৎ ভিক্টর তার জিনের সামনে পড়ে গেল ছিটকে। রীজ শুনতে পেল ওর উদ্দেশে খিস্তি করছে সে। অন্য লোকটা র‍্যাঞ্চহাউসের আরেক দিকে ছুটে গেল। ওর ঘোড়া হোঁচট খেলো আচমকা। ফলে কার্লোসের বন্দুকের আওতায় চলে এল সে। কিন্তু লোকটা লাফিয়ে মাটিতে নেমেই দ্রুত পালিয়ে গেল দৌড়ে। কার্লোস ছুটল ওর পেছনে। ও-ও একসময় রীজের দৃষ্টির আড়াল হলো। এদিকে ভিক্টর একবার উঠবার চেষ্টা করেই আবার পড়ে গেল মাটিতে। অ্যারো হেডকোয়ার্টারের উঠোনের মাঝখানে ওর প্রাণহীন দেহ পড়ে রইল অসহায়ভাবে।

রীজ এবার রাইফেল ফেলে দিয়ে দেয়ালের পাশ থেকে সরে এল কোনমতে।

Boighar.com

তারপর উঠোনের দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিল। ভিক্টরের ঘোড়ার লাগাম ধরে স্যাডলে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করল ও। শেষমেশ তৃতীয় চেষ্টায় সফল হলো। তারপর ঝড়ের গতিতে ঘোড়া ছোটাল ডেগারের ট্রেইলে।

বেশ কিছুক্ষণ ছোটার পর ডেগারকে দেখতে পেল ও। পুবদিকে ছুটছে ওরা। লিলি কাঁদছে। ভয়ঙ্কর আগুনের তরঙ্গায়িত ঢেউয়ের পাশে ওদের ছুটন্ত ছায়া মুহূর্তে সরে সরে যাচ্ছে। রীজের ঘোড়া ভয় পেল এবার, বারবার ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে সামনে এগোতে হলো ওকে। ভিক্টরের মত এবার সে-ও অভিসম্পাত দিল ঘোড়াটাকে, কিন্তু ওখানে রাগের চেয়ে ভয়ই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। ডেগার সোজা আগুনের দিকে ছুটে চলেছে। দাবানলের অভাবনীয় গতি কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে, একথা বোধহয় ওর খেয়াল নেই। দাবানল এখন আর এর গতির জন্য শুধুমাত্র বাতাসের ওপর নির্ভর করে নেই। এর সামনের অংশ বিরাট একটা আগুনে দেয়াল সৃষ্টি করে নিজস্ব ভয়ঙ্কর গতিতে চারদিক গ্রাস করতে করতে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত ধেয়ে আসছে। এরকম একটা আগুনের দেয়াল ডেগারের ঠিক পেছনেই রয়েছে, ফলে বারবার রীজকে দিকপরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। সামনে প্রায় বিশ ফুট উঁচু আগুন এবং এর আকাশচুম্বী ধোঁয়ার জন্য সে বেশ কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলল ডেগারকে।

খানিক বাদে রীজ আবার খুঁজে পেল তার লক্ষ্যবস্তুকে। ওদের চারদিকে এতক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এগিয়ে এসেছে। ঘোড়াটাকে লাফিয়ে নিয়ে আগে বাড়ল ও ফলে ব্যবধান কমে এল অনেকটা। ডেগার একবার পেছন দিকে তাকিয়েই দ্রুততর করল চলার গতি। পলায়নরত লোকটির সামনে এবার আচমকা দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, বর্শার ফলার মত চকচক করছে শিখা। ভয়ার্ত বাহনকে ডেগার আগুনের করাল থাবা থেকে ফেরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করল। এদিকে স্যাডলে হঠাৎ ঘুরে উঠল রীজের মাথা। ও জানে, বুলেটের আঘাত ওর শক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলছে। এবার অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল ও। অন্যদিকে অসহায় ডেগার ছেড়ে দিল লিলিকে। রীজ কাছে আসতেই ও-ও পিস্তল তুলে ধরল। শরীরের সর্বশেষ শক্তি দিয়ে ডেগারের মুখের একপাশে পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল রীজ। একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে। রীজ আবার আঘাত করল ওকে। এবার ডেগারের ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ঝাঁকি মেরে মাটিতে ফেলে দিল সওয়ারিকে।

রীজের ব্যথাটা হঠাৎই দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ঝাপসা চোখে লিলিকে দেখতে পেল ও। ওর পায়ের কাছে ঘাসের স্তূপ। আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে ওর কাছে এগিয়ে আসছে, একসময় ঘাসের স্তূপ থেকে আগুন লকলকে জিহ্বা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। তার ঘোড়াটা ততক্ষণে দারুণ ভয় পেয়েছে কিন্তু রীজ ছাড়ল না জানোয়ারটাকে। উচ্চস্বরে লিলিকে ডাকল ও। এতক্ষণে লিলির সংবিৎ ফিরে এল, ও ফিরে তাকাল রীজের দিকে। রীজ আবার ডাকল ওকে, তারপর প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে নিচু হয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল হাত।

লিলি হাতটা ধরল শক্তভাবে। ঘোড়াটার ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব ওকে দ্রুত পায়ের

বইঘর.কম

আঙুলে ভর করে দাঁড়াতে সাহায্য করল। রীজ দৃঢ়হাতে লাগাম টেনে ধরে লিলির দিকে তার বামপাশটা আরও ঝুঁকিয়ে দিল। একলাফে রীজের পেছনে উঠে বসল ও।

রীজ এবার আগুনের পাশ থেকে ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিতে নিতে ডেগারের দিকে ফিরে তাকাল। ও তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সারামুখ রক্তে মাখামাখি। ঠিক সেই মুহূর্তে বিরাট একটা আগুনের কুণ্ড ঘিরে ধরল ওকে। ওর আর্তচিৎকারে শেষবারের মত প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারদিক, তারপর সব চুপ। প্রায় বারো ফুট উঁচু আগুনের মধ্যে ও হারিয়ে গেল চিরতরে। একটা বিরাট আগুনের শিখা এবার ছুটে এল ওদের দিকে, সাথে কালো ধোঁয়া আর প্রচণ্ড উত্তাপ। ভয়ার্ত ঘোড়াটার আর স্পারের গুঁতোয় প্রয়োজন হলো না, আগুনের দেয়াল থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণপণে ছুটে চলল ওটা।

কিছুক্ষণের জন্য রীজের মনে হলো সে বোধহয় ঘোরের মধ্যে আছে। মনে হলো দুর্বলতা তার বুদ্ধি গুলিয়ে দিয়েছে। তবু কোনমতে নিজের আসন বজায় রাখল সে, একহাতে আঁকড়ে ধরল স্যাডল হর্নের মাথা। আর ওর শরীরকে জড়িয়ে ধরা লিলির হাত ওকে সাহায্য করল শক্তভাবে বসে থাকতে। কালো ধোঁয়া ততক্ষণে পাতলা হয়ে এসেছে। সামনেই র‍্যাঞ্চহাউস। সোজাসুজি উঠোনের দিকে ঘোড়া ছোটাল রীজ। তারপর একসময় ভীত জানোয়ারটাকে থামাল লাগাম টেনে, পরমুহূর্তে জিনের ওপর পড়ে গেল অসাড় হয়ে। রীজকে এভাবে এলিয়ে পড়তে দেখে লিলি ডুকরে উঠল। রীজ অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল কার্লোস ওদের দিকে ছুটে আসছে সাহায্যের জন্য। এবার নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল সে।

আগুনের হাত থেকে র‍্যাঞ্চ দালানটা বেঁচে গেছে, কিন্তু আগুনের শিখা হেডকোয়ার্টারের চারপাশে প্রায় ছয়-সাত মাইল এলাকা জুড়ে তাণ্ডবলীলা চালাল। অবশেষে অন্যদিক থেকে বয়ে আসা বাতাস দাবানলকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল আর সেই ফাঁকে র‍্যাঞ্চের সবাই কাজে লাগাল আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার শেষ সুযোগটাকে। এরই মাঝে রাতের আঁধার কেটে গিয়ে ফর্সা হয়ে এসেছে আকাশ। একসময় চারদিক আলোকিত করে উঁকি দিল সূর্য। দিনের আলোতে দেখা গেল যেদিকে চোখ যায় শুধু কালো আর ছাইয়ে ডুবে আছে পুরো রেঞ্জ। তবে র‍্যাঞ্চের অধিকাংশ অঞ্চল বেঁচে গেছে অলৌকিকভাবে।

রীজ যেখানে শুয়ে সেখান থেকে রেঞ্জের কোন অংশই দেখা যায় না। এখন র‍্যাঞ্চহাউসের একটা আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে আছে ও। প্রচুর রক্তক্ষরণে ওর শরীর ভীষণ দুর্বল, হালকা লাগছে নিজেকে। গুলিটা তার বুকের বাঁ পাশ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে কিন্তু কোন হাড় ভাঙেনি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে ও সারা শরীর ওর ব্যান্ডেজে ঢাকা। লিলি, মার্থা, আর কার্লোস–সবাই মিলে সেবাশুশ্রূষা করছে ওর। ডাক্তারের যে কোন সময় সোলানো থেকে এসে পৌঁছুবার কথা, কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজন বোধ করছে না রীজ। উপযুক্ত বিশ্রামই তাকে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবে।

সারাক্ষণ পালা করে লিলি আর মার্থা যাওয়া-আসা করছে তার ঘরে,

Boighar.com

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শুশ্রূষা করছে। একসময় ওদের অত্যাচার আরও কঠিন রূপ ধারণ করতেই রীজ ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। হেনরী টম্পসন বিকালে দেখতে এলেন ওকে। 'তোমাকে আমার থেকেও খারাপ লাগছে হে, ইয়ং ম্যান,' কর্কশস্বরে বললেন তিনি।

রীজ সতর্কচোখে দেখল তাকে। তার মনে হলো টম্পসন ইতিমধ্যেই সব বল কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষটি হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ, ওঁর অহংবোধের সাথে স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে অনেকটা। রীজের মনে হলো তাকে চাবুক-পেটা করবার দিনটির মত সেই সুঠাম শরীর তিনি হয়তো আর কোনদিনই ফিরে পাবেন না। টম্পসন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন ওর বিছানার পাশে।

'আমি এখন আমার কথা বলতে পারি, মাইক,' শুরু করলেন তিনি। 'এবার তুমি আর আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না।' লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন র‍্যাঞ্চার। 'আমার কামড়ের চেয়ে গর্জনই সব সময় বেশি ছিল। আমি অ্যারোকে সব সময় শক্ত হাতে চালিয়ে এসেছি, কারণ এটাই ছিল আমার নীতি। আর তুমি এখানে যা দেখেছ তা থেকে এর প্রয়োজনীয়তাটাও আশা করি বুঝতে পারবে। হয়তো এই র‍্যাঞ্চের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি একটু বেশি রুক্ষ আর কঠোর ছিলাম, হয়তো আমার সেই শক্ত ও রূঢ় আচরণের জন্যই অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছে।'

'আপনি যদি আমাকে চাবকানোর কারণ ব্যাখ্যা করতে চান,' দুর্বলস্বরে বলল রীজ, 'তা হলে বলব ব্যাপারটা আমাদের দুজনেরই ভুলে যাওয়া উচিত। ওটার পালা এখন শেষ।'

'আমি ওই পার্টনারশীপের প্রস্তাবটা আবার রাখতে চাইছি, মাইক।' টম্পসন গম্ভীরভাবে হাসলেন।

'ওটাও ভুলে যান,' রীজ বলল দৃঢ়কণ্ঠে।

'না, আমি তা পারি না।' এবার টম্পসনের কণ্ঠে তাঁর চিরপরিচিত জেদ এসে ভর করল। 'আমি সব সময় আমার দেয়া কথা রক্ষা করে চলি। আর আমার মেয়ে যখন কথা দিয়েছে, তখন আমার কথার মতই সেটাও আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। যদি সেদিন তুমি আমাকে আরেকটু সুযোগ দিতে তা হলে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হতাম, ওই চুক্তি আইনগতভাবে না হলেও নীতিগতভাবে জড়িয়ে ফেলেছে আমাকে। যাক, গোল্লায় যাক ওসব। শোনো, মাইক, যদি ওই চুক্তি আমাকে বাধ্য করে কিছু মানতে, তবে তোমাকেও তা করবে। তুমি অ্যারো র‍্যাঞ্চের পার্টনারশীপে রাজি হয়েছিলে আর এখন আমি তা তোমাকে দিতে প্রস্তুত।'

রীজ নীরবে পড়ে রইল; আর মনে মনে বলল, 'তুমি আসলে একটা ধেড়ে শয়তান।'

টম্পসন বলে চললেন, 'তুমি আমার জায়গায় এসে বসবে, মাইক। আমার কিছুদিন এই র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম থেকে বিশ্রাম নেয়া দরকার। এ ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমি মার্থাকে সাথে নিচ্ছি। আমরা এটাকে হানিমুন-যাত্রা বলে উদ্‌যাপন করব।'

'ভাল।' রীজের গলায় ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল। 'কনগ্রাচুলেশনস্!'

'অবশ্য লিলির ব্যাপারটাও আছে,' টম্পসন আবার খেই ধরলেন কথার, 'একজন মানুষ তার হানিমুনে তো আর মেয়েকে সাথে নিতে পারে না। কাজেই তুমি এখানে ওর ভাল-মন্দ দেখাশোনা করবে, এবং সেই সাথে এই র‍্যাঞ্চও চালাবে।' এবার থামলেন বৃদ্ধ, তারপর কণ্ঠে কর্কশতা ঢেলে বললেন, 'কী মনে হয়, মাইক, তুমি পারবে এই দায়িত্ব পালন করতে?'

রীজ জবাবে কড়া কিছু বলবার আগেই লিলি ঘরে এসে ঢুকল। 'মাইক, বাবা তোমাকে বেশি বিরক্ত করছেন, তাই না?' উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল ও।

টম্পসন রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। 'নিজের মেয়েও এখন আমার পর হয়ে গেছে।' তারপর রীজের দিকে তাকালেন উনি। 'তা হলে তোমাকে যেভাবে বলেছি সেভাবেই সবকিছু চলবে।' কথা শেষ হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন জেদী র‍্যাঞ্চার।

লিলি এবার নুয়ে এল রীজের ওপর, ঠাণ্ডা কোমল হাত ওর কপালে রাখল। 'এখনও জ্বর ছাড়েনি দেখছি।' ব্যাকুল চোখে রীজের দিকে তাকাল ও। 'তোমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে আমি কীভাবে কাজে লাগতে পারি, মাইক? আর বাবা তো তোমাকে অনেক দায়িত্ব দিতে চাইছেন।'

'উনি বলেছেন তুমি আমার কাছে থাকবে, অ্যারো,' রীজ বলল গম্ভীরস্বরে।

'সত্যি? কী মজা!' লিলি খুশিতে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠল।

'আমি যখন এই আউটফিট চালাব, তোমাকে আমার পাশে থাকতে হবে,' কপট গাম্ভীর্যের সুরে বলল রীজ।

'তুমি যা বলো, বস,' লিলি আদুরে গলায় বলল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রীজের ওপর। ওর শিখার মত উজ্জ্বল চুল রীজের মুখে একবার আদর দিয়ে গেল, ঠোঁট খুঁজে নিল রীজেরটাকে। 'আমি তোমার পাশেই থাকব, ভবঘুরে। কিন্তু প্রথমে–প্রথমে আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।' রীজের দুর্বল ফ্যাকাসে মুখখানা কোমল হাতে তুলে ধরল লিলি। 'তা আপনি কি ওই পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবেন, স্যার?'

'তুমি পারবে?' জিজ্ঞেস করেই হেসে ফেলল রীজ। 'সম্ভবত এই র‍্যাঞ্চের যে অংশটা এখনও আমি পাইনি তার জন্য তোমাকে আমার বিয়ে করতেই হবে।'

লিলি আত্মপ্রত্যয়ে হাসল। 'আমি সেই ঝুঁকিও নেব, পাষাণ ভবঘুরে,' বলেই রীজকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকাল ও। রাজ্যের লজ্জা এসে যেন ওর চারপাশে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে। যদিও যথেষ্ট দুর্বল, তবু রীজ দুহাতে আঁকড়ে ধরল লিলিকে। 'আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!' বিড়বিড় করে বলল সে। চোখদুটো বুজে এল গভীর আবেশে।

আর ঠিক এসময় খোলা দরজা পথে মার্থা এসে দাঁড়াল। সবকিছু দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর ওর সারামুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা অনাবিল হাসি। গভীর আত্মতৃপ্তি আর সাফল্যের আনন্দ মিশে রয়েছে সে হাসিতে।

***

WWW.BOIGHAR.COM Boighar.com